

VANGA SAHITYA PARICHAYA

OR

SELECTIONS FROM THE BENGALI LITERATURE

FROM THE EARLIEST TIMES

TO THE

MIDDLE OF THE NINETEENTH CENTURY

WITH ILLUSTRATIONS

BY

RAI SHAHIB DINESH CHANDRA SEN, B.A.

VOLUME 2

PAGE NO. 379 TO 959

PART - I

SL.No- 070275

ধর্ম্মরাজের গীত ।

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত ধর্ম্মমঞ্জল ।

ময়ূর ভট্ট ধর্ম্মমঞ্জলের আদি কবি । তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না । কিন্তু গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে ময়ূর ভট্টের প্রাচীন পদ ভাঙ্গিয়া যে অভিনব কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল । (খণ্ডিত) পুথি নকলের তারিখ বঙ্গাব্দ ১০৭১, (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ) ; পত্রসংখ্যা ১৭—৪৩ । গ্রন্থ-রচনার সময়ের নির্দেশ নাই । আমরা ইহার রচনা পঞ্চদশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করিয়াছি ।

ময়নাগড়ের বাজা লাউসেন দুশ্চর তপঃসাধন করিবার জন্ত হাকঙে গিয়াছেন । এই স্থযোগে গোড়াধিপের প্রধান মন্ত্রী মাছতা নবলক্ষ সৈন্ত বইয়া ময়নাগড় অবরোধ করিয়াছেন । লাউসেন তাঁহার প্রধান সেনাপতি কালু ডোমের উপর ময়নাগড়ের ভার দিয়া গিয়াছেন । কালু ডোম দুর্দ্বর্ষ, তাহাকে কোন ক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মাছতা ইচ্ছা নামক এক যাহুকরের সহায়তা লইতেছেন । ইচ্ছা এমন এক মজ্জানিত যাহাতে অকস্মাৎ সকলে নিদ্রায়ুক্ত হইত ।

ইচ্ছারে জানিঞা পাত্র (১) করিল সন্ধান ।

ভূষণ প্রসাদ জলপান ॥

বলে ময়নায় নিদ্রাটি (২) দেহ ভাই ।

তোমার প্রসাদে গড় জিন্য (৩) গোড় যাই ॥

তোমার নিদ্রাটি দেবাসুর নাগে লাগে ।

কুকুর বিড়াল পঞ্চ লোক নাহি জাগে ॥ (৪)

(১) গোড়াধিপের প্রধান মন্ত্রী মাছতা । (২) নিদ্রাটি=যে

ময়ে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়ে ।

(৩) গড়=ময়নাগড়,

জিন্মা=জিনিয়া=জয় করিয়া ।

(৪) তোমার নিদ্রার মজ্জা একরূপ

শক্তিশালী যে দেবাসুর, নাগ সকলেই তাহাতে বশীভূত হয় । তাহার

প্রভাবে কুকুর, বিড়াল এবং পঞ্চলোক (পঞ্চলোক=ভূ, ভুব, স্বঃ,

মহ, অন) কেহই জাগ্রত থাকে না ।

ইন্ডায় দেবী পূজা ।

পার্কতীর পুত্র তুমি জানি পূর্বাণর ।
 সকল গুণের গুণী গুণের সাগর ॥
 কর ঘোড় করি মহাপাত্রের কর ইচ্ছা ।
 কাত্যায়নী পূজিয়া ময়নায় দিব নিন্দা ॥ (১)
 অনেক আগলা কড়ি নিল সেই ক্ষেণে ।
 পূর্ণ হাট বৈসায় পূজার আওজনে ॥
 কাল ধল ছাগল কেনিল ছই বলি ।
 কিনিলেক কাঁধি কত সুপক কদলি ॥
 গুয়া নারিকেল নিল কাঁধির সহিত ।
 অক্ষত আতপ কেনে আর সত্ত্ব যুত ॥
 সুচারু চন্দন চুয়া কিনিল কস্তুরী ।
 কুঙ্কুম অগুরু মধু পানপাত্র পুরি ॥
 শর্করা সিন্দূর ধনা জৈত্রী জাতিফল ।
 কেনে ইচ্ছা দিল যে চাহিল যত মূল ॥
 ভারে ভারি আনে দিব্য নাহি পায় ঘোড় ।
 চতুস্পথে চণ্ডিকা পূজেন ইচ্ছা চোর ॥ (২)
 স্নান করি আসনে বসিল হৈয়া পুত ।
 সমুখে রচিল ঘট আশ্রয়সাধা যুত ॥
 সিন্দূরে মণ্ডিত আচ্ছাদিল রক্তপটে ।
 আবাহনে অধিকা উড়িল আসা (৩) ঘটে ॥
 আসন অঙ্গুরী পাশ্বে গন্ধ দীপ ধূপ ।
 মধুপর্ক নৈবেদ্যাদি পুষ্প নানারূপ ॥
 বলিদান দিয়া দিল সমাংস কাঁথর ।
 অঙ্গ বলি দিয়া স্তব করেন চণ্ডীর ॥ (৪)
 ত্রৈলোক্য-তারিণী তুমি ত্রিজগত-মাতা ॥
 ভকত-বৎসলা ভবপ্রিয়া ভবত্রাতা ॥
 কাত্যায়নী কামরূপা কঙ্কালমালিনী ।
 কলাবদনা কালী খর্পরধারিণী ॥

-
- (১) চণ্ডীকে পূজা করার পর ময়নাগড়ে নিন্দা দিব ।
 (২) ইচ্ছা চোর-চৌধাণ্য চণ্ডী পূজা করিল ।
 (৩) আসিয়া অবতীর্ণ হইল ।
 (৪) ইচ্ছা স্বীয় অঙ্গ কাটিয়া বলিবরূপ দেবীকে প্রদান করিল ।

রুশোদরী কুলিশাকী কঠোরনয়না ।
 দানবারি দিগম্বরী দীপ্ত হৃদশনা ॥
 শবাসনা মৃগেন্দ্রবাহিনী ভগবতী ।
 ঋদ্ধ সিদ্ধ দুষ্ট দৈত্য সভাকার গতি ॥
 মারিলে মহিষে রণে দমুজ হরন্ত ।
 বধিলে নিপুস্ত শুভ্র দেবতার অন্ত ॥
 কটাক্ষে করিলে বধ বীর চণ্ডমুণ্ড ।
 রক্তবীজ বিনাশিলে প্রসারিয়া তুণ্ড (১) ॥
 দীন প্রতি দয়াকর দেবী দশভুজা ।
 আমি চোবা ইচ্ছা কি করিতে জানি পূজা ॥
 দেবী পাদ ধরি ইচ্ছা করে প্রণিপাত ।
 দেব অগোচর চূর্ণা হইলা সাক্ষাত ॥
 সেবকে সন্তুষ্ট হয়্যা উড়িলা (২) বামুলী (৩) ।
 পাদপদ্ম পূজে চোরা দিয়া পুষ্পাঞ্জলি ॥
 বলেন বামুলী বর মাগ প্রিয়দাস ।
 তোরে বর দিয়া যাব তৎকালে কৈলাস ॥
 ইচ্ছা বলে আত্মা মোরে হল্যা ক্রুপাপর ।
 ময়নায় নিন্দ্যাটী দিব দেহ মোরে বর ॥
 বিপদনাশিনী বর দিয়া বাস গেলা ।
 দিতেছে নিন্দ্যাটী ইচ্ছা ভাবিয়া মঙ্গলা ॥
 উত্তর করিয়া মুখ গড়ে রইলান (৪) ।
 নিদ্রামন্ত্র জপিয়া মারয়ে ধূলাবাণ ॥
 লাগ লাগ নিন্দ্যাটী ইঁকারিছে (৫) ইচ্ছা চোর ।
 শোবা মাত্র নিদ্রায় হইল লোক ঘোর ॥
 যাবন্ত গড়ের লোক হল্যা নিদ্রাতুর ।
 নিদ্রা গেল পক্ষী মৃগ বিড়াল কুকুর ॥
 কালু সিংহ (৬) নিদ্রা গেল যত বীরগণ ।
 চারি নারী (৭) সেনের নিদ্রায় অচেতম ॥

নিশ্চিত ময়নাগড় ।

- (১) দানবের রক্ত পানের অস্ত্র বদন ব্যাদান করিয়া ।
 (২) অবতীর্ণ হইলা ।
 (৩) 'বামুলী' বিশালাকীর অপভ্রংশ কি না বিবেচ্য, কিন্তু উত্তর কালে
 এই দেবতা যে চণ্ডীরই নামান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।
 (৪) রহিলেন । (৫) ইঁকারিছে = হুঙ্কার করিতেছে ।
 (৬) কালু ডোম । (৭) লাউ সেনের চারি মহিষী ।

সুখে নিদ্রা গেল ঘোড়া আশুর পাথর (১) ।
 ছয়ারী পহরী দাসী যতক নফর ॥
 সন্তান মায়ের কোরে (২) কত নিদ্রা যায় ।
 সামস্তের বৌ (৩) একা গড়েতে বেড়ায় ॥
 ঘরে ঘরে ফেরে লক্ষ্মা নাঞি পায় সাড়া ।
 ডাকিয়া জাগিয়া বোলে বরুজের পাড়া ॥
 নিদ্রিত যতক লোক শুনে নাক সাট ।
 দেখিতে চলিল চারি ছয়ারে কপাট ॥
 আছিঃ ময়ূব তট সুকবি পণ্ডিত ।
 বচিল পয়ার ছাঁদে অনাঙ্কের গীত ॥
 ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম শতদল ।
 রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল ॥

পাথরে নির্মিত পূর্ব প্রধান ছয়ার ।
 পক্ষী পার হতে নারে পর্কত আকার ॥ (৪)
 পাথর্যা কপাট পিপীড়ার নাহি পথ ।
 দেখিয়া লক্ষ্মার হল্য পূর্ণ মনোরথ ॥
 পুষ্প জল দিয়া পূর্ব দ্বার বাচাইয়া (৫) ।
 উত্তর দ্বারে লক্ষ্মা উত্তরিল গিয়া ॥
 লোহার প্রাচীর দ্বারে লোহার কপাট ।
 কেমনে আসিব সৈন্ত নাহি বায়ু-বাট (৬) ॥
 বাচায়া উত্তর দ্বারে দিয়া পুষ্প জল ।
 পশ্চিম দ্বারে গেলা লক্ষ্মা পায়াদল (৭) ॥
 অরুণ কিরণ ধরে তাম্র গড়খান ।
 তাম্রের কপাট বিশ্বকর্ম্মার নির্মাণ ॥
 সূতার সঞ্চার নাঞি নিবিড় কপাট ।
 লক্ষ্মা বলে কোন পথে প্রবেশিব ঠাট (৮) ॥
 পুষ্প জল দিয়া দ্বার করিয়া পূজন ।
 দক্ষিণ গড়ের দ্বারে দিল দরশন ॥

কালু ডোমের ঙ্গ
 "লক্ষ্মা" ।

(১) ঘোড়ার নাম । (২) কোড়ে = কোলে । (৩) কালু ডোমের
 ঙ্গী "লক্ষ্মা" (লক্ষ্মী) । (৪) পর্কত-ভূল্য উচ্চ, পক্ষীও পার হইতে পারে না ।
 (৫) রক্ষা করিয়া । (৬) বায়ুর পথ । (৭) পদভঙ্গ ।
 (৮) সৈন্ত ।

কাঠের কপাট দ্বারে অট্টালিকা গড়।
 দিল পুষ্প জল দ্বারে সামন্ত-ঝকড় (১) ॥
 ধূলি বেগু প্রবেশ করিতে নাঞি তায়।
 দ্বার বাচাইয়া বাচি (২) খেলাইতে যায় ॥
 জাল্যার ম্যায্যারে (৩) লক্ষ্মা জাগাইয়া আনে।
 পবনের প্রায় ডিঙ্গা খেয়াতে যে জানে ॥ (৪)
 নারীগণ লয়া লক্ষ্মা নায় বাচি খেলে।
 লক্ষ লক্ষ আঠা পাত হাঁড়ী (৫) ভাসে জলে ॥
 নির্মল গাঙ্গের জল দেখি যেন বোল।
 মেঘের গর্জনে সম শুনি সৈন্ত-রোল ॥
 জলে থলে (৬) সৈন্ত-রোল দেখে লক্ষ্মা শুনে।
 ময়না বিপত্য বড় মনে মনে শুণে ॥ (৭)
 বাটে নৌকা রাখিয়া নাবিক-নারীগণে।
 বিদায় দিলেক লক্ষ্মা গেল নিকেতনে ॥
 বাচি খেলাইয়া লক্ষ্মা যাতি ছিল ঘর।
 মন স্থির নহে উঠে গড়ের উপর ॥
 গড়েতে উঠিয়া লক্ষ্মা চতুর্দিকে চায়।
 মাছ না বেড়াচ্ছে গড় দেখিবারে পায় ॥ (৮)
 কেহ রাঁধে কেহ ভুজে (৯) কেহ কেহ জাগে।
 চৌবেড়ে (১০) বেড়াচ্ছে গড় রাত্রি নিশাভাগে ॥
 লক্ষ্মা বলে যতুপি সংগ্রামে পশি আমি।
 শাখা-শুকা পুত্র দোষ দেই পাছে স্বামী ॥ (১১)
 সবারে জাগিয়া যুক্তি মত যেই হয়।
 রাজে রণ করি একা যুক্তি সিদ্ধ নয় ॥

-
- (১) সামন্ত কালু ডোমের জী।
 (২) নৌকা-বাচ। (৩) জেলের মেয়েকে।
 (৪) যে জেলের মেয়ে বায়ুর গতিতে ডিঙ্গা বহাইতে পারে।
 (৫) গোড়ের সৈন্তগণ যে সকল উচ্ছিষ্ট পত্র এবং রন্ধনের হাঁড়ী
 জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল।
 (৬) জলে স্থলে। (৭) ময়নাগড়ের অত্যন্ত বিপদ লক্ষ্মা ভুয়নি
 মনে মনে শুণিল। (৮) মাছনা মন্ত্রী ময়নাগড় বেঁটন করিয়াছে দেখিতে
 পাইল। (৯) ভোজন করে। (১০) চারি পংক্তিতে।
 (১১) যদি রাত্রিকালে একা যুদ্ধ করিতে যাই, তবে পাছে আমার
 স্বামী এবং শাখা-শুকা ছই পুত্র আমার দোষ দেয়।

ভাবিয়া ভবনে গেলা ভর্তার নিকটে ।
 নিদ্রিত হৈয়াছে কালু সিংহ স্বর্ণ-খাটে ॥
 অচেতন হৈয়া বীর কালু নিদ্রা যায় ।
 শিরে বসিয়া শিরা (১) চামর চুলার ॥
 লক্ষ্মা বলে মোর সবিনয় শুন শিরে ।
 তৎকাল জাগায়া দেহ তুমি মহাবীরে ॥
 নব লক্ষ ললে মাছ (২) পাত্র ময়না বেড়ে ।
 বিপক্ষের হাতে পুরী পড়িল বিধেড়ে ॥
 টল বল করে পদ্ম-পত্রে যেন জল ।
 প্রভু না জাগিলে ময়না যায় রসাতল ॥
 শিরা বলে দিদি আমি অকার্য্যের পাত্র ।
 নাক কাণ আছে বাকি কাটাইবে মাত্র ॥ (৩)
 সোমামীর যত ভোগ ভুঞ্জি (৪) সব জানে ।
 কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হলো বধিবেক প্রাণে ॥
 মরুক আমার স্বামী থায়া বিষ-খণ্ড ।
 বাপের বাসতে যাব হৈয়া তপ্ত রাণ্ড (৫) ॥
 সংগ্রামে স্বামীর অঙ্গে প্রবেশুক শেল ।
 সিন্দূর নামিলে ভালে শিরোরূহে তেল ॥ (৬)
 জীয়েন্ত স্বামীরে মোরে বিধি কৈল বাঁকা (৭) ।
 হুঃখে কাল গেল না পরিহু সোণা শাঁখা ॥
 জাগাইয়া লইয়া যাহ যুদ্ধে বীরবরে ।
 বীর মল্যে বন্ধি গিয়া মা বাপের ঘরে ॥
 শিরার আক্ষেপ উক্তি শুভা লক্ষ্মা জলে ।
 বীরে জাগাইতে রাঙ্গা বস্ত্রে খাট-তলে ॥
 রচিল গোবিন্দ বন্দ্য শ্রীধর্মের পায় ।
 শুনিলে কলুষ হরে যে গার গাওয়ার ॥*

(১) শিরা—লক্ষ্মা ডুমুরির সপত্নী ।

(২) মাছড়া ।

(৩) শিরা বলিল, আমি এ গৃহে কোন কার্য্যে নাই, আমার সব
 সুখই হইয়াছে, এখন স্বামীর কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া আমার নাক কান
 কাটাইবে মাত্র ।

(৪) সন্তোগ করি ।

(৫) তপ্ত = নৃত্য । রাণ্ড = রাড়ী ।

(৬) আমার চুলের

তেল ও কপালের সিন্দূর যদি খসিয়া পড়ে, অর্থাৎ বন্ধি-আদি বিধবা হই,

তবে বরং মঙ্গল । (৭) বন্ধ = প্রতিকূল = শত্রু ।

রূপরাম—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ।

রূপরাম সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দীতে তদীয় ধর্মমঙ্গল রচনা করেন । ইনি ঘনরামের সহপাঠী ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, নানা কারণে আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই । ইনি ধর্ম-মঙ্গলকাবদের মধ্যে “আদি রূপরাম” বলিয়া বিখ্যাত এবং একজন সুপ্রাচীন কবি ।

নয়ানী নাম্নী কুলটা রমণী ময়নাগড়ের রাজকুমার লাউসেনকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে ।

লাউসেনের সংযম ও কুলটার পরাজয় ।

শিবা বাকুয়ের বোউ (১) হবিপালের ঝী ।

মনে করে নয়ানী ইহার যুক্তি কি ॥

বিদেশী কুমার যথা যাব সেই স্থান ।

বিলক্ষণ বেশে যাব তার বিত্তমান ॥

স্ববর্ণ (২) পেড়াতে (৩) ছিল ভাবের চিকণী ।

নানা প্রবন্ধে কেশ বান্ধে আপনি ॥

আঁচড়িয়া কুন্তল কবিতা সমতুল ।

বাক্সিল বিনোদ খোপা যার নাই মূল ॥

কাঞ্চন পাটের গোছে (৪) বাক্সিল কববী ।

মদন মল্লিকা মালে মকরন্দ খুরি ॥

কবরী উপরে বান্ধে মনোহর যাদ ।

সারাদিন দেবের দেখিতে যায় সাধ ॥

নয়ন ভরিয়া পরে মনোহর কাজল ।

টল টল করে কাণ সাপের যুগল (৫) ॥

কপালে সিন্দূর পরে তপন-উদয় ।

চন্দন চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয় ॥

চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ ।

ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ ॥

এক ঠাণ্ডি রবি শশী তারাগণ যুতা ।

আনন্দ অঙ্কুর কুলে বিজুরীর লতা ॥

লাউসেনে দেখিয়া ধরিতে নারি মন ।

প্রতি অঙ্গে পরে রামা সর্ব আভরণ ॥

নয়ানীর সাজ-সজ্জা ।

(১) বো = বধু । (২) স্ববর্ণ । (৩) পেড়াতে = পেটারীতে = কাঁপীতে । (৪) স্বর্ণ-মণ্ডিত জরীর কিতা দ্বারা । (৫) সর্পাকৃতি কণ্ঠলক্ষণ ।

তাড়-বালা পাণ্ডলি পদেতে শোভা করে ।
 পরিপূর্ণ বাজুবন্ধ শঙ্খের উপরে ॥
 আঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে নাকে নাক-চনা ।
 সচঞ্চল শশিমুখী অঙ্কননয়না ॥
 দুহতিতে হৃতি পরে শতমুরী (১) হার ।
 পুরট পর্কতে যেন জাহ্নবীর ধার ॥
 বড় সাধে শঙ্খের উপরে পরে চুড়ি ।
 তার কাছে রাঙ্গা কলী শোভা করে বড়ি (২) ॥
 পায়ে পরে পাতা-মল অপূর্ণ পাণ্ডলি ।
 বিনা করিয়া বান্ধে বিচিত্র কাঁচলি ॥
 কাঁচলির সমুখেতে পূর্ণরাস লেখা (৩) ।
 মাধবের গোপিনী যেখানে দিল দেখা ॥
 সারি সারি শোভা করে যোল শ গোপিনী ।
 তাহার মধ্যে দাণ্ডাএ আছেন চক্রপাণি ॥
 স্নমধুর পাথোআজ মন্দির করতাল ।
 গোপিনী সকল নাচে বড়ই রসাল ॥
 কেহ বা আনন্দ করে কৃষ্ণে কোলে কবি ।
 নিজ গুণে আবস্থিলা রাধিকা স্নমরী ॥
 অবনীতে জাহ্নবী জন্মিলা যার পায় ।
 সে জন গোপিনী কোলে নাচিয়া বেড়ায় ॥
 পূর্ণ রসে লিখিল সমুখে দান খণ্ড ।
 ভাঙ্গা নায় রাধা কাহ্ন তরঙ্গ নিখণ্ড (৪) ॥
 অনিল তরঙ্গ লীলা যমুনার জলে ।
 রাধা কাহ্ন সহিত তরঙ্গীধান দোলে ॥
 পরাণে আকুল বড় রাধা ঠাকুরাণী ।
 তরঙ্গে তরঙ্গ লীলা কৈল চক্রপাণি ॥
 অক্রুর সংবাদ কিছু লিখিয়াছে আর ।
 বলরাম সমুঁদারি চিত্র লেখা সার ॥
 কৃষ্ণ লোএ (৫) অক্রুর চড়িয়া নিজ রথে ।
 আনন্দে করিল যাত্রা মধুরার পথে ॥

-
- (১) যাহার একশত মুরী (লহরী) আছে । (২) বড়ি ।
 (৩) সম্পূর্ণ রাসলীলা চিত্রিত ।
 (৪) অখণ্ড (পূর্ণ) তরঙ্গ । (৫) গরে ।

গোপস্বামী সকল কান্দে ব্যাকুল হইয়া ।
 কেহ বা কদম্ব-ডাল রহিল ধরিয়া ॥
 কাঁচলি উত্তর চালে লিখি পক্ষী সব ।
 খএর খুঁস লেখা সারস সব ॥
 টুলকুচি টেসকলা টিয়া রাক্ষাসুখী ।
 কোকিল খঞ্জন বৃষ চিল কাক পাখী ॥
 কুহরি কচল বক লিখ্যা বুড়ি পাঁচ ।
 মাছরাঙ্গা সদাই উড়ে মুখে যার মাছ ॥
 ফিঙ্গা চোটুই বাতুড় লিখিল গান্ধচিল ।
 রামশাকী (১) উড়ে যায় সাক্ষাৎ অনিল (২) ॥
 পাঁচ বুড়ি লিখিল সমুখে কাদা-খোঁচা ।
 কদম্ব কোটরে বস্তা মাথা নাড়ে পেঁচা ॥
 অপূর্ব কাঁচলিখান বিশেষ লিখিল ।
 বাকুই বোউকে আনি রামধনী তা দিল ॥
 কাঁচলি পরিয়া রামা লাগিল হাসিতে ।
 লাফিয়া লাফিয়া যায় লাউসেনে ভেটিতে ॥
 অবশেষে অপূর্ব অম্বুজ পরিধান ।
 নূপুর চরণে দিয়া বীরে বীরে যান ॥
 ত্রিধর্মের পদ মকরন্দে যার কর ।
 দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের কিস্কর ॥
 ন্যাশ বেশ নয়ানী করিল কুতূহলে ।
 লাউসেনে ভেটিতে আনন্দে রামা চলে ॥
 গড়া মালা হাতেতে কন্তুরী গুয়া পাণ ।
 উপহার অপূর্ব ঔষধ বড় টান ॥
 গুণকণ্ঠে স্তম্ভরী বাহিরে দিল পা ।
 ঘরে বলে শিশু কথাকারে যায় মা ॥
 এত শুনি হলা যেন অনলের কণা ।
 ঐমনি (৩) ছেলের গালে মারিল দুই চোনা ॥
 পাছু গোড়াইল (৪) শিশু ঘরে নাহি থাকে ।
 ছুত্থের ছাওয়াল শিশু নিল রামা কাছে ॥

(১) রামশালিক ।

(২) প্রত্যক্ষ বায়ুর দ্বারা উড়িয়া যায় ।

(৩) অমনি ।

(৪) সজ লইল ।

সেনের নিকটে শীঘ্র চলিল নয়ানী ।
 মনে শঙ্কা পথে পাছে দেখে ননদিনী ॥
 মনের গুহানে চলে পথে নাই দেখা ।
 শ্রীরাম সম্ভাবে যেমন আইল শূর্ণগথা ॥
 বাহির মহলে গিয়া দিল দরশন ।
 তরুতলে লাউসেন কর্পূর তপোধন (১) ॥
 হুই ভাই বসিয়া আছেন তরুতলে ।
 রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ সর্বলোকে বলে ॥
 চতুর্ভূজ মূর্তি যেন দেবচূড়ামণি ।
 হেন কালে মধ্য পথে দাঁড়াইল নয়ানী ॥
 রূপের ছটায় তার বিদ্যায় খেলিল ।
 স্তবর্ণ প্রতিমা যেন সমুখে দাঁড়াইল ॥
 লাজ খেএ নয়ানী যে লাগিল কহিতে ।

* * * * *
 মালা পরে গলার চন্দন মাখা গায় ।
 তোমার মুখ দরশনে অগৎ জুড়ায় ॥
 কপট ঘুচায়ে আজি দিবে পরিচয় ।
 কিবা নাম কুন জাতি কহ মহাশয় ॥
 এখন আমার মতি ধরে নাই স্বামী ।
 পরিচয় পাইলে তোমার সঙ্গে যাব আমি ॥
 মাতা রঞ্জাবতী পিতা কর্ণ বীরবর ।
 নিজ নাম লাউসেন ময়নাগড় বর ॥
 রাজা গোড়েবর মেসো মহাপাত্র (২) মামা ।
 গোড় সহর বাব পথ ছাড় রামা ॥
 দাখিল হইল গিয়া রাজার নগর ।
 কালি গিয়া ডেটিব পঞ্চম গোড়েবর (৩) ॥

(১) কর্পূর লাউসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সহোদর নহে) । কর্পূরের চরিত্র নির্মল ছিল, এজন্য তাহাকে তপোধন বলা হইরাছে ।

(২) মহাপাত্র বাহজা লাউসেনের মামা এবং চির-শত্রু ।

(৩) “পঞ্চ গোড়েবর” উপাধি পূর্বে আখ্যাবর্তের সর্ব-প্রধান রাজা গ্রহণ করিতেন । সারস্বত, কাজকাজ, গোড়, মিথিলা এবং উৎকল এই পঞ্চ রাজ্য “পঞ্চগোড়” নামে খ্যাত ছিল । আমাদের গোড়েবরগণের অনেকেই এই গরিষ্ঠ-উপাধি-স্বিকৃত ছিলেন ।

নয়ানী সুল্লরী বলে বেলা অবশেষ ।
 কালি তোমার সহিত বাইব গৌড়দেশ ॥
 এই দেশের প্রকৃতি আমি ভাল জানি ।
 আজি বিলম্ব কর মরনার গুণমণি ॥
 ঘরে নিব টাকা কড়ি প্রবাল কাঞ্চন ।
 তোমাতে সকলই দিব স্তন প্রাণধন ॥
 তরুণতা হইয়া থাকিব এক ঠাই ।
 নিকুঞ্জ কাননে জেন চঞ্চল কানাই ॥
 বড় স্থখে রজনী বন্ধিব বাস-ঘরে ।
 কোপুর হইবেক আমার সাধের দেয়রে (১) ॥
 সাধ করি সদাই বলিব প্রিয়বাণী ।
 খেতে দিব ক্ষীর খণ্ড ওলা লাডু (২) চিনি ॥
 কুসুম-শরনে তুমি পোহাইবে নিশি ।
 আইস্ত গিন্না দুই জনে বিরলেতে বসি ॥
 অহল্যার মতন আমি হুস্তারিণী নই ।
 সাধ যায় বিরলে বসিয়া কথা কোই ॥
 তুমি আমার ধন প্রাণ কুল শীল ।
 তোমা বিনে প্রাণ না রাখিব এক তিল ॥
 ইহা শুনি লাউসেন কর্ণে দিল হাত ।
 রাম রাম স্মরণ করে জগন্নাথ ॥
 কি করিব পাণ্ডুরা শীতল চন্দন ।
 গৃহস্থের বাড়ী আমি না বাই কখন ॥
 শিশুকাল হৈতে আমি ধর্মের তপস্বী ।
 শুক্রবার দিনে মোর ধর্ম-একাদশী ॥
 শনিবারে পার্বণাতে ভোজ্য ভোজ্য খাই ।
 ধর্মের সেবক হয়্যা স্তম্ভ নাহি চাই ॥
 বৈশাখ-বাসের কূলে নাই আমিও ভোজন । (৩)
 ধর্ম বিনা অধর্ম আমি না করি কখন ॥
 আপনার জনমে কড় তৈল নাই মাধি ।
 নিশিযোগে দুই ভাই কহম-তলে থাকি ॥

(১) দেবর ।

(২) মিছরীর নাডু ।

(৩) বৈশাখের বসন্তে আমিও ভোজনের প্রথা নাই । এই অর্থ ঠিক হইলে, এখানে লাউসেন নিজকে বৈশাখ বলিয়া প্রচার করিতেছেন ।

প্রবাসে কদম্বতল রতন-মন্দির ।(১)
 গোপীগণ যার তলে উলঙ্গ শরীর ॥
 পথ ছাড় পরম সুন্দরী তুমি রাণী ।
 মম্বা জনমের সুখ আমি নাহি জানি ॥
 হরীতকী বয়ড়া কেবল গুয়া পাণ ।
 কি দিব দুঃখের লেখা পরাধীন প্রাণ ॥
 পরের মন্দিরে আমি বাসা নাই লই ।
 পরের পতিনী সঙ্গে কথা নাই কোই ॥
 পথ ছাড় পথিনী ছাড়িয়া দেহ গণ (২) ।
 কুলবতী কহা তুমি এ কাষ কেমন ॥
 এমন বএসে জান এত বড় কলা ।
 তোমার নিকট যেমন আমি শিশু বালা ॥
 বিধি মোরে বঞ্চিত করিল পঙ্করসে ।
 বাসি ফুল কমলে ভ্রমর নাহি বৈসে ॥
 ঘরে গিয়া সেবা কর স্বপ্নের শাওড়ী ।
 সদাই স্বামীর সেবা করতে না করিবে তেড়ী ॥
 তোমার সুমুখে বলিব আর কি ।
 কুরঙ্গ-নয়নী তুমি কুলীনের স্বী ॥
 বলিতে উচিত বাণী মনে কিবা দুঃখ ।
 জন্মাবধি নাই দেখি অসতীর মুখ ॥
 অসতী লোকের সঙ্গে করিয়া আলাপ ।
 একথা বলিলে পুন জলে দিব ঝাঁপ ॥
 এত গুনি নয়ানী কোটুর (?) নাহি হয় ।
 কোপূরের কথা গুনি মনে লাগে ভয় ॥
 লাউসেনে গর্জিয়া মাগী বলে বিপরীত ।
 দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের সঙ্গীত ॥
 মনে কর ধর্মের তপস্বী আমি বড় ।
 ইজ্ঞকে চাহিয়া তুমি কত গুণে বড় ॥
 কুন অপরাধে হৈল্য সহস্রলোচন ।
 অজ্ঞনা দেখিয়া কেন জ্বলিল পবন ॥

(১) প্রবাস-কালে কদম্ব-বৃক্ষের তল আশ্রয় নিকট রতন-মন্দিরের তুল্য ।

(২) অগণ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ কপূরকে ।

দ্রুপদনন্দিনী ছিল বাথানিয়া গাই । (১)
 যার পতি বলিত পাণ্ডব পঞ্চ ভাই ॥
 অহল্যার বারতা শুনেছি রামায়ণে ।
 পরিণামে মুক্ত হৈল শ্রীরাম-চরণে ॥
 এমত বিস্তর আছে কত দিব লেখা ।
 নয়ন পূরিব রায় রূপ হৈলে দেখা ॥
 তোমায় আমায় বিস্তর করিব ন্যাশ বেশ ।
 এইরূপে আনন্দে বুলিব নানা দেশ ॥
 সেই বেশে বিরলে বঞ্চিব দুই জনে ।
 সরস তাম্বুল দিব কর্পূর সমান ।
 শচী দেই যেন হে ইন্দ্রের মুখে পাণ ॥

ধর্মমঙ্গল—মাণিক গান্ধুলী—১৫৪৭ খৃঃ ।

এই কবি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমরা সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “মাণিক গান্ধুলীর ধর্ম-মঙ্গল” কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছি ।

মেঘ-বর্ণন ।

[উক্ত অংশের অম্লস্বারগুলি শুধু গীতির ঝঙ্কার উৎপাদনের জন্য,— ইহাকে কেহ সংস্কৃতের অপভ্রংশ মনে করিবেন না । গায়নের তাল-গয়-বিশিষ্ট মধুর কণ্ঠস্বরে এই অম্লস্বারগুলি ঝঙ্কার একরূপ মল্ল শুনায় না ।]

আজ্ঞা পেয়ে শর্ম্মী (২) হয়ে সমীরণ মেঘং ।
 চলে তথি হয়ে অতি ধরতর বেগং ॥
 গুড় গুড় হুড় হুড় করে কুল কুলং ।
 চারি মেঘ চৌদিকে বরিষয়ে জলং ॥
 শিলকণা বন্ বনা পড়ে অনিবারং ।
 ভাঙ্গে ঘর তরুর ঝড়ে অন্ধকারং ॥
 অবিরল সদাঙ্গণ তড়িৎ প্রকাশং ।
 পড়ে বাজ মহীনাশ নির্ঘোষ নিষ্পেষং ॥
 ত্রিজগৎ চমকিত ভরে ভীত লোকং ।
 সবে কর বুঝি প্রায় হইল বিপাকং ॥

(১) বাথানের গরু । হেমন্তকালে মাঠে গরু রাখিবার যে ঘর করা হয় তাহাকে ‘বাথান’ বলে । এই শব্দ কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও পাওয়া গিয়াছে ।

(২) সুখী ।

ভূশবার একাকার নদনদী খাতং ।
 মেঘ সব করে রব সুখোচিত চিতং ॥
 হৃদি মাঝে ধর্মরাজ পদ গুণরীকং ।
 সদা ভণে ভাবি মনে দ্বিজ মাণিকং ॥

কালু সরদারের নিকট গোড়াধিপের ভাট ।

বাহির মহলে বসেছে বীর (১) ।
 ধরণী উপরে ধমুক তীর ॥
 শিরে রণটোপ সূচেল (২) গাএ ।
 খাসা মকমলী পাতুকা পাএ ॥
 ঘন গোঁফে তারা ঘুরাএ আখি ।
 পদ্মপত্রে যেন খঞ্জন পাখী ॥
 মুখে ঘোরতর গভীর ডাক ।
 ভয়েতে না সরে ভাটের বাক ॥
 করে কলসরে কবিতা পাঠ ।
 বলে রাজ্য গোড়ে ঘর রাজার ভাট ॥
 আছেন যেখানে অনন্তরূপা ।
 কালু বীরে কালী করুন রূপা ॥
 বিরলে বলিব বিশেষ কথা ।
 শুনে সিংহ কালু মুয়াল (৩) মাথা ॥
 পুনরপি ভাট প্রবন্ধ ভাষে ।
 নিঃশঙ্ক হইরে নিকটে বসে ॥
 বসিতে আসন দিলেক বীর ।
 ষথাবিধি হেতু জিজ্ঞাসে বীর ॥
 চিত্ত নিরমল শ্রবণে হিত ।
 মাণিক রচিল মধুর গীত ॥

(১) কালু ডোম ।

(২) স্তম্ভের বস্ত্র ।

(৩) মরনাগড়ের অধিপতি লাউসেন গোড়েশ্বরের অধীনস্থ রাজা ।
 লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম এই জন্তই গোড়াধিপের নাম স্তনিয়া
 মাথা নোয়াইল ।

লাউসেন অপূর্ণ তপস্তার বলে হাকণ্ডে বাইরা স্বর্গ্যদেবকে পশ্চিমে উদিত হইতে বাধ্য করিয়াছেন ; লাউসেনের মাতুল এবং তাঁহার চিরশত্রু মহাম্মদ (মাহত্মা) একথা অবিশ্বাস্ত বলিয়া গোড়েশ্বরের নিকট প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত । সেই চেষ্টা ও তাহার ফলাফল নিয়েব উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে ।

হরিহর বাইতির সাক্ষ্য । .

মন দিবে মহাবাজা মধুব বচনে ।

ভাল ছাড়া মন্দ নাঞি ভাগিনার সনে ॥

তুমি বল লাউসেন সত্যবাদী হয় ।

আমি বলি যত কিছু মিথ্যা সব কয় ॥

বাস্তবিকি বশিষ্ঠ ভৃগু ব্যাস আদি মুনি ।

পরশর পুলস্ত্য পুবাণে নাম শুনি ॥

কঠোর তপস্তা কবে অবজীর্ণ দেহ ।

পশ্চিম উদয় দিতে পারে নাই কেহ ॥ (১)

লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়া এল ।

তবে সত্য মিথ্যা নয় তুমি যদি বল ॥ (২)

নৃপ কয় নয়নে দেখেছি নিরুপম ।

মহামদ কয় তবে হয়েছিল ভ্রম ॥

প্রহ্লাদ কুমার আছে পশ্চিম বাজারে ।

পুরাণ পড়িয়া থাকে প্রতি শনিবারে ॥

আকাশে আকার উঠে অগ্নির শিখা ।

দিবস হইল হেন ভ্রম হয় দেখা ॥

সন্দেহ সকল যায় সাক্ষী দিলে মানি ।

ভুলে গেল ভূপতি ভণ্ডের কথা শুনি ॥

সেন কন সত্য ধর্ম অসত্য বিপক্ষী ।

হরিহর বাইতি ইহার হয় সাক্ষী ॥

দক্ষিণ দ্বারের দিত দ্রুমকা ধুমূল । (৩)

পশ্চিম উদয় হলো হাকণ্ডের (৪) কুল ॥

(১) কেহই স্বর্গ্যকে পশ্চিম হইতে উদয় করাইতে পারেন নাই ।

(২) আপনি যদি বলেন ইহা সত্য, তবেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি ।

(৩) দক্ষিণ দ্বারে দুই বেলা ঢাক বাজাইত ।

(৪) হাকণ্ড কোন নদীর নাম বা দেশের নাম, বলা যায় না । এই শব্দ “সপ্তধত্ত” শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে । এই স্থান হইতেই লাউসেন পশ্চিমে স্বর্গ্যোদয় দেখাইয়াছিলেন । ধর্মমঙ্গলের কবিগণ “হাকণ্ড পুরাণেশ্বর দোহাই দিয়া থাকেন ।

রাজমন্ত্রী মাহত্মার
উক্তি ।

রাজার প্রতিবাদ ।

হবিহরের সাক্ষা ।

লাউসেন বন্দী ।

তখন মাহুজা কর তবে হলো ভাল ।
 এক বৎসরের স্বন্দ এক দিনে গেল ॥
 রাজা কর সাক্ষী যদি আছে হরিহর ।
 আনাও এখন পাত্র (১) শুনি অবাস্তর (২) ॥
 পাত্র কর পৃথীনাথ পড়ে গেল মনে ।
 বাইতির বাপের শ্রদ্ধ বৃথবার দিনে (৩) ॥
 প্রভাতে উঠিয়া গেছে পুরোহিতের বাড়ী ।
 লেখা কবে দিয়া গেছে খাজনার কড়ি ॥
 যাতায়াতে গত দিবা যে কালে দুপর ।
 প্রভাতে বৃথিব কালি ফিরে এলে ঘর ॥
 লাউসেনে বন্দী আজি রাখ কারাগারে ।
 যা হয় হবেক কালি হজুর দরবারে ॥
 এত কয়ে উঠে গেল আনন্দে তখন ।
 রাজার ভাণ্ডারে গিয়া দিল দবশন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে মন চিন্তের কোতুক ।
 বাইতি বেটার আগে বন্ধ করি মুখ ॥
 ধনে হতে ধর্ম হয় ধনে হতে বশ ।
 বসু দিয়া ব্রহ্মকে করিতে পারি বশ ॥
 কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে ।
 আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জনে ॥
 দ্রুত লইলা টাকা দ্বাদশ মোহর ।
 করধা লইয়া এলো বাইতির ঘর ॥
 হরিহর ঘরে বসে হরিগুণ গায় ।
 পাত্র মহামদ এল দেখিবারে পায় ॥
 সঙ্গমে উঠিয়া কৈল সম্ভাষ বিনতি ।
 কোথাকে করিছ যাত্রা কহ মহামতি ॥
 মহামদ কর ভাই আছে মনকামি ।
 হাকণ্ড হইতে কবে এলে নিজ ধাম ॥
 ধনে হতে ধর্ম ভাই ধনে হতে ঝাকা ।
 দ্বাদশ মোহর লও দুইশত টাকা ॥

(১) লাউসেনের মাতুল এক গৌড়েশ্বরের প্রধান মহামদ গৌড়ের মহাপাত্র ছিলেন ।

(২) এখানে এই শব্দের অর্থ 'আত্মপূর্কিক' বলিয়া বোধ হয় ।

(৩) তখনই হরিহরকে ডাকিলে পাছে সে সত্য কথা বলিয়া কেনে, এই আশঙ্কার মাহুজা একদিন হাতে রাখিল ।

জিজ্ঞাসিব যখন নৃপতি সত্যায় ।
এই কণ্ঠ দেখি নাই পশ্চিম উদয় ॥
মহাশ্ব আমার থাকে মিথ্যা সাক্ষী দিলে ।
গজমণি মুকুতা হার পরাইব গলে ॥
যত কাল গোউড়ে থাকিবে তোর বংশ ।
পালন করিব আমি করে নিজ অংশ (১) ॥
ধন পেয়ে হরিহর ধর্ম-পথ ছাড়ে ।
মিথ্যা সাক্ষী দিব বলে রাজার নিয়ড়ে ॥
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে স্থনিশ্চয় ।
সত্যহীন হইলে পঞ্চম পাপ হয় ॥
এখন হইল তুষ্ঠ মাছড়া পাতর (২) ।
ফিরে এসে বসে পুনঃ দরবার ভিতর ॥

হরিহর বাইতিকে
অর্থের প্রলোভন
প্রদর্শন ।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে
সম্মত ।

কোটালে কহিল ডেকে কর এই কাষ ।
হরিহর বাইতিকে আনিবি সভা-মাঝ ॥
আজ্ঞায় কোটাল ধায় অনিল-গমন ।
বাইতির ভবনে গিয়া দিল দরশন ॥
তলপ রাজার তোকে তুর্ণগতি আয় ।
বিলম্ব হইলে পরে বিক্রম হব মায় ॥
হরিহর কয় ভাই হবে লাভধান ।
এক লক্ষ নিয়ম করেছে হরিনাম ॥
শেষ নাম সাঙ্গ হকু সাক্ষীর হর্জুত ।
দ্বারা কোটাল বলে যেন সম্মত ॥
বাইতির বনিতা তার আখ্যান (৩) বিমলা ।
সত্যবতী যুবতী মোতন চন্দ্রকলা ॥
সুবর্ণ গর্গরী লরে জুবেশী সুললিত ।
জল আনিবারে গেল জয়-শরোবর ॥
মিথ্যা সাক্ষী হরিহর দিবেক অচল ।
অর্গে তাহা শুনি সন্ত পুরুষ দিকল ॥
জয়-শরোবর খাটে আকুল জীবন ।
উচ্চবরে কেন্দ্র করয়ে সান্ত জন ॥

সন্ত-পুরুষের শোক ।

বিমলার অনুনয় ।

কেহ বলে হায় হায় কি হলো প্রলয় ।
 স্বর্গ তেজে (১) সপ্তম পাতালে যেতে হয় ॥
 কেহ কেহ কয় কৃষ্ণ নিদারুণ হলে ।
 সকল সফল হইবে বিফল করিলে ॥
 বিমলা তা দেখে কয় বিনয় বচন ।
 কহ সবে কেন কান্দ কিসের কারণ ॥
 বিনয় বিস্তর বলে বুকে দিয়ে হাত ।
 নরকে লইতে চায় তোর প্রাণনাথ ॥
 তুমি বাছা পুণ্যবতী ধর্ম-পরায়ণা ।
 স্বর্গে যাই যতপি স্বামীকে কর মানা ॥
 তুমি মন দিলে হয় তবে ত নিস্তার ।
 ভগীরথ কৈল যেন কুলের উদ্ধার ॥
 ধন-লোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় মুঢ়মতি ।
 সপ্তম পুরুষ তার যায় অধোগতি ॥
 বচন বলিল যেন পিঙ্গের পীযুষ ।
 এই দেখ বর্তমান সপ্তম পুরুষ ॥
 পরিচয় দিয়া তারা যায় যথাস্থান ।
 বিমলা শ্বশুর কূলে করিল প্রণাম ॥
 সোণার গর্গরী তবে ভাসায় কমলে ।
 আলয় প্রবেশে রামা আউদড় (২) চূলে ॥
 পড়িল পতির পায় প্রাণ নাহি বাঞ্চে ।
 কি হলো কি হলো বলে উচ্চস্বরে কান্দে ॥
 সুবিহিত শুন নাথ সবিনয় বাণী ।
 কি ছার ধনের লেগে ধর্ম দিবে কালি ॥
 ধন কড়ি মাল মাস্তা বিকল সকল ।
 সপ্তম পুরুষ আজি যান রসাতল ॥
 স্বর্গবাস তেজে তারা সবিকল সতে ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিও নাই মনস্তাপ পাবে ॥
 হেলন করিলে সত্য সবংশে বিনাশ ।
 চৌরাসী নরকে নাথ করিবে নিবাস ॥
 মিথ্যা বলে যুধিষ্ঠির মাধবের বোলে ।
 অশ্বখামা পড়িল প্রথম রণস্থলে ॥

যে কালে হইল স্বর্গ-সভায় গমন ।
 কৃষ্ণ তাকে করালেন নরক দর্শন ॥
 মিথ্যা হতে মুক্তি নাই মনে বুঝে দেখ ।
 ধন ধরা ধার্য্য নয় ধর্মপথ রাখ ॥
 ন হেতু দ্বিচার দেহজ ধ্বংস হলো ।
 শত কোটি সোণা রেখে সন্তাপন মলো ॥
 পরিণামে পরদ্রোহীর পার নাই ।
 মিথ্যা কথা कहিলে কলুষ সর্ব ঠাঞি ॥
 পরহিত করিলে পরম পদ পায় ।
 অন্তকালে উদ্ধার করেন কৃষ্ণ রায় ॥
 হরিহর কয় তবে হরিমুখি গুন ।
 অর্থ বিনা পুরুষের অসার জীবন ॥
 হার দিব হয় গ্রীবে হাতে হেম-চুড়ী ।
 পরিবে পরম সুখে পটুময় শাড়ী ॥
 বনিতার বচন বাইতি নাহি মানে ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিতে যায় ধনের কারণে ॥
 চমৎকার ত্রিভুবন চঞ্চল বাসুকি ।
 মলিন হইল সূর্য্য মহোৎপাত দেখি ॥
 বিভোল হয়েছি বলে বাইতির মন ।
 রাজার দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥
 পুনরপি হরিহরে পৃথিবীনাথ (১) কয় ।
 কি দেখেছ সত্য কথা कहিবে নিশ্চয় ॥
 মিথ্যা সাক্ষী দিব বলে বাইতির মন ।
 ঈশ্বর উচ্চারিতে করে সত্য উচ্চারণ (২) ॥
 দক্ষিণ ধ্রুবে আমি দিতাম ধুমূল ।
 পশ্চিম উদয় হলো হাকডেও ॥
 লাউসেন নিয়ম করিল নবখণ্ড ।
 ত্রিকাঠা উপরে কেটে দিয়াছিল মুণ্ড (৩) ॥

হরিহরের স্বীয় স্ত্রীকে
 লোভ প্রদর্শন ।

হরিহরের সত্য সাক্ষ্য
 প্রদান ও লাউসেনের
 পুনরুদ্ধার ।

(১) গোড়েশ্বর ।

(২) মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর
 কাতরোক্তি স্মরণ করিয়া তাহার মতের পরিবর্তন হইল ।

(৩) লাউসেন তিনটি কাঠের উপর নিজের মুণ্ড কাটিয়া ধর্মকে
 উপহার দিয়াছিলেন । এই তপস্তার ফলে সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদিত হইতে
 সম্মত হন ।

বার জন ভক্ত মৈল দ্বাদশ আমিনি ।
 এই সত্য ধর্ম কথা এই আমি জানি ॥
 স্মরিয়া সেনের গুণ সারি গুণ মল ।
 মনোরাম কপিলা কমলে ঝাপ দিল ॥
 মাথায় মারিয়া ঢাক মরেছিছ আমি ।
 অপরূপ ইহার অধিক নাই জানি ॥
 পশ্চিম উদয় দেখে পুলকিত সবে ।
 লাউসেন আমার সাক্ষী রাখিলেন তবে ॥
 এত গুনে নৃপতির অঝোর নয়ন ।
 কোলে করে লাউসেনে নাচেন তখন ॥
 সভাজন সবে তারা সবিনয় বলে ।
 ধার্মিক শরীর সেন ধন্য রসাতলে ॥
 অর্জুনের সারথি সারথি যার সদা ।
 কি কবিতা পায়ৈ তার কোটি মহামদা ॥ (১)
 সত্য সাক্ষী দিয়া হরিহর গেল ঘর ।
 মাহত্ম্য বৃকে জেন পড়িল বজ্র (২) ॥
 অধোমুখে এক দণ্ড যুক্তি অমুমান ।
 বলে বাইতি বেটার আজি বধিব পরাণ ॥
 সবংশে নাশিব লয়ে নিল ঘর গারি ।
 ভূপে কয় ভুবন-ভাঙারে গেছে চুরি ॥ (৩)
 সিদ্ধক সহিত গেছে দুইশত টাকা ।
 অপর যে কিছু তার শেক দিব লেখা ॥
 আর গেছে এক মক্কা দ্বাদশ মোহর ।
 কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্ত্র (৪) ॥
 চোর ডাকাডের সনে কয়েছি সিদারি (৫) ।
 এত লোক থাকিতে তোমার ঘরে চুরি ॥
 রাত্রি দিন রস-রঙ্গ রমণীর সনে ।
 ফিরে নাই সহর কিকরি এই মনে ॥

মন্ত্রী কর্তৃক রাজার নিকট
 রাজভাঙারে চৌধুর
 কথা নিবেদন ।

-
- (১) যার সহায় বরং ব্রহ্ম, কোটি মাহত্ম্য তাহার কি কবিতা পায়ৈ ?
 (২) বজ্র । (৩) রাজাকে লামাইল যে ভাঙারে চুরি
 গিয়াছে । “ভুবন-ভাঙার” রাজ-ভাঙারের নাম হওয়া সম্ভব ।
 (৪) কোটাল স্বাধীন (স্বতন্ত্র) হইয়াছে অর্থাৎ রাজারাজ্ঞ রাজ
 করে নাই ।
 (৫) সৌহার্দ্য ।

কোপ হলো রাজার কোটালে কয় ডেকে ।

আমার ভাণ্ডারে চুরি এত লোক বেচে (১) ॥

কোটাল তখন কয় করুণা বচন ।

চারি দিন করিমু চোরের অবেষণ ॥

বলি যদি চোর হয় বলে ছলে বুঝে ।

প্রবেশিব পাতাল ধরিব পাঁজ পৈঙ্গে (২) ॥

অস্তিক অগন্ত্য হকু অথবা তুর্কাসা ।

ধরে দিব এখনি ধনের পাবে নিশ্চা ॥

ধাইল কোটাল সঙ্গে নিজ অনুচর ।

প্রবেশ করিল আপে পঞ্চম সহর ॥

কালচক্র কোটাল সে কোটি বুদ্ধি ধরে ।

সন্ধান করিয়া বলে সভাকাব ঘরে ॥

বিশাশয় গজ পাতা বাইশ বাজার ।

একে একে সকল খুঁজিল সাত বার ॥

বাইতির পাড়ায় পড়িল গিয়া ডাকা ।

দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শুনে হলো শঙ্কা ॥

করতার পাদ-পদ্ম করেছি ভরসা ।

ও রাজা চরণ পাব এই মনে ভরসা ॥ ধূয়া ॥

হরিহর ঘরে বসে হরিনাম করে ।

দ্বিবাছ দণ্ডক দূত (৩) দাণ্ডায় ছুয়ারে ॥

কালচক্র (৪) কোটাল ধনের গন্ধ পায় ।

চঞ্চল লোচনযুগ চারিপানে চার ॥

ধন কোলে হরিহর ধর্মকে ধিয়ান ।

বলে এইবার সন্ধ্যা কর স্বরূপ নারায়ণ ॥

অনুমানে কোটাল ধরিল তার চূলে ।

দারুণ বন্ধন দেয় হাতে পায় গলে ॥

আখালি পাখালি মারে বন্দকের ছড়া ।

পরিধান বসন ভূষণ হলো গুঁড়া ॥

কোটালের শ্রুতি শাসন

ও চোরধরার চেষ্টা ।

হরিহর হৃত ।

(১) ব্যঙ্গিষ্ট ।

(২) কৌশলক্রমে ।

(৩) দ্বিবাছ আর দণ্ডক এই নামেই হই দূত ।

(৪) কোটালের নাম কালচক্র ।

হরিহরের শূলে প্রাণ-
দণ্ডের আদেশ ।

ছম দাম বরিষে মুখলধারে কিল ।
নত হয়ে হরিহর লোটে যেন চিল ॥
দ্বিস্ত কঁাকালে দড়ি দড় করে ধরে ।
দাখিল করিয়া দিল রাজার দরবারে ॥
দ্বাদশ মোহর টাকা দিলেক সকল ।
কোটাল বক্সিস পাইল কর্ণের কুণ্ডল ॥
মনে সুখী মহামদ মহীনাথে কর ।
বাইতি বেটা চঞ্চল চোরের গুরু হয় ॥
ধর্ম গেল কর্ম হতে ধন্ত হলো কলি ।
দারুণ চোরের শাস্তি দিতে হয় শূলি (১) ॥
জকুম দিলেন রাজা না করে বিচার ।
গাছ কেটে গঠে শূল গোবিন্দ কামার ॥
আট হাত উচ্চ রাখে হস্ত করে অগ্র ।
হরিহর বাইতি হইল দেখে ব্যগ্র (২) ॥
অনিবার অশ্রুধারা পড়ে বুক বেয়ে ।
(বলে) কেন কৃষ্ণ হেন কৈলে দীনবন্ধু হয়ে ॥
ভৈরবীর ভীরে প্রস্তুত করে শূলি ।
চোরে লয়ে চলিল কোটাল মহাবলী ॥
রাজা পাত্র চলিল যতেক সভাজন ।
ভৈরবীর কূলে এসে দিল দরশন ॥
কালচক্র কোটালে কহিল মহামদ ।
এ কতিল রাখ নয় তত্ত্বর আপদ (৩) ॥
কোটাল এতেক শুনে কথদূরে চলে ।
সকাতরে হরিহর সবিনয় বলে ॥
বিফলে জনম গেল বিঘরে বিফল ।
উদর পুরিয়া আজি থাই গন্ধাজল ॥
কোটাল এতেক শুনে করুণা বচন ।
দয়া ভেবে ছই দণ্ড কৈল বিলম্বন ॥
ভৈরবী গন্ধার জলে নামে হরিহর ।
আশুলে রহিল দূত দণ্ডক ছুর ॥

(১) শূল ।

(২) ব্যাকুল ।

(৩) মহামদ (মাহুজ) কালচক্র কোটালকে বলিল, আপদ
চোরকে এক তিল রাখাও উচিত নহে ।

চিন্তামণি চিন্তিয়া চপলে কৈল স্নান ।
 সিদ্ধবিদ্যা জপ করে হয়ে সাবধান ॥
 সজল নয়নে কবে সবিনয় নতি ।
 এমন সময়ে কোথা অর্জুন-সারথি ॥
 শুনেছি মহিমা-গুণ গজেন্দ্র মথনে ।
 ব্যাধকে কবিলে দয়া বিয়োগ বিপিনে ॥
 ভক্তজনাব ভক্তিভাবে ভক্ত অগুসাবে ।
 গোবর্দ্ধন ধারণ কবিলে নাম করে ॥
 বৈকুণ্ঠ হইতে বসে দেখে নাবাষণ ।
 যতপি আমাব হয় অকাল মরণ ॥
 তোমা ভজে এতদিনে এই হলো গতি ।
 যা কব এখন কৃষ্ণ কমলাব পতি ॥
 এতেক কবিল স্তব অঝোব নয়ন ।
 বৈকুণ্ঠে ধর্মের তথা টলিল আসন ॥
 অল্পক (১) না সহে ভাব অখিল চঞ্চল ।
 ধিয়ানে জানিল ধর্ম ভকতবংশল ॥
 হনুমানে কন ডেকে হের শুন বাপু ।
 বাম অবতারে তুমি রাবণের বিপু ॥
 সমুদ্র বাধিয়া কৈলে সীতা'ব উদ্ধার ।
 অবনী গোউড় ভূমি (২) চল একবার ॥
 কলিয়ুগে বার মতি (৩) প্রকাশ হইল ।
 লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়া এলো ॥
 সরস্বতী অম্বকুলা সভার ভিতব ।
 সত্য সাক্ষী দিয়াছে বাইতি হরিহর ॥
 মাহত্যা প্রবন্ধ (৪) করে দিতে চায় শূলি ।
 তা হলে ধর্মের নামে ত্রিভুবনে কালী ॥
 বণ লয়ে যাও বাছা অভয় পুঙ্কর ।
 আন গিয়া হবিহরে আমার ঘর ॥
 প্রভু-বাক্যে পুলকিত পবন-নন্দন ।
 রথ লয়ে অবিলম্বে অবনী-গমন ॥
 কিরূপ ধর্মের মায়া कहেনে না যায় ।
 ঐরাবতে চাপিয়া চলিল দেবরায় ॥

হরিহরের ভগবানকে
 শ্রুতি ।

হরিহরের স্বর্গারোহণ ।

- (১) উল্লুক (পেচক), ধর্মের বাহন । (২) পৃথিবীতে গৌরদেশে ।
 (৩) বায় পালা । (৪) কৌশল ।

অরণ্য বরণ বায়ু আদি চতুর্মুখ ।
 দেবতা সকল জানে দেখিতে কৌতুক ॥
 হনুমান আশুমান হরষ অন্তর ।
 লুকালেন রথখান মেঘের উপর ॥
 হরিহর এখানে ভৈরবী গন্ধাতটে ।
 একাঞ্জলি উদক অশন করে উঠে ॥
 চঞ্চল কোটাল-চর চারিদিকে ধায় ।
 কেহ ধরে হাতে পায় কেহ বা গলার ॥
 উচ্চৈঃস্বরে আকর্ণ অভেদ শুলি দিতে ।
 শূন্তে তুলে হনুমান বসালেন রথে ॥
 ইন্দ্র করে পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে বিভোল ।
 জগৎ সংসার যুড়ে জয় জয় রোল ॥
 স্বর্গ গেল হরিহর সবে এই কথা ।
 মনস্তাপে মহামদ হেট কৈল মাথা ॥
 অধোমুখে এক দণ্ড যুক্তি অনুমান ।
 দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান ॥

এক চিন্তা করিতে অশেষ চিন্তা উঠে ।
 যাদুলী ভাবনা করি যথাকালে যুটে ॥
 সুবিহিত শুন রাজা সুযোগ বিচার ।
 এই শুনি আপনি ঈশ্বর অবতার ॥
 না হলে বাইতি বেটা মরে যেত ঠার ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিয়া বেটা সকার স্বর্গ যায় ॥
 যে কালে শুলির গাছ কেটেছে কামার ।
 মাহেজ-যোগের কিছু ছিল অধিকার ॥
 সত্য মিথ্যা সাক্ষাতে বুঝিব সমুদ্র ।
 না দিয়াছে লাউসেন পশ্চিমে উদয় ॥
 বড় বেটা আমার বিনোদকান্ত রায় ।
 এই শূলে চাপালে সকার স্বর্গ যায় ॥ (১)
 রাজা কর ধন্য পাত্র ধরণীর মাঝ ।
 বিচার করেছে ভাল বিলম্বে কি কাষ ॥

(১) মাহিয়া বলিল যে, মাহেজকণে শূলের কাঠ কাটা হইয়াছিল,
 ইহাতে আমার বড় পুত্র বিনোদকান্তকে চড়াইলে সে সশরীরে স্বর্গে বাইবে ।

সীতারাম দাস—১৫৯৭ খৃঃ ।

লাউসেন গোড়েখর-কর্জক কামরূপ (কাঙুর) বিজয়ে নিযুক্ত । ডোম
জাতীয় কালু সর্দার লাউসেনের প্রধান সেনাপতি । লাউসেনের আদেশে
কালু কাঙুর-গড়ে প্রবেশপূর্বক রাজা কর্পূরধলকে পরাজয় করিয়া স্বীয়
প্রহুর সঙ্গে মিলিত হইতেছে । বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৪৭৩—৪৭৪
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

কালু সিংহ বলে শুন লাউসেন ভূপ ।
এখনি জিনিঞা রাজা দিব কামরূপ ॥
কামরূপ জিনিব এখানে থাক তুমি ।
মায়্য কর্যা গড়খান প্রবেশিব আমি ॥
এত বলি প্রণাম করিল রাজ-পায় ।
কাঙুর-গড় জিনিতে সর্দার বংশ যায় ॥
অঙ্গদ চলিল যেন ভৎসিতে রাবণে ।
দণ্ডবৎ করে বীর দুর্গার চরণে ॥
ব্রহ্মপুত্র হুকুলে আকুল বয়্যা যায় ।
ছড়াইল সনমুণ্ড (?) কাটারি বীর তায় ॥
শুকাইয়া গেল সব গণ্ডকীর নীর ।
পার হয় দেখাল কালুসিংহ বীর ॥
কুসুম-কাননে বীর করে দেবীর পূজা ।
ডোমের পূজায় স্থখী হল্যা দশভূজা ॥
প্রবেশ করিল বীর সমুখ দুয়ার ।
যোজন প্রমাণ উচ্চ পর্বত আকার ॥
গড় দেখি সমুখে একাশী হাত খাণ্ডা ।
সাড়ি গঙ্গা-ঘোড়ার বলিতে নাঞি দাণ্ডা ॥ (?)
তারপর বেত-গড় ষাটি হাত থানা ।
কেআ বনে দেখি কত পিব্যাসীর (১) থানা ॥
শুয়া-গড় গভীর দেখিয়া প্রাণ উড়ে ।
সাত হাত দরিয়া পঞ্চাশ হাত আড়ে ॥
নাথে লাথে কুস্তীর মকর অবতার ।
মই রূপ সাত গড় হয়্যা গেল পার ॥
দহর দেখিতে প্রায় লোক রব শুনে ।
দখিল রাজার গোলা পরিপূর্ণ ধনে ॥

কালুর দেবীপূজা ।

*
কামরূপে প্রবেশ ।

বেত-গড় ।

শুয়া-গড় ।

কামরূপের রাজধানী
বর্ণন ।

মনোহর স্তম্ভ মালা লগ্না বুলে (১) মালী ।
 মোহন কামিনী সব বুলে কুলি কুলি ॥
 রসিক নাগর কত রসিক নাগরী ।
 চক্ষে চক্ষে তাবা যেন প্রাণ করে চুরি ॥
 চুবি করি আঁচলে বান্ধিয়া যায় ঘর ।

* * * * *

ছুওরে ছুওরে (২) কত নানা বর্ণ থগ ।
 পড়ায় পুছনি (৩) বস্তা খাটের মাজগ ॥ (৪)
 পদ্মিনীর হাতে হাতে পুরট পএর (৫) ।
 নাসায় উজ্জল সব পরেশ পাথর ॥
 ভুজঙ্গের মণি সব কনকে বেষ্টিত ।
 চকোরাক্ষ চান্দনী (৬) উপরে গায় গীত ॥
 কত গণ্ডা গুণী দেখে কত গণ্ডা দস্ত (৭) ।
 কত কত অবলা সাধন করে মস্ত ॥
 সদাগর কত কত বেচে হাতী ঘোড়া ।
 নানা বর্ণ পাথর বসন ঢাল থাড়া ॥
 পণ্ডিত করিএ কত করেছে বিচার ।
 মঙ্গল বাজন পড়ে জয় জয়কার ॥
 পাব হয় সাত শয় (৭) বত্রিশ বাজার ।
 স্তম্ভ বই নাহি দেখি ছুথের সঞ্চার ॥
 কামাখ্যার মেড় (৮) গিয়া পাইল দীশানে ।
 ধর্মমঙ্গল সীতাবাম দাস ভণে ॥

দেখিল দেবীর মেড় যোজন প্রমাণ ।
 বিনা বায় শব্দ বাজে দণ্ডীর নিশান ॥
 পাঁচ হাজার হাত উচ্চ দেউল গঠন ।
 পতাকা হাজার হাত ঠেকিল গগন ॥

(১) ভ্রমণ করে । যথা বৈষ্ণব পদ—“আমার জন্মের জুলাস পাইলে । ঘুরে ঘুরে যেন ভ্রমরা বুলে ॥”

(২) দ্বারে দ্বারে । (৩) পুছনি=যে জিজ্ঞাসা করে । এখানে দাসী । (৪) মাজগ=মধ্যে । খট্টার মধ্যে বসিয়া দাসী পাখীগুলিকে পড়ায় । (৫) প্রবাল ।

(৬) চন্দনা পাখী । (৭) শত । (৮) মন্দির ।

বারগুণা দেহারা (১) বাইশ গুণা থানা ।

দেবীর “মেড়” ।

উত্তর দেউল দেখে যোগীদের থানা ॥

ঈশানে ডাকিনী সাধে আপন সাধন ।

কালু বীর সকল করেন নিরীক্ষণ ॥

দেবীর দেউলে বৈসে পাতিয়া আসন ।

ব্রহ্মার হাতের মালা জপে ঘনে ঘন ॥

কালুকে ব্রহ্মা (ভাস্কর)

ঘরে বস্তা ঈশ্বরী ব্রহ্মার মালা দেখে ।

ভ্রম করিণা দেবীর

মালা দেখি কামরূপ রহে হেট মুখে ॥

পলায়ন ।

যেইখানে কর জাপ্য ব্রহ্মা সেই খানে ।

ভাস্কর ভরমে দেবী চায় চারি পানে ॥

বীর বস্তা হুআরে পালাব কোন্ পথে ।

সাত পাঁচ ভগবতী লাগিল ভাবিতে ॥

চৌদিগ চাহিয়া দেবী হৃহঙ্কার ছাড়ে ।

আচম্বিতে উত্তর দেহারা ভাস্ক্রে পড়ে ॥

গজ্জা পায়্যা গেল দেবী কৈলাসে অচল ।

ঘন বন করে রাজ্য কাঁউর-মণ্ডল ॥

উগ্রচণ্ডা পালাইলা দেখিয়া হনুমান ।

রাজ্যের বিপদ ।

কপূরধল রাজন হইল কম্পবান ॥

হইল চকার শব্দ চমকিয়া পড়ে ।

ভূমিকম্প হয়্যা গেল কাঁউরের গড়ে ॥

গাছপালা নড়ে সব কাঁউরের বরে ।

কামরূপে বড় হৈল মলিন অন্তরে ॥

কামতার বিপদ হৈলে বর্তমান ।

রাজ-আজ্ঞা পাইয়া কোটাল বেগে ধান ॥

কোটালের অভিযান ।

বিশাশয় (২) ঘোড়া সাথে তিন হাজার ঢালি ।

নয় ক্রোশ কাঁউর লোকের কোলাকুলি ॥ (৩)

কোটাল দেবীর মেড়ে দিল দরশন ।

হুআরে বসি কালু পাতিয়া আসন ॥

অভয়ার উত্তর দেয়াল ভাঙ্গাছে ।

দেবীর মন্দিরে

ব্রহ্মচারী একজন তার বস্তা আছে ॥

(১) দেউরী । দ্বারের অপভ্রংশ । (২) একশত বিশ ।

(৩) কোলাকুলি এস্থলে ‘কোলাহল অর্থে’ ব্যবহৃত হইয়াছে । নয়

ক্রোশ জুড়িয়া লোকের কোলাহল শোনা বাইতে লাগিল ।

বাম হাতে কাটারি দক্ষিণ হাতে মালা ।
 চক্ৰ যুগ্মা বস্ত্রা আছে মারামর ভোলা (১) ॥
 সমাচার লৈতে কেহ আগে নাঞি হয় ।
 মনে মনে ভাবেন কোটাল রামজয় ॥ (২)
 উগ্রচণ্ডা পাল্যাল দেখিয়া অমঙ্গল ।
 লক্ষাপুরে এতদিনে লাগিল অনল ॥
 হনুমান গেলেন সাগর পার হয়্যা ।
 পোড়াল সোণার লক্ষা সীতা সম্ভাবিয়া ॥
 ছেড়্যা দিল (৩) উগ্রচণ্ডা লক্ষার ছুআর ।
 সেই দিন হইতে লক্ষার মহামার ॥
 রাবণে নন্দীর শাপ সাক্ষাৎ হইল ।
 হেমপুরী মজিল সাগর বাক্সা গেল ॥
 পূর্বকালে গুন্যা ছিল্যাঙ কাঁউরের কথা ।
 কস্তপনন্দন আনে হবে বিতথা ॥ (৪)
 তের ডোম সঙ্গে তার আগুন পাথর ।
 গুনিঞা ছিল্যাঙ তার মারামর ঘর ॥
 মারামর কোন জন মহাজন রিপু ।
 আগ্‌লাইতে নারে কার চল দল রিপু ॥
 সমাচার লাগিলে রাজার ঘরএ ।
 কোন জন আজার সন্ধান লয় কে ॥
 বলিতে লাগিল কেহ তর দূর কর্যা ।
 কেহ কেহ পাছে রহে চাল খাড়া ধর্যা ॥
 মহাশয় আপনে এখানে কোন্‌ জন ।
 এমন হয়্যাছে কোন্‌ দেবীর আসন ॥
 কোন্‌ দেশ নিবাস এখানে কাজ কি ।
 বল দেখি কথা গেল হেমন্তের কী ॥
 বীর বলে কে জানে কথা গেল দেবী ।
 হেট মুখ হয়্যা আমি হরিগুণ তাবি ॥
 আরি নহি এখানে চণ্ডীর রাখ-আল (৫) ।
 কে জানে কেমন রূপে তামিল দেআল ॥

কালুর পরিচয় বিজ্ঞাসা ।

(১) যেন মারামর ভোলানাথ ।

(২) কোটালের রামের যুদ্ধ-অর কৃতান্ত মনে পড়িয়া গেল ।

(৩) ছাড়িয়া দিল ।

(৪) লক্ষা-কর্তা ।

এ কথা ধাবক (১) শুনিয়া বেগে ধার ।

রাজসভার হৃত ।

সমাচার দিল গিয়া রাজার সভায় ॥

সন্ন্যাসীকে বলে কিছু কোটালের বল ।

রাজার আদেশ হল্য রাজসভা চল ॥

বচন বলিছে কিছু কালু মহাতেজা ।

এত ভুজ বল কোথাকার রাজা ॥

তোর রাজা আশা মোর পশুক শরণ ।

রক্ষণ করিব আমি জাতি কুল ধন ॥

থানা দিয়া আছি (২) আমি গণ্ডকীর ঘাটে ।

কাঁউব জিনিয়া কালি রাজা হব পাটে ॥

কাঁউর সোণার লঙ্কা আমি হনুমান ।

কালুর বিক্রম ।

জাতি কুল যতপি রাখিব পরিণাম ॥

এক দণ্ডে কর্যে দিব রাবণের কাত ।

পূর্বকালে অনেক কহিল রঘুনাথ ॥

অঙ্গদের কথা যদি রাখিত রাবণ ।

তবে কে যাইত যত তার ধন জন ॥

বিভীষণ বুঝাইল দিল খেদাড়িয়া ।

কেহ বলে বান্ধা নেবে কি ভয় করম ।

শ জন আগলে সাক্ষাৎ যেন যম ॥

ককালে দশজন ধরে তার হাতে ।

লু বীরে দশ জন চার উঠাইতে ॥

মাগুন সমান কালু ধরে দশ জনে ।

বার চারি বেড়া-পাক দিলেক (৩) গগনে ॥

এই রূপ পাথরে কাছাড় (৪) দেই তুল্যা ।

পাক দিয়া মাটির উপর দেই ফেল্যা ॥

হাতী বোড়া উঠাইল কালু ডোমের গায় ।

হাথের (৫) ধরিয়া কেহ হানিবারে বার ॥

ফেলা লাথি মারিতে রাউত (৬) পড়ে পাকে ।

পাথর ছিল মাথার ক্র উঠে নাকে ॥

(১) হৃত ।

(২) আমার সৈন্ত-সংস্থান করিয়াছি ।

(৩) চক্রাকারে ঘূর্ণন করিল ।

(৪) কাছাড় ।

(৫) হাতিয়ার=অস্ত্র ।

(৬) সৈন্ত ।

রাজসৈন্যের দ্রাবহ্য ।

আড়া কোট সমুদ্র কাটারি ধর্যা স্থানে । (১)

তেব পণ রাউত পড়িল সেই খানে ॥

কাটা মাথা রাউতের নাচায় বাণ পবে ।

ছুড়্যা দেই শকুনি গৃধিনী চক্ষু চিরে ॥

ভঙ্গ দিয়া সকল পালা উভরড়ে ।

রক্তনাল বয়্যা গেল কামাখ্যার গড়ে ॥

সমাচার পায়্যা রাজা করেন ভাবন ।

* * * *

কপূরধনের যুদ্ধ সজ্জা ।

সাজন বসিতে বলে আপনার সেনা ।

সাজ বর সমরে সন্ন্যাসী গিয়া হানা ॥ (১)

বলিতে পড়িল গজে দামার নিশান ।

কপূরধল মহাসাজা করিছে সাজন ॥

ধর্মমঙ্গল সীতারাম বিরচন ॥

যত সৈন্ত সাজন করিছে সাজা পায়্যা ।

আগুদলে অঝরোহী চলিল হাঁকিয়া ।

ছব্বী হাজার ঘোড়া সংহতি রাজার ।

অনন্ত বসন্ত সাজে রাজার কুমার ॥

গজ পীঠে দামা গড়ে কুড়ি হাজার ঘোড়া ।

রাম সিংহ সাজিল বিনোদ সিংহাড়া ॥

চল্লিশ হাজার সৈন্ত হান হান ডাক ।

ঘশোরূপ সাজিল কুমুদ রায় বাক ॥

কাশীধল সাজিল বাজার সহোদর ।

দুই গজে সাজিয়া যায় অনেক লঙ্ঘর ॥

নাগলের রাজনে রাউত নাচো যান ।

কাহন কুঞ্জরে সাজে রাজরূপ রায় ॥

গজ পীঠে সাজিল অজয় সিংহ শূর ।

হাকিম ছিকিম সাজে সাকিম কাউর (২) ॥

বার হাজার ধনে সাজে আশ্বর ভূঞা ।

খেত গজে সাজিল দত্তের সিংহ ভূঞা ॥

এই রূপে সাজিল করিছে সেনাগণ ।

সীতারাম দাস গান জাবি নিরঞ্জন ॥

(১) সৈন্তগণ সাজসজ্জা করিয়া মন্দিরে গিয়া সন্ন্যাসীকে হার । কালু দেবীর মন্দিরে জপ করিতেছিল, এই জন্ত তাহাকে সন্ন্যাসী বলা হইয়াছে ।

(২) বাহানের বাড়ী (সাকিম) কামরূপে (কাউরে) ।

সাজে রাজ-পেলা (১) বড় বড় বালা (২)

কাশীধল ছোট ভাই ।

হৈয়্যা জখর অনেক লঙ্কর

সাজে হরিদাস নাই (৩) ॥

শিল্পা কাড়া ঢোল হলো গণ্ডগোল

সাজিল বাজাব শালা ।

অর্ধ লক্ষ সৈন্ত যেন অভিমন্ত

কুঞ্জরে কবচ ঢালা ॥

চলে বড় গোলা কামানের বেলা

বন্ধুক জলুরা সাথে ।

ঢালি ফরিবাতে চলে যুথে যুথে

চলে অসি সড়ে হাতে ॥

কালুর হুক ।

কুঞ্জর উপর চড়ে নৃপবর

সঙ্গে বারজন ভূঞা (৪) ।

লৈয়া নিজ দল আগে কাশীধল

বামেতে খশালি মিঞা ॥

লঙ্কর সাজিয়া আইল্য শীঘ্র হয়্যা

কালু দেখিবার পাল্য ।

করিয়া তর্জন আলো সেনাগণ

কালু অস্ত্র তুল্যা নিল ॥

কালুর উপর পড়ে গুলি শর

রাজা বলে মার মার ।

কালু সিংহ রায় কামাখ্যার পাশ

দণ্ডবৎ সাত বার ॥

কুনহ কামাখ্যা ভক্তে কর রক্ষা

শুন ধর্ম-অবতার ।

সত্তরিয়া হরি সন মুণ্ড কাটারি (৫)

ধীর বীর আগুসার ॥

দেখিয়া বিবম কুকু-মর্যা ডোম (৬)

সমুদ্রে কাটারি ঝাড়ে ।

(১) রাজপুত্র । (২) বালক = পুরুষ । (৩) সম্ভবতঃ নাবিক শব্দের অপভ্রংশ । (৪) বারভূঞা সম্ভার রক্ষা করা প্রাচীন আর্ধ্য-সম্রাটদের সনাতনী প্রথা । (৫) সম্ভবতঃ যে খড়্গের অগ্রভাগ মুণ্ডাকৃতি ছিল । “সন মুণ্ড” শব্দের অর্থ ভাল বোঝা গেল না । (৬) কুকু-মর্যা ডোম ।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

কলা-তরু যেন সেনা হানে তেন
ফলকু সারিয়া পড়ে ॥
চালি শয় শয় (১) অস্ত্র উত্তরায়
না বাজে কালুর অঙ্গে ।
সত্তরিয়া কালী আনন্দে নর দলি
গাওঁ অস্ত্র সব ভাঙ্গে ॥
ঘোড়ার চাপান পড়ে কানে কান
কাল (২) অস্ত্র ঝাড়্যা যায় ।
ময়ূর ভট্টকে বাক্ষিয়া মন্তকে
সীতারাম দাস গায় ॥

জয় বাম রাঘব অনাথ ভগবান ।
ইকাসেব দেহরা বাক্ষিব সাবধান ॥ (৩)
তোমার ভরসা ধর্ম আর কেহ নাঞি ।
পার কর্যা নেহ ধর্ম অনাদি গোসাঞি ॥
সমর সামায় কুকু-মর্যা কালু ডোম ।
পড়ে ঘোড়া দগড়ি দামাম দম দম ॥
ডানি বামে ছুপাসবি খাল কর্যা যায় ।
কমলের বনে যেন কুঞ্জর সামায় ॥
দশ বিশ রাউতে একুই চোটে হানে ।
যেন মাতা (৪) হাতী সামাইল ইক্ষুর কাননে ॥
কারে মারে লাথি চড় কারে মারে চোট ।
কারে আছাড়িয়া মারে মহীতলে লোট ॥
গোলায় আঁগুনে সব অন্ধকার হৈল ।
ডোমের সমরে সব সেনা ভঙ্গ দিল ॥
দলিয়া সমর বলে রণ করে অরী ।
কাদা-ভূমে কুবাণ যেমন সেয় মই ॥
সাত বার উলাট পালাট রণে যুঝে ।
কাদা হল্য এক হাঁটু মালুকের রজে ॥
নিখতি (৫) করিল ঘের্ন রেণুকানন্দন ।
হুঁরথ করেন যেন মরিতে পুজন ॥

(১) শত শত । (২) সংহারক । (৩) ইন্দ্রান কবির
বগ্রাম, ডাখাকার দেব-মন্দিরের দ্বার (দেহারা) রক্ষা করিবার পক্ষ তিনি
রাবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন । (৪) মাতা । (৫) মিত্রবান্দন ।

ধর্মরাজের গীত—রামচন্দ্র বাড়ুয়া—খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

কামরূপে রকতের (১) নদী বজা যায়।
 হয়-মুণ্ডে শকুনি বসিয়া মজ্জা খায় ॥
 নরশিরে গৃধিনী বসিয়া মজ্জা খায়।
 ডোমের কল্যাণ হকু ডাকে উর্জা রায় ॥
 জয় করা সংগ্রাম ডোমেব সিংহনাদ।
 কাঁড়ের রাজার বাড়িল পরমাদ ॥
 রাজাকে দেখিয়া কালু অগ্নি হেন জলে।
 ভূপতিকে বাকিয়া লৈল ধনুকের হলে ॥
 গড় জয় করা ডোম করিল গমন।
 সমরে কাটিল সেনা একাশী কাহন ॥
 লাউসেন বস্তা আছেন বকুলেব তলে।
 কালু বীর পার হন গণ্ডকীর জলে ॥
 ভেট দিয়া কালু বীর করিল জোহাব।
 সীতারাম দাস গান ভাবি করতার (২) ॥

ধর্মমঙ্গল—রামচন্দ্র বাড়ুয়া।

চামট-নিবাসী রামচন্দ্র বাড়ুয়ার ধর্মমঙ্গল রচনার সময় আমরা পাই নাই। রচনা দেখিয়া মনে হয় ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক। যে পুঁথি হইতে আমরা নিম্নের অংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা বাঙ্গালা ১২৫২ সালের। রামচন্দ্র, গোপাল সিংহ নামক রাজার অধিকারে বাস করিতেন। ইছাইঘোষ সোমঘোষের পুত্র, জাতিতে গোয়াল; সোমঘোষ গোড়েশ্বরের অধীনে অতি সামান্য কাজ করিত। গোড়েশ্বরের তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ ঢেকুর নামক স্থানে কতকটা ভূমি দান করেন। তাহার পুত্র ইছাইঘোষ স্বাধীন নৃপতি হইয়া গোড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিশেষ বিবরণ মৎ-প্রণীত History of Bengali Language and Literature পুস্তকের ৪৮—৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইছাইঘোষের বিরুদ্ধে গোড়েশ্বরের সৈন্য-প্রেরণ।

দরবারে বসিয়া গোড়েশ্বর রায়।
 কর্ণসেন রাজা (৩) দেখা করিবারে যায় ॥

(১) রক্তের।

(২) কর্তাকে (ভগবান বা ধর্মকে) ভয়

করিয়া।

(৩) দরবারের রাজা।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

দরবার দল বল বস্তাছে সৰ্বজন ।
ছয় বেটা (১) কর্ণসেন দিল দরশন ॥
রাজা সম্ভাষিয়া সেন বসিলা দেয়ানে (২) ।
বার ভূঞে সম্ভাষ করিল কর্ণসেনে ॥
গৌড়পতি বলে সেন কহ সমাচার ।
ছয় পুত্র লয়া বড় এসেছ দরবার ॥
নিজ চুঃখ সেন কহে রাজার নিকটে ।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস চামটে ॥

রাজার দরবারে সেন কাঁদিতে লাগিল ।
এতদিনে মহারাজ রাজ্য দেশ গেল ॥
ইচ্ছাই হইল রাজা ঢেকুর ভিতরে ।
আপনে আছেন দুর্গা ইচ্ছায়ের ঘরে ॥
দেবতা সকল ধরে নব দণ্ড ছাতা ।
লুট করে নিলেক আমার মাল মাজা ॥
আজি কালি হানা দিবে (৩) গৌড় উপরে ।
এত শুনি গোড়েশ্বর কুশিলা অন্তরে ॥
মহামদ বলে রাজা চল শীঘ্র যাব ।
ঢেকুরেব মাটি আজি গোড়কে চূর্ণাব ॥
দেখি ইচ্ছা গুয়ালা (৪) কেমন ধরে বল ।
মার কাট করে সাজে নব লক্ষ দল ॥
বচন শুনিয়া রাজা দম্বে ফাটে মাটি ।
সাজ সাজ দমমা দমায পড়ে কাটি ॥
নানা বাস্ত বাজে সাজে নৃপ-সেনাগণ ।
তোলপাড় করে রাজ্য গোড় ভুবন ॥
রায়বেলি গন্ধবেলি জুহুরা ক্রলান ।
ক্ষমরি মোহরি কাড়া ফুকরে কাহান ॥
দগড় দগড়ী বেণু রুদ্র বীণা বীণী ।
কাংস্ত করতাল ঘণ্টা ঘোর-শব কাসী ॥
সিদ্ধ আনবরোল ভেরী রণভেরী কালী ।
জয়ঢাক বীরঢাক কর্ণে লাগে তালি ॥

ইচ্ছাইএর বিকল্পে
গৌড়েশ্বরের অভিধান।

-
- (১) ছয় পুত্র সহ । (২) রাজ-সভায় ।
(৩) আক্রমণ করিবে । (৪) গোয়ালা ।

ধর্মরাজের গীত—রামচন্দ্র বাড়ুয়া—খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

৪২৬

ধূসরী মোহরী ঢোল ধঞ্জরী থমক ।
জগন্ম্প বাস্ত বাজে সঘনে গমক ॥
রণশিঙ্গা ভোরঙ্গ বাজয়ে ভেঙ ভেঙ ।
শোকসিঙ্কুর উপরে দামামা ধাঙ ধাঙ ॥
রাজার আদেশে সাজে চতুরঙ্গ দল ।
মাব কাট ডাক ছাড়ে রাউত সকল ॥
যবন সোয়ার সাজে অসি চর্ম্ব হাতে ।
হানা দিল সংগ্রামে লাগাম খেচে দাঁতে ॥
আশী হাজার খোজা সাজে বৃকে লম্বা দাঁড়ি ।
মাথায় শোভিত টগা সোণার পাগড়ী ॥
মঘবান বীর সাজে রাজার কোঙর ।
রুপাণ কামান গোলা গদির উপর ॥
রজপুত চোহান সিপাই সাজা ঢালা ।
হানা দিলে সমরে গগনে উড়ে ধূলা ॥
হাজার হাজার ঢালী হাতে করি থাড়া ।
যমের সমান সাজে দিবে গোঁফ নাড়া ॥
ভীম মল্লবীর সাজে টানে বাশ গোটা ।
পাথর বিক্রিয়া পাড়ে দিবে চুণের ফোটা ॥ (১)
সঙ্গে সব ধানুকী চামর বান্ধা বাঁশে ।
নুতন মেঘের ঘটা যেমন আকাশে ॥
ধায় সব ফরিখান করি বীরপণা ।
ফলকু সাজিয়া যায় শত হাত থানা ॥
রায়-বাঁস্তা (২) পাইক হাজার হাজার ধায় ।
মেলা পাড়া করিতে যমের সঙ্গে চায় ॥ (৩)
গোড়েশ্বর সাজিল চাপিয়া গজ মত্তা ।
আড়ানী শোভিত শিরে শোভে ধবল ছাতা ॥
সরিষা না যায় তুল সেনার চাপানে ।
পাথরিয়া ঘোড়া সব চলে কাণে কাণে ॥

(১) তাহাদের শিক্ষা এইরূপ উৎকৃষ্ট যে, একটা পাথরের গায় চুণের কোটা দিয়া লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা সেই স্থান বাণ দিয়া ভেদ করিয়া ফেলিতে পারে। (২) যে সকল সৈন্তের হস্তে “রায় বাঁশ” (বাংশ-দণ্ডবিশেষ) ছিল। (৩) যমের সঙ্গেও বোঝাপড়া অর্থাৎ বল পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়।

হেলাইয়া শুণ্ড চলে যত করিবর।
গণ্ডেতে সিন্দূর শুণ্ডে লোহার মুগুর ॥
আণ্ড দলে সেনাপতি বেটে নিল বাট।
চলিল রাজার সঙ্গে নব লক্ষ ঠাট ॥
রথভবে চলে রথী দেখি বিপরীত।
কনক-কলস চূড়ে পতাকা-শোভিত ॥
বার ভূঞা চলে ঘোড়া করিয়া তাজনী (১)।
আচ্ছাদিত ধুলায় গগনে দিনমণি ॥
সভা আগে মহামদ করেছে পন্নান।
ছয় বেটা সঙ্গে রাজা কর্ণসেন যান ॥
ইন্দ্র যায় সঙ্গে ধায় গন্ধার ভাট।
ঘোর শব্দে সঘনে ডাকয়ে মার কাট ॥
গোড় রেখে পার হৈল ভৈরবীর জল।
বিজ় রামচন্দ্রে গান শ্রীধর্মমঙ্গল ॥

কর্ণসেনের বিবাহ।

ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন ইছাইঘোবের সঙ্গে যুদ্ধে ছয় পুত্র হারাইয়া-
ছেন, সেই শোকে পত্নী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্ত্রী ও পুত্রগণের বিরোগে
কাতর চিত্তে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে গোড়ের সত্ৰাটের সহিত দেখা করিতে
গমন করেন। গোড়েশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কর্ণসেনের এই দুর্গতি
হইয়াছে, এজন্য গোড়েশ্বর অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি বৃদ্ধ কর্ণসেনকে
গৃহী করিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বীয় অন্নবয়স্ক পরম রূপবতী
শ্রালিকা রজাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হন।
কিন্তু গোড়েশ্বরের মহাপাত্র (Prime Minister) মহামদ এই বিবাহে
বিরোধী হইবেন অস্বীকার করিয়া রাজা তাঁহাকে কামরূপ জয় করিতে
প্রেরণ করেন, ও স্বীয় স্বপুত্র রাজা বেজুয়ারকে সম্মত করাইয়া মহামদের
অনুপস্থিতি-কালে এই বিবাহ সম্পন্ন করেন।

বাসা ঘরে উপনীত হল্য রহীপতি।
কর্ণসেনের পাটরাণী নাম শিলাবতী ॥
রাণীর নিকটে সেন কামিয়া কহিল।
ছয় পুত্র তোমার সময়ে হুখে মল্যো ॥
শিলাবতী পুত্র-শোকে কামিয়া ব্যাকুল।
জীবন তেজিল রাণী খায়া হল্যহল ॥

ধর্মরাজের গীত—রামচন্দ্র বাড়ুয়া ঃ ১৭শ শতাব্দী।

৪১৫

ছয় বধু অমৃত হইলা তখন।
অশোচান্তে পিণ্ডদান করিলা রাজন ॥
কর্ণসেন বলে আমি ঘরে না রহিব।
উদাসীন হয়ে আমি বৃন্দাবন যাব ॥
দেখিব মথুরা কাশী দ্বারকা-ভুবন।
পুত্রশোকে উদাসীন হইলো রাজন ॥
গলায় তুলসীর মালা মাথায় টোপর।
কৌপীন পরিল বাথি পাটের অশ্বর ॥
হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ সদাই মুখে বলে।
বৈরাগ্য হইয়া রাজা কর্ণসেন চলে ॥
মনে করে বৃদ্ধকালে হব তীর্থবাসী।
গোড়েশ্বর নৃপতিকে দেখা কবে আসি ॥
আচম্বিতে মায়াজাল বিধির লিখন।
ঐরূপে রাজার দরবারে দরশন ॥
কর্ণসেন কঁাদিল রাজার বিত্তমানে।
গৃহ-শূন্য বিধাতা করিল এতদিনে ॥
রাজ্য লইয়া ইচ্ছাই গোআলা রাজা হল্য।
পুত্রশোকে পাটরাণী শিলাবতী মল্য ॥
উদাসীন হয়্য যাই তুমি আজ্ঞা দিলে।
রাজা বলে কর্ণসেন অবোধ হইলে ॥
বৃদ্ধক দশাতে কোথা হবে দেশান্তরী।
ঘরে বস্ত্রা কৃষ্ণ ভজ দৃঢ় মন করি ॥
তবে যদিভাং কভু করেন ঈশ্বর।
আজি কাণ্য বিভা দিব গোড়ের ভিতর ॥
পরম সুন্দরী কস্তা যার ঘরে পাব।
আপন হুকুমে তবে বিবাহ দিয়াব ॥
খল খল হাসে সেন রাজার দরবারে।
বৃদ্ধকালে কস্তা দান কেবা দিবে মোরে ॥
নিরানৈ (১) বৎসর বয়স গেল প্রায়।
পোড়া ঘারে ছুগের ছিটে কেন দেহ রায় ॥
হাতে ধরে বস্ত্রাইল রায় গোড়েশ্বর।
আমি আজি বিভা দিব রাত্রে ভিতর ॥

কর্ণসেনের সরাসি।

কর্ণসেনকে গৃহী করিবার
অন্ত গোড়েশ্বরের ইচ্ছা।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

সোমসোবের বেটা যদি হয় মহাবল ।

আর এক রাজ্য দিব ঢেকুর বদল ॥

এত শুভা তুষ্ট হল্য কর্ণসেন রায় ।

পাসরিল পূর্ব শোক রাজার কথায় ॥

বসন ভূষণে রাজা করিল সম্মান ।

রামচন্দ্র বাঁড়িয়া ধর্মের গীত গান ॥

কর্ণসেনে প্রবোধিয়া রায় গোড়েশ্বর ।

দরবার হইতে রাজা চলিল সত্বর ॥

আগে পিছে রহিল নক্ষর লোক জন ।

অন্দর মহলে রাজা দিল দরশন ॥

ভানুমতী পাটরাণী পরম সুন্দরী ।

কাছে বসে ছোট বুনী (১) রজা বিস্তাধরী ॥

বাস্ত হুয়া পাখালিতে চরণ-কমল ।

সোণার ঝারিতে রজা বোগাইল জল ॥

রজাকে দেখিয়া রাজা বিস্ময় হইল ।

পরম সুন্দরী কস্তা কোথা হত্যা (২) এলো ॥

রজাবতী অঙ্গদতী কিবা তিলোত্তমা ।

রাধিকা গৌরী শচীন্দ্রাণী কিবা সত্যভামা ॥

পীনোরত-পরোধরা মুখে মুহু হাসি ।

অমৃততা রতি কি হেথা ফিরে আসি ॥

আইবুড় কস্তা বলে জানিল চলনে (৩) ।

এই মেয়ে বিভা দিব রাজা কর্ণসেনে ॥

রাজা বলে ভানুমতী না কহিলে নয় ।

কার কস্তা আসিরাছে আমার আলয় ॥

মন হলো চঞ্চল এ তব জানিবারে ।

কোন দেবতার কস্তা এলো কহ মোর ঘরে ॥

ভানুমতী বলে প্রভু কর অবগতি ।

কনিষ্ঠা ভগিনী মোর নাম রজাবতী ॥

ভগিনীকে এনেছি কালি দাসী পাঠাইয়া ।

হাসিতে লাগিল রাজা পরিচয় পায়্যা ॥

অতঃপর রজাবতী তোমার আমার ঘর ॥

ভালিকা-দানের অভি-
প্রায় ।

র সহিত রাজা যুক্তি আরম্ভিল ।
 কস্তা কর্ণসেনে বিভা দিতে হলো ॥
 হতে মরিতে যায় উদাসীন হৈয়া ।
 কর্ণসেনে রাখিব রজাকে বিয়া দিয়া ॥
 রাণী বলে কর্ণসেনের বয়স বিস্তর ।
 বড় ভাই মহামদ দেশের পাতর ॥
 যদি শুনে ভাই মোর বিবাহেব কথা ।
 কর্ণসেনে বিয়া দিয়া বড় হইব বিতথা (১) ॥
 রজাবতী ছোট বনি মা বাপের প্রাণ ।
 ইহার উপায় কহ হয় সাবধান ॥
 পিতা মাতা তোমার বচন ছাড়া নয় ।
 দেশে পাত্র থাকিলে বিবাহ নাঞি হয় ॥
 এত শুনি গোড়েশ্বর করিলেন গমন ।
 পুনর্বার দরবারে দিল দরশন ॥
 রাজা বলে মহাপাত্র শুন মোর বাণী ।
 কাঁউর জিনিতে তুমি করহ উঠানি ॥
 কামাখ্যার বরে রাজা ধরে মহাবল ।
 পাতাল ভেদিয়া বাঢ়ে গণ্ডকীর জল ॥
 তুমি সাজা (২) নাঞি গেল্যা উপায় নাঞি দেখি ।
 তের লক্ষ কাঁউরে খাজনা হলো বাকী ॥
 হাত্যার (৩) বান্ধিয়া যায় কাঁউর উপরে ।
 কর্পূরধলে (৪) বেঙ্কা আন গোঁড় সহরে ॥
 বার হাজার সেনা লয়া ঘরের দৌসর ।
 মহামদ পাত্র গেল কাঁউর উপর ॥
 পার হত্যা না পারিল গণ্ডকীর বান ।
 গোড়েশ্বর রাজা লয়া কর অবধান ॥
 রমতী (৫) নগরে থাকে বেহু নৃপবর (৬) ।
 লোক দিয়া আনাইল রায় গোড়েশ্বর ॥

মহাত্মাকে কামরূপে
 প্রেরণ ।

- (১) বিপন্ন । (২) সাজিয়া = যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া ।
 (৩) হাতিয়ার । (৪) কর্পূরধল কামরূপের রাজা ।
 (৫) রমাবতী, প্রাচীন গোড়ের রাজধানী । তাত্রশাসনে ইহা
 তী নামে আখ্যাত । এ সম্বন্ধে মালিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের
 বিবরণরূপে আলোচনা করা হইয়াছে ।
 (৬) গোড়েশ্বর নৃপবর ।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

যশোরের সন্নতি ।

রাজা বলে মহাশয় কর অবধান ।
তোমার কণ্ঠকে কর কর্ণসেনে দান ॥
বেহু রায় বলে তুমি প্রধান জামাতা ।
তোমার বচন নাঞি করিব অন্তথা ॥
রঞ্জার বিবাহ হবে আনন্দ অপার ।
রাজার মহলেতে রাখিয়া পরিবার ॥
লগ্ন করিয়া রাজা অধিবাস করে ।
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাদির বরে ॥

শুভ বিবাহ ।

তুমিয়া এই কথা সেনে দিতে স্নাত
সুন্দরী রঞ্জা বিজ্ঞাধরী ।
হরিষযুক্ত মনে যতেক বন্ধুজনে
আনে নিমন্ত্রণ করি ॥
বাড়ের উঠরে বোল তোরঙ্গ জয়চোল
কদল দড়মালা নিশানি ।
মৃদঙ্গ কঁসি দক্ষ টমক জগবান্দ
কঁসর বা রুদ্রবীণা বেণী ॥
প্রাঙ্গণে পুতি খুটা মাগিক-হেম-পাটা
উপরে দিল সায়মানা ।
আসিয়া দ্বিজবর যেমন দিবাকর
চৌদিকে বস্তাছে সর্বজন্য ॥
করিয়া শুভ বেদ দ্বিজেন্তে পড়েন বেদ
আনন্দ হইয়া বেহু রাজা ।
আরোপিয়া স্বর্ণ-কুন্ত করিল কুশ আরন্ত
গণেশ আদি করি দেব পূজা ॥
হরিদ্রাকৃত ভূনি পেচেন্তে শোভে মণি
বরণেতে তিমির বিনাশে ।
পরিয়া রূপবতী পদ্মিনী-সমান জ্যোতি
আসিয়া বসিলা পিতার পাশে ॥
প্রশস্ত পাত্র মিলা খেড়নি গন্ধমিলা
ধাত্ত দুর্বা আর পুষ্প ফলা ।
দধি দ্বত সিন্দূর দিলেন কুশবর
বস্ত্রিক শব্দ আর কঙ্কল ॥

গাবোচনা দর্পণ রোপ্য সোণ
অত্র তাত্র আর চামর ।
শত খালে কস্তুর কপালে
বাঞ্চিল বেহু নৃপবর ॥
ময়া নির্দ্বন্দ্ব (১) নিছিয়া ফেলিল পাণ
ভূপ হৈল সজল নরনে ।
চন্দ্র-সিঁথি মাথে সূত্র বাঞ্চিয়া হাতে
আশিস করিল দ্বিজগণে ॥
শাজিল শঙ্খ বাঁধী আনন্দে রাজা আসি
মুক্তিকা পুজে হরষিতে ।
আনন্দে ভূপক করিলা নানীমুখ
দিলেন বসুধারা ঘূতে ॥
অধিবাস সারি বসিলা অধিকারী
হইয়া আনন্দ অপার ।
রূপেতে সত্যভামা শতেক আয়া রামা
শোভিত নানা অলঙ্কার ॥
মহুয়া রাণী সঙ্গে শতেক আয়া সঙ্গে
কাথেতে কুন্ত হাতে ঝারি ।
কোতুকে ঘরে ঘরে জল সহিবারে
চলিল যতেক সুন্দরী ॥
দুর্জয়-সিংহ-সুত গোপাল সিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ-সমান ।
তত্ত দেশে বাস ধর্ম্মের ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান ॥

ঘরে ঘরে জল সয়া আইল এয়্যগণ ।
পরিহাস কোতুকে মহলে দরশন ॥
গৌড়েশ্বর স্রবেশ করিয়া কর্ণসেনে ।
অধিবাস করাইল আনায়া ব্রাহ্মণে ॥
বরসাজে কর্ণসেন চাপি চতুর্দোলে ।
উপনীত হৈল গিয়া রাজার মহলে ॥
যত মেয়া বর দেখি হার হার করে ।
এমন সুন্দরী কস্তা দিল বুড়া বরে ॥

বিবাহ

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

অঝোর নয়নে কাঁচ রাজার শাওড়ী ।
 বর দেখে মম্বরা (১) মাথার ভাজে হাঁড়ী ॥
 রজ্জার কপালে বলি ছালা বুড়া বর ।
 কে বলে যে করিল র ম গোড়েশ্বর ॥
 বেহু রাজা জামাতা কাঁচল বরণ ।
 সুগন্ধি চন্দন মালা বসন চরণ ॥
 স্ত্রী-আচার করিতে মম্বরা রাজরাণী ।
 উথানোরো থালা হাতে মরালগামিনী ॥
 আয়্যা সঙ্গে তিন বার প্রদক্ষিণ হল্যাে ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া দধি চরণে ঢালিল ॥
 নানামত ঔষধ করিয়া সাবধানে ।
 পাণ নিছিয়া ফেলাইল হুঁই চাঁপানে ॥
 বরের বদনে বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়া ।
 চারি জনে কস্তা তোলে পাটে বসাইল ॥
 বোড়হাতে সুন্দরী রহিলা ছোট-মাথে ।
 গায়ের বরণ যেন বিজুরি ঝলকে ॥
 সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া সেই বেলা ।
 বর-কস্তা দুজনে বদল হল্য মালা ॥
 ছাউনি নাড়িল কস্তা পড়ে জয়ধ্বনি ।
 তবে কস্তা দান কৈল বেহু নৃপমণি ॥
 অনেক যৌতুক দিল করিয়া সম্মান ।
 ব্রাহ্মণে গেঠালা (২) বাক্কে বেদের বিধান ॥
 অরুণ্ডী (৩) লাজাহোম ক্রিয়া হৈল সারা ।
 বর-কস্তা ঘরে নিল দিয়া জলধারা ॥
 ক্ষীরখণ্ড জোজনেতে বকিল বাসর ।
 এত দূরে পালা সাদ্ধ স্তন মায়াধর ॥
 বিজ় রামচন্দ্রে গান অনাত্তার পার ।
 হরিধ্বনি বল সন্তে পালা হল্য সার ॥

(১) রাজার মাতার নাম ।

(২) গ্রহি ।

(৩) একটি নক্স । বিবাহ-কালে বৈদিকমন্ত্র-পাঠসহকারে নব-
 বিধে এই অরুণ্ডী নক্স দেখান হয়, তাহাতেই বর-কস্তা ইহ-পরকালে
 পরস্পর সম্মিলিত থাকেন ।

রামনারায়ণ—ঋগ্বেদীয় ১৭শ শতাব্দী।

৪২৩

ঢেকুর-বিজয়।

যেগের অস্ত্র কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি 'রাম-
দুর্জিত' ভ্রাতা, এই মাত্র ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। যে হস্ত-
হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা বাং ১১৯৩ সালের
(১) লেখা। আমরা গ্রন্থ-রচনার কাল সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া
করি।

এক স্থানে উক্ত হইয়াছে, সোমবোমের পুত্র ইছাইবোম
র অধিকার করিয়া রাজকর বদ্ধ করেন। কথিত আছে 'দেবী
'রামরূপা'র রূপায় ইছাই সমরে অজয় হইয়াছিলেন। গোড়েখর কুপিত
হইয়া সাত বার ঢেকুর আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। শেষ যুদ্ধে লাউ-
সেনের পিতা কর্ণসেন তাঁহার সপ্ত পুত্র হারাইয়া শোকগ্রস্ত হন।
লাউসেনকে এবার গোড়েখর ইছাইকে দমন করিয়া প্রতিশোধ লইবার
জন্ত পাঠাইয়াছেন। লাউসেনের প্রধান সেনাপতি কালু-ডোমের হস্তে
ইছাইর প্রিয় প্রধান বোদ্ধা লোহাটার মৃত্যু হইয়াছে। লাউসেন অজয়
পায় হইয়া আসিয়াছেন।

লাউসেন থান দিল (১) ঢেকুর উপর।

বোড়া শিক্রা মারে কালু (২) বীর ধমুর্জর ॥

তের দলুই বন দেয় নাগরা নিশান। (৩)

শল শুনি ইছাই কোপেতে কম্পবান ॥

বন-ঘোর-লোচনে জবার জ্যোতিঃ সার (৪)।

কোটাল কোটাল বলি দিলেক হাঁকার (৫) ॥

অবিলম্বে কোটাল আইল সেই ঠাঞি।

মহাদর্প করি তারে জিজ্ঞাসে ইছাই ॥

গড়ের দক্ষিণে শুনি বাজনা কিসের।

চল শীঘ্র চণ্ডাল (৬) করিয়া আয় টের ॥

বলিতে বচন মাত্রেয় হয়্যাছিল ব্যাজ। (৭)

বাহ্য গড়ে উপনীত রজনীর রাজ (৮) ॥

লাউসেনের আ:

(১) স্থান লইলেন। (২) কালু দুইটি শিক্রা একত্রে নিনাদ করিল।

(৩) তের দলুই নামক সেনা নাগরা বাজাইয়া নিশান ফুলিল।

(৪) বন-ঘোর চক্রে জবার জ্যোতিঃ দেখা দিল। (৫) হাজার।

(৬) কোটাল চণ্ডাল জাতীর ছিল। (৭) ইছাইয়ের এই আদেশ

দ্বিতে দ্বিতীয় বৈ বিলম্ব হইয়াছিল। (৮) কোটাল।

সেই
কথার কথা।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়।

লাউসেনে কোটাল বলে ক্রোধমুখে।
নাগরা নিশান হেথা দেহ কোন বৃকে ॥
কোথা থাক কিবা নাম কাহার নন্দন।
হেথায় করিলে স্থিতি কিসের কারণ ॥
সেন বলে শুন কহি সকল ভাবুতী।
লাউসেন নাম মোর মরনাতে স্থিতি ॥
কর্ণসেন পিতা মোর রঞ্জাবতী মা।
যে হেতু আসিরাছি হেথা শুন কই তা ॥
এদেশের অধিপতি রাজা গোড়েশ্বর।
সে পাঠাল্য নিতে মোরে ঢেকুরের ঘর ॥
গিয়া শীঘ্র গোগহীনে কহ গোপরাজে (১)।
কর দিয়া স্মৃথে রকু ঢেকুরের মাঝে ॥
নতুবা সমর দিকু যদি বল আছে।
এই কথা কহ গিয়া ইছাএর কাছে ॥
হাসিয়া কোটাল বলে শুন সমাচার।
গোড়েশ্বর আপনি আইল সাত বার ॥
সংহতি আনিয়াছিল নব লক্ষ দল।
পার হতো না পার্যাছে অজ্ঞএর জল ॥
মহাবীর ইছাই না গেল তার কাছে।
লোহাটার (২) রণে সেহ পলাইয়া গেছে (৩) ॥
ইন্দ্র যম বরণ ইছাএ (৪) কম্পবান।
কেন হেথা আসিরাছ হারাইতে প্রাণ ॥
অন্ত হৈলে এখনি সকল নিত কাড়্যা।
প্রাণ লয়া বাহ ধর্মধার দিহু ছাড়্যা ॥
হাসিয়া বলেন সেন না জানিস্ আমা।
মোরে কি ছাড়িয়া দিবি তোরে দিহু কমা ॥
বলিলে যে লোহাটা বড় মহাবীর।
অনারাসে কালু তার কাটিলেক শির ॥

(১) ঢেকুরের রাজা ইছাই যোব . গোরালা জাতীর ছিলেন।

(২) ইছাই যোবের প্রধান সেনাপতির নাম লোহাটা।

(৩) মহাবীর ইছাইকে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বর দায়ী, লোহাটার

হাসিয়া গোড়াধিপকে পলাইয়া গাইতে হইয়াছে।

ইছাইএর নাম।

অজর নদীর তোরি কর অহঙ্কার ।
হয়ে চাপি হেলায় হয়ছি আমি পার ॥
তোর সঙ্গে বাক্যব্যয় নাঞি প্রয়োজন ।
যাহ শীঘ্র ইচ্ছাএ বলহ বিবরণ ॥
শীঘ্র চল কদাচিৎ নাঞি রয়্য (১) হেথা ।
কালু বীর কুপিলে কাটিয়া নিব মাথা ॥
সেনের বচনে ভয় পায়্যা নিশাগতি ।
ফির্যা আইল ইচ্ছাএরে কহিতে ভারতী ॥

ইচ্ছাএ প্রণাম করি অতি সবিনয় ।
করঘোড়ে কোটাল সকল কথা কয় ॥
কর্ণসেন রাজারে জানহ মহাশয় ।
তব যুদ্ধে পূর্বেতে হইয়া পরাজয় ॥
পলাইয়া ময়নাতে করিয়াছে ধাম ।
তার পুত্র আসিয়াছে লাউসেন নাম ॥
সঙ্গে আছে একজন কালু নামে বীর ।
তার হাতে কাটা গেছে লোহাটার শির ॥
বাজী চাপি পার হৈল অজয়ের বারি ।
আমারে কহিল কথা বড় দর্প করি ॥
ইচ্ছাএ কহগ্যা শীঘ্র এই সমাচার ।
কর দিয়া রাবুক ঢেকুর অধিকার ॥
নতুবা করুক রণ যদি বল থাকে ।
এই কথা পুনঃ পুনঃ কহিল আমাকে ॥
কোটালের বচনে ইচ্ছাএ চমৎকার ।
কি বলি অরাতিগণ অজর হল্য পার ॥
পবন বন্ধন যদি হয় মোর অরি ।
পার হৈতে নারে নদী অজয়ের বারি ॥
তরিল তরঙ্গ (২) রিপু চাপিয়া তুরঙ্গ ।
গড় চাপি বসিল না করে দ্রুতঙ্গ ॥
গোড়েশ্বর আন্য পুর লইবার জন্ত ।
সাত বার পলাইল নব লক্ষ সৈন্ত ॥
হেন বীর এক শরে হইল সংহার ।
অন্তঃপন্ন যোরতর বিপদ আমার ॥

কোটালের নিবে

বস-সাহিত্য-পরিচয় ।

এতেক ভাবিয়া মনে চেহুনের রাজা ।
 একমনে পূজা করে দেবী চারিদিক ।
 কাড়া কাঁসি করতাল কাঁসর রত্নভাল ।
 মৃদঙ্গ মাদল বাজে মন্দিরা রসাল ॥
 জয়ঢাক জগম্প বাজে যোড়া বোড়া ।
 নানারূপ নাগরা বাজিছে রণপড়া ॥
 দড়মসা দগড়ি দামায়া ছম ছম ।
 রণশিলা রারবেলি বাজে রণতুর ॥
 শিলা সানি সারিলা সদন সপ্তস্বর ।
 ব্যালিস (১) বাজনা বাজি কম্পবান ধারা ॥
 চক্রাতপ টানাঞা হেটেতে (২) বৈসে তার ।
 বিবিধ প্রকারেতে পূজার উপচার ॥
 ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি ত্রিদণ্ডপাঞ্জলা (৩) ।
 স্নান চন্দন চূরা চিনিচাঁপা কলা ॥
 গুণিগণ গীত গায় নাচে নট নটী ।
 পুরন্দর প্রভৃতি পূজার পরিপাটী ॥
 নানারূপ কুসুম জবার সীমা নাঞি ।
 স্তূপ স্তূপ তামরস (৪) কত শত ঠাঞি ॥
 পূজার পদ্ধতি ধরে পুরোধা (৫) ব্রাহ্মণ ।
 সাবধানে সপ্তশতী (৬) পড়ে কত জন ॥
 মেঘ ধোঁব (৭) ছাগল মিলেক বলিদান ।
 মহাবিভা অপ করে হয় সাবধান ॥
 ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ বিত্তা বোড়শ অক্ষরী ।
 অষ্টোত্তর শত অপে মহাশয় ধরি ॥

লীর আবির্ভাব ।

মন্দের অধীন আর ভক্তের কারণ ।
 নিজ মূর্তি ধরি কালী দিলা দরশন ॥
 সুতকেশী চতুর্ভুজা করাল বদনা ।
 লহ লহ বদনেতে ললিত রসনা ॥
 কোটর নরন তিন গলে হুণ্ডমাল ।
 উর্দ্ধ বাহু ফুলে বসন্ত শোভিত বিশাল ॥

(১) ৪২ ।

(২) নীচে ।

(৩) পর ।

(৪) পুরোহিত ।

(৫) চতুর্ভুজ ।

(৬) মন্দির ।

হেটে বাম ভূজে মুণ্ড রক্তধারা তায় ।
উর্দ্ধমুখ করিয়া চুম্বকি রক্ত ধার ॥
দক্ষিণ যুগল ভুজ বরদ অভয় ।
নরকরকিঙ্কিণী কোমর সমুদয় ॥
দু-কাণে লম্বিত শব ভরঙ্গর শোভা ।
মহারৌদ্রী মহাকালী মহামেঘপ্রভা ॥
মড়ার বকেতে শোভা চরণ-দুখানি ।
দ্বিগম্বরী মহামায়া শ্মশানবাসিনী ॥

বর মাগ বর মাগ কন ভদ্রকালী ।
স্তব করে ইছাই সমুখে কৃতাজলি ॥
জগৎব্যাপক বিশ্বরূপা নারায়ণী ।
জগজনে পূজে রাঙ্গা চরণ-দুখানি ॥
নিদ্রারূপে অচেতনে কৈলে বনমালী ।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥
চিন্তি মন জ্ঞানরূপা ত্রিগুণধারিণী ।
সদানন্দময়ী দুর্গা তুমিত যোগিনী ॥
সমরে আনন্দে নাচ দিয়া করতালি ।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥
অনাথাঙ্গি নীন ভয়াতুর বন্ধজনে ।
তুমি কর্তা সভাকার হুঃখ-বিশোচনে ॥
ঘমুনা হইলে পার হইয়া শূকালী ।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥
নমো দুর্গা শিবরূপা ভীষ্মরবা সতী ।
শচী রাধা সাবিত্রী সারদা অরুন্ধতী ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী তুমি আপনি মৈত্রেয়ী ।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥
রণে বনে শত্রুমধ্যে অন্তরীক্ষে জায়ে ।
তুমিত রক্ষার হেতু আগমেতে যশে ॥
ও চরণ বকেতে ধারণ কৈল শূলী ।
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥
অপার দুত্তরার্ণবে পড়য়ে বেই প্রাণী ।
জাহ্নবে তারিতে মাতা তুমিত তরণী ॥

ইছাইএর স্ততি ।

তব রূপাবলে তরে সব দায় টালি ।
 নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥
 তুমি লোভ তুমি মোহ তুমি দর্পদ ।
 তুমি কাম তুমি ক্রোধ তুমিত বিপদ ॥
 যে জন তোমারে সেবে সেই পুণ্যশালী ।
 নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥
 তুমি ধর্ম তুমি কৰ্ম তুমি ব্রহ্মসার ।
 এ চৌদ্ধভুবন (১) মাতা বিভূতি (২) তোমার ॥
 তুমি শাস্ত তুমি ব্রাহ্ম তুমিত করালী ।
 নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥

মুহমুহ মহান্তর পড়ে মহাবীর ।
 ঈশ্বরী বলে রে ইছাই হও হির ॥
 কোন দার পড়িয়াছ কিসের ভাবনা ।
 ব্যাধিবশে কি বা বাছা পাত্যাহ স্বর্ণা ॥
 পুত্র-বাহু মনে কিবা আর রাজ্যধন ।
 সত্য করি ইছাই বল বিবরণ ॥
 ঈশ্রপদ বাধ কিবা হতে চাও মনু ।
 যাহা চাহিবে তাহা দিব কহিলার তত্ত্ব (৩) ॥
 ঈশ্বরীর বচনান্তে বলএ ইছাই ।
 ধন পুত্র রাজ্য ঈশ্রপদ আশি চাই ॥
 লাউসেনের সঙ্গে কাল ভোর তনয় ।

বাক্যচাপি পার হৈল দুইরক্ত অজর ॥
 লোহাটী বজ্রের (৪) ।
 থানা আসি দিল মোর গড়ের উপরে ॥
 যে অজর পার হৈতে ইশ্র ভয় মানে ।
 সে অজর পার হৈয়া আন্য হয়-যানে (৫) ॥
 নব লক্ষ দল গোড়েশ্বর আন্থা ছিল ।
 একা লোহাটীর রণে ভঙ্গ দিয়া গেল ॥
 লাউসেনের সঙ্গে কাল ভোর এক বীর ।
 লোহাটীকে মারিল মারিয়া এক তীর ॥

বর-প্রার্থনা ।

(১) সপ্ত সর্গ ও সপ্ত পাতাল । (২) ঈশ্বরী । (৩) তোমাকে ।
 (৪) লোহাটীর পূর্ণ নাম লোহাটী বজ্র (বজ্রের) । সম্ভবতঃ 'বজ্র'
 লোহাটীর উপাধি ছিল । (৫) অব চাপিয়া ।

এমন দুরন্ত রিগু আইল নিকটে ।
 না জানি এবার মোর ভাগ্যে কিবা ঘটে ॥
 ঈশ্বরী ঈশ্বং হাসে ইছাই বচনে ।
 কহিতে লাগিল চায়া গোয়ালার পানে ॥
 ইন্দ্র যম পবন বরুণ হুতাশন ।
 চন্দ্র সূর্য্য বিধি বিষ্ণু কিবা পঞ্চানন ॥
 ইহারা তোমারে জানে গুনরে ইছাই ।
 অরি হয়্যা তোমাব সমুখ হবে নাই ॥
 কোন্ ছার লাউসেন সহজে মানব ।
 তারে ভয় হয়্যাছে এই হাশ্বার্থব ॥
 ইছাই বলয়ে মাতা কহি সমাচাব ।
 ধর্ম্মের সেবক সেন ধর্ম্ম-অবতার ॥
 অবিরত শ্রীধর্ম্ম তাহাব কাছে আছে ।
 গাভী যেন সতত থাকএ বৎস-পিছে ॥
 লোকমুখে শুষ্ঠাছি তাহার যত বল ।
 জলকরে বধ্যাছে শাদুল কামদল (১) ॥
 তারা-দীঘির জলে বড় আছিল কুস্তীর ।
 অক্ষয় অমর নরে নাই সত্য নীর ॥
 লাউসেন ধর্যা তার বধ্যাছে পরাণ ।
 সুরক্ষ্যা নটর (২) কাটাছে নাক কাণ ॥
 এ সব সঙ্কট স্থান করিয়াছে জয় ।
 হাতী মাঝা জীয়ায়াছে কেহো কেহো কর ॥ (৩)
 গোড়েশ্বর করিয়াছে ময়নার ভূপ ।
 কর্পূরধলে জিনি জয় কৈল কামরূপ ॥
 সঙ্গে তার কালু ডোম তাহার সোশর ।
 উচ্চৈঃস্রবা সম ঘোড়া অস্তির-পাধর (৪) ॥

(১) জলকর নামক রাজ্য কামদল নামক ব্যাঘ্রের দ্বারা বিনষ্ট হয়, লাউসেন সেই ব্যাঘ্রকে হত্যা করেন। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মঙ্গল-কাব্যে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(২) সুরক্ষা নামী বারাননা এক দেশের রাণী ছিল, সে লাউসেনকে প্রলোভনে বৃদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। লাউসেন তাহার সমস্তা পূর্ণ করিয়া সন্ত অল্পসারে তাহার নাসিকা-কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন।

(৩) কেহ কেহ বলে হস্তীকে বধ করিয়া লাউসেন পুনরায় তাহাকে বধ করিয়াছে।

(৪) লাউসেনের ঘোড়কের নাম।

বর ও তিন বাণ
দান ।

এক শরে লোহাট্টারে মালা কালু বীর ।
 ষোড়াএ করিল পার অশ্রুএর নীর ॥
 দেখা শুভা আমার সন্দেহ হলা মনে ।
 নিবেদন কৈল তুয়া যুগল চরণে ॥
 কথা শুনি কেমকরী হাসে খল খল ।
 দেবী বলে ওরে বাছা তো বড় পাগল ॥
 সেনানী সমান স্তূত তুমি মোর সার ।
 তোর উপর বল করে এত শক্তি কার ॥ ১
 পাবকে পতঙ্গ ফুট্যা (১) প্রাণ হয় হারা ।
 সেই মত মরয়ে তোমার শত্রু যারা ॥
 মরিবার তরে উঠে পিপীলিকাব পাখা ।
 তেমতি হইল সেন ধন্য জানি সখা ॥
 বলিতে বলিতে দেবী বিষম কুপিত ।
 মুখে হৈতে তিন বাণ খসে আচর্ষিত ॥
 বাণ দিয়া ইছাএ অভরা কিছু কর ।
 তিন শরে তিন বীর বাবে যমালয় ॥
 লাউসেন অগ্নির-পাখর কালু বীর ।
 এই তিন বাণে বাবে যমের মন্দির ॥
 ইছাই বলেন হলা বিপর্যয় হয় ।
 তুমি পাছে কর ত্যাগ এই করি ভয় ॥
 ঈশ্বরী বলেন বাণী শুনহ ইছাই ।
 সমর না হলো জয় আমি বাব নাঞি ॥
 দেউলে (২) রহিলু আমি না বাব কৈলাস ।
 কদাচিত্ত মনোমধ্যে না কর্য তুরাস ॥
 লাউসেন হেতু যদি ঈশ্বর্য ঠাকুর ।
 তোর শত্রু হন যদি আসিয়া চেকুর ॥
 সেন লাগ্যা ধর্ম যদি সমর করে আস্তা ।
 মোর রণে ভল দিবে রত ভাক্ বস্তা ॥
 ছাড় ভয় ভাবনা ভরসা কর গোপ ।
 তো বলিলে ব্রহ্মার এ সৃষ্টি হবে গোপ ॥
 যেই মুষ্টি রক্তবীজে করিল বিকাশ ।
 কেই ঘেলে দ্বিভুবন করিব গরাস ॥

চল তুর্ণ চূর্ণ কর পূর্ণ রিপূদর্প।
আজি রণে তুমি তাক্ষা রিপু হবে সপ ॥
ইছাএ আশ্বাস করি দেবী ভদ্রকালী।
গিরিকর্ণ কুহুম করেছে দিল তুলি ॥
কেবল ভাবনা শ্রীধর্মের পদাশ্রয়।
রামনারায়ণ গায় রামকৃষ্ণশ্রুজ ॥

শ্রামরূপা চরণে প্রণাম করি বীব।
মালসাট মারি উঠে গরজে গভীর ॥
পাগ বান্ধে প্রবন্ধে কেবল পদ্মফুল।
কল ধোত কম্পিত কসনি (১) হুই কুল (২) ॥
চিরা (৩) বান্ধে চন্দ্রভ্রাতী চিকুরের ছটা।
মাতঙ্গমুকুতা (৪) কাণে কাছে গালপাটা ॥
বাহতে বিচিত্র বাধে বিচটার ছড়া।
হীরা নীলা মাণিক মুকুতা তাম ঘোড়া ॥
অঙ্গে অঙ্গরেখী (৫) পরে দেখি লাগে ডর।
পবন পাবক পৃথ্বী কাঁপে পুরন্দর ॥
পরিণ চালনা দড় রঙ্গময় ধার।
সবনে ফিরায় আশি চক্রের আকার ॥
সর্কান্ধে চন্দন পরে অতি মনোহর।
অর্ধচন্দ্র ফোটা সাজে ললাট উপর ॥
পরিসর পেটা পরে পুরটের কড়া।
কসনি কোমর দড় পাগ তথি বেড়া ॥
ঘোড়া জম ধর বান্ধে ফুল নাঞি যার।
বাম দিগে বাঙ্কিলেক যুগল তলয়ার ॥
টানাটানি টাঙ্গী বান্ধে টলে পদে ধরা।
ইন্দ্র ভাবে অমরাতে হানা দিবে পারা (৬) ॥

ইছাইএর বুদ্ধ সঙ্গী।

-
- (১) বেটনী (Belt)। (২) পাগের হুই দিকের বেটনীতে
দ্ব্যর্থভ্যাসিতঃ কম্পিত হুইভেছে (পাগের হুইমিকে স্বর্ণের আঁচল থাকে)।
(৩) হুই ধার। (৪) গজমুকুতা। (৫) অঙ্গরেখা = বর্ন।
সঙ্গতঃ এই শব্দ হুইতে “আজারখা” শব্দ আসিয়াছে।
(৬) পারা = এই প্রকার বোধ হয়।

তীরে তুণ পূর্ণ গুণ বান্ধে বীরবর ।
 বিপত্তি বায়ান হাজার ত্রাণ শর ॥
 বাম হাতে বিরাজিত বিচিত্র কামুক ।
 ডানি হাতে নিল শেল ঢেকুর বিভূত ॥
 গণ্ডারের ঢাল পীঠে দিঠে কাম জম ।
 হাকে হয় হংসের হরির দিগ্ভ্রম (১) ॥
 বোর দাপে কাঁপে মহী অহি নহে স্থির ।
 সাজ করি শ্রামার সদন হল্য বীর ॥
 পার্কতীরে প্রণমএ পটুকা গলায় ।
 জয় জয় জগতজননী স্তুতগায় ॥
 পুনঃ পুনঃ প্রণমএ মহী লুট্যা বপু ।
 ক্ষেমকরী কয় ক্ষয় হবে আজি রিপু ॥
 বিদায় হইয়া বীর রণমুখে ছুটে ।
 কালী জয় শব্দ আট দিগ্ভ্রম উঠে ॥
 শব শিবা বালা নারী পূর্ণকুন্ত জলে ।
 বাম দিগে মহাবীর দেখে যাত্রাকালে ॥
 গরু মৃগ ব্রাহ্মণ কুম্ভ অবদাত ।
 যাত্রাকালে যাম্যে দেখে ঢেকুরের নাথ ॥
 সমুখে দেখএ দেখু বৎস ছদ্ম খায় ।
 সমুখেতে নৃকান্তি শিক আগে চলি যায় ॥
 চল দল অচলা চঞ্চলা হুচরণে ।
 মহাদর্পে উপনীত হৈল আসি রণে ॥
 দেখি লাউসেন বীর হৈল চমকিত ।
 সেন বলে ইন্দ্র কেন হেথা আচম্বিত ॥
 ধন্ত ধন্ত মহাবীর মাতা পিতা ধন্ত ।
 নাঞ্চি জানি পূর্বজন্মে কত কৈল পুণ্য ॥
 যেন মুখ তেন বুক তেন হাত পা ।
 প্রফুল্ল কমল আঁখি সুবলিত গা ॥
 নাসিকা গরুড়ে রঞ্জে কানে রঞ্জে রূপ ।
 ঢেকুর অবনী ধন্ত হেন বীর তুণ ॥

রণক্ষেত্রে ইছাই ।

গুভলক্ষণ ।

লাউসেনের বিনয় ।

(১) তাহার কর্ণের এরূপ গভীর ও উচ্চ যে, তাহাতে ঘোটক, হাঁস
 ও সিংহেরও দিগ্ভ্রম হইয়া থাকে ।

এই মত মনে বহু বাধানিল সেন ।
 স্বরায়ুত হয়্যা যুদ্ধের সজ্জিলেন ॥
 করযোড়ে কালু বীর হেন কালে কয় ।
 তুমি রণে আগু যাবে উপযুক্ত নয় ॥
 সেবকে সারিলে কার্য্য না যায় ঠাকুর ।
 আজ্ঞা হকু আমি জয় করিএ ঢেকুর ॥
 কোন্ বীর ইছাই গুয়ালা কিসে গুণি ।
 তাহার সমরে তুমি চলিবে আপনি ॥
 ধনে বলে যেই জন হয় ত সোসর ।
 তার সঙ্গে মৈত্র তার সঙ্গে সাজে পর (১) ॥
 ধনে বলে গোয়ালা তোমার সম নয় ।
 তার যুদ্ধে কেন তুমি যাবে মহাশয় ॥
 বিশেষ বচন বলি বস্তা রহ তুমি ।
 ইছাই গোয়ালা বাকি আনি দিব আমি ॥
 কোন্ ছার ইছাই কিসের বলবান ।
 এক বাণে অবিলম্বে বধিব পরাণ ॥
 লোহার প্রতাপ গোড়ে সর্বকাল ।
 অবিরত চমকয়ে গোড়ের ভূপাল ॥
 তব পদরেণু-ভূষা দেহ মহাশয় ।
 এক শরে সে বীর গেছে যমালয় ॥
 সেই মত ইছাই করিব আমি নাশ ।
 মনোমাবে মহাশয় না মাগু তবাস ॥
 সেন বলে শুন সত্য কালু সিংহ বর ।
 সাবধানে কর্য্য আজি ইছাই সমর ॥
 দুর্জয় দেখি বীর দ্বিতীয় বাসব ।
 নাঞি লাগে মনে রণে হয় পরাভব ॥
 কালু কয় কি হেতু কল্লনা কর মন ।
 ঠাএ (২) বিনাশিব গোপে দেখিবে এখন ॥

কালুর যুদ্ধে বাইতে
 অমুমতি প্রার্থনা ।

এত বলি কালু বীর করিল জুহার ।
 রণসাজ বাক্যে বস্তা আসি আপনার ॥
 পাঁচ মোজা পরিয়া চার না পরে আঁটি ।
 পটুকা কোমরে বাক্যে গাএ রাঙ্গা মাটি ॥

কালুর যুদ্ধসজ্জা ।

ডাহিনে টালনি (১) পাশ অভি জ্ঞেপাতন ।

পাগ পিছা প্রায় বুকি মধুর-পেখর ॥

লম্বিত স্তম্ভান তো রচিতা নানা ছান্দে ।

গাএ শুক পাশলা বুকিতে বন্ধ বান্দে ॥

কটি পর করবাল কাটারি কঠিন ।

প্রবল পক্ষ বান্দে টাকী খান তিন ॥

তীর সহ তরকচ তুরিত বান্দে ভাল ।

পীঠেতে কেলএ বীর নিদারুণ ঢাল ॥

ঘন ঘন ঘুঞ্জ রেতে ঘেরিল কোমর ।

রক্ত করি রক্ত বাধে ডাগর ডাগর ॥

ডানি হাতে নিল নেত্রা বাম হাতে বাশ ।

বেশ দেখি বিশেষ বাসবে লাগে আস ॥

ইছাই নিকটে গিন্না কালু মহাবীর ।

রাম রাম করে গোপে নোঙাইয়া শির ॥

কালু কর করণ বচন শ্রীতি করি ।

অবধান কর ঢেকুর-অধিকারী ॥

তব পিতা সোমঘোষ গোড়ে ছিল স্থিতি ।

কালু ডোম নাম মোর বসিএ রমতি ॥

গ্রামের সম্বন্ধে সোমঘোষ ভাই হর ।

সে সম্পর্কে ভাইপো তুমি মহাশয় ॥

দরশনে মারা হৈল সম্বন্ধের টান ।

নিবেদনে নরপতি কর অবধান ॥

বঙ্গপতি গোড়ের ঈশ্বর মহাবল ।

বার সঙ্গে সদা রহে নব লক্ষ দল ॥

তাহার সমান হয় উপযুক্ত নয় ।

শ্রীত কর্যা কাল কাট গুন মহাশয় ॥

যখন যে বাগে মেঘ করে বরিষণ ।

সেই বাগে ছত্র ধরি লোক বিচক্ষণ ॥ (২)

(১) যে পাগড়ী জন্ম দিকে হেলিয়া আছে ।

(২) যখন-যে দিক হইতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, সেই দিকে বৃষ্টিমান ব্যক্তির
ছত্র ধরিয়া আশ্রয়লা করে । ইহার অর্থ এই যে, সৌভাগ্যের যখন
আলিয়াছিলেন তখন একরূপ ব্যক্তি করিয়াছ, একরূপ বুদ্ধ অভ্যাস,
সুতরাং অবস্থা বুদ্ধির সমান হয় ।

মনে কর সাজ্যা আত্মাছিল গোড়নাথ ।
 লোহাটার রণে ভুল দিল বার সাত ॥
 সে লোহাটা এক বাণে তেজিল পরাণ ।
 এক কথা আর কহি কব অবধান ॥
 পবন বরুণ যম অগ্নি বজ্রধারী ।
 হেন জন যদ্যপি তোমাব হত্য অরি ॥
 তব দশা প্রতাপেতে ওহে মহাবীর ।
 পার হতো না পাবিত অজএর নীর ॥
 ঘোটকে সাটক করি সেন হলা পার ।
 ইহাতে ইছাই দশা বুঝ আপনার ॥
 দশা খাট হলা তব পাছে আছে কাল (১) ।
 অতঃপর গোপসুত সামাল সামাল ॥
 দশার সমান চল পূর্ব বল ছাড়ি ।
 কিছু রাজকর দেহ ঢেকুরের কড়ি ॥
 নালবন্দি অন্ন হবে না হবে জেআদা (২) ।
 কেবল রক্ষ্যাতে গোড়েশ্বরের মর্যাদা ॥ (৩)

কালুর শুনিয়া কথা ইছাই কুপিত ।
 দশনে অধর চাপে লোচন লোহিত ॥
 বলএ বচন বীর বৈশ্বানর-কণা ।
 গভীর গরজে ধেন পড়ে বনঝনা ॥
 হরিহর হিরণ্যগর্ভাদি হরি হয় ।
 পবন বরুণ অগ্নি তরুণী-তনয় ॥
 ইহাদের সাধ্য নাঞি চাহিবারে কর ।
 ভ্রামরুপা দেবী রাজা ঢেকুর উপর ॥ (৪)
 ডোম জাতি ডাকাতি ডিগর (৫) আদি চোর ।
 তেঞি হেন কথা বুখে বারি হৈল তোর ॥

ইছাইএর উত্তর ।

(১) তোমার দশা (অবস্থা) খাট হইয়া আসিয়াছে, এবং কাল তোমার পশ্চাতে আক্রমণ করিতেছে ।

(২) বেশী ।

(৩) ভোমার কর অতি সামান্য হইবে, কেবল গোড়েশ্বরের সম্মান রাখিবার জন্য এই কর নির্দিষ্ট হইবে ।

(৪) ঢেকুরের একমাত্র অধিবর্তী ভ্রামরুপা দেবী ।

এইখানে এখনি পাঠাও যমালয় ।
 যোগী মাথো ছাই হাত তাই মাত্র হয় ॥ (১)
 ক্রমা দিম্ব যারে ডোম নিজ প্রাণ লয়া ।
 আমার সংবাদ লাউসেনে কহ গিয়া ॥
 পার হয়্যা বস্তা আছে দেখু আস্তা রণ ।
 নহে যাকু পলাইয়া গইয়া জীবন ॥

প্রত্যুত্তর ।

কথা শুনি কোপে জলে কালু মহাবীর ।
 সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ হইল অস্থির ॥
 কোপে কালু কথা কয় তুষারির কণা ।
 গোয়ালার গুণ জ্ঞান গোড়ারিতপণা ॥ (২)
 তোর বাপ সোমঘোষে নাহি জানে কে ।
 গোড় নগরে গরু চরাইত সে ॥
 দুই তিন দিনের উপর পাতা ভাত ।
 সারিঙ্গা যন্তের প্রায় ছিল তার আঁত (৩) ॥
 তোর মাতা বাগালি সাধিত ঘরে ঘরে ।
 তোর বনি সেঙ্গা কৈল জেলা কৈবর্তেরে ॥
 কুলঙ্গার কুজানী না বুঝ কালাকাল ।
 রাখালের বেটা তুই সহজে রাখাল ॥
 কহিলে যে সেন আসি করুক সমর ।
 আপনা না জান বেটা গুনরে বর্কর ॥
 বামন হইয়া চাঁদে দিতে চাসি হাত ।
 মুখিক পতঙ্গ তুঞি সেন যুথনাথ ॥
 স্রমের সমান সেন তুইত সরিষা ।
 তার সহ সমরেতে করহ ভরসা ॥
 কি কারণে ভাবনা করহ এতদূর ।
 মোর হাতে যাবি আজি সজীবনীপুর (৪) ॥

(১) যোগী জাতীর কাহাকেও হত্যা করিলে হাত মাত্র কলঙ্কিত হয়, তেমনকে মারিলেও তাহাই হইবে ।

(২) গোয়ালার গুণ শুধু গোড়ারিতপণা (গোড়ারকি—হটকারিতা) ।

(৩) উপবাস হেতু সারেরের দত্ত অস্ত্র (পেট) খাল দিয়া পড়িত ।

(৪) যমালয় ।

কালুর কথায় কোপে গোপ হল্য কাল ।
 ধমুঃশর রাখিয়া ধরিল খাড়া ঢাল ॥
 ইছাএর দাপে (১) কাঁপে বিধাতা উপেন্দ্র ।
 পায় পায় চলে বলে প্রবল যুগেন্দ্র ॥
 লাফ দিয়া ঝাপ খায় দাপ ঘোরতর ।
 দেখি কোপে কাঁপে কালু-ডোম-কলেবর ॥
 করাল কঠিন কালু কালের স্বরূপ ।
 ধমুঃশর রাখিয়া ধরিল ঢালধূপ ॥
 ঢালে ঢাকি কলেবর দুই বীৰ ধার ।
 হানিবারে কেহো কারে বাণ নাহি পায় ॥
 সঘনে ফিরিয়া বোলে চক্রের আকাব ।
 আপনার বাম দিগে দিতি ছহাকার ॥
 বনবন ঝাড়ে অসি কাঁড়ে ঘোর রা ।
 বসুমতী থবহর পায়্যা পদ ঘা ॥
 মার মার শব্দে মণ্ডল বেড়ি ছোটে ।
 ঢালে অসি বাজিতে প্রবল অগ্নি উঠে ॥
 রণগজ মাদল (২) প্রবল দুইজন ।
 হান হান হাকুনি হাকিছে যনে ঘন ॥
 গুঁড়ি গুঁড়ি গতায়ত ঢালে শির ঢাকি ।
 ক্ষণে ক্ষণে যুঝে যেন চন্দ্রচূড় পাখী ॥
 ঢাল খাড়া মেলা পাড়া গেল প্রহর তিন ।
 কেহো কারে নারে হুঁহে সমর-প্রবীণ ॥
 খাড়া ঢাল রাখিয়া ধরিল ধমুঃশর ।
 হুঁহে বাণ বরিষয়ে হুঁহার উপর ॥
 ঈশ্বরীর বাণ বীর তুল্যা নিল চাপে ।
 ইছাএর ইবু (৩) দেখি ঈশ (৪) ইন্দ্র কাঁপে ॥
 বাণ ছাড়ি ইছাই ছাড়এ হহকার ।
 বাজিল কালুর বৃকে পীঠে হৈল ফার ॥
 কালুর বধিয়া প্রাণ কালিকার শর ।
 পুন আলা ইছাএর তুগীর ভিতর ॥

যুদ্ধ ।

কালুর পত্তন ।

(১) দর্পে ।

(২) মস্ত ।

(৩) বাণ ।

(৪) শিব ।

রাত্রির অস্ত যুদ্ধ স্থগিত।

অচেতনে বীর কালু পড়ে ভূমিতলে ।
বেগে সেন আসিয়া কালুরে নিল কোলে ॥
ইছাএরে কন সেন সঙ্করণ ভাষা ।
দেখ ডাই উপস্থিত হৈল আসি নিশা ॥
হইল তোমার জয় যাহ বীর ঘর ।
তোমায় আমায় কালি করিব সমর ॥
ইছাই চলিয়া গেল নিজ নিকেতন ।
কালু কোলে লাউসেন করেন রোদন ॥
ভরসা কেবল শ্রীধর্মের পদাশ্রয় ।
গায় রামনারায়ণ রামকৃষ্ণমুখ ॥

ঘনরাম-চক্রবর্তী-প্রণীত শ্রীধর্মমঙ্গল । পুস্তক-রচনা-কাল
১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

বঙ্গবাসী পত্রিকার চেষ্ঠায় ঘনরাম চক্রবর্তীর “ধর্মমঙ্গল” খানিই বিশেষ
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঘনরামের বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের
৪৭৭—৪৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ইছাইঘোষের যুদ্ধ-সজ্জা ।

ইছাইঘোষের রাজধানী ‘ঢেকুর’—‘অজয় ঢেকুর’ এই প্রসিদ্ধি
লাভ করিয়াছিল। গোড়েশ্বরের নব লক্ষ সৈন্ত ইছাই বারংবার পরাস্ত
করিয়াছিল। ইছাইঘোষের বিক্রম সম্বন্ধে ধর্মমঙ্গলের অপরাপর কবি-
গণের রচনাও এই পুস্তকের আরও কয়েকটা স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ।

ভূতলে আছাড়ে ভূজ মারি মালসটি ।
সাজে শত্রু সমরে সাক্ষাৎ যমরাট্ট ॥
বিরাট্ট সমরে যেন অশর্ম্মার রণ ।
সাজিল রাবণ কিবা বধিতে লক্ষ্মণ ॥
সেইরূপে সাজন করিছে তড়বড়ি ।
দড় বড় কোমর কবিছে কড়াকড়ি ॥
পেটি আটি বাধিল বস্ত্রিণ বেড় পাগে ।
কবিতে কুরঙ্গ ছাল বার গজ লাগে ॥
ডান ভাগে বাধিল যুগল যমধর (১) ।
ধরতর বোড়া খাঁড়া নামে ছুই ধর ॥

বাম দিকে যুগল টাকী (১) ঘম-অবতার ।
 চকো (২) ছুরি কাটারী কুটিল হীবা-ধার (৩) ॥
 কষে বাঁধে কাকালে কালিকা করি জপ ।
 যার মুখে আগুন উগারে দপ দপ ॥
 তার কাছে তুণে বান্ধে তেব শত তীর ।
 চক্ চক্ চিয়াড়ে পাটন পাঁচ শির ॥
 শিরেতে সোণার টোপ টয়ে বান্ধা তায় ।
 রাতুল বরণরুচি বীব মাটা (৪) গায় ॥
 তড়িত জড়িত যেন জলধর-জ্যোতি ।
 হীরা মণি হার গলে কাণে গজমতি ॥
 ধমুক বন্দুক বৃকে আচ্ছাদিত ঢাল ।
 বান্ধিল দেবীর বাণ মুক্তিমান্ কাল ॥
 রণশিক্ষা কাড়া পড়া টমক টেমাই ।
 গ্রামারূপা (৫) পদ ভাবি চলিল ইছাই ॥
 ঘাঘর ঘুসুব ঘণ্টা নুপুরের ধ্বনি ।
 চলিতে চলিতে কাণে কত রব শুনি ॥
 ঢালমুড়ে মালট মারিছে লাকে লাকে ।
 বীর দাপে চলিতে চরণে মহী কাপে ॥
 প্রতাপে পেরিয়া পুরী টেকুরের ভূপ ।

স্বীয় মস্তকদানে কালু ডোমের সত্য-রক্ষা ।

লাউসেন হাকঙে হুশ্চর তপস্তায় নিযুক্ত । এই সুযোগে তাঁহার
 মহাশত্রু মাতুল মহামদ গোড়ের সমস্ত সৈন্ত লইয়া যাইয়া লাউসেনের
 রাজধানী ময়নাগড় অবরোধ করিয়াছেন । ময়নাগড়ের ভার লাউসেনের
 বিখ্যাত সেনাপতি কালু ডোমের উপর হস্ত । মহামদ কৌশলে কালুর
 পুত্র শাকা-শুকাকে ও তদীয় বিখ্যাত তের জন ডোমকে নিহত করিয়াছেন ।
 সমস্ত ময়নাগড়-পুরী মস্তবলে নিত্রিত । কালুর জী লখা (লক্ষ্মী) ভূমুনি
 স্বামীকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন । কালু ডোম যুদ্ধে প্রযুক্ত শুনিয়া মহামদ
 (মাহুজ বা মাহুলা) শঙ্কিত । তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি

(১) কুঠার ।

(২) চোখা ।

(৩) কুটিল = বক্র । হীরা-ধার = হীরার দ্বারা ধার বিশিষ্ট ।

(৪) মালা ধুলি । (৫) টেকুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ।

কালুব মন্তক ছিন্ন করিয়া আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বিস্তর পুরস্কার দিবেন । কালুর ভ্রাতা কাষা তাহার চিরশত্রু । কাষা কোশলে কালুকে সত্যবদ্ধ করিয়া তাহার মন্তক ছিন্ন করিতেছে ।

নয়নে বিশ্রাম তার নহে এক তিল ।
 শোকের উপরি শোক বৃকে বসে শীল ॥ (১)
 কান্দিরে পড়িল লথা কালুর চরণে ।
 উঠেহে পরাণনাথ কি আর জীবনে ॥
 কি কাল তোমার ঘূমে সর্কনাশ হলো ।
 শাকা শুকা তের ডোম রণে যুঝে মলো ॥
 কি লয়ে সংসারে আর কার মুখ চাঁও ।
 সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও ॥
 রণে মলো অভিমতু অর্জুনের পো ।
 প্রাণপণে কবে তাজে সংসারের মো (২) ॥
 পুত্র-শোকে জয়দ্রথে বধিলা অর্জুন ।
 তোর সম পিতা নাথ না দেখি দারুণ ॥
 পুত্র-শোকে প্রাণ তাজে রাজা দশরথ ।
 সকলি মজিল নাথ রাখ ধর্ম-পথ ॥
 সেনের (৩) সংসার রাখ সত্যে হবে পার ।
 জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু আছে একবার ॥
 সবে ধর্ম অধর্ম কেবল যায় সাথে ।
 বলিতে বলিতে উঠে নিলা টান্ধী হাতে ॥
 পুত্র-শোকে দাদালে চলিল মহাবীর ।
 গড় পার হয়ে ফেলে কালিন্দীর তীর ॥
 অহুমান করে আগে স্নান পূজা করি ।
 দীক্ষারী সহায় হলে সংহারিব অরি ॥
 জলে প্রবেশিলা কালু থুলিয়া কোমর ।
 সমাচার পাত্রকে (৪) জানালে বার্যা চর ॥
 পাত্তর কাতর হলো কালু এল্য রণে ।
 কাণাকাণি পড়িল সকল সৈন্তগণে ॥

শোকাতুর অর্জুন ও
 দশরথ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ।

কালুর বৃদ্ধ-ভ্রাতা ।

- (১) পুত্রগণ নিহত হওয়ার লক্ষ্যে এক তিলও বিশ্রাম নাই,
 শোকের উপর শোক তাহার বক্ষে পাথরের স্তায় চাপিয়া আছে ।
 (২) মমতা । (৩) লাউসেনের ।
 (৪) গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র মহামদকে ।

পুত্র-শোকে এল্য কালু ফেরা হবে স্থির ।

সংগ্রাম থাকুক শুনে কাঁপে যত বীর ॥

পাত্র বলে কে আনিবে কালুর মন্তক ।

ময়না (১) ইনাম পাবে রেখে যাবে সক ॥

এখনি পদুক ঘোড়া ঘোড়া পাবে এলে ।

সেনাগণে অমুমানে প্রাণে মোলে মিলে ॥

বচনে বাড়ায় বুক পাত্র এড়ে পাণ (২) ।

সমাচার শুনে কাঁপে সবাকার প্রাণ ॥

বানর কাতর যেন লক্ষ্মিতে সাগর ।

সেইরূপ সব সেনা না দেয় উত্তর ॥

পাত্র বলে লুটে থেতে রাজার মলুক ।

সবার বড়াই বড় কাষে হেঁট-মুখ ॥

ভালরে বুঝিব থাক দেশে যেতে দে ।

করিব ইহার শান্তি মনে আছে যে ॥

হেন কালে কাষা ডোম (৩) উমাইল পাণ ।

কহিতে লাগিল কিছু পাত্র বিজ্ঞমান ॥

থাকুক অস্ত্রের কথা নব লক্ষ দলে ।

বলে না আঁটিবে কেহ মাথা আনি ছলে ॥

যেমন বলির পিতা বিরোচন দৈত্যে ।

বধিল দেবতাগণে বন্দী করি সত্যে ॥

সেইরূপী মায়ায় ভায়ার (৪) মাথা আনি ।

দূরে কবে দেহ মোরে করে অপমানী (৫) ॥

এতো যদি বলিল কালুর ভাই কেমো (৬) ।

পাত্রের হুকুমে মাথা মুড়াইল রেমো (৭) ॥

পাত্রের ভয় ও পুরস্কার-
ঘোষণা।

কাষার অভিযুক্ত

(১) ময়নাগড়ের অধিকার পুরস্কারস্বরূপ পাইবে।

(২) পাত্র (মন্ত্রী) পাণ দান করিল, অর্থাৎ যে তাঁহার অভিলষিত সিদ্ধির
দ্বার হইতে পারিবে, সে আসিয়া পাণ লইয়া যাও, এই ঘোষণা করিল।

(৩) কালু ডোমের ভাই। (৪) ভাইর।

(৫) আমাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া নাও, এই ছলে আমি
তাঁহার সঙ্গে বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া কার্যোদ্ধার করিব।

(৬) কেমো = কাষা।

(৭) রেমো = মাঝে মাঝে।

পাঁচ চুলে করে পেঁচ দিল গোটা দশ ।
 মুখ বুক বয়ে রক্ত পড়ে টুটু ॥
 গালে দিল চুণ কালী গলে গাঁথা জুতা ।
 আগে আগে বাজে ঢোল পিছে মারে গুঁতা ॥
 কাণা কুঞ্জরের পীঠে নদী করে পার ।
 দূরে থেকে দেয় ডোম দোহাই দাদার ॥

দাদার ভাই ।

শরণ লইলাম দাদা রক্ষা কর প্রাণ ।
 তুমি জ্যেষ্ঠ জন্মদাতা পিতার সমান ॥
 রূপাম্বর কালু কয় কেন ওরে ভাই ।
 কাষা বলে দাদা হে নিকটে আগে যাই ॥
 হাতী হতে উত্তরি কালুর পদতলে ।
 লুটায় পড়িতে কাষা কালু করে কোলে ॥
 গলাগলি কাঁদে দোহে চক্ষে বহে জল ।
 বীর বলে বিশেষ বারতা ভাই বল ॥
 কাষা বলে দাদারে বাজিল বৃকে জাঠা (১) ।
 সে হেন গুণের শাকা শুকা গেল কাটা ॥
 দেখিতে ফাটল বুক করিছু বিষাদ ।
 তাহাতে অধম পাত্র দিলে অপরাধ (২) ॥
 কালুর সোদর কাষা তারি অল্পচর ।
 এই বেটা কাটাইল রাজার লব্ধর ॥ (৩)
 দূর করে দিল দাদা হোলাম অপমানী ।
 চল গিয়ে দুই ভেয়ে সব সেনা হানি ॥
 পূর্ব কথা ভাবি পাছে মনে ভাব পর ।
 বীর ডোমের বুন (৪) হতে ভেঙ্গে ছিল ঘর ॥
 তোমার নফর আমি সব দিবে ক্ষমা ।
 কালু বলে প্রাণের সমান তুমি কামা (৫) ॥

(১) শেল-বিশেষ ।

(২) তোমার পুত্র শাকা-শুকা

যুদ্ধে নিহত হইলে তাহাদের জন্ত শোক প্রকাশ করি, সেই অপরাধে
 পাত্র আমাকে এত অপমান করিয়াছে ।

(৩) আমার বিরুদ্ধে

আমি এক অভিযোগ এই যে, আমি তোমার ভ্রাতা ও অল্পচর, এবং আমিই
 তাহাদের দলে থাকিয়া গৌড়েশ্বরের অনেক সৈন্য কোশলে নিহত
 করিয়াছি ।

(৪) ভগিনী ।

(৫) কাষার অপভ্রংশ ।

মুখে বলে খাটি নাতি তোমার রূপায়,
মনে কবে তুলি ভায়াব ভুলিল মায়ায় ॥
ছ-ভৈয়ে পবন প্রেম পীতি ভাব বাড়ে ।
দূৰে থেকে দেখে লখে (১) এস বসে আছে ॥
অন্তবে গবল কাষা মুখে মধুনয় ।
কপট চাতুরী কিছু কালুবীবে কয় ॥
তুমি না কবিলে রূপা হতাম বৈবাকী ।
অনুগত দাস আমি কিছু দক্ষা মাগি ॥
সত্য কব তবে যে প্রত্যয় হয় মনে ।
কালু বলে ওবে কাষা কোন ছাব ধনে ॥
পাণ চাহ পাণ দিব আসন আছে কি (২) ॥

গঞ্জিয়া বালছে লখে সোণা (৩) ডোমেব নী ॥
ভুল না ভুল না নাথ ভুলাইবে মদে ।
ভাই নয় ভণ্ড ভেড়ে পাতবেব গেদে (৪) ॥
সেই কাষা কুলান্নাব জান পূৰ্ণাপব ।
থব ভেদে সবংশে মাতছে লক্ষ্মধন ।

লপা ডুমুনীর উপদেশ ।

কাষা বলে দাদাবে বুলিল সব যুক্তি ।
বসত না হত তুমি কুন্দলীর উক্তি (৫) ॥
সে জানি অধম্যে মোল হবৈছিল সীতা ।
মাগেব বচনে কেন শীলান্নেব পিতা ॥ ৬ ॥
মহাবাজ দশবথ কিনা হলো তাব ।
বীর বলে থাক রে অধর্ম্ম মেয়ে ছাব ॥
তঃথ স্থখ ছ-ভাই বিবলে কই কথা ।
কি তোৰ যোগ্যতা শ্রালী হতে এলি হাতা (৭) ॥

শ্রী কথায় অবিশ্বাস ।

- (১) লপা ডুমুনি । (২) অপব কি কণা আছে ।
(৩) সোণা ডোম লক্ষ্মার পিতাব নাম ।
(৪) কাষা ভাই নহে—ভণ্ড, পাত্ৰের চর ।
(৫) তোমার সঙ্গে বাস না কবিত্তে করিতেই কুন্দলী (কলহ-
প্রিয়) ভ্রাতৃজ্ঞানার কথা শুনিতে হইল ।
(৬) শ্রীর কথা শুনিয়া দশবথ অনর্থ ষটাইয়াছিল ।
(৭) হস্তা = প্রতিবন্ধক ।

ক্লিকে বন্ধন ।

অমনি ধরিল ধৈর্যে করিয়া দাপট ।
বেণা-ঝোড়ে জড়ায় লেখের বাঁধে জট ॥ (১)
প্রতাপে লেখের বাঁধে কাহার যোগ্যতা (২) ।
আপনি বন্ধন নিল লেখে পতিব্রতা ॥
ধর্মপদ ভাবি দ্বিজ কবিরত্ন ভণে ।
প্রভু মোব রামরামে রাখিবে কল্যাণে ॥

প্রতিশ্রুতি ।

লথেকে বাক্সিয়া দড় (৩) কালু সত্য করে ।
গঙ্গাজল তুলসী তামায় তুলে ধরে ॥
পূর্বমুখে বলে কালু এই ব্রহ্ম সত্য ।
যে কিছু মাগিবি কামু (৪) তাই দিব তথা ॥
ইথে অন্ন মত করি ঈশ্বর প্রমাণ ।
ইহ পরকাল মজি হারাব পবাণ ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি যত মহাপাপ ঘটে ।
ফলিল দেবী ব শাপ দৈব ধবে জটে ॥
বল কামু কি দিব্য কহিছে কালুবীর ।
দূরে থেকে কাষা বলে কেটে দাও শির ॥
দধিচি মূনির সম দাদা হলে দাতা ।
নিজ দেহ দিয়ে মুনি তুলিল দেবতা ॥

কালু বলে ওরে চুষ্ট কি করিলি কাজ ।
ইহার কারণে তোর এত বড় সাজ ॥
নিষেধ কবিল লেখে তোর শীল (৫) জেনে ।
অভাগা মজিল তার কথা নাহি মেনে ॥
ভুলায়ে বিশ্বাসবাতী মাথা লয়ে যাবি ।
ইহার উচিত ফল এই ক্ষণে পাবি ॥
অবিশ্বাসী জনারে বিশ্বাসে এই ফল ।
কহিতে কহিতে আঁধি করে ছল ছল ॥
কাষা বলে দাদারে করেছ অঙ্গীকার ।
মায়া ছাড় মহাশয় সত্য হয় পার ॥
পশ্চিমে উদয় যদি হয় দিবাকর ।
ফুটে যদি পদ্মফুল পর্কত উপর ॥

-
- (১) কালু লথেকে চূলে ধরিয়া বেণা-গাছের সঙ্গে বন্ধন করিল ।
(২) লেখে ডুমুনী স্বয়ং অতি দক্ষ বোদ্ধা ছিল । (৩) দড় ।
(৪) কাষা । (৫) চরিত্র ।

অগ্নি যে শীতল হয় প্রচলে পর্কিত ।
 তথাপি-সজ্জন বাক্য নহে অগ্রমত ॥ (১)
 যে বচন পালিতে পাতালে গেল বলি ।
 জরাসন্ধ প্রাণ দিল অঙ্গীকার পালি ॥
 হর্ষশব্দে মহারাজা প্ৰবোধে প্রমাণ ।
 সত্য পালি সংসাবে দাঁড়াতে নাই স্থান ॥
 সপ্তদ্বীপ দান দিল দক্ষিণাব তবে ।
 বনিতা বালক বন্দী বাক্ষগেব যবে ॥
 আপনি হইলা বাজা চণ্ডালের দাস ।
 অঙ্গীকার বচন লঙ্ঘনে ভাবি ভ্রাস ॥
 অপর বলি পিতা বিবোচন দৈত্য ।
 অকাতরে প্রাণ দিল করেছিল সত্য ॥
 এখানে করিলে সত্য গঙ্গাজল হাতে ।
 এ কোন্ বিচার দাদা গোণ কব তাতে ॥
 সত্য পাল শতক পুণ্য স্বর্গ লও । (২)
 নবক না কব দাদা মাথা কেটে দেও ॥
 সত্য না লজ্জিবে দাদা আপনি মহং ।
 জন্মিলে মরণ আছে বাধ ধর্মপথ ॥

সত্যপালন ।

কালু বলে চণ্ডালে ধার্মিক বড় তুঁ (৩) ।
 দেখিতে উচিত নয় তো কাড়িব (৪) মুঁ (৫) ॥
 কি করিব কোথা হতে পবকাল মজে ।
 এ পাপে পরশে পাছে সেন মহারাজে ॥
 এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয় (৬) ।
 সেনের কঠোর সেবা পাছে বার্থ হয় ॥

সেন মহারাজের প্রতি
 ভক্তি ।

(১) উদয়তি যদি ভান্নঃ পশ্চিমে দিক্‌বিভাগে । বিকশতি যদি পল্লঃ
 পর্কতানাং শিখাগ্রে ॥ বিচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহিঃ । ন চলতি
 খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিত্ ॥

(২) সত্য পালন কর এবং তাহাব ফলে শত পুরুষকে স্বর্গে বাস
 করাও । ‘আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে,’ কাষা এই সত্য করাইয়াছিল,
 তাহা পূর্ববর্তী বর্ণনায় আছে । (৩) তুই । (৪) তোর মত হাড়ির ।

(৫) মুখ । (৬) লাউসেন হুশ্চর তপস্তা দ্বারা সূর্য্যকে পশ্চিমে
 উদয় করাইতে গিয়াছেন । কালু ভাবিল যদি সত্য রক্ষা না করি, তবে
 এই পাপে পাছে সেন মহারাজের তপস্তার বিষয় হয় ।

সত্য না সত্যিছু আমি হইব কাবণ ।
 অতএব অধম তোব বাঁচিল জীবন ॥ (১)
 হেতা না বাঁচি মেলাম গোড়ের অধমে ।
 তু হ'লি চণ্ডাল হুঃখ রাঁহল মবমে ॥
 যে ছিল কপালে কাষা ফলিল আমার ।
 এক চোটে মাথা কেটে সত্যে কর পাঁচ ॥
 কি জানি ডোয়ুনী পাছে এসে হয় হাতা ।
 বলিতে বলিতে কাষা কেটে নিল মাথা ॥

কালুর শিরশ্ছেদ ।

সংঘব কুঞ্জর পাঁচ উঠে কবে ভব ।
 দেখে পবাক্রম লগে বলে দব দব ॥
 মেলা টাক্সী (১) ফেলায়ে কাষাব হানে শিব ।
 মাথাব সজিত নিল স্বামীব শবীব ।
 দুঃ পতি কোল লগে কান্দে উভরায় ।
 মনে পাট পড়কা পাড়াব লোক দায় ॥

সংঘব বিক্রম ।

হরিপালের সঙ্গে গোড়েখরের যুদ্ধ ।

হরিপাল বাজাব কছা কাগড়া পবমা সুন্দরী ; বৃদ্ধ গোড়াধিপ,
 হরিপালের নিকট তদীয় কছাব পাণিপ্রার্থী হইয়া দূত প্রেবণ কবেন ।
 বৃদ্ধ বাজাব হস্তে তকণা সুন্দরী কছাকে প্রদান কবিত্তে হরিপাল অনিচ্ছুক,
 কিন্তু গোড়েখরের অসীন পবাক্রম অবগণ কবিয়া ভীত । বাজকুমারী
 কাগড়াব প্রোচনায় রাজ্য অবশেষে প্রস্তাব অগ্রাহ্য কবিয়া উত্তর
 দিলেন । গোড়েখরের সৈন্য হরিপালের রাজ্য অবরোধ করিয়াছে ।
 বাজকুমারী কাগড়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা । তাঁহার সাহায্যার্থে
 স্বয়ং চণ্ডীদেবী তদীয় ডাকিনী ধুমসীকে প্রেরণ করিয়াছেন । গোড়ে-
 খরের সৈন্যগণ ভূত-প্রেতের হস্তে পরাজিত ।

সেনাগণ দানাগণ (৩) সমরে নিদারুণ

তু-দলে কবে চানাহানি ॥

বাক্সী বণজয়ী

তুন্দুভি বাজই

ঘন ঘোর গাজই (৪) দামা ।

(১) অতএব = অতএব । যে অধম কাষা, আমি সেন মহারাজের
 অনিষ্টের আশঙ্কায়ই সত্যরক্ষা করিতেছি ; এজন্য এবার তুই রক্ষা পাইলি ।

(২) যে কুঠার দড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকে, এবং বাহা দূরে নিক্ষেপ
 করা যায় । (৩) দামবগণ । (৪) গর্জম করে ।

বজপুত মজপুত যৈছন যমদূত
 সমস্ত যুদ্ধে খানসামা ॥
 দাদালী দলবল মহী মাঝে মাতল
 মানব মতিমে নহা দশে ।
 ধব ধব বলে ঘন দাঁড়ে দানাগণ
 ধমকে ধবধব কল্পে ॥
 তবুত অকাতব নপতি লক্ষব
 তক্ষব সমবেব মাঝে ।
 কটপটা চোট পাট বহিছে হান কাট
 মামুলা (১) মার মাঝে গাজে ॥
 ঘুঁড়ী পাঠে কানড়া ঝাঁকে ঝাঁকে ককড়া
 কাপটে ঝিকে বুপ বুপ ।
 না মানিয়া সংশয় বণজিৎ বণজয়
 বোধে বীব রণভীম ভূপ ॥
 দাঙ্গী শেল বুপবুপ বাধিছে লুপ লুপ
 লাফে লাফে লুপিছে দানা ।
 প্রেত ভূত পিশাচী ধাওয়া বাই ধুমসী
 খুমসী বণে দিল চানা ॥
 হাঁকে হাঁকে হবিষে শর গুলি বরিষে
 আকাশে একাকাব ধুম ।
 দিশাহাবা দিবসে হত কত তবাসে
 গোলা গাজে ছড় ছড় ছড়ম ॥
 কবষে তর্জুন ঘোরতর গজ্জন
 হর্জুন দানাগণ দপে ।
 সংগ্রামে সেনাগণ সংগ্রামে যৈছন
 ক্ষয়িত থগপতি সপে ॥
 বড়গোলা বন্দুক ছড় ছড় দশমুগ
 চাকিত চমকিত শেষ ।
 অবনী টলাটল কম্পিত কুলাচল
 ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥
 ধুমসী পরদল হানিছে দলবল
 হাকিছে বিপরীত রা ।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

রণক্ষেত্রে ভূতের
উৎসব ।

বীরগতি চলিছে বাহু তুলি বলিছে
বলি লও বাসুলীগো মা ॥ (১)
টন্ টান্ ঠন্ ঠান্ ঢাল চালে চন্ ঢান্
ঝন্ ঝান্ ঘন রণনাদ ।
দেখিয়া বিপরীত চৌদিকে চমকিত
মামুদা ভাবে পরমাদ ॥
কেহ খেয়ে মুটকী কেহ দেখে ভাবকী
ভাবকে মলো কত সেনা ।
দাদালিয়া দাবড়ে চাটি চড় চাপড়ে
কামড়ে হাতী পাড়ে দানা ॥
কেহ বা ঝোড়ে ঝাড়ে লুকাতে আড়ে ওড়ে
ঝাড়ে ধেরে ধরিছে ঢঙ ।
রক্ত চুমুকে পিয়ে চুষে মাথার ঘি়ে
চোরালে চিবাইছে মুণ্ড ॥
নরশির ছিড়িয়া কেহ ফেলে ছুড়িয়া
লাফারে লোফে কোন দানা ।
কেহ বর-বারণে শুঁড়ে ধরি সঘনে
গগনে ফিরাইছে তানা ॥
ডাক ডাকি ডাকিনী বণে যুদ্ধে যোগিনী
রক্তিনী দেখে রণ রঙ্গ ।
তক্ষক সম্মুখ বথাবিধি (২) মণ্ডুক
সমরে সবে দিল ভঙ্গ ॥
মামুদা মৃচ্ছ-মতি পলাতে দ্রুতগতি
ধূমসী পিছে পিছে ধায় ।
গুরুপদ-যত্ন বিজ কবিরত্ন (৩)
সদীত মধুরস গায় ॥

হরিহরের সাক্ষ্য ।

লাউসেন তপস্তার দ্বারা স্বর্গকে পশ্চিমে উন্নয়ন করাইয়াছেন । কিন্তু
পাত্র মহারথ বলিল, উহা মিথ্যা কথা । হরিহর বাইতিকে সাক্ষ্য দাত্ত
করা হইল, কারণ সে পশ্চিমে উন্নয়ন দেখিয়া ঢাক বাজাইয়াছিল ।

(১) হে দাত্ত বিশালাকী (চতুর্ভুজ নাম-ভেদ), বলি গ্রহণ
কর । (২) বৈষ্ণব । (৩) ধনরায় কবিরত্ন ।

মহামদ তাহাকে গোপনে কতক অর্থ দিয়া বশীভূত করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রতিশ্রুত করাইল। কিন্তু রাজসভায় যাইয়া বাইতির মতি কবিরিয়া গেল এবং সে সত্য কথা কহিয়া ফেলিল। মহামদ পাত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হরিহরকে চৌগোপবাধে অভিব্যক্ত কবিরিয়া বিচারে শূল দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে হরিহর ভগবানের প্রতি নির্ভর-পরায়ণ হইল। এই প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী এক কবির বচনা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্ত গল্পভাগ সংক্ষেপে এখানে পুনরাবৃত্ত হইল।

সেন বলে মোব সাক্ষী প্রভু পরাংপব ।

অপবত্ত প্রমাণ বাইতি হরিহর ।

হরিহর বাইতি ।

পাত্র বলে সত্য মানি বাইতির বোল ।

বাজা বোলে তবে তো ঘুচি গণ্ডগোল ॥

বামপদ-কোকনদ বিপদ-বিনাশী ।

ভণে বিপ্র ঘনবাম কুমুদপুর্বদাসী ॥

সভামাঝে ছিছি করে সাক্ষী মরক ।

স্বভাব না ছাড়ে তবু দুঃখী সাক্ষী ॥

মিছা আড়ি বাধিতে মজায় পবকাল ।

পাত্র ভাবে হরিহরকে কবির নেহাল ॥

মিথ্যা সাক্ষী দেয় যদি ধন পেয়ে ধৃতি (১) ।

বিদায় হইল পাত্র ভাবিয়া যুক্তি ॥

ভূপতির ভাণ্ডারে অঞ্জলি চুই তিন ।

পরিমাণ ধন লয়ে ধায় ধর্মহীন ॥

রজত কাঞ্চন কত হারা মণি মতি ।

কুমতি (২) বাইতি বাড়ী দিতে যায় ধৃতি ॥

হরিহর বলি পাত্র ঘন ঘন ডাকে ।

তরাসে বাইতি কোণে ওত করে ঢাকে ॥

মনে করে মানুষদা (৩) মজাতে পাড়া এলো ।

আশন স্বভাব পাত্র মনে সাক্ষী নিল ॥

পাত্র বলে শুনেছে এসেছি ধাওয়া যাই ।

পাত্রের চেষ্টা ।

করহ বন্ধুর কাণ লাজ রাখ ভাই ॥

(১) পুণ্ডর ।

(২) কুমতি মহামদ (মাহজা পাত্র) ।

(৩) মহামদ পাত্র ।

ময়নামণ্ডলে তোরে ধরাইব ছাতা । (১)
 ওখানে অপর কেহো হতে নাই ছাতা ॥
 পিতামাতা সঙ্গে সেন বান্ধিব এই থানে ।
 তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষী বল রাজস্থানে ॥
 নরনে না দেখি আমি পশ্চিম-উদয় ।
 বাজা জিজ্ঞাসিলে কবে না কবিরে ভয় ॥
 জয়ন্ত হই তবে শত্রু হয় হেট ।
 এত বলি নানা ধন পাত্র দিল ভেট ॥

হেট মাথা হয়ে যুক্তি ভাবিল বাইতি ।
 পবকালে পরমাদ বিভাগ সম্পত্তি ॥
 মিথ্যা সাক্ষী বলিলে মজিবে পবকাল ।
 মলে কে দেখিতে যাবে কবি ঠাকুরাল ॥
 কত কষ্ট পাব নিত্য কাঁধে বহে ঢাক ।
 বসে করি বিলাস বাড়াই নামডাক ॥ (২)
 ধন দেখে ধৈর্য ধরিতে নাহে ধগ ।
 হবিহরে ছেন বুদ্ধি কি করিলে অগ্নি ॥
 ধর্ম ছাড়ি বাইতি কবিল অঙ্গীকার ।
 মিথ্যা সাক্ষী মহাপাত্র দিব দশবাব ॥

হরিহরের দোষ ।

ভাল বলি পাত্তর চলিল কুতূহলে ।
 বাইতি বনিতা হেথা গিয়াছিল জলে ॥
 অকস্মাৎ দেখে রামা অন্ধকার সব ।
 স্বামী সপ্তপুরুষ কবিছে কলরব ॥
 অন্তরীক্ষে অধোমুখে উদ্ধ করি পা ।
 বাইতিনীকে ডেকে বলে গুন ওগো মা ॥
 ধন পেয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিবে তোর পতি ।
 এতেক পুরুষ তার বার অধোগতি ॥
 অঙ্গীকার করিতে হয়েছি অধোমুখে ।
 কহিলে অমনি যাব নরকের কুণ্ডে ॥

পিতৃপুরুষের দুর্গতি ।

-
- (১) লাউসেনের অধিকৃত ময়নামণ্ডলের রাজস্ব তোমাকে দিব ।
 (২) ঢাক কাঁধে বহিয়া আর কত কষ্ট পাইব; বসিহাই বিলাস
 ভ্রাবাদি পাইব এবং নামডাক (বলঃ) প্রচাৰিত হইবে ।

কুলে কেন কুপুল জন্মিল হরিহর ।
বিনয়েতে বলি বাছা মানা ঘেয়ে কর ॥
সত্য সাক্ষী कहিলে অক্ষয় স্বর্গ যাই ।
এত শুনি সুন্দরী চলিল ধাওয়া ধাই ॥
গাছে ভাদ্রি কলসী স্বামীর কাছে যায় ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥

নিবেদন করে রামা স্বামীর চরণে ।
উঠে এসে দেখ নাথ পিতৃলোকগণে ॥
ডেকে বলে পরিত্রাহি যাই অধোগতি ।
মিথ্যাসাক্ষী দিবে নাকি ধন পেয়ে ধৃতি ॥
বংশের উদ্ধার হেতু রাজা ভগীরথ ।
কোন্ তপ না করিল শুনেছ ভারত ॥
পুত্রের কারণে লোক করয়ে সংসার ।
নিমিত্ত তর্পণ পিণ্ড করিবে উদ্ধার ॥
তুমি স্বর্গ সংহারিয়া ফেলাও নরকে ।
সত্য সাক্ষী কহে নাথ তার (১) পিতৃলোকে ॥
হরিহর বলে শুন বাইত্তির য়ী ।
বসে করি বিলাস তোমাতে লাগে কি ॥ (২)
ধন হতে ধরম ধরণী ধন্ত লোকে ।
অবলা অবোধ জ্ঞাতি কি বুঝাব ভোকে ॥
হুঃখে গেল গতর (৩) গোড়াব কতকাল ।
পিতৃলোক ধর্মভয়ে বেড়ে হুঃখজাল ॥
তার সাক্ষী প্রভু রাম অখিলের পিতা ।
রাজ্যনাশ বনবাস হারাইল সীতা ॥
ধর্ম ভজি কেন বা পাতালে গেল বলি ।
বরঞ্চ সেকাল ভাল এবে কাল কলি ॥
অধর্মের বাধ্য বস্তু ধর্মের অকার্য্য । (৪)
আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য ॥

ধর্মের বল ।

(১) ত্রাণ কর ।

(২) যদি বসিয়াই বিলাসের অন্ত

প্রচুর সম্পত্তি পাই, তাহাতে তোমার কি মাথা ব্যথা ।

(৩) হুঃখে গতর (গাত্র = শরীর) গেল ।

(৪) ধন অধর্ম

হারাই উপার্জিত হইয়া থাকে, ধর্মের দ্বারা তাহা সাধিত হইবার নহে ।

জীর উত্তর ।

রামা বলে অর্থ নাথ অনর্থ কারণ ।
 প্রসেন ধনের লোভে হারাল জীবন ॥
 অর্থ হেতু উদ্বিগ্ন পাইল সত্রাজিৎ ।
 অস্ত্র থাকুক রুক্ষচন্দ্র অখিল-পুঞ্জিত ॥
 রঘুরাজা যেহেতু কুবেরে করে বল । (১)
 অনর্থ-কারণ অর্থে কিছু নাহি ফল ॥
 বল না বিলাসে আর কত কাল জীবে ।
 সত্য বল শতেক পুরুষ স্বর্গে যাবে ॥
 পিতৃলোক প্রসঙ্গে প্রসঙ্গ দেবগণ ।
 অর্থ কিছু নয় নাথ ধর্ম বড় ধন ॥

জীর উপদেশ অবহেলা ।

দৈব-বলে (২) বসে থাক বাইতির বেটা ।
 তু মোরে বুঝাবি কি ধর্ম পরিপাটা ॥
 মিথ্যা সাক্ষী कहিলে নরকে ভয় বাস ।
 না कहিলে হাতে হাতে সত্ত্ব সর্বনাশ ॥
 রামা বলে যথা সত্য তথা হয় জয় ।
 আচরিলে অধর্ম অবশ্য আছে ক্ষয় ॥
 এত শুনি ক্ষমা নাই বাইতির চিতে ।
 রাজ-আজ্ঞা হলো হেথা সাক্ষ্য বলাইতে ॥
 লঘুগতি এলো দূত বাইতির কাছে ।
 সাক্ষী দিতে বাইতি আগিয়া আছে নাছে ॥
 দেখা হৈল দুজনে সম্ভাবে ভাই ভাই ।
 প্লেষ মাত্র বলিতে চলিল ধাওয়া ধাই ॥
 রাজার নিকটে আসি নোড়াইল শির ।
 ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর ॥

রাম-সত্য বাইতি ।

রাজা বলে শুন হে বাইতি হরিহর ।
 সত্য সাক্ষী দিবে তুমি সত্যর ভিতর ॥
 হয়েছে নয়েছে কিবা পশ্চিমে উদয় ।
 রাজা এত कहিতে পণ্ডিত সব কয় ॥
 সাবধানে শুন ওহে এই ধর্মসভা ।
 ইহাতে সঙ্কট বড় সত্য কথা কবা ॥

(১) রঘুরাজা অর্থের অন্তাই কুবেরকে আক্রমণ করিয়া লাহিত
 করিয়াছিলেন । (২) দেবতার উপর নির্ভর করিয়া ।

যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণের আজ্ঞায় ।
 প্রকারে প্রকাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায় ॥
 অশ্বখামা হত ইতি গজ বলি শেষে ।
 ধৰ্ম্মপুত্র তথাপি ঠেকিল যাম্য দেশে ॥
 সপ্ত পিতৃলোক তোর ভয়ে ভাব্য মতি ।
 আজি বা অক্ষয় স্বৰ্গ কিবা অধোগতি ॥
 বিবিধ প্রকারে ধৰ্ম্ম বন্ধান পণ্ডিত ।
 ধৰ্ম্মপদে লাউসেন মজাইল চিত ॥ (১)
 অন্তরে জানিলা প্রভু বাইতির মতি ।
 বাইতির বদনে বসালো সবস্বতী ॥ (২)
 যুবতী (৩) করিছে তার ভগবতী ধ্যান ।
 সভামধ্যে খণ্ডাতে স্বামীর ভ্রমজ্ঞান ॥
 অন্তরীক্ষে বসে শোনে যত দেবগণ ।
 হরিহর বোলে সাক্ষী প্রসন্ন বদন ॥
 পূৰ্ব্বমুখ হইতে প্রসন্ন হলো হরি ।
 হরিহর বলে বাজা নিবেদন করি ॥
 যেরূপ দেখেছি রায় ঈশ্বর প্রমাণ ।
 কত কাল কঠোরে পুজিলা ভগবান ॥
 বর নাহি পেয়ে তহু ত্যাগ করি শেষে ।
 সবাই তেজিল তহু ধর্ম্মের উদ্দেশে ॥
 তিন দিন ছিল রায় হয়ে নবখণ্ড ।
 তবে হৈল পশ্চিমে উদয় বার দণ্ড ॥ (৪)
 পরিপূর্ণ অমাবস্তা অন্ধকার কিবা ।
 বার দণ্ড পশ্চিমে উদয় হলো দিবা ॥
 প্রভু দিলা উদয় দেবতা লয়ে সদ ।
 কহিতে কহিতে প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ॥

সত্যের জয় । হরিহরের

সত্য পালন ।

(১) এই সময়ে লাউসেন ধৰ্ম্মঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশীল হইলেন ।

(২) ধৰ্ম্মঠাকুর বাইতির অভিশ্রাম বৃষ্টিয়া সরস্বতীকে তাহার মুখে
 অধিষ্ঠিত করিলেন, সুতরাং মিথ্যা বলা অসম্ভব হইল ।

(৩) বাইতির স্ত্রী ।

(৪) তিন দিন লাউসেন স্বগণ সহ
 আগত্যাপ করিয়াছিলেন, তৎপর ধৰ্ম্মঠাকুর প্রসন্ন হইয়া বার দণ্ডের ভক্ত
 স্বরূপে পশ্চিমে উদিত করান ।

দেখেছি শুনেছি তার দিয়েছি ধুমূল (১) ।
 রাজা বলে সত্য সত্য এ কথাই মূল ॥
 সবে বলে সাধু সাধু সেন মহাশয় ।
 ধন্য ধন্য হরিহর বাইতি-তনয় ॥
 উঠিল আনন্দ-ধ্বনি জয় জয় বোল ।
 আনন্দে বিভোল রাজা সেনে দিল কোল ॥
 ভাগ্যবতী রঞ্জাবতী আর কর্ণসেনে ।
 মহারাজা খালাস করিল সেই ক্ষণে ॥ (২)

লাউসেনের পুরস্কার ।

করে ধরি কর্ণসেনে কহিলা ভূপতি ।
 ক্ষমা দিবে যত দুঃখ পেলে দৈবগতি ॥
 সেন বলে দুঃখ সুখ সব কর্মফলে ।
 তোমার কি দোষ মোর আছিল কপালে ॥
 কহিতে কহিতে আঁধি করে ছল ছল ।
 প্রবোধিয়া নিল রাজা ভিতর মহল ॥
 রঞ্জাবতী কর্ণসেনে করিল সম্মান ।
 স্বর্ণে বাজে হুন্দুভি প্রসন্ন ভগবান্ ॥

পাতকের কোত ।

ছুই বুনে (৩) হালা হোলে উঠিল আনন্দ ।
 পাতকর লৈয়া গুন চাতুরী প্রবন্ধ ॥
 পাতকর যেমন রয় জোঁকের মুখে চূণ ।
 তাপের উপরি তাপ বাড়ে দশ গুণ ॥
 লাক্য বলে হরিহর চলে গেল বাড়ী ।
 কোপে গুঠ কাঁপে পাত্র মুচুড়িছে দাঁড়ি ॥
 সেনে ছেড়ে আড়ি (৪) হৈল বাইতি উপর ।
 ধনচোর ঢেসার পাঠাব বমবর ॥
 এত ভাবি ভাণ্ডারে প্রবেশ করে ছলে ।
 ধন চুরি গেল কলে বাধিল কোটালে ॥

(১) তদুপলক্ষে ঢাক বাজাইয়াছি ।

(২) লাউসেনের পিতা কর্ণসেন ও মাতা রঞ্জাবতী পশ্চিমে উত্তর
 প্রদেশের অশোকায় বন্দী ছিলেন, তাঁহারা মুক্তি পাইলেন ।

(৩) রঞ্জাবতী ও পৌত্রকরনের সহিতই ছই সহোদরী ছিলেন ।

(৪) শত্রুতা ।

রাজার সাক্ষাতে আসি কহিল বিশেষ ।
ডেকে বলে ইন্দ্রে (১) বেটা লুটে খায় দেশ ॥
তোমার ভাঙারে চুরি তব্ব নাহি করে ।
কোটাল মাতাল মদে মেতে থাকে ঘরে ॥
কোপে উঠে কয় রাজা কে করিল চুরি ।
স্ববংশে বধিব নয় চোর দেহ ধরি ॥

কান্তর কোটাল কয় নোঙাইয়া শির ।
চারি দণ্ডে আমি চোরে করিব হাজির ॥
ইন্দ্রে আপনি পাণ দিল নয়পতি ।
ধাইল কোটালগণ ভাবি ভগবতী ॥
খুঁজিয়া রাজার পাড়া নগর সহর ।
ঘর ঘর নগর চত্বর্ষ খোঁজে চর ॥

চোর না পাইয়া শেষে বাইতি-ভবন ।

প্রবেশ করিয়া পাইল ভূপতির ধন ॥

বুঝিয়া বেড়িল বাড়ী বাইতি খেলে তাড়া ।

অমনি কোটাল বাধে দিয়া খুঁটিনাড়া ॥

নাখামুখা কহুইত্তা কুপিয়া কিলায় (২) ।

বাইতিনী লোটে পড়ে কোটালের পায় ॥

প্রাণ রাখ নিশানাধ (৩) দোষ নাহি কিছু ।

ধর্ম যদি সত্য হয় সাক্ষী পাবে পিছু ॥

তোমার কি দোষ ইন্দ্রে সব করে কলি ।

ইন্দ্রে বলে এখন আছিলি ধর্মশীলী ॥

ধন সঙ্গে (৪) চোর বেছে ভাসিছে ভরম ।

কি আর চোরার নারী বুঝাস্ ধরম ॥

এত বলি কোপবৃত্ত কোটালের বৃথ ।

রাজধানী (৫) বেছে নিল যেন ধমবৃত্ত ॥

ধনচোরে দিয়া মাথা নোঙাল কোটাল ।

বিবরণ বলিতে বাক্সি পাইল শাল ॥

হরিহরের প্রতি জোধ্যা-
ভিষণ ।

(১) কোটালের নাম । * (২) নাখা মুখা = লাখি । কহুই
ত্তা = কহুই দ্বারা প্রহার । কুপিয়া = রাগিয়া ।

(৩) কোটাল । রাজিকালে কোটালের পাহারা দিতে হয়, একত
‘নিশাপতি’ ‘নিশানাধ’ প্রভৃতি কথায় কোটালকে বুঝাইত ।

(৪) সঙ্গে ।

(৫) রাজার নিকট ।

শূলের ব্যবস্থা ।

পাত্র ভাবে তৎকাল ক্রমেনে কাটা যায় ।
 কি জানি বাইতি-বেটা মোরে বা মজায় ॥
 পাত্র বলে নিবেদন শুন মহারাজ ।
 চোরের উচিত শাস্তি অতুচিত ব্যাজ ॥
 অবিচারে মহারাজা দিতে বলে শূলি ।
 আনন্দে বলিছে পাত্র ধন্ত কাল কলি ॥
 না কর বাইতি কিছু ধর্ম অভিমানে । (১)
 কোটাল লইয়া গেলা বধিতে মশানে ॥
 সাজায়ে সরল শূলি শিমুলেব কাঠে ।
 চাপায়ে চোরের কান্ধে চলে দিব্য ঠাটে ॥
 বাজে কাড়া ঘোড়া শিক্র করতালি কাঁসী ।
 দেখিতে ধাইল যত নগরনিবাসী ॥
 কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ তালি দেই ।
 কেহ বলে চোরের উচিত শাস্তি এই ॥
 ভৈরবী গন্ধার ঘাটে আরোপিল শূলি ।
 তখন বাইতে কর করিয়া ব্যাকুলি ॥
 হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান ।
 শ্রীধর্ম-মঙ্গল ষিঅ ঘনরাম গান ॥

হরিহরের স্তব ।

বৃদ্ধকালে হরিহরের
 ভগবানের প্রতি
 নিবেদন ।

কোটাল খানিক রাখহ মোর প্রাণ ।
 অশেষ পাপের পাপী পতিতপাবন জপি
 পরিণামে পেতে পরিজ্ঞান ॥
 জগতে জনমাবধি চুরি নাই করি যদি
 চোর বান্দে রাজা দেয় শূলি ।
 দ্বান করি গন্ধাজলে দেব-পিতৃ-বহু-কুলে
 তুমি দিতে দেও জলাঞ্জলি ॥
 আপন চুঃখের কর্ম কিবা কলিযুগ-ধর্ম
 বৃথা যদি জন্ম যায় বরে ।
 নিদান নিগুণ নিত্য নয়ন সুদীর্ঘা চিত্ত
 অণেক চিন্তিয়া আনি মরে ॥

(১) বাইতি ধর্মের প্রতি নির্ভর করিয়া কোন কথা বলিল না ।

নিত্যক্রিয় কুতূহলে সমাপিয়া গন্ধাজলে
 ত্রুটিচিন্তা করে হরিহর ॥
 শিরসি সহস্রদলে ধ্যান করি যোগবলে
 জ্যোতির্ময় জগত-আধান ।
 বাহু বুদ্ধি পরিহরি মানসিক পূজা করি
 স্তুতি করি হয়ে নতমান ॥
 প্রেমে অঙ্গ গদগদ প্রমাদে প্রভুর পদ
 পঙ্কজ পরম পরিসর ।
 সেবিয়া সোণার কায় ধ্যান করি ধর্মরায়
 ধরাতলে ধূলায় ধূসর ॥
 কাতর উত্তর শুনি সদয় কোটালমণি
 দণ্ডেক করিল অবসর ।
 তোমার চরণ সার গতি মোর নাহি আর
 পার কর প্রভু পরাংপর ॥
 পতিতপাবন আশ্রয় প্রকাশ করিয়া রক্ষা
 কান্দিয়া কহেন হরিহর ॥
 অধরা রাখিলে তৈলে প্রহ্লাদ অনল শৈলে
 জ্যোত্রে (১) পাণ্ডবে দিলে প্রাণ ।
 সে সব তোমার ভক্ত আমি অতি পাণ্ডুরক্ত
 নিজগুণে কর পরিত্রাণ ॥
 মিছা সাকী অঙ্গীকারি সেই তাপে দমুজারি
 দিলে মোরে নিদাক্ষণ দুঃখ ।
 সত্য সাকী দিহু যত কল শুনি স্থিতি মত
 তার কেন হৈলে বিমুখ ॥
 শূলেতে পরাণ ধার আমি নাহি কান্দি তায়
 কান্দিয়া কাতর এই শোকে ।
 তোমার দাসের দাস মিথ্যা বাদে হয় নাশ
 ধর্ম মিথ্যা পাছে বলে লোকে ॥
 হরিহর করে স্তুতি জানিয়া বৈকুণ্ঠপতি
 আদেশিলা পবন-নন্দনে ।
 হরিহরে যারে মিছা সুরপুরে আন বাছা
 বিজ ঘনরাম রস জপে ॥

বর্ধঠাকুরের এসরতা ।

নরসিংহের ধর্মমঙ্গল ।

নরসিংহ বহুর আদি-পুরুষগণ বহুধাম-নিবাসী ছিলেন । মথুরা বহু বর্ধমানের অন্তঃপাতী শাখারীতে বাসস্থাপন করেন । তখন বর্ধমানের অধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র । মথুরা বহুর তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ঘনশ্রাম, দ্বিতীয় বাধিকা বহু এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ । ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা নরসিংহ বহু ঘনশ্রামের পুত্র । ইহার মাতার নাম মব-মল্লিকা । ইনি অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া পিতামহী কর্তৃক পালিত হন । ইনি শীঘ্রই বাঙ্গলা, পারসী, উড়িয়া ও নাগরীতে কৃতবিদ্য হন । ইহাদের গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী অষ্টভুজা শঙ্করী অতি জাগ্রত দেবতা ছিলেন । কবি লিখিয়াছেন দেবীর রূপাবলে ইনি নানা দেশে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন । কস্মোপলক্ষে ইনি বীরভূমির নবাব আসাফুল্লা খাঁয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । এই নবাব অতি পরাক্রান্ত ছিলেন । কবি লিখিয়াছেন ইহার দুই হাজাব উৎকৃষ্ট অশ্বাবোহী সৈন্ত এবং বাব হাজাব ঢালী সর্কদা প্রস্তুত থাকিত, তাহা ছাড়া অসংখ্য তিরন্দাজ ও পদাতিক সৈন্তও ছিল । কবি এই মবাব-সবকারে উকীল হন এবং ১৮ বৎসর কাল এই কর্মে নিযুক্ত থাকেন । নবাব আসাফুল্লা খাঁ মুরসিদাবাদ-সরকারে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন ; তাহাতে মুরসিদাবাদের নবাব মীরজাফর খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন ; অনেক বিবেচনার পর মুরসিদাবাদে কর প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হইল ; এবং ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে কাভিকের মধ্যে এক লক্ষ টাকা পাঠাইবেন ; আসাফুল্লা খাঁ এই সন্তে আবদ্ধ হইলেন । কবি নরসিংহ জামা-ঘোড়া ও শিরোপা ভূষিত হইয়া পাকী আরোহণ-পূর্বক অনেক লক্ষ্য সমভিব্যাহারে এই একলক্ষ টাকা লইয়া মুরসিদাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন । ঝড়বৃষ্টি-বিতাড়িত হইয়া ইনি আউস গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; সেখানে তাঁহার যশোদা নারী পিসীর পুত্র নারায়ণ মল্লিক তাঁহাকে বিস্তর আদর ও সযত্ননা করেন । ঐ স্থানের সন্নিকটে খেজুর-তলার ধর্মপূজা হইতেছিল । সেই থানে কবি উৎসব দেখিতে গমন করেন । তথায় এক অপূর্ণ সন্ন্যাসী তাহাকে ধর্মের সঙ্গীত রচনার আদেশ দিয়া অদৃশ হন । দুই দিন পরে কবি মুরসিদাবাদে উপস্থিত হন এবং দরবারের কার্য্য সুনির্বাহ করিয়া ধর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করেন । ধর্ম-সঙ্গীত রচনার যে প্রত্যাশে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করাতে তদীয় বন্ধু খেলারাম আচার্য্য, হরি সোম এবং শঙ্কু বহু তাহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন । এই ভাবে ১৬৫৯ শকের (১৭৩৭ খৃঃ) ২০ই শ্রাবণ ধর্ম-মঙ্গলের রচনা আরম্ভ হয় । এই ধর্ম-মঙ্গলখানি বৃহৎ গ্রন্থ । ইহা বঙ্গদেশের

ধর্ম-মঙ্গল হইতে আকারে বৃহত্তর হইবে। যে পর্য্যন্ত জানা যায়, তাহাতে ইহার একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি ১৫০ বৎসরের প্রাচীন ও আমার নিকট আছে। এই পুথি আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয় কায়স্থ-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পশ্চিমে সূর্য্যোদয় করাইবার জন্ত লাউসেনকে নিয়োগ।

একদা গোড়ে ভয়ানক জলপ্লাবন হয়। লাউসেন ধর্মপূজা করিয়া তাহা নিবারিত করেন, এজন্ত গোড়েশ্বর তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। মাতুল মহামদ হিংসানলে দগ্ধ হইয়া লাউসেনের দ্বারা সূর্য্যকে পশ্চিমে উদয় করাইবার প্রস্তাব করেন। উদ্দেশ্য, এই অসম্ভব ব্যাপারে অসমর্থ হইয়া লাউসেন রাজ-দ্বারে দণ্ডিত হইবেন।

নানা ধন নৃপতি দিলেন লাউসেনে।

পাত্র (১) বলে ইহাকে আদর এত কেনে ॥

ঝড় বৃষ্টি বাদলের বটে এই রীত।

ত্রিবাঙ্গর অথবা অষ্টাহ কদাচিৎ ॥

মঙ্গলের বাদল মঙ্গলে ভাঙ্গা যায়।

ভাগিনা কি কাষ কৈল ধন দেও রায় ॥ (২)

বুঝা মুজ্য কার্য্য কর এই সে বিহিত।

অপাত্রে করিলে দান বড় অশুচিত ॥

পাত্র বত কিছু বলে না শুনেন রায়।

মাছতা আপন মনে সদা দুঃখ পায় ॥

দিন কথো (৩) গোড়েকে আছেন দুই ভাই (৪)।

মোকুলে বিহার যেন কানাই বলাই ॥

খণ্ড পূজা (৫) কৈলা যদি রাজা গোড়েশ্বরে।

মড়ক লাগিল দেশে প্রজা নিত্য মরে ॥

লাউসেনকে পুরস্কার
করায় মাহত্মার
মনঃকষ্ট।

(১) মাহত্মা।

(২) যে বন্যা নিবারণের জন্ত লাউসেনকে পুরস্কার করিলে, তাহা আপনি চলিয়া গিয়াছে; ইহাতে লাউসেনের কৃতিত্ব কিছুই নাই।

(৩) কত।

(৪) লাউসেন এবং তাঁহার ভ্রাতা কর্পূর।

(৫) মাহত্মা মন্ত্রী দেখিলেন ধর্মপূজা করিয়া লাউসেন সর্বদা বিজয়ী; এজন্ত তিনি গোড়েশ্বরের দ্বারা একটা ধর্মপূজার উৎসব আরম্ভ করাইয়া যেন; কিন্তু কোন কারণে সেই পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়,— এই অসম্পূর্ণ (খণ্ড) পূজার জন্ত ধর্ম ক্রুদ্ধ হন।

খণ্ডপূজার বিপদ ।

আপদ বাল্যেই অমুক্ণ উদ্ধাপাত ।
 অমঙ্গল বজ্রের নির্ধাত অকস্মাত ॥
 অন্ন-বস্ত্র-ছাড়া সব ধনীদেব ঘরে ।
 অনাবৃষ্টি দেশেতে মেদিনী শস্ত হরে ॥
 নাছের (১) ভিখারী হলা লক্ষের ঠাকুর ।
 গোড় ভাঙ্গা প্রজা লোক যায় দ্রাব্দর ॥
 উৎপাত অনেক হলা গোড়াবনী মাঝ ।
 পাত্রকে তেখন জিজ্ঞাসেন মহারাজ ॥
 এ দেশে এ দশা পাত্র হলা কোন পাপে ।
 রাতে দিনে স্বস্তি নাঞি এই অমুতাপে ॥
 এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মন ।
 ভণে নরসিংহ নবমল্লিকা-নন্দন ॥

পশ্চিমোদরে নিরোগ-
 সংকল্প ।

হেট-মুখে নাবড়ি (২) ভাবেন পাত্রবর ।
 ভাগিনাকে কি কর্যা পাঠাই যমঘর ॥
 বারে বাবে বেটা সব কার্য্য করে জ্বর ।
 এবার পাঠাব দিতে পশ্চিমে উদয় ॥
 পশ্চিমে উদয় রবি দৈবে নাঞি হব ।
 এবার সেনের বেটা সেখানে মরিব ॥
 এই পরামর্শ মনে করিয়া বিস্তর ।
 ষোড়হাতে বলে ভূধতির বরাবর ॥
 দেশ শুক্য ধর্ম্মপূজা কর্যাছিলে রায় ।
 দ্বিধা হৈল বার মতি (৩) ধর্ম্মের পূজায় ॥
 অতএব লোকের অধর্ম্ম হইল বাড় ।
 এই অপরাধে ধর্ম্ম হল্যা গোড় ছাড়া ॥
 ধর্ম্ম যথা নাঞি তথা সকলি অনিত ।
 অতএব এদেশে হুয়াছে বিপরীত ॥

(১) বাহারা ঘারে ঘারে নৃত্য গীত করিয়া ছ এক পরলা উপার্জন
 করিয়া থাকে । (২) গুরুতর রূপে ।

(৩) ধর্ম্ম-পূজোপলক্ষে এই 'বারমতি' শব্দ নানা স্থানে পাওয়া
 যাইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা 'ব্রহ্মাতি' শব্দের অপভ্রংশ,
 কেহ বলেন বার দিন ধর্ম্মের পূজা হয় একান্ত ইহাকে বার মতি বলে।
 শেবোক্ত অর্থই প্রাপ্ত মনে হয়। তাহা হইলে এই ছত্রের অর্থ এই
 প্রকার :—ধর্ম্মের ১২ দিনের পূজা দ্বিধা অর্থাৎ ব্যতিত হইল।

এই পাপে ভূপতি তোমার নাঞি গতি ।
 এত দূরে সাঙ্গ হল্য তোমার রাজহি ॥
 খণ্ডপূজা কৈলে হয় ধবল (১) পাথর ।
 দান ধ্যান সকল মজায়ে নৃপবর ॥
 এত শুনি রাজার চঞ্চল হল্য মন ।
 হাতে ধর্যা পাত্রে ভূপতি কিছু কন ॥
 কোন্ কার্য্য করি পাত্র করি কোন্ দান ।
 কি করিলে এই পাপে পাই পবিত্রাণ ॥

মরীর উপদেশ ।

পাত্র বলে মহারাজ করি নিবেদন ।
 অপরাধ দানে নাঞি এ পাপ মোচন ॥
 পশ্চিমে উদয় যদি দেখেন ভূপতি ।
 তবে এই পাপ হত্যে পাও অব্যাহতি ॥
 অল্প পাপ হল্যে রাজা আছে প্রতীকার ।
 পশ্চিমে উদয় বিনে নাহিক নিস্তার ॥
 বার দণ্ড দেখ যদি পশ্চিমে উদয় ।
 তবে দেশে সভাব পাতক দূর হয় ॥
 পুণ্যের শরীর হল্যে নাহিক অপায় ।
 পুণ্যবান্ জনকে যমের নাহি দায় ॥
 এত শুনি ভূপতি ভাবেন মনে মনে ।
 পশ্চিমে উদয় রবি হবেক কেমনে ॥
 কত যুগ বয়্যা গেছে কোথাও না শুনি ।
 পশ্চিমে উদয় করে কোথা দিনমণি ॥
 কার সাধ্য এ কায করিতে পারে কে ।
 সবিশেষ এহার (২) পাত্র বল্যা দে ॥
 পাত্র বলে অবধানে শুন নৃপবর ।
 সর্বকাল লাউসেন সেবে দিবাকর ॥
 সূর্য্যের সেবক সেই বিখ্যাত ভুবনে ।
 পশ্চিমে উদয় দিতে পারে সেই জনে ॥
 সেন বিনা এ কার্য্য অস্ত্রের সাধ্য নয় ।
 অজেব তাহাকে আজ্ঞা হকু মহাশয় ॥

লাউসেনকে অনুরোধ ।

এত শুনি মহারাজ সেন-পানে চান ।
হাতে ধর্যা বচন বলেন বিদ্ভমান ॥
অনেক কর্যাছ কার্য্য প্রাণধন বাপ ।
এবার ঘুচায়া দেও মোর এই পাপ ॥
অস্ত্রাচলে যায়্যা দেহ পশ্চিমে উদয় ।
তোমা বিনে এ কার্য্য অন্যের সাধ্য নয় ॥

লাউসেনের উত্তর ।

শুনিঞা রজ্জার বেটা বলেন বচন ।
এত যুগ বয়্যা গেছে না শুনি কখন ॥
পশ্চিমে কি কর্যা হয় পূর্বের উদয় ।
অসম্ভব বাক্য শুন্যা মনে হল্য ভয় ॥
যতি যোগী নহি আমি যোগীন্দ্র সন্ন্যাসী ।
যোগ জপ নাঞি জানি আমি গৃহবাসী ॥
দেবতার আমার নহেন আজ্ঞাকারী ।
আমি কোন্ শক্তে পশ্চিমে উদয় দিতে পারি ॥
দেবের অসাধ্য কথা পশ্চিমে উদয় ।
আমা হত্যে এ কার্য্য কি করিয়া হয় ॥

মাতুল সাহিত্য-পাত্রের
ক্ৰোধ ।

এত শুনি মহাপাত্র কাঁপে থর থর ।
অরুণ লোচন হল্য চঞ্চল অধর ॥
নিদারুণ বাক্য বলে সভা বিদ্ভমান ।
ভাগিনা ইদানীং বড় হয়্যাছে সেয়ান ॥
সর্বকাল বলে মোর ধর্ম্মপক্ষ বল ।
বড়াই করিয়া বোলে ঘুচায়া বাদল ॥ (১)
নানা ধন রাজাকে তুলায়া নেই নিত ।
কার্য্যকালে কর বেটা কথা-বিপরীত ॥ (২)
মরনা কাকনপুরী (৩) বস্ত্রা কেম (৪) থায় ।
ভাল মন্দ হল্যো কিছু নাহি লাগে দায় ॥

(১) সর্বদা 'ধর্ম্ম আমার পক্ষাবলম্বী' বলিয়া থাক এবং 'বাদল
(বস্ত্র) নিবারণ করিয়াছ বলিয়া গোরব করিয়া থাক ।

(২) রাজাকে তুলাইয়া প্রচুর অর্থ নিরাছ, এখন কার্য্যকালে বিপরীত
কথা কহিতেছ ।

(৩) কাকনপুরী তুলা মরনা দেশ ।

(৪) কেম অর্থ মদন । এখানে অর্থ ধরমাৎ, দান ।

সভামাঝে বসিয়া কথার পরিপাটী ।
মিছা সাচা কথা কয়্যা করে দিন কাটি (১) ॥
রাজ-আজ্ঞা রদ করে এতেক বড়াই ।
মুখ পায়াছিস বেটা তোর দোষ নাই ॥
ভাল চাসি এখনি উদয় দিতে (২) যা ।
নতুবা সর্ব্বত্র তোর লুট্যা নিব গা ॥

পাত্রেয় দাপুনি (৩) শুভ্রা সেন হলা চুপ ।
হাতে ধর্যা তখনি বলেন কিছু ভূপ ॥
এবার এ কার্য্য আবশ্যক (৪) যাতে চাপ ।
অন্ত মত করত মাএর মাথা খাও ॥
লাউসেন বলেন রাজার বাক্য শুনি ।
অবধানে শুনহ গোড়ের চুড়ামণি ॥
পশ্চিম উদয় যদি দেখিবারে চান ।
জননীকে জিজ্ঞাসা করিব সমাধান ॥
আমি শিশু নাঞি জানি এ সব বারতা ।
কোন দেশে যাব অন্তাচল বটে কোথা ॥
জননীকে জিজ্ঞাসিলে পাইব বিশেষ ।
তবে পশ্চিম উদয় দিতে যাব সেই দেশ ॥
সেনের শুনিঞা বাক্য রাজা দিলা সায় ।
লাউসেনে কল্য রাজা ঘরকে বিদায় ॥
দেখিয়া পাত্রেয় মুণ্ডে পড়িল বজ্র ।
প্রপঞ্চ (৫) করিয়া কহে রাজার গোচর ॥
পাগল হয়্যাছ পারা আগনে ভূপাল ।
সেনকে বিদায় কর্যা বাড়াবে জঞ্জাল ॥
তোমার সাক্ষাতে কেবল চাপচুপে থাকে ।
যর গেলে কোন জনা পায় বা উহাকে ॥
এই লাউসেন যায়্যা হব দশগুণ ।
দ্বিতীয় রাবণ কিবা সহস্র অর্জুন (৬) ॥

রাজার আদেশ এবং
লাউসেনের উত্তর ।

-
- (১) দিন কাটায় । (২) পশ্চিমে উদয় করাইতে ।
(৩) নতুপূর্ণ উক্তি । (৪) অবশ্য ।
(৫) ছল । (৬) কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন ।

কাছা (১) ডোম হয় যদি ইহার দোসর (২) ।

হেলার জিনিতে পারে যম পুরন্দর ॥

যত্নপি ইহার হাতে থাকে খাড়া ফলা ।

কাঁপাইতে পারে স্বর্ণ পাতাল অচলা ॥

কোন বুঝে লাউসেনে করিছ বিদায় ।

যরে যায় যত্নপি পালায়া এই যার ॥

তার কি উপায় রাজ্য করিবে তখন ।

অবিশ্বাসে বিশ্বাস না করিহ রাজন ॥

তবে যদি বিদায় করিলে নৃপমণি ।

গুলবন্দী (৩) রাখা যাকু জনক জননী ॥

পাত্রেয় যুক্তি ভূপতির লাগে মনে ।

অনায়া-মঙ্গল বসু নরসিংহ ভণে ॥

পাত্রেয় বচন শুভা গৌড়ের রাজন ।

সেনকে বলেন কিছু সহাস বদন ॥

ময়নানগর যদি তুমি যাতে চাও ।

গুলবন্দী আপন মা বাপে রাখা যাও ॥

যর গেলে কি জানি কি হয় অন্ত মন ।

গুলবন্দী অতএব চাহিএ বাপধন ॥

এত বলি চান রাজ্য কোটালের পানে ।

সেনকে নজরবন্দী রাখ সাবধানে ॥

লাউসেনে বন্দীশালে নিল পোতাষাজী ।

পাত্র বলে বেটাকে দিলাম ভাল বাজী ॥

ইন্দ্রজালে (৪) বিরলে বলেন পাত্রবর ।

এখন বাছাবে যেন যায় যমঘর ॥

লাউ সেন মর্য্য গেলে পাবে নানা ধন ।

জারগীর কর্যা দিব মর্য্যনা-ভুবন ॥

পাত্রেয় বচনে ইন্দ্রা গেল কারাগারে ।

বজ্রিশ বকনে বাকি রজার কুশারে ॥

পাত্রেয় চেটায় লাউ-
সেনের কারাদণ্ড ।

(১) লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম ।

(২) সহায় ।

(৩) আমিনস্বরূপ ।

(৪) ইন্দ্রজালবিং (যে নানা প্রকার দ্বারা আসে) কারাদণ্ড ।

হাতে হাত কড়ি দিল গলায় শিকল ।
 বৃকে তুল্যা দিলেক পাথর জগদল (১) ॥
 ডাডুকা দিলেক পায় ঘেন দশ মণ ।
 গলায় দিলেক হাড়ী সংশয় জীবন ॥
 জটে দড়ি দিয়া টাঙ্গে চালের বাতায় ।
 উমামুরি খাল্য সেন তুষের ধ্মায় ॥
 খরশান কুর সব রাখে দুই পাশে ।
 লড়িতে চড়িতে মাংস কাটে অনায়াসে ॥
 সেনের শরীর হল্য ধুলায় ধূসর ।
 কান্দেন করুণা কর্যা বজ্রার কুমার ॥
 দেখ্যা শুভ্রা কর্পুর কান্দায়া লচেতন ।
 দাদার এবার দেখি সংশয় জীবন ॥
 সেন বলিছেন শুন কর্পুর পাতর (২) ।
 অবিলম্বে যাও তুমি ময়নানগর ॥
 জননী জনকে যায়্যা দেও সমাচার ।
 এবার না দেখি ভাই আমার নিস্তার ॥
 ভূপতি দেখিতে চান পশ্চিম-উদয় ।
 জীবনের গ্রাহক মাতুল মহাশয় ॥
 বলে গুলবন্ধী রাখ জননী জনক ।
 অসম্ভব আদেশ মরিহু নিরর্থক ॥
 এত শুনি ধাওয়া ধাই চলিল কর্পুর ।
 ভাইএর বিপত্তি-ব্রাণ করে তুর তুব ॥
 রাতে দিনে পালায় গিয়া ময়নানগর ।
 কান্দ্যা কান্দ্যা কৈল কথা মাএর গোচর ॥
 বাবল বুঢ়াল্য দাদা দেখ্যা রাজা সুখী ।
 নানা ধন দিল দেখ্যা মামা হল্য হুঃখী ॥
 প্রপঞ্চ কর্যাছে বড় মামা হুরাশয় ।
 অত্যাচলে দিতে বলে পশ্চিম-উদয় ॥
 ইহা বল্যা দাদাকে বাধ্যাছে বন্দিঘরে ।
 এমন বাধ্যাছে দাদা আজি কালি মরে ॥

কর্পূরকে ময়নাগড়ে
 প্রেরণ ।

(১) জগদল পাথর ।

(২) পাতর (পাত্র)=মন্ত্রী ; লাউসেনের ভ্রাতা কর্পুর তাঁহাকে
 সর্বদা মন্ত্রণা দিচ্ছেন ।

বলে গুলবন্দী রাখ জনক জননী ।
 তবে ছাড়্যা দিব যাতে পশ্চিম ধরনী ॥ (১)
 বুড়া রাজা গোড়ের হর্যাছে বুদ্ধি-ছাড়।
 দাদা মর্যা বাকু মাতুলের জন্ম বাড়।
 তুমি আর বাপা যদি থাক কারাগারে ।
 তবে রাজা দাদাকে ছাড়িয়া দিতে পারে ॥

পুত্র বন্দী গুলিয়া কান্দেন বজ্রাবতী ।
 কর্ণসেন রাজা কান্দএ চারি রাউতি (২) ॥
 মাণিকী কল্যাণী কান্দ্যা গড়াগড়ি যায় ।
 নগরের লোক কান্দ্য করে হায় হায় ॥
 কালু ডোর কান্দে শাকা শুকা দুই জন ।
 প্রাণের মেঘ হল্য লক্ষ্মার (৩) লোচন ॥
 কর্ণসেন বজ্রাবতী যান ধাওয়া ধাই ।
 বেন বৎসক (৪) হারাইয়া হামার্যা (৫) বার গাই ॥
 রাতারাতি পাল্য গিন্না গোড়-ভুবন ।
 অবিলম্বে বন্দিশালে দিলা দরশন ॥
 বন্দী দেখ্যা বালকে কান্দেন উত্তরার ।
 ভালো হাতা (৬) কঙ্কণ করেন হায় হায় ॥
 কর্ণসেন রাজা কান্দ্যা ধ্লাব ধুসর ।
 সমাচার পাইল ভূপতি গোড়েশ্বর ॥
 পাত্রে হকুম হল্য পোতামাজীগণে ।
 কর্ণসেনে গুলবন্দী রাখ বতনে ॥
 লাউসেনে এখন খালাস কর্যা দেও ।
 দিবেক পশ্চিম-উদয় দেখ্যা পড়্যা বেও ॥ (৭)

লাউসেনের মুক্তি ও
 কর্ণসেনের কারাবাস ।

(১) বলিয়াছে যে তোমার বৃদ্ধ জনক জননীকে যদি জামিনস্বরূপ রাখিয়া বাইতে পার, তবেই তোমাকে পশ্চিমোদয় কার্যের জন্ত ছাড়িয়া দিতে পারি। (২) চারি অল্পবয়স্ক স্ত্রী।

(৩) কালু ডোরের স্ত্রী। (৪) বৎসকে।

(৫) হারাইয়া—আঘাত করিয়া। (৬) হানিয়া—আঘাত করিয়া।

(৭) পশ্চিম-উদয় দেখিয়া যেখানিবে, এই স্তম্ভ দেখা-পড়া করিয়া দিলে ছাড়িয়া দিবে।

এত শুনি পোতামাজী করিল গমন ।
সেনের ডাটুকা কাটে বহিঃ বন্ধন ॥
কর্ণসেনে পুনঃ দিলেক সেই বেড়ী ।
বিধির বিপাকে কার্য হয়। গেল দেবী ॥

লাউসেনে বিদায় করিল গৌড়েশ্বর ।
পুনঃ গেলেন পিতা-মাতার গোচর ॥
জননীকে জিজ্ঞাসা করেন যুববাজ ।
পশ্চিমে উদয়-কর্ম্ম অন্ন নহে কায ॥
বিশেষ বলহ মাতা কোন্ দেশ যাই ।
কোন পূজা কবিলে ধর্ম্মের বর পাই ॥
এত শুনি রজ্জাবতী বলেন বচন ।
সামূল্যাকে (১) সাথে নিবেক করিয়া যতন ॥
আন্তর আমিনি (২) সেই সব কথা জানে ।
উপদেশ অনেক পাইবে তার স্থানে ॥
চাপায়ে যখন আমি শালে দিলাঙ ভব (৩) ।
সামূল্যার উপদেশে ধর্ম্ম দিলা বর ॥
সাথে নিবে সাধা যত পূজা আরোজন ।
তরী আরোহণে যাবে হাকঙ (৪) ভুবন ॥
রথ ধরে তুল্যা নিবে ধর্ম্মের পাছুকা ।
হবিহরে লইবে আন্তর বটে ঢেকা (৫) ॥
অস্তাচল সেখানে বিস্তর দূর নয় ।
লোকমুখে শুনাছি যোজন পাঁচ ছয় ॥

ধর্ম্মপূজার উপদেশ ।

- (১) সামূল্যা = ধর্ম্মপূজার উপদেষ্টা রমণী ।
(২) আন্ত বা নিরঞ্জন, ধর্ম্মঠাকুরের অপর নাম । আমিনি = পূজার উপদেষ্টা । ধর্ম্মপূজার সহকারিণী রমণীগণ “কামিনী” বা “কামিতা” আখ্যায় পরিচিত । এই “কামিনী” শব্দ হইতে “আমিনি” শব্দ উদ্ভূত ।
(৩) রজ্জাবতী পুত্র-কামনার লোহ শূলে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, ইহাই “শালে ভর দেওয়া”; ধর্ম্মের বরে তিনি পুনর্জীবিত হন এবং পুত্রলাভ করেন ।
(৪) হাকঙ নামক স্থানে লাউসেন তপস্তা করেন; “হাকঙ পুরাণ” নামক গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে—এরূপ উক্ত আছে । এই পুরাণ পাওয়া যায় নাই । হাকঙ—সপ্তখণ্ড শব্দের বিকৃতি বলিয়া মনে হয় ।
(৫) ঢাকী = যে পূজোপলক্ষে ঢাক বাজায় ।

এক ভাবে সেখানে শুল্ভিবে মারাধর ।
 ধর্ম রূপা কর্যা দিব উদয়ের বর ॥
 মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হব শুন বাগধন ।
 সর্বকাল অনাথের নাথ নিরঞ্জন ॥
 এত বলি লাউসেনে করিলা বিদায় ।
 গলাগলি করিয়া কাদেনে উত্তরায় ॥

মা বাপের আগে কন কর্পূর পাতর ।
 আজ্ঞা হল্যে বাই হয়্যা দাদার দোশর (১) ॥
 এত শুনি লাউসেন বলেন বচন ।
 বৃদ্ধ পিতা মাতা বন্দী বাব হই জন ॥
 উপবৃত্ত এ নয় আমার কথা রাখ ।
 মা-বাপের সেবার আগনে এথা থাক ॥
 বিদায় হইলা সেন মা-বাপ-চরণে ।
 কোলাহুলি করিলেন কর্পূরের সনে ॥
 বাচ্যা আল্যা (২) পুনশ্চর হবেক দরশন ।
 কর্পূর বলেন দাদা সখা নিরঞ্জন ॥
 পশ্চিম উদয় দিয়া আসিবে আগার ।
 ভণে নরসিংহ বহু প্রবন্ধ পরায় ॥

শুভক্ষণে যাত্রা করে রঞ্জার কুমার ।
 অবিলম্বে হইল ভৈরবী গঙ্গা পার ॥
 মরমে অধিক চুঃখ বাপের বন্ধনে ।
 কান্দিতে কান্দিতে যান অকৌর নরনে ॥
 অবিলম্বে পাল্য গিয়া মরনা-ভুবন ।
 কলিঙ্গার (৩) সমুখে হিলেন দরশন ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রায় কন সমাচার ।
 পশ্চিমে উদয় দিতে আদেশ রাজার ॥
 মায়া ঘোর বিপক্ষ সাপক্ষ কতু নয় ।
 গুলবন্দী রহিলা জনক মহাশয় ॥

পিতামাতা ও কর্পূরের
 নিকট বিদায় গ্রহণ ।

মহাবীরের নিকট
 বিদায় ।

-
- (১) সখার ।
 (২) বাচিয়া আলিয়া ।
 (৩) কলিঙ্গা লাউসেনের পাটসাপি ।

জননী রহিলা আর কর্ণুর পাতর ।
 পশ্চিম-উদয় দিতে আমি আলু বর ॥
 এত শুনি চারি রাণী কান্দ্যা গড়াগড়ি ।
 বাড়ী অহুতাপ বন্দী খণ্ডর শান্তী ॥ (১)
 বাহির মহলে সেন দিল দরশন ।
 জয়পতি কালু বীরে (২) ডাকেন তখন ॥
 শাকা শুকা দোলই (৩) সকল দিল দেখা ।
 প্রজা সব আইল নাহিক তার লেখা ॥
 বিরলে বসিঞা যুক্তা সভার সহিত ।
 রাজশোভা ইমানীং হর্যাছে বিপরীত ॥
 অবোধ ভূপাল মামা পাষণ-হৃদয় ।
 দেখিবারে চান রবি পশ্চিম-উদয় ॥
 কারাগারে বন্দী কর্যা রাখ্যাছিল রায ।
 গুলবন্দী জনক নিগড় তার পায় ॥
 জননী রহিলা আর কর্ণুর পাতর ।
 পশ্চিম উদয় দিতে আমি আলু বর ॥
 অত্যাবশ্যক হল্য ভাই বাইতে হাকণ্ড ।
 পশ্চিমে উদয় দিতে হইব বার দণ্ড ॥ (৪)
 বড়পি ইহাতে কিছু অন্ত মত হয় ।
 তবে মা বাপের প্রাণে রয় বা না রয় ॥
 বিলম্বের কার্য্য নাই শীঘ্র যাতে চাই ।
 সাক্ষাত (৫) তরনী সাক্ষায়া দেহ ভাই ॥
 এত শুনি মণ্ডল হইয়া সরাষিত ।
 বাজপুত্র হত্যে শীঘ্র আনালা পণ্ডিত (৬) ॥

লাউসেন কর্তৃক দর-
 বায়ে বীর অবস্থা
 জাপন ও বিহারের
 উল্লেখ ।

(১) খণ্ডর শান্তী বন্দী হইরাছেন, এই সংবাদেই প্রবল (বাড়ী)
 শোক উপস্থিত হইল ।

(২) জয়পতি মণ্ডল ও কালুভোমকে ।

(৩) লাউ সেনের প্রধান সৈন্তগণের নাম ।

(৪) পশ্চিম হইতে স্বর্ষ্যকে বার দণ্ডের অন্ত উদয় করাইতে হইবে ।

(৫) সঙ্গে লইবার ক্রিয়াদি ।

(৬) এই পণ্ডিত পুত্র-পুত্রানকার, ধর্ম্মপুত্রের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-
 রচয়িতা ও প্রবাসিক নামাই পণ্ডিত ।

রামাই পণ্ডিতের
মিকট উপদেশ
গ্রন্থ ।

পুজার ভক্ত লোকজন
ও উপকরণ ।

সেন বলিছেন শুন ঠাকুর রামাই ।
পশ্চিম-উদয় হেতু পুজিব গোসাঞি ॥
চরণে ধরিয়া বলিব নির্বিশেষ ।
পশ্চিম-উদয় দিতে যাব কোন দেশ ॥
আত্মের পণ্ডিত তুমি কর্যাছ গাজন ।
পুজার কারণ চাই কি কি আরোজন ॥
পুণি দেখ্যা পণ্ডিত পুজার দেন বিধি ।
এক ভাবে পুজিতে গুণের গুণনিধি ॥
চারি মিকে ধাইল অনেক লোক জন ।
আরোজন কর্যা সতে হয়্য একমন ॥
বার ভক্ত্যা (১) আদর্যা (২) আনিল মহারাজ ।
যতন করিয়া নিল বরণের সাজ ॥
তাগুরী ধামাতি কষ্টি এ চারি পণ্ডিত ।
গাএন বাএন নিল গাওরাইতে গীত ॥
ভোগহেতু সাথে নিল এ চারি আমিনি । (৩)
রূপে গুণে দেখে যেন সিংহল-পদ্মিনী ॥
নব দণ্ড বোল শব্দ বত্রিশ আলম ।
জল সাধএরে নিল পবিত্র আশ্রম ॥
ঘর কাণ্ডারের সজ্জ চালু মুক্তাহার ।
হরীতকী কমলী গুবাক কাণ্ডার ॥
ঘেচি কড়ি ককতিল কলাই মহর ।
জাতীকল আত্র নিল সুরঙ্গ সিন্দূর ॥
রথ-ঘরে তুল্যা নিল ধর্মের পাছকা ।
সাগের প্রধান সঙ্গে হরিহর ঢেকা ॥
সন্ন্যাস করিতে নিল গাম্বীর কাট (৪) ।
অর্ঘ্যচন্দ্র হুটীমুখী কাটার চিপাট ॥
কজলি মাণিক পাট নিল সুরধার ।
ধূপ ধূনা পরিপাটী বিশাখর (৫) আর ॥

-
- * (১) ধানশজন ভক্ত । (২) আদর করিয়া ।
(৩) চারিটি হুখরী কমলী পুজার ভক্ত সঙ্গে সওয়ারতে ধরপুজার
তান্ত্রিক অনুষ্ঠান হুট হইতেছে ।
(৪) গাম্বীর বা পট্টার কাট, যুদ্ধাকালে এই কাট দিয়া পিড়ি প্রভৃতি
হইত । (৫) এক পত্র মিল ।

নববস্ত্র সাথে নিল বোজাজী ভাবান ।
 নিলেন কালিকা কোঁড় দিয়া ধরশান (১) ॥
 ধর্মের পূজায় সূর্য্য অর্ঘ্য দিতে চাই ।
 তে কারণে লইল কপিলা নামে গাই ॥
 বৎসক তাহার সাথে সাত মনোরথ । (২)
 যার চুবে চুর হয় পাথর পর্কত ॥
 সন্দেশে লইল সেন হাড়ি ইচ্ছা-রাগা ।
 ধর্মের গাজনে বাজে বিবিধ বাজনা ॥
 শারী শুক পক্ষী নিল বচন মধুর ।
 পাছু পাছু গোড়াইল বাটুয়া কুকুর ॥
 অগুরু চন্দন নিল বসন ভূষণ ।
 ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া নিল রজত কাঞ্চন ॥ (৩)

সামুল্যাকে আনাইল পরম যত্ন করি ।
 বিনতি করিয়া কন তার পাএ ধরি ॥
 স্নাননী বধন মোর শালে দিলা ভরি ।
 তোমা হতো স্বচক্ষে দেখিলা মায়াদর (৪) ॥
 বিপাক পড়াচ্ছে বড় আমার উপরে ।
 পিতামাতা গুলবন্দী গোড়-নগরে ॥
 ভাবিতে চিন্তিতেগো পাজরে হল্য খুন ।
 দেওয়ানে (৫) সাপক্ষ নাই মায়া নিদারুণ ॥
 কি করিলে করুণা করিব মায়াদর ।
 কত দিনে পাব মাসী উদয়ের বর ॥
 ম্যামুল্যা বলেন বাছা চিন্তা কিছু নাঞি ।
 তোমাকে সাপক্ষ সদা আছেন গোসাঞি ॥
 মাতের আমি নি আমি জানি সব কথা ।
 কর্যা দিতে পারি চারি যুগের বারতা ॥
 কৃত তবিত্যং আমি বলা দিতে পারি ।
 বিপদ-সাগরে ধর্ম হবেন কাণ্ডারী ॥
 হাকণ্ডে পুজিলে ধর্ম সিদ্ধ মনোরথ ।
 অন্যথের নাথ ধর্ম জানে ত্রিজগৎ ॥

সামুল্যা কর্তৃক সাহস-
 প্রদান ।

- (১) যার । (২) কপিলা গাভীর সাতটি বৎস সঙ্গে লইল ।
 (৩) পুরোঁক উপকরণাদির অনেক কথা ঘুরোঁধ ।
 (৪) ধর্মতাকুরকে । (৫) রাজদরবারে ।

পশ্চিমে উদয় বর পাইবে দে ঠাকুর ।
না কান্দিহ বাপধন চিন্তা কিছু নাঞি ॥
আমি সাথে আছি সব কহিব বিশেষ ।
নরসিংহ বলে পায়া ধর্মের আদেশ ॥

সান্নজাত সাজাইয়া ময়নার রায় ।
কলিকার স্থানে বালা (১) হইল বিদায় ॥
চিত্রসেনে (২) কোলে কর্যা করিলা চূষন ।
কলিকাকে সপিল রাউতি চারি জন ॥
মহল ভিতরে সেন হইলা বিদায় ।

কালু ও তাহার ব্রী
লক্ষ্মীর উপর ময়নার
ভার অর্পণ ।

কালু বীর লক্ষ্যাকে ডাকিয়া কন রায় ॥
আজি হত্যে ময়না করিল সমর্পণ ।
তোমাকে সপিলু ভাই জাতি কুল ধন ॥
সাধনানে থাকিবে যোগাবে রাত্র দিন ।
আজি হত্যে প্রজা লোক তোমার অধীন ॥
কালু বীর বলে তুমি আমার বিধাতা ।
যম ইন্দ্র আইলে কাটিব তার মাথা ॥
যতক্ষণ জীবন আমার ধড়ে আছে ।
কার বা যোগ্যতা আন্তে ময়নার কাছে ॥
অন্নপতি মণ্ডল প্রভৃতি প্রজাগণ ।
একে একে সভাকে করিল সমর্পণ ॥
বিদায় হইলা সেন সভার সান্নজাত ।
উপনীত হইলা সেখানে সান্নজাত ॥
শুভক্ষণে সন্তানী সকল (৩) চড়ে নায় ।
বুঝ বুদ্ধ বালক দেখিতে সব ধার ॥
দাঁড়াইয়া লোক সব চিত্রের পুতলী ।
রাম লাগ্যা অযোধ্যায় লোকের ব্যাকুলী ॥
হাতে দণ্ড কেরুয়াল (৪) বসিলা গাবর (৫) ।
তরঙ্গী হাড়িল বেলা আকাশে হুপ্রহর ॥

হাকিমের বাড়ী ।

(১) বালক । এখানে লাউসেন । (২) লাউসেনের পুত্র ।

(৩) ধর্ম-পুত্রকগণ । (৪) কেরুয়াল = নৌকার দাঁড় ।

(৫) গাবর = বাড়ি । গাবর দাস অর্থাৎ কৈবর্তগণের এক শ্রেণীর
লোক পূর্বে এই কাম করিত ।

ঢাক ঢোল কাসী ঘণ্টা বাজে ছয় ছয় ।
 শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি শুনিতে মধুর ॥
 কালিন্দী প্রথর শ্রোত ভাটা যেন না ।
 বামওয়ালা বান্ধ্যা দিল পীঠে বহে বা ॥
 হরি বল্যা তরী বায় যত নায়াগণ ।
 সন্ধ্যাপূরে ধর্মরাজ করিলা দর্শন ॥
 তরণী ছুটিল যেন খস্মা পড়ে তারা ।
 বাহিল দারুকেশ্বর বহে ছই ধারা ॥
 বাম দিকে গিরের মোকাম দরশন ।
 তার আগু কত দূর শিঙ্গাবোতার বন ॥
 দেখিল উসংপূরে ধর্মের দেহরা ।
 নান পূজা অর্ঘ্যদান তথা কৈল সারা ॥
 তমোলক দক্ষিণে সমুখে সোনজড়া ।
 রাতারাতি পার হৈল কিরীড়ীর (১) পাড়া ॥
 হিজলী দক্ষিণে রহে হোগলের বন ।
 বজ্রজন্তু পাড়ে কত গণ্ডক বারণ ॥
 জলের উপর ভাসে কুন্তীর হত্যাণ ।
 জ্বারের জল উভে উঠে সাত তাল ॥
 পর্কত সমান ঢেউ দেখা লাগে ডর ।
 ভাকতা (২) বলেন রক্ষা কর মায়াধর ॥
 ঘন ঘন তোড় পড়ে ঘন ঝড় ঝাট ।
 নিমিষে তরণী বায় সওয়া ক্রোশ বাট ॥
 কপিলা আশ্রমে নৌকা হল্য উপনীত ।
 সাগর সঙ্গম সেন পারল্য স্থরিত ॥
 সগরের বংশ যথা মল্য ব্রহ্মশাপে ।
 ভগ্নীরথ গঙ্গা আশ্রম মুক্ত কৈল শাপে ॥
 দক্ষিণে রাখিরা যান চাপাই ভুবন ।
 দূরে হৈতে মেউল করিল দরশন ॥
 তার পর তরণী পড়িল কালা নীরে ।
 বুঝা জলে নৌকা পড়া ঢাক পারা কিরে ॥

(১) পশুগিজ ।

(২) ভক্ত ।

হাকঙ-তীর্থের সাহায্য ।

সেন বলিছেন তবে সামুলায় (১) পায় ধরি ।
 পূজা কি করিব পাছে জলে ডুবো মরি ॥
 সামুলা বলেন বাছা মন কথা নাঞি ।
 আপনি কাঙারী হয়্য তরিব গোসাঞি ॥
 সেতুবন্ধ গেল নৌকা বামে রহে লঙ্কা ।
 বিষম জলের চোট দেখ্যা লাগে শঙ্কা ॥
 ত্রীরামের কীৰ্ত্তি দেখ্যা সেনে লাগে ধঙ্কা ।
 হাতে প্রাণ করিয়া পারালা সেতুবন্ধ ॥
 ডানি দিকে দূরে মন্ডা মদিনার ঘর ।
 হাকঙ-ভুবন পান রঞ্জার কুণ্ডর ॥
 আরক্ত বরণ নদী হাকঙের জল ।
 দূরে হতো ভাকতা দেখেন অন্তাচল ॥
 সামুলা বলেন বাছা হাকঙাএ চাঞি ।
 ইহার সমান তীর্থ ত্রিভুবনে নাঞি ॥
 দ্বিতীয় গোলোক ইথে অনাদ্যের ঘর ।
 কর্যাছিল গাজন এখানে পুরন্দর ॥
 নিরন্তর এথা সব দেবতার বাস ।
 দেবকন্ডা ধর্মকে পূজেন বার মাস ॥
 ব্রহ্মা আতা এখানে পূজিল নিরঞ্জন ।
 সন্ন্যাসী বিস্তর এথা কর্যাছে রাবণ ॥
 বরুণ এখানে বজ্র কৈল দশ বার ।
 মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ তারে কৈল করতার ॥
 নিরঞ্জন পূজা তুমি কর ভক্তিভাবে ।
 অনারাসে পশ্চিম-উদয় বর পাবে ॥
 এত শুনি হরষিত রঞ্জার নন্দন ।
 ঘাটে লাগাইয়া নৌকা বান্ধিল তখন ॥
 হাকঙ দেখিয়া সব সন্ন্যাসী হরিষ ।
 নাএকেরে কৃপা কর প্রভু অগদীশ ॥
 খন পুত্র বিত্তব বাড়াবে নিতি নিতি ।
 নিরন্তর নাএক গাওয়ার বেন গীত ॥

(১) কোন স্থলে 'সামুলা' এবং কোন স্থলে 'সামুলা' পাঠ আছে ।

আসর সহিত ধর্ম হবে দয়াবান্ ।
আমার বাদল পালা হলা সমাধান ॥
হরিধ্বনি কর সন্তে হুয়া একমন ।
ভগ্নে নরসিংহ ধনশ্যামেব নন্দন ॥

মাক্তার ময়নাগড় আক্রমণ ।

লাউসেনের হাক-গমনের পর তদীয় মাতুল মাক্তা গোড়েখরের
বিপুল বাহিনী লইয়া লাউসেনের রাজধানী ময়না নগর আক্রমণ করেন ।
কিন্তু কালুর বীরত্বে অটরা উঠিতে না পারিয়া ইন্দা নামক চোরকে নিযুক্ত
করেন । ইন্দা দেবীর বরে নিদ্রা-মস্তবলে সর্বত্র বিজয়ী ছিল, তাহার
প্রভাবে সকলেই নিদ্রিত হইত । এই “নিদ্রাটি” দ্বারা ইন্দা ময়নায়
প্রবেশ-পূর্বক সকলকে সম্মোহিত করিতেছে । ইহার পূর্বেও অপর এক
কবির ধর্মমঙ্গল-কাব্য হইতে এই প্রসঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে ।

মন্ত্র পড়্যা মাটা ছড়াইল চারি পানে ।
ধরিল অঘোর ঘুম সভার লোচনে ॥
কুমার ঢলিয়া পড়ে পিট ছিল হাড়ী ।
ধুলায় ধূসর তার ভগিনী কাপা রাঁড়ী ॥
জয়া বুড়ী রাতে জাগে বস্তাছে কাটনে (১) ।
ধরিল পুটুলা ঘুম তাহার লোচনে ॥
ঢল্যা পড়ে হাতে কর্যা চরখার কাটা ।
ভূমে গড়াগড়ি যায় কামড়ায়ো মাটা ॥
উনানে ছুতার-বুড়ী দিতেছিল ফুক ।
ভূমে ঢল্যা পড়িল আখায় দিয়া মুখ ॥
রাজনী রাজন-শালে ঘুমেতে অজ্ঞান ।
পার্ষে গড়াগড়ি যায় শলা দশ বাণ ॥
বুবতী বুবক সঙ্গে ঘেঘাঘেঘি গা ।
নিদ্রা যায় স্বামীর গাএতে ফেলে পা ॥
বোঝারি মাথায় বোঝা পথে যায় ঢল্যা ।
ইন্দার নিদ্রাটি ধরে পড়িল গরল্যা (২) ॥

ময়নার নিদ্রাটি ।

(১) হুতা কাটিতে ।

(২) গড়াইয়া ।

হাটারী বাজারী দেশে ছিল বত জন ।
 দোকান রহিল পড়া ঘুমে অচেতন ॥
 আর বত লোককে বিপাক হল্য দড় ।
 ঘুম গড়া লোকের আনন্দ হল্য বড় ॥
 দোলই ঘুমার নাক ডাকে বড় বড় ।
 নিশাস-পবন-বেগে উড়্যা যায় ঝড় ॥
 শাকা শুকা ছহাকে নিন্দাটা লাগে বাড় ।
 এক ঠাই ঢাল পড়ে আর ঠাঞি ঝাঁড়া ॥
 কালু বীর ঘুমার সহজে ঘুম গড়া ।
 সক্রম শুড়ী গড়াগড়ি তার কাছে পড়া ॥
 পাছকুড়ে কুকুর ঘুমার পক্ষী ডালে ।
 সাপ বেঙ্গ নকুল ঘুমার এক খালে ॥
 জলেতে ঘুমার মংস্ত কুস্তীর সকল ।
 খনজন্তু নিদ্রা যায় বনের ভিতর ॥
 ইন্দার নিন্দাটা তার কি কহিব কথা ।
 টার নিদ্রা পড়া গেল বেবা ছিল বথা ॥
 গুহালে ঘুমার গরু গর্ত্তেতে শিয়াল ।
 তাবেলায় (১) হাতী ঘোড়া হাঁতালে বিড়াল ॥
 ভিতর মহলে নিদ্রা যায় রাজরাণী ।
 আঁধুক অন্তের কথা নাহি নড়ে পানী ॥ (২)
 খাখালি পাখালী লোক ঘুমে অচেতন ।
 সহর ভিতবে ঢোকে চোর চারি জন ॥
 একে একে দেখে সব চাতব বাজার ।
 ভিতর মহলে ধার্যা ঢুকিল রাজার ॥
 অমূল্য রতন লের বেবা আস্তে মনে ।
 বোঝা বাক্যা তুল্যা নিল চোর ঠাকি জনে ॥
 ঘরে ঘরে চোর কিরে নাঞি পার সাড়া ।
 পশ্চাৎ চলিল চোর ডোমেরের পাড়া ॥
 দেখিতে কালুর ঘর যত অভিলাষ ।
 ভিতর মহলে গেল মনে নাহি ত্রাস ॥

(১) আতাবল [Stable] (৭) ।

(২) অন্তের কথা কি

বলিব, জলও ঘেন নিম্মিত হইয়া পড়িল, একটুও নড়িল না ।

কালুর স্ত্রী লখা ডুমুনী ধর্মের বরে বিনিদ্র । কালুর নিদ্রা-
ভঙ্গ । দেবী-পূজা । দেবীর অভিষাপ ।
স্বরাপানে কালুর মত্ততা ।

বাস-ঘরে বস্তা লখা ধর্মপূজা করে ।
ইন্দা ব্যাটা না জানিয়া গেল সেই ঘরে ॥
চরণের তালি (১) লখা শুনিবাবে পায় ।
ঘরে হতো 'কেরে' 'কেরে' করিয়া বার্যায় ॥
চোর চোর বলিয়া চঞ্চল ইন্দ্রজাল ।
পালায় পবন-বেগে ফেলে খড়্গ ঢাল ॥
হাতে পান কর্যা চোর পালায় সকল ।
ভগ্নে নরসিংহ বসু ধর্মাপেক্ষা বল ॥

বিনিদ্র 'লখা' ডুমুনী
কর্তৃক চোর তড়ন ।

উজ্জ্বল ইন্দা গেল পাত্রের গোচর ।
বিশেষ বারতা বলে যুড়ি দুই কর ॥
ময়না নগরে ঘোরা দিয়াছি নিন্দ্যাটী ।
ঘোর নিদ্রা সভাকে ধর্যাছে পরিপাটী ॥
একে একে ভ্রমণ করিল পাড়া পাড়া ।
কাকপক্ষ কাহার না পাওয়া যায় সাড়া ॥
ময়নার গড় যদি করিতে চাহ জয় ।
নিবেদন করি তার এই সে সময় ॥
এত শুনি মহাপাত্র হল্য আনন্দিত ।
বার জুঞা লয়া বৃষ্টি করেন বিহিত ॥
ঘোর নিদ্রা সভাকে ধর্যাছে পরস্পর ।
চাপে চূশে বেড় সত্তে ময়না নগর ॥
সাধধানে থাক যেন কাষা (২) না পালায় ।
রণজয় হইলেই যাব মহলায় ॥

ময়না অবরোধ ।

হাতে ধর্যা হাসনের (১) মহাপাত্র কর ।
 এমন করিবে কার্য্য দাঁত লজ্জা রয় ॥
 জনে জনে সম্মান শিরোপা একে একে ;
 লুট মাপ বলিয়া নকিব ঘন ঘন ডাকে ॥ (২)
 চারিদিকে ময়না বেড়িছে কড়াকড় ।
 আগু ধরে কামান পশ্চাৎ বনগড় ॥
 ঢালী সব চলিল মাথায় ঢাল যুড়্যা ।
 তার পাছে ধাতুকী ধনুকে তীর যুড়্যা ॥
 ওতখাত পায়্যা সব বসিল বন্দুকী ।
 দারু ভর্যা হাতে নিল জলন্ত জাথকী ॥
 হাতী ঘোড়া রাহত মাহুহ কানে কান ।
 পূর্ব্বদ্বারে থানা দিল মোগল পাঠান ॥
 কালিন্দী নদীর জল তড়ে হৈল পার ।
 আপনি আগুলে পাত্র দক্ষিণ দুয়ার ॥
 বার ভূঞা দক্ষিণ দুয়ারে দিল থানা ।
 তার সাপে কথক রহিল রায় রাণা ॥
 পশ্চিম দুয়ারে রহে গঙ্গাধর ভাট ।
 ময়না বেটিল সব ভূপতির ঠাট ॥

সিপাই হাত্যার হাতে রহে সাবধান ।
 বৈকুণ্ঠ হইতে ধর্ম্ম দেখিবারে পান ॥
 হনুমানো বলেন ঠাকুর নিরঞ্জন ।
 খবিলম্বে যাহ তুমি ময়না-ভুবন ॥
 নব লক্ষ দল লৈয়া গোড়ের পান্তর ।
 চোরা যায় নষ্ট করে ময়না-নগর ॥
 হাকঙ-ভুবন গেছে রঞ্জার নন্দন ।
 কানু বীর নিদ্রায় হয়্যাছে অচেতন ॥
 কহ গিয়া স্বপনে তাহাকে সবিশেষ ।
 রণ কর্যা রাখে যেন আপনার দেশ ॥

ধর্ম্মঠাকুরের ময়না-
 রক্ষার চেষ্টা ।

(১) হাসেন নামক সেনাপতি । এই যুদ্ধ বধন সংঘটিত হয়, তখন
 এতদ্দেশে মুসলমানগণ আসেন নাই । কবিগণ “হাসন” প্রকৃতি নাম
 পরবর্ত্তীকালে করলা করিয়াছেন ।

(২) নকিব (ভৃত্য, যে রাজ্যেশ্বর উচ্চৈঃশ্বরে প্রচার করে) ঘন ঘন
 ডাকিয়া বলিতে লাগিল যে অস্তকার যুদ্ধে লুটন নাকসীর ।

এত শুনি হনুমান করিল গমন।
কালুর শিয়রে বসি কহিল স্বপন ॥
জাগ্যা বস কালু ঘুমে বিসর্জন দেয়।
নিরঞ্জন পাঠালা বাবতা শুদ্ধা নেয় ॥
ময়না তোমার হাতে কর্যা সমর্পণ।
হাকঙ-ভুবন গেলা বজ্রার নন্দন ॥
তুমি স্নুখে নিদ্রা যায় নাহিক ভাবনা।
বিপক্ষের ঠাট আসি বেড়াচ্ছে ময়না ॥
ভবানীর পূজা কর্যা বান্ধিয়া কোমর।
বণে পরাজয় কর রাজাব লঙ্কর ॥

কালুকে বধ দেখান।

এত বলি হনুমান কবিল গমন।
জাগিয়া বসিল বীর দেখিয়া স্বপন ॥
চক্ষু কচালিয়া বীর চারি পানে চায়।
কে কহিল স্বপন দেখিতে নাহি পায় ॥
দোলই সকলে ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
জাগ্যা বস ভাই সব শুন বিবরণ ॥
শাকা শুকা উঠ্যা বস্তা চক্ষে দিয়া জল।
নিন্দ্যাটাতে চুল চুল লোচন-মুগল ॥
কালু বলে শুন সন্তে ঞ্জুভব কখন।
আমার শিয়রে এক প্রকাশ রতন ॥
পরিপাটা স্বপন বচন চোটপাট।
বলিল ময়না বিজিল (১) বিপক্ষের ঠাট ॥
ভক্তিতাবে পূজা কর্যা দেবীর চরণ।
হাত্যার বান্ধিয়া রাখ ময়না-ভুবন ॥
দেবীপূজা নাহি করি অনেক দিবস।
ভবানী পূজিব আজি দিয়া মধুরস ॥
কারণ পরম তত্ত্ব আগমের সার।
এত বলি গেলা সবে শুঁড়ীর আগার ॥
সর্বা শুঁড়ী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
বারাণ্ডা শুঁড়ীর বেটা সহাস বদন ॥
সবিনয়ে জ্বাহ করিল কালু বীরে।

দেবাপূজার মন্ত
সংগ্রহের অন্ত
শুঁড়ীর গৃহে।

ববিধি লক্ষন ।

এত রাত্রে এথা কেন বলে ধীরে ধীরে ॥
 কালু বীর বলেন সখকে তুমি মান্দা (১) ।
 আমাকে উচিত আগে তোমাকে সম্ভাষা ॥
 ছোট বড় বল্যা কিছু না ভাবিহ মনে ।
 রামের মিত্রতা ছিল গুহকের সনে ॥
 আশ্যাম তোমার ঘর শুন বিবরণ ।
 মহাপুজা হেতু কিছু চাহি যে কারণ ॥
 মহামায়া পূজিব মনের অভিলাস ।
 এত শুনি শুভী ভাবে আজি সর্বনাশ ॥
 দেশে মানা আপনে কর্যাছে মহাশয় ।
 আজ্ঞা নাড়ে এমন যোগ্যতা কার হয় ॥
 যাবৎ না হব রবি পশ্চিমে উদয় ।
 মোর দেশে অনাচার তাবৎ না হয় ॥
 ছুটা মাথা চারি কাণ রাখে কোন জন ।
 দণ্ড দিতে কার ঘরে এত আছে ধন ॥
 ছয় মাস হল্য নাঞি ছয়ালের কায ।
 হেরে দেখে ভাঙ্গা চুরা পড়া আছে সাজ ॥
 উপজীব্য ছাড়া হয়্য অন্ন নাঞি ঘরে ।
 এক সন্ধ্যা ভিক্ষার উদর নাঞি ভরে ॥
 শুনিয়া শুভীর কথা কালু সঙ্কোপিত ।
 সাথে হয়্য জামাঞি বলেন যথোচিত ॥
 আমি আস্থ মোকে বেটা করিল নিরাশ ।
 শুভীর মাথার মার পরজার পঞ্চাশ ॥
 ঢালহ ভাগকুলি মাথার মার কুতা ।
 লোকমুখে শুনি সর্ব বৃদ্ধি হরে শুভা ॥
 কোণে পুতা ছিল তার মদ সাত খান ।
 বারি কর্যা দিলেক ডোমের বিডমান ॥
 মদ পায়্য কালুর আনন্দ হল্য মন ।
 বাটী দীঘি চলিল বতেক ডোরগণ ॥
 পরিপাটা পূজার আনন্দ অতিশয় ।
 তপে সরসিংহ মবরলিকা-তনয় ॥

বীর কান্ধ মহানন্দে চন্দ্রনাথি অষ্ট গন্ধে
 পূজা করে দেবীর চরণ ।
 কুসুম পূর্ণিত ডালা গন্ধরাজে গড়া মালা
 ঘরে ঘরে মল্লিকা রঞ্জনা ॥
 জয়ন্তী অপরাঞ্জিতা ধূতুব অসিত সিতা
 জ্বা যুঁধী সিউতী টগর ।
 অখণ্ড শিকল (১) দল দ্রোণ ধলা উৎপল
 চম্পক করবী নাগেশ্বর ॥
 ধূপেব সুগন্ধ ছুটি গগন উপরে উঠি দেবীপূজা ।
 দীপমালা কর্পূরের বাতি ।
 নৈবেদ্য আসএ বিধি উপহার নানা বিধি
 মিষ্টান্ন মধুর বাতি বাতি ॥
 মাঝখানে মদ ঘড়া চারি দিকে কুট বড়া
 সুরমাল সুবর্ণের খালে ।
 মাংস ভাজা সিক ঝোল কটুতৈলে ভাজা ওল
 ঝোল কৈল মরিচের ঝালে ॥
 পরিপাটী ভাজাতলা কুলাঘলে পাকা কলা
 শাক দালি বেসারি ব্যঞ্জন ।
 সোন পোড়া গুণা দশ তাহাতে জামির রস
 অপরঞ্চ নানা আরোজন ॥
 ভাতি ভাতি নানা পিঠা হাড়া ভরা কীর মিঠা
 দধি ছুঁই নানান সন্দেশ ।
 আম জাম নানা ফল পনসাদি নারিকেল
 নানা মূল মৃগাল বিশেষ ॥
 বকুল পূর্ণিত ঝড়ি আট ভাজা চিড়া মুড়ি
 কলসে পূর্ণিত সিদ্ধি বারি ।
 কর্পূর তাবুল গুয়া কজ্জল সিন্দূর চুয়া
 সুবাসিত জলে পূর্ণ ঝারি ॥
 দেখে ভক্তিভাব পূজা উঠিলেন চতুর্ভুজা
 সিংহবানে সঙ্গে পদ্মাবতী ।
 ডোমের দেখিয়া ভাব পরম পীরিত লাভ
 হাজা কিছু বলেন পার্শ্বতী ॥

প্রিয় বাক্যে ঠাকুরাণী পদ্মারে বলেন বাণী
কে মোর এমন পূজা করে ।

শুন সখি পদ্মাবতি যদি দেহ অমুমতি
রাজ্য করি ইশ্বের উপরে ॥

অমর করিয়া যাই নিত্য যেন পূজা পাই
ধনে করি ধনদ সমান ।

ভক্তিভাবে ভগবতী সাত পাঁচ মনে অতি
মনেতে করেন অহুমান ॥

দেখহ দৈবের গতি ডোমের ফিরিল মতি
মদের সোরভে সচঞ্চল ।

নিখল পূজা ।

না করিয়া নিবেদন ভক্ষণে দিলেন মন
মহাপূজা হইল বিফল ॥

দেখিল দেবীর তাপ কালু বীরে দিল শাপ
সবংশেতে হইবে নিধন ।

কালুর প্রতি দেবীর
অভিশাপ ।

পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে ভবানীর মনস্তাপে
কালু বীর হইল তেমন ॥

ক্রোধ কর্যা ভগবতী বর গেলা শীঘ্রগতি
ডোম খায় ভাঙ্গ ভুজা মদ ।

বহু বনস্ত্রামাশয়জ সেবি ধর্ম-পদরজ
রচিল ত্রিপদীচ্ছন্দে পদ ॥

ভবানী বিমনা হয়্যা গেলেন কৈলাস ।

ডোম সব মদ খায় নানা পরিহাস ॥

আসবে পূর্ণিত ঘট মাঝে ছেন্দা তার ।

* * * * কালিন্দীর ধার ॥

ফেরাকরি ভক্ষণ করিছে শুটি শুটি ।

ঘটে ভাঙ্গা নকুল আচলে বুটি বুটি ॥

আন্ত ভাই বস্তা বার বুথে রাম রাম ।

পিঠা তাত ভক্ষণ ব্যঞ্জন অহুশম ॥

আনন্দের গীমা নাকি অমিয়া সাগরে ।

কেহ কারো তুল্যা দেই সুখের উপরে ॥

খাভো খাভো খুদার কতেক তাল উঠে ।

ঠেংঠার বাজ বাজে শুভা * * * ॥

বস্ত্রপানে মত্ততা ।

কেহ দেই হাতে তালি কেহ নাচে গায় ।
 অবশ হইয়া কেহ গড়াগড়ি যায় ॥
 কাহিনী কহয়ে কেহ কেহ হল্য শ্রোতা ।
 অকস্মাৎ উঠে গেল গদাপর্ক-কথা ॥
 কুরুক্ষেত্রে গদাযুদ্ধ ভীম-দুর্যোধনে ।
 কথা শুন্না ডোমের খুমার উঠে মনে ॥
 কেহো ভীমসেন হইল কেহ দুর্যোধন ।
 ঠেকাঠেঙ্গি গদাযুদ্ধ করে ডোমগণ ॥
 হড়াহড়ি গুণ্ণোল হল্য বিপরীত ।
 মাতাল হইল ডোম নাহিক সন্ধিত ॥
 ডুমুনী সকল ঘরে শুনিবারে পায় ।
 আপন আপন পতি ঘরে লয়া যায় ॥
 লখ্যার ধরিয়া হাত কালুর গমন ।
 ঢল্যা যাতে ঢল্যা পড়ে স্থির নহে মন ॥
 লখ্যাকে বলেন বীর কোলে কর্যা নে ।

* * * *

স্বপ্ন-কথা লখ্যাকে কহিল বীববর ।
 স্বপ্নন কহিল মোকে পরম কোণ্ডর ॥
 নব লক্ষ দল লয়া গোড়ের পান্তর ।
 আট দিগে বেড়ি আছে ময়না-নগর ॥
 আমার এ দশা আজি কিবা আছে আর ।
 ময়না-নগর রাখি বান্ধিয়া হাত্যার (১) ॥
 শুনিঞা বলেন লখ্যা সমরে অঙ্গুর ।
 ঘরে শুয়া ঘুম বাও মাথার ঠাকুর ॥
 এত চিন্তা এহাতে ঠেক্যাছ কি প্রমাদে ।
 বম ইন্দ্র বরুণ না আটে মোর বাদে ॥
 গোড়ের কিশা পাত্র আন্তে যে এথায় ।
 মাথা কাটা নিব তার পিয়া পহুমার (২) ॥

কালুর বিহীনতা ও
 লখ্যার ধর্প ।

(১) হাত্যার ।

(২) পহুমার ।

সহদেব চক্রবর্তী—১৭৪০ খৃষ্টাব্দ ।

(পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা ।)

এই পুস্তকের বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত History of Bengali
Language and Literature পুস্তকের ৩৭৪—৩৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

উমার শৈশব-লীলা ।

নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা ।	রান্না ভাঁড় রান্না টাটি ।
রূপের নাহিক সীমা ॥	রন্ধনের পরিপাটি ॥
পঞ্চম বরিষ কালে ।	ধুলার ওদন করি ।
কর্ণবেধ কুতূহলে ॥	সবাকারে দিলা গোরী ॥
নানা আভরণ অঙ্গে ।	মিছা সে ভোজন স্থখে ।
সম-বয়সীর সঙ্গে ॥	হাত না পরশে মুখে ॥
যশোদা রোহিণী রমা ।	আচমন মিছা জলে ।
চিত্রলেখা তিলোত্তমা ॥	তাম্বুল দেও না বলে ॥
ছীরা জীরা সরস্বতী ।	সকলে বালিকা বুজি ।
হরিপ্রিয়া হৈমবতী ॥	পাতখোলা মুখগুচ্ছি ॥
কোশল্যা বিজয়া জয়া ।	শয্যা কদম্বের পাতা ।
পদ্মাবতী সতী ছায়া ॥	বিছান জগৎ-মাতা ॥
হরিষ হইয়া মনে ।	ছুটি ছুটি এক ঠাঞ্জি ।
সবাকার মধ্যমানে ॥	স্থূথের অবধি নাই ॥
ধূলার মন্দির করি ।	দেও দেও দিবা নিশি ।
বকুলের তলে গোরী ॥	আনন্দ সাগরে ভাসি ॥
ধুচনি কুলাচি পাতি ।	কেহ দেয় ছড়া কাঁটি ।
সঙ্গে জয়া হৈমবতী ॥	ঘেন গৃহস্থের বাটী ॥

সাধু মীননাথ ও প্রমীলা ।

প্রমীলা নারী রমণী সাধু মীননাথকে বিবিধ প্রলোভন দেখাইলে,
সাধু নিরোদ্ধত বাক্যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ।

প্রমীলে আমার বোলে কর অবধান ।

সংসার আমার ধন

সংসার আমার ধন

নিভার-কারণ ভগবান ॥

মিছা মায়া মধুরসে বন্দী হয়্যা মায়াগাশে
 হরিপদে না রহে ভকতি ।
 তসরের পোকা যেন লুতায় বসিয়া কেন
 নিজ সুখে মজে লগ্ন গতি ॥
 যোগীর পরম ধন গোবিন্দের পদে মন
 গুনেছি সনক সনাতন ।
 না শুনি ব্রহ্মার কথা (১) সবে হলো উর্দ্ধবেতা
 সাক্ষাৎ পাইল নারায়ণ ॥
 মন্তকেতে জটা ধরি গাছের বাকল পরি
 বিভূতি-ভূষণ ধরি গায় ।
 কি করিব রাজ্যধন পরম সুন্দরীগণ
 উহা কি আমারে শোভা পায় ॥
 কাননে করিয়া বাস সুখে থাকি বার মাস
 গোবিন্দ তপেন নিরন্তর ।
 তোমায় কহিছ দড় মোর অভিলাষ ছাড়
 যাহ ধনী আপনার ঘর ॥
 মধুর বচন তোর লোভমোহ কাম মোর
 নাহি কেন বাড়িও জঞ্জাল ।
 কেন চাহ মোর পানে বন্ধিম নয়ন-কোণে
 হায় হায় আমার কপাল ॥
 হৈয়া জটা-বদ্ধধারী যে জন পরশে নারী
 নাহি পাপী তাহাব সমান ।
 ও রসে বঞ্চিত আমি আর কত বল তুমি
 মোরে না শোভয়ে হেন কাম ॥
 প্রেমীলা বডেক ভণে বীননাথ নাহি শুনে
 ভাবে রামা কি করি উপায় ।
 বিজ সহসেব ভণে বিষমূলে যেই জনে
 দয়াবান্ হৈলে কালুয়ার ॥ (২)

(১) ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে স্তুতি—প্রজাবৃদ্ধি, সেই উদ্দেশ্যে অল্পকুলতা না দেখাইয়া ।

(২) যে সহদেব চক্রবর্তীর প্রতি কালুরার-নামক ধর্মঠাকুর বিষমূলে আসন্ন হইয়াছিলেন ।

সাধু মীনমাথের প্রতি তদীয় শিষ্যগণের প্রহেলিকা-
ভাষায় নিবেদন ।

গুরুদেব নিবেদি তোমার রাস্তা পায় ।

পুতকীর হৃৎখে সিদ্ধ উথলিল পর্কত ভাসিয়া যায় ॥ (১)

গুরু হে বৃক্ক আপন গুণে ।

গুরু কাষ্ঠ ছিল পল্লব মঞ্জরিল

পাষণ বিক্লিল ঘুণে ॥ (২)

হের দেখ বাঘিনী আইসে ।

নেতের আঁচলে চন্দ্র মণ্ডিত কায়,

ঘর ঘর বাঘিনী পোষে ॥ (৩)

শিল নোড়াতে কন্দল বাক্সিল সরিষা ধরাধরি করে ।

চালের কুমুড়া গড়ায়ে পড়িল পুঁ ইশাক হাসিয়া মরে ॥ (৪)

* * * * এ বড় বচন অদ্ভুত ।

আকাট বাক্সিয়া (৫) প্রসব হইল ছেলে চার পায়রার দ্বন্দ্ব ॥

অনেক যতনে নোকা বাধিছু কাকড়া ধরিল কাচি (৬) ।

মশার লাথীতে পর্কত ভাসিল ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি ॥

(১) মীনমাথ অবশেষে রমণীর প্রলোভনে দুর্গতি-প্রাপ্ত হইলে তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার তপঃপ্রভাব এবং ক্ষুদ্র রমণীর হৃৎখে তাঁহার এবিধ দুর্গতির কথা ব্রণ করাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা হৈয়ালীর ভাষায় নানা প্রকার উপমা দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, তাঁহার মত সাধুর এক্ষণ অধোগতি অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছে।

(২) গুরু কাষ্ঠ মঞ্জুরিত হওয়া এবং ঘুণের পক্ষে পাষণকে ছিদ্র করা বেক্স অসম্ভব ব্যাপার, আপনার পক্ষে সামান্ত নরহুলত দুর্কলতার অভিজুত হওয়াও তদ্রূপ।

(৩) তুলসী দাসের একটা দোহার অল্পবাদি।

(৪) ইহার তাৎপর্য এই যে, বৃহৎ পক্ষের অধোগতি হইলে সামান্ত ব্যক্তিরও বিক্রম করিতে ছাড়ে না।

(৫) আকাট=সম্পূর্ণরূপে। বাক্সিয়া=বক্ষ্য।

(৬) কাচি=বকী।

আগে নৌকা উড়িল পশ্চাৎ পুড়িল মাঝে বায় উড়িল ধূলা ।
সরিষা ভিজাইতে জল বিন্দু নাই ডুবিল দেউল চূড়া ॥ (১)

বাঘে বলদে হাল জুড়িল মকুট হৈল কৃষ্ণাণ ।
জলের কুস্তার হুড়া ঝাড়ি গেল মুখিকে বুনিল ধান ॥

তালের গাছে শোলের পোনা (২) সয়তান ধরিয়া থায় ।
সাগর মাঝে কৈ মংস্ত মুড়লি পঙ্গু পলুই লইয়া থায় ॥ (৩)

মধ্য সমুদ্রে ছুয়াড়ি পাতিলু সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক ।
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল হরিণী পলায় লাখে লাখ ॥

তৈল থাকিতে দীপ নিবাইলু আধার হৈল পুরী ।
সহদেব গায় ভাবিয়া কালুরায় শরীর বর্ণন চাতুরী ॥

(১) সরিষা ভিজাইবার জন্ত যে সামান্য জলবিন্দুর প্রয়োজন, তাহা নাই, অথচ বজা এত প্রবল যে, দেবালয়ের চূড়া পর্যন্ত ডুবিয়া গেল প্রত্যেকটা উপমায়ই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার ইঙ্গিত আছে ।

(২) ছা ।

(৩) সাগরের মধ্যে কৈ মংস্ত ধরিবার জন্ত খোঁড়া ব্যক্তি পলুই লইয়া চেষ্টা করিতেছে ।

জ্ঞানান্বেষণের অনুবাদ ।

কৃতিবাসী রামায়ণ ।

কৃতিবাস—জন্ম—১৩৮৫-১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ।

কৃতিবাসের যে বিবরণ আমরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং অপরাপর গ্রন্থে দিয়াছি, তাহার ঐতিহাসিক অংশ লইয়া সম্প্রতি গোল বাধিয়াছে । কৃতিবাস যে গোড়েশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলাম । কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, কংসনারায়ণ কৃতিবাসের অন্ত্যন দেড় শত বৎসরের পরবর্তী । কৃতিবাস যে রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সভায় বিজ্ঞান কতিপয় নামের ঐক্য দেখিয়া আমরা এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম । কংসনারায়ণের পূর্ব-পুরুষ জ্ঞানানন্দ বল্লাল সেনের সামসময়িক ব্যক্তি ; জ্ঞানানন্দ হইতে কংসনারায়ণ বিংশতি পর্যায়ে । সুতরাং কংসনারায়ণকে বোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া কিছুতেই অসম্মান করা যায় না । এদিকে কৃতিবাস যে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । কটক হইতে শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কৃতিবাসের জন্ম-তারিখ জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার গণনানুসারে কৃতিবাসের জন্মাব্দ খৃঃ ১৪৩২ হইয়াছিল । তিনি নিজেই পুনরায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার জানাইতেছেন, এই অঙ্গ সন্দেহে তিনি ভুল করিয়াছেন । “আদিত্যবার ত্রিগুনী পূর্ণ মাঘরাস”,—কৃতিবাসের আত্ম-বিবরণে তাঁহার জন্ম-সম্বন্ধে এই ছত্র পাওয়া যায়, ইহাতে “পূর্ণ” শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোল দাঁড়াইয়াছে । “পূর্ণ” অর্থ যদি মাঘী সংক্রান্তি হয়, তবে অবশ্যই রবিবার, পঞ্চমী তিথি, বরবতীপূজা এবং ৩০শে মাঘ । এতগুলির একত্র সংঘটন এক শতাব্দীতে বড় বেশী বার হয় না, এবং তাহা হইলে কৃতিবাসের জন্মাব্দ একরূপ নিশ্চিতরূপেই পাওয়া যাইবে । কিন্তু “পূর্ণ” অর্থ “সংক্রান্তি” কিনা ? কৃতিবাসী রামায়ণের যে পুঁথি বদনগঞ্জে রক্ষিত ছিল, তাহা বোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে

লিখিত। যোগেশ বাবু নিজে তাঁহার বিখ্যাত বন্ধুর দ্বারা এ বিষয়ে অনু-
সন্ধান করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ সম্বন্ধে আরো
কয়েকটি প্রমাণ আছে, এখানে তাহার দুই একটির উল্লেখ করা প্রয়ো-
জনীয়। কৃত্তিবাসের পূর্ণ-পুরুষ উৎসাহ বঙ্গালসেনের (১১০০ খৃঃ-১১৬৯ খৃঃ)
সামসময়িক, (“উৎসাহগুরুডুখ্যাতো মুখবংশে প্রতিষ্ঠিতো। গান্ধোলীয়
শিশোনামা কুলরোবাকরস্তথা ॥ এতে সর্কে মহাশ্বানঃ সভায়াং বঙ্গালস্ত চ।
রাজঃ প্রপুজিতাঃ পূর্বে প্রতীগ্রহপাৰাণ্ডমুখাঃ ॥”—বাচস্পতি মিশ্রের
কুলারাম।) উৎসাহ হইতে কৃত্তিবাস নবম স্থানীয়; তিন পুরুষে এক শত
বৎসর ধরিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৪০০ খৃষ্টাব্দে পাইতেছি। ঙ্গবানন্দ
মিশ্রের কারিকায় দৃষ্ট হয়, ১৪০২ শকাব্দায় (১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) দেবীবর
ঘটক যে মেল বন্ধন করেন, তাহাতে কৃত্তিবাসের তিনটি ভ্রাতৃপুত্র লইয়া
তিনটি মেল গঠিত হইয়াছিল। এই তিন ভ্রাতৃপুত্রের নাম—১। মালাধর
খাঁ (ইনি কৃত্তিবাসের সহোদর মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র); ২। শতানন্দ খাঁ;
৩। গঙ্গানন্দ (শেষোক্ত দুই জন কৃত্তিবাসের খুল্লভাত অম্বুদ্ধের প্রপৌত্র)।
এই মেল-বন্ধনের সময় কৃত্তিবাস কিংবা তাঁহার সহোদরগণ ও খুড়তুত
ভ্রাতৃগণের কেহই জীবিত ছিলেন না; তাঁহারা জীবিত থাকিলে তাঁহাদের
পুত্রগণ লইয়া মেলবন্ধন হইত না, তাঁহাদের নামেই উহা হইত। সুতরাং
যখন দেখা যায় যে কৃত্তিবাস কিংবা তাঁহার ভ্রাতৃ-স্থানীয় কেহই তখন জীবিত
ছিলেন না, তখন কৃত্তিবাসের পূর্বোক্ত ভ্রাতৃপুত্রদের সকলেই অবশ্য
বার্দ্ধক্য দশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ইহাদের বয়ঃক্রম
৫৫ ধরিতা লইলে এবং কৃত্তিবাসকে ইহাদের অপেক্ষা অন্ততঃ ৪০ বৎসরের
বড় অনুমান করিলে, কৃত্তিবাসের জন্মকাল আমরা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে পাইতেছি।
আমরা বিভিন্ন পথে বাইরা কৃত্তিবাসকে পূর্বে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে পাইয়াছিলাম,
এখন পুনরায় ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে পাইতেছি। সুতরাং কৃত্তিবাস যে খৃষ্টীয়
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ধানায়ই জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত। ইহা ছাড়া কৃত্তিবাস স্বীয় জন্মসময়-সম্বন্ধে
যে ছত্রটি লিখিয়াছেন, তাহা জ্যোতিষিক গণনার আলোকে ফেলাইয়া
আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার জন্মাব্দ নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিতে
পারিব, এরূপ আশা করিতেছি। কিন্তু “পূর্ণ মাঘমাস” কেহ কেহ “পুণ্য
মাঘমাস”—এর বিকৃত পাঠ মনে করিতেছেন। আমারও তাহাই সম্ভব
বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে মাঘ মাস, রবিবার ও শ্রীপঞ্চমী, কৃত্তিবাসের
জন্ম-সম্বন্ধে এই তিনটি মাত্র তথ্য নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে।

কৃত্তিবাস যে রাজার সভায় গিয়াছিলেন তিনি কে? এ প্রশ্নের উত্তর
বাল্লাভ ইতিহাসজ্ঞগণ করিবেন। বঙ্গের সর্বোচ্চ সিংহাসনে বিনি বসে

কিংবা তাঁহার নিকটবর্তী পূৰ্বপুরুষগণ উপবিষ্ট না হইয়াছেন, তিনি কখনই “পঞ্চগোড়েশ্বর” উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। “পঞ্চ গোড় চাপিয়া যে গোড়েশ্বর রাজা। গোড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।” ইত্যাদি উক্তিতে ইনি যে নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না তাহা প্রতীয়মান হয়। “নয় দেউড়ী” পার হইয়া কুন্তিবাসকে রাজার নিকট বাইতে হইয়াছিল এবং দ্বারীর হস্তে স্বর্ণময় বাট ছিল; পাঠ সমাপনান্তে কুন্তিবাস “গোড়েশ্বরের” নিকট যাইবেন, ইহা জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই সকল কথা মনে হয়, এই রাজা বঙ্গদেশে সে সময়ে প্রধান নৃপতি ছিলেন। ইনি সেন-রাজাদের বংশধর হইতে পারেন, নতুবা কোন মুসলমান বাদসাহও হইতে পারেন। কিন্তু যদিও “কেদার ধাঁ” প্রভৃতি মুসলমান-উপাধিযুক্ত নাম দেখিয়া মনে হয় রাজসভা মুসলমান-প্রভাব বর্জিত ছিল না, কিন্তু তথাপি এতগুলি নামের মধ্যে একটিও মুসলমানী নাম না পাইয়া আমরা এই রাজাকে হিন্দুরাজা অনুমান করার বেশী পক্ষপাতী। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ কুন্তিবাসের জন্ম-কাল ধরিয়া লইলে তিনি রাজা গণেশের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কুন্তিবাসের আত্ম-বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, পাঠক স্বয়ং তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

১। কুন্তিবাস রাজাকে প্রণাম করেন নাই, রাজাও তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই।

২। কুন্তিবাস রাজার দান গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই।

৩। সেই কালে হিন্দুরাজার সভায় বাঙ্গলা ভাষা বিশেষ অনাদৃত ছিল। “অষ্টাদশ-পুরাণানি রামস্ত চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রদ্ধা রৌরবং নয়কং ব্রজেৎ ॥” ইত্যাদি শ্লোকে ধাঁহার ভাষামুবাদকে নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাবান্বিত রাজসভা হইতে কুন্তিবাস রামায়ণ অনুবাদের ভার-প্রাপ্ত হইলেন। আমরা যতগুলি প্রাচীন ভাগবত ও মহাভারতের অনুবাদ পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই মুসলমান সম্রাট কি নবাবগণের আজ্ঞায় বিরচিত হইয়াছিল।

কৃতিবাসের আত্ম-বিবরণ ।

পূর্বেতে আছিল বেদাম্বুজ মহারাজ ।
 তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥ (১)
 বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির ।
 বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥
 সুখভোগ-ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে ।
 বসতি কবিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে ॥
 গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চায় ।
 রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায় ॥
 পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী ।
 আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥
 কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায় ।
 হেন কালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায় ॥
 মালী জাতি ছিল পূর্বে মালধ এখান ।
 ফুলিয়া (২) বলিয়া কৈল তাহার বোধনা ॥
 গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি ।
 দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী ॥
 ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি ।
 ধন-ধাত্তে পুত্র-পৌত্রে বাড়ল সন্ততি ॥
 গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয় ।
 মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয় ॥
 জানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত ।
 সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিসিত ॥
 ষোষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব ।
 রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥
 মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি ।
 ধর্মচর্চার রত মহাত্ম যে মানী ॥

(১) নৃসিংহ ওঝা আরিত হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ । ইহার পরবর্তী যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, কুলজী-গ্রন্থের সঙ্গে তাহার সকল-গুলিরই ঐক্য হুঁট হয় ।

(২) নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট টেশন হইতে ৭ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত ।

মদ-রহিত ওঝা স্মরণ মুরতি ।
 মার্কণ্ডেয় ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥
 সুনীল ভগবান্ ভথি বনমালী ।
 প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গান্ধূলী ॥
 দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার ।
 বঙ্গভাগে ভুলে তিহ স্নেহের সংসার ॥
 কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে ।
 মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥
 মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাধানি ।
 ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥
 সংসারে সানন্দ সতত কৃতিবাস ।
 ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস ॥
 সহোদর শাস্তি মাধব সৰ্বলোকে ঘৃষি ।
 শ্রীধর (১) ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
 বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর ।
 আর এক বহিন হৈল সতাই-উদর ॥
 মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী ।
 ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
 আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে ।
 মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥
 সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর ।
 সৰ্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোমর ॥
 সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল ।
 সহস্র সংখ্যক লোক ধারেতে বাহার ॥
 রাজা গোড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক বোড়া ।
 পাত্র মিত্র সকলে দিলেন থালা বোড়া ॥
 গোবিন্দ জর আদিত্য ঠাকুর বহুদর ।
 বিভাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর ॥
 তৈরব-সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল ।
 বারাগসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি বোঝয়ে বাহার ॥

(১) মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধরকৃত দ্বাধার 'বারাগসী' নামক
 একটি কবিতা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে ।

মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার ।
 ব্রাহ্মণ সঙ্কনে শিখে যাহার আচার ॥
 কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে ।
 মুখটি বংশের যশ জগতে বাধানে ॥
 আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস ।
 তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥
 শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িছ ভূতলে ।
 উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে ॥
 দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস ।
 কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
 এগার নিবড়ে (১) যখন বারতে প্রবেশ ।
 হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
 বৃহস্পতিবারের উবা পোহালে শুক্রবার ।
 পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা-পার (২) ॥
 তপায় করিলাম আমি বিস্তার উদ্ধার ।
 যথা যথা যাই তথা বিস্তার বিচার ॥
 সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীবে ।
 নানা ছন্দে নানা ভাষা অপনা হৈতে স্মরে ॥
 বিদ্যা সাধ করিতে প্রথমে হৈল মন ।
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
 ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাম্বীকি চাবন ।
 হেন গুরুর ঠাই আমার বিদ্যা সমাপন ॥
 ব্রহ্মার সমান গুরু বড় উদ্ভাৱ (৩) ।
 হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিস্তার উদ্ধার ॥
 গুরুস্থানে মেলানি (৪) লইলাম মঙ্গলবার দিবসে ।
 গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
 রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে ।
 পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম (৫) রাজা গোড়েখরে ॥

(১) নিবড়ে = অতীত হইলে ।

(২) বড়গঙ্গা বনোহরে । “পূর্ব সীমা ধূল্যাপুর বড়গঙ্গা-পার”—
 অন্নদামঙ্গল ।

(৩) উদ্ভাৱ = ভেজবী ।

(৪) মেলানি = বিহার ।

(৫) ভেটিলাম = উপহার পাঠাইলাম ।

দারি-হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম ।
 রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥
 সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি ।
 শীঘ্র ধাই আইল দারী হাতে সুবর্ণ-লাঠি ॥
 কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কুন্তিবাস ।
 রাজার আদেশ হৈল করহ সস্তাব ॥
 নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে ।
 সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন-পরে ॥
 রাজার ডাহিণে আছে পাত্র জগদানন্দ ।
 তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
 বামেতে কেদার খাঁ ডাহিণে নারায়ণ ।
 পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥
 গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব-অবতার ।
 রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার ॥
 তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে ।
 পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ॥
 ডাহিণে কেদার রায় বামেতে তরলী ।
 সুন্দর শ্রীবংশ আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
 মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর ।
 জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥
 রাজার সভাপান ঘেন দেব অবতার ।
 দেখিয়া আমার চিন্তে লাগে চমৎকার ॥
 পাত্রেরে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে ।
 অনেক লোক দাঁড়াইয়া রাজার সম্মুখে ॥
 চারি দিকে নাট্য গীত সর্বলোক হাসে ।
 চারি দিগে ধাওয়াধাই রাজার আগাসে (১) ॥
 আঙ্গিনার পড়িয়াছে রাজা মাছুরি ।
 তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুরি ॥

(১) আগাসে=গৃহে । অনেক ফুলেই আগাস শব্দ 'গৃহ' অর্থে ব্যবহৃত হইত; বলা, "তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আগাস" । "কবীর সকার নাই পবীর প্রকাশ" —আলওয়াল-কৃত পদ্মাবতী ।

পাটের চাঁদোরা শোভে মাথার উপর ।
 মাঘমাসে খরা (১) পোহায় রাজা গোড়েশ্বর ॥
 দাণ্ডাইয়া গিয়া আমি রাজ-বিগ্ধমানে ।
 নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে (২) ॥
 রাজ-আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উঠেঃসবে ।
 রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ॥
 রাজার ঠাই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে ।
 সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গোড়েশ্বরে ॥
 পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীবে ।
 সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্মরে ॥
 নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িহু সভায় ।
 শ্লোক শুনি গোড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
 নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল ।
 খুসী হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পনাল ॥
 কেদার ঝাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া ।
 রাজা গোড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া (৩) ॥
 রাজা গোড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান ।
 পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥
 পঞ্চগোড় চাপিয়া গোড়েশ্বর রাজা ।
 গোড়েশ্বর পূজা কৈলেন গুণের হয় পূজা ॥
 পাত্র মিত্র সবে বলে শুন বিজরাজে ।
 বাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥
 কারো কিছু নাই লই করি পরিহার ।
 যথা বাই তথার গোরব মাত্র সার ॥

(১) খরা=রোজ। যথা,—“জ্যোষ্ঠে খরা। আষাঢ়ে ধারা। শস্তের তার না সহে ধরা।”—খণ।

(২) সানে=সন্মুখ। যথা,—“সখী সব দেখাইয়া অঙ্গুলীর সানে।”—রাজেন্দ্রবাসের শব্দমালা।

(৩) পাটের পাছড়া=পটবস্ত্র। ‘পাটের পাছড়া’ শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়।

“বিনে বান্দী নাহি গিলে পাটের পাছড়া”—মাণিকচন্দ্রের গান, ১০ শ্লোক।

“পাটের পাছড়া পুটে বন উড়ে যায়।

যহার ঝাঁচল লুট পড়ি যার পাএ ন—ঐক্য-কবিতা

যত যত মহাপণ্ডিত আছরে সংসারে ।
 আমার কবিতা কেহ মিন্ধিতে না পারে ॥
 সম্ভট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক ।
 রামায়ণ রচিত করিলা অমরোথ ॥
 প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সজ্বরে ।
 অপূৰ্ণ জানে ধার লোক আমা দেখিবারে ॥
 চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত ।
 সব বলে ধন্ত ধন্ত ফুলিয়া-পণ্ডিত ॥
 মুনি মধ্যে বাখানি বাপ্পীকি মহামুনি ।
 পণ্ডিতের মধ্যে কুন্তিবাস গুণী ॥
 বাপ-মায়ের আশীর্বাদে গুরু-আজ্ঞা-মান ।
 রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥
 সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত ।
 লোক বুঝবার তরে কুন্তিবাস পণ্ডিত ॥
 রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে ।
 কুন্তিবাস রচে গীত সরসতীব বরে ॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ।

[বটতলার রামায়ণ অবলম্বন করিয়া আমরা কুন্তিবাসী রচনা উদ্ধৃত
 করি নাই । একখানি ৩০০ বৎসরের হস্ত-লিখিত পুথি হইতে নিম্নের
 অংশগুলি উদ্ধৃত হইল । পাঠক দেখিবেন, এই রচনা মূলের অনেকটা
 অসুস্থবাহী, —বটতলার পাঠ হইতে কতকটা অনাকর্ষিত এবং পৃথক ।]

বালি-বধ ।

দশ দিগ আলো করি রামের বাণ ছুটে ।
 বজ্রাঘাত হেন বালি-রাজার বুকে ছুটে ॥
 মরি মরি শব্দে বালি করে হাহাকার ।
 কোন্‌দল মাঝিল সোকে দাঙ্গাণ প্রহার ॥

ভূমিতে পড়িল বালি করে ছটফট ।
 রাম লক্ষণ চারি বীর গেলা বালির নিকট ॥
 রক্তে রাঙ্গা হৈয়া বালি লোটায় ভূমিতলে ।
 অশোক কিংকক যেন ফুটিল বসন্তকালে ॥
 ইন্দ্রধ্বজ পড়িল যেন ইন্দ্রের নন্দন ।
 গাএর অভরণ লোটায় মাণিক্য রতন ॥
 সুন্দর বানর-রাজ সুন্দর ধরে বেশ ।
 চিত্রবিচিত্র রামের বাণ করিল প্রবেশ ॥
 ইন্দ্রের প্রসাদে রত্নমালা-ভূষিত বানরে ।
 লক্ষী ছড়ায় পড়িল পঞ্চ প্রকারে ॥ (১)
 বালি রাজ্য পড়িল শূন্য হৈল পৃথিবী ।
 রামের অপবনঃ গাটল কৃত্তিবাস কবি ॥

মৃগী মারিয়া ব্যাধ যেন ধায় বড়ারড়ি ।
 বালি পড়িল বীর ভাগ যায় ছড়াছড়ি ॥
 এক দিগ্ধি করি রাম নেহালিছে বালি ।
 দস্ত কড়মড়ায় কোপে করে গালাগালি ॥
 নিবেশিল তারা মোকে বিবিধ বিধানে ।
 তোমা হেন ধার্মিক চণ্ডালে প্রতীত গেলাও (২) কেনে ॥
 নির্দোষ বানর রাম মাইলে কোন্ কাষে ।
 অধার্মিক রাজ্যকে রাজ্য নাঞি লাজে ॥
 কোন্ দেশ পোড়াবু তোমার মাইলু কোন্ খান । (৩)
 কোন্ অপরাধে মোর লইলে পরাণ ॥
 রাজকুলে জন্মিলে রাম তুমি সূর্য্যবংশে ।
 বিত্তর স্তম্ভ ধর রাম লোকেতে প্রশংসে ॥
 রাজনীতি নাই জান প্রজার পালন ।
 অন্ন বএসে তপস্বি-বেশে তুমিলে সৰ্ব্বজন ॥

বালির কটুত্ব ।

(১) মূল রামায়ণে আছে—ইন্দ্রদত্ত মালা, রামের বাণ ও বালির
 রাজোচিত মূর্ত্তি, লক্ষী যেন এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া দৃশ্যমান
 হইলেন ।

(২) খেলায় ।

(৩) তোমার কোন রাজ্য আমি লুণ্ঠ করিরাছি এবং তোমাকে
 কোথায় মারিরাছি ।

এত জানি বিশ্বাস গেলাও তোমা হেন চণ্ডালে
 কেনে মূনির বেশ ধর আহার ফলমূলে ॥
 মূনির বেশ ধরি বুল চণ্ডাল আচার ।
 ধার্মিক বোল বোলাহ অতি ছরাচার ॥
 ভুগে চাকিলে পথ কূপে পড়িলে সে জানি ।
 ইবে সে (১) জানিল তুমি যত বড় জ্ঞানী ॥
 ফল মূল খাই আমি কাহা নাহি হিংসি ।
 তোমা হেন পাপী নাই লোক বিশ্বাসী ॥
 ভাই ভাই কন্দলি করি মধ্যস্থ সমাঝে (২) ।
 কোথায় নাহি দেখি মধ্যস্থে আসিয়া বধে ॥
 আনের সনে রণ করি আনে আসিয়া মারে ।
 হেন চণ্ডাল জনকে পৃথিবী কেনে ধরে ॥
 হুজ্জন মারিয়া রাম সুজ্ঞানকে রাখি ।
 ক্ষেত্রিকুলের আচার এমত ভাল দেখি ॥
 যেন বেশে বেড়ার রাম তেন নহে কন্দ ॥
 লোক ভাঙিতে বেশ ধর নাঞি জ্ঞান ধর্ম ॥
 দেখাদেখি যদি মোকে মারিখিল (৩) বাণে ।
 এক মুটকির ঘারে তোমার লইতাঙ প্রাণে ॥
 আমা মারিতে সুগ্রীবের যুক্তি ভাল আইসে ।
 তোমা সনে রণ নাহি তুমি মার কিসে ॥
 লোকের আগে কাহিনী কহিবে কোন্ লাজে ।
 আদেখে মারিল আমি বালি বানররাজে ॥
 দশরথ মহারাজা ধর্ম-অবতার ।
 তাঁর হেন পুত্র হৈল কুলের বাঁধার ॥
 ধর্ম না জানি তপস্বীর বেশ বাপের গৌরবে ।
 তেকারণে মিল আসি চণ্ডাল সুগ্রীবে ॥
 পাশে পাশে মেলিয়া হৈল পাশের মরণা ।
 আনের সনে রণ করি আনে দেই হানা ॥
 বানর হৈতে জান যবে সিদ্ধ হব কায ।
 আনে কেনে আরতি দিলে থাকিতে বানররাজ ॥

(১) এখন ।

(২) সমাঝে—বুঝায়; অর্থাৎ মধ্যস্থ ব্যক্তি প্রবোধ দান করে ।

(৩) মারিতে ।

এক লাফ দিয়া মুঞি সাগর হৈতাও পার ।
 রাবণ মারিয়া সীতার করি তাও উদ্ধার ॥
 আমা পরীক্ষিতে রাবণ আইল সত্বর ।
 লেজে বান্ধি ডুবাইলুঁ চারি সাগর ॥
 কিঙ্কিয়া আসিতে তার গল-বন্ধন ধসে ।
 আমাকে বন্দিয়া রাবণ গেল আপন দেশে ॥
 এত করিতে নারিব স্ত্রীঘ্ন বলের টুটন (১) ।
 অনেক শক্কে করিবেক সাগর-বন্ধন ॥
 দুই কটকে সংগ্রাম হবেক অপার ।
 তত দিনে হবেক সীতার অস্থি চন্দ্র সার ॥
 রাবণে বান্ধিয়া দিতাও গলে দিয়া দড়ি ।
 দুষ্ট পুষ্ট সীতা পাইতে যেন ধবল ঘুড়ী ॥
 সকল কটকে স্ত্রীঘ্ন অনেক প্রবন্ধে ।
 অনেক শক্কে জ্বিনিতে পারিব দশদ্বন্দ্বে ॥
 আমা হেন পণ্ডিতকে মরণ-বেলায় ঘাটে ।
 তোমার হাতে মরণ মোর লিখন লগাটে ॥
 সোদর বধিঞা স্ত্রীঘ্ন অঙ্গদ কেনে রাখে ।
 রাম তুষ্ট হৈলে বাঁচাব সর্ব সুখে ॥
 আমা মারিঞা রাম তুমি হৈলে সুখী ।
 আমার মরণ বড় ভাগ্য কর্যা লিখি ॥
 এত বাক্য হৈল যদি বালি রাজার তুণ্ডে ।
 কৃত্তিবাস গাইল গীত কিঙ্কিয়া কাণ্ডে ॥

রাম বলেন ধর্ম না জান বনের বানর ।
 বানরের বোলে কার নহি কুরুপের (?) ॥
 চপল বানর জ্ঞাতি চপল তোর মতি ।
 চপল হৈয়া না জান ধর্মের কি পতি ॥
 আপনি ধার্মিক তুমি ধর্ম বুঝাহি আনে ।
 অষ্ট-লোকপাল-রাজা নিমিলে বচনে ॥
 প্রাধাপিক বানর সনে না করিলে যুক্তি ।
 আপন ইচ্ছায় বলিলে মোকে অধার্মিক মতি ॥

রামের উত্তর ।

যত যত রাজা সব হৈল যুগে যুগে ।
 ব্যথা করিঞা কোন্ রাজা এড়িলেক যুগে ॥ (১)
 তুণে খায় বনে চরে কাহো নাহি হিংসে ।
 কোন্ রাজা যুগী না মারিলচক্রে-স্বৰ্ঘ্য-বংশে ॥
 খান (২) কুড়িঞা লুকাই পাতালতা যুগে ।
 জী পুরুষ বিচার নাহি বিকিঞা মারি কাণ্ডে ॥
 নিদ্রা যায় সরল পৈসে পালায় তরাসে ।
 কাণ্ডে বিকিঞা মারি খেদাড়িয়া ধরি ফাঁসে ॥
 শাখাযুগ বলিয়া যুগের ভিতর গণি ।
 রাজা যুগ মাইলে নাহি অপবশঃ কাহিনী ॥
 এত যদি রামচন্দ্র বলিলা বচন ।
 রামের কথা শুনা বালি বলিছে তখন ॥

বালির প্রত্যুত্তর ।

নর বানর শৃগাল কুকুর কুস্তীর ।
 এই পক্ষ নথী রাম ভক্ষণ-বাহির ॥
 এই পক্ষ নথী মারি নাহি প্রয়োজন ।
 বানরের রক্ত মাংস না করি স্পর্শন ॥
 শশক শল্লকী গুণ্ডা আর যুগী গোধা ।
 এই পক্ষ নথী নহে ভক্ষণের বাধা ॥
 এই পক্ষ নথীর আমি নহি একজন ।
 তবে কেনে আমার তুমি বধিলে জীবন ॥

রামের উক্তি ।

আমার রাজ্যে বসিঞা কর পরদার ।
 তোমার পাপে আমার রাজ্যে পাপের সঞ্চার ॥
 জ্যেষ্ঠ হৈঞা কনিষ্ঠের করএ পালন ।
 কোন্ লাজে ভ্রাতৃবধু করিস্ হরণ ॥
 রাজদণ্ড হৈলে তবে পাপ-বিনোচন ।
 রাজা সুখী হৈলে বাড়ায় ধন জন ॥
 পাপ করিয়া পাপী যার রাজ্যের পাপ ।
 রাজ্যের শান্তি হৈলে তার পাপের বিনাশ ॥
 রাজ্যের মেহে পক্ষ মেহের অধিষ্ঠান ।
 ইন্দ্র চক্রে কুবের বরণ অগ্নি উপদান ॥

(১) মনতা করিয়া কোন্ রাজা যুগকে ত্যাগ করিল ।

(২) শূর ।

ইন্দ্রের তেজে রাজা অলঙ্ঘ্য কলবর ।

রাজ-শক্তি ।

চন্দ্রের তেজে রাজা দেখিতে সুন্দর ॥

যমের তেজেতে রাজা সংসার সব মারে ।

কুবেরের তেজে রাজার ধনে ঘব ভরে ॥

অগ্নির তেজেতে রাজা কোপ আগুনি ।

দেবতার তেজে রাজা মনুষ্যে না গণি ॥

হেন রাজাকে মন্দ বলিয়া মজিলি পাতকে ।

ভাই ঘৃচাঞা রাজ্য করিলে কোন্ লোকে ॥

রাজার রাজ্যে পাপ করিলে রাজার পাপ যাকে (১) ।

পাতকী জনা মারিলে পাপেব চাল ভাগে (২) ॥

নর বানর পাপ করিলে সে তাহাকে লাগে ।

পাপী জনারে মারিলে পাপের দোষ ভাগে ॥

আমার বাণে তোমার খণ্ডিল মহাপাপ ;

পাপ খণ্ডিল তুমি না কর বিলাপ ॥

ভরত হেন করিলাও স্ত্রীবেশ পালন ।

স্ত্রীবেশ মন্দ করিলে তার অবশ্য মরণ ॥

স্ত্রীবেশে মৈত্র করিহু আমি অগ্নি করা সাক্ষী ।

স্ত্রীবেশ মন্দ করিলে আমি নাই রাখি ॥

রাজ্য লৈয়া নিকালিয়া কৈলে দেশান্তরী ।

তোমা মারিতে সত্য করিহু অস্ত্র করিতে নারি ॥

পত্নীহানি না করিল ধর্মের বিচাৰ ।

ধার্মিক জ্যেষ্ঠ হৈয়া তুমি কর অবাবহার ॥

মৈত্রের জ্যেষ্ঠ তুমি আমার গোরবিত ।

গর্ভিত সনে জ্ঞায় (৩) করি না হয় উচিত ॥

তোমার জ্ঞায় করি জ্ঞায় নাহি সাজে ।

ক্ষম। কর বানর-রাজ কেনে পাড় লাজে ॥

পক্ষে মানা কর তুমি দৈবে নিযোজিত ।

আমার হাতে তোমার মৃত্যু দৈবের লিখিত ॥

ইন্দ্রের বিরুদ্ধ তোমার ইন্দ্রের ধর বেশ ।

ইন্দ্রের নন্দন তুমি চল ইন্দ্রের দেশ ॥

উত্তম জন হৈলে করে পরিহারে ।

অধম জন হৈলে বলিতে আপনা পাসরে ॥

বালির কমা-প্রার্থনা ।

বালি বলে রাম তুমি সংসার-পুঞ্জিত ।
 ঘাএর দাহে যত কহিলু সব অতুচিত ॥
 প্রণাম করিঞা বলি তোমার চরণে ।
 স্নগ্ৰীব অঙ্গদের তুমি করিহ পালনে ॥
 স্নগ্ৰীব রাজা করিতে তোমার অঙ্গীকার ।
 অঙ্গদ কুমারে কিছু দিহ অধিকার ॥
 রণে ভঙ্গ না দেই অঙ্গদ যুঝে আশুমান (১) ।
 যে ভিতে অঙ্গদ যুঝে সে ভিতে পড়এ ভঙ্গ্যান ॥ (২)
 কুন্তিবাস পণ্ডিত গুণের সাগর ।
 কিঙ্কিণ্যা-কাণ্ড গাইল শুনিতে মনোহর ॥

মাল্যবান্ পর্বতে রাম-লক্ষ্মণ ।

বর্ষাকালে বিরহ ।

তোমার প্রবোধে লক্ষ্মণ কর অবগতি ।
 বরিষা-সময়ে স্থির নহে মোর মতি ॥
 অষ্ট মাস বরির কিরণ সংসার-শোষণ ।
 চারি মাস বরিষে মেঘে হয় আচ্ছাদন ॥
 বরিষণে ভিজিয়া পৃথিবীর অন্তরে বাড়ে তাপ ।
 সীতা অগুরিয়া যেন আমার সন্তাপ ॥
 হুই কূলে সরবু বহে নিখল জল ।
 অবোধ্যার শুনি যেন লোকের কোলাহল ॥
 মহাপ্রতাপ হৃথোর তেজ বরিষা-কালে ঢাকে ।
 আমি যেন মজ্জিলাঙ জানকীর শোকে ॥
 বরিষণের ধারা যেন পর্বত-শিখর ।
 রাজা হৈঞা রাজ-ভোগী স্নগ্ৰীব বানর ॥
 কাল মেঘে দেখি চিকুরের (৩) পাটি পাটি (৪) ।
 কাল রাবণের কোলে সীতার ছটকটি ॥ (৫)

(১) অগ্রসর ।

(২) যে দিকে অঙ্গদ যুদ্ধ করে সে দিকে বিপক্ষগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দেয় ।

(৩) বিছ্যভের ।

(৪) পাটি পাটি = পংক্তি ।

(৫) বিছ্যৎ স্থির থাকে না, সীতাও রাবণ কর্তৃক ধৃত হইয়া

হাত পা ছুড়িতেছিলেন, এই ভক্ত বিছ্যভের সঙ্গে বান্দীকি এই অবস্থায়
 সীতার উপর দিয়াছিলেন । “দুরন্তী রাবণভাকে বৈদেহীব তপস্বিনী”
 কবীর অর্থ “ছটকটি” শব্দে সুললিতরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে ।

সাগর পার লক্ষা বান্ধসে পুরী ।
 কেমনে বন্ধে তাথে সীতা স্নানরী ॥
 চিন্তিতে গুণিতে সীতা মবির আচরিত ।
 কি করিব সহোদর কি করিব মিত (১) ॥
 পাখী হঞা উড়িয়া যাও সাগরের পার ।
 অনাথিনী সীতার দেখো শয়ন আহার ॥
 আমাকে ছাড়িয়া সীতার অন্ত নহে মনে ।
 কোথা থুইল রাবণ কিবা মারিল পরাণে ॥
 জলেতে ডরিল সব দেশ বে ফাফরে ।
 রাজ-কটক বরিবাত না করে আগুসারে ॥
 বর্ষা দুর্গম পথ সাগর পাথার ।
 কেমনে কটক তাহাতে হব পার ॥
 বরিষা-কালে স্ত্রীবকে বলিব কোন মতে ।
 আমার কার্য করিব বরিষা প্রভাতে (২) ॥
 স্ত্রীব বানর মোর করিব উপকার ।
 সন্ডে মেলিঞা করিবেক সীতাব উদ্ধার ॥
 এই তপস্বীর বেশে মুঞি সাধিব কলবর ।
 সীতার তাপ না পাও যেন জন্ম-জন্মান্তর ॥
 বাপের ঘরে না থাকে সীতা না থাকে মোর ঘরে ।
 আমাকে দেখিলে সীতা সকল পাসরে ॥
 আমার বিহনে সীতা হয়্যাছে দুঃখবতী ।
 কোথা আছে আসিয়া সেথুক আমার হুর্গতি ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রামের গেল ভ্রামাস ।
 রামের বিলাপ রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

(১) মিত্র ।

(২) প্রভাতে = শেষ হইলে ।

লক্ষ্মী-কাণ্ড ।

রাবণ-বধের পর সীতার নিকট দূত প্রেরণ । সীতার

অগ্নি-পরীক্ষা ও রামের শোক ।

পাত্র মিত্র সনে রাম করিয়া অহুমান ।
সীতাকে জর-বার্তা দিতে পাঠায় হনুমান ॥
লঙ্কাতে সাক্ষাৎ হনু সীতাকে কহিতে কথা ।
ধাঞা ধাঞা রাক্ষস হনুকে নোড়ায় মাথা ॥
গৌরবেতে হনুমান নিল রাক্ষসগণে ।
প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বনে ॥
মলিন বস্ত্র পর্যাচ্ছেন মা গাএ পড়্যাছে মলি ।
তবু রূপে আলা করিছে পড়িছে বিজলী ॥
ভূনিষ্ঠ হৈয়া হনুমান সীতা নোড়ায় মাথা ।
রাম-লক্ষ্মণের কহে সংগ্রামের কথা ॥
সুগ্রীবের প্রতাপে বানরের হানাহানি ।
বিভীষণের মন্ত্রণাতে রাম লঙ্কাপুরে জিনি ॥
সবারূবে বরিল রাবণ মহাপাপ ।
রাজ-লক্ষ্মী ছাড়িল তোমার দিরা মনস্তাপ ॥
আপন ঘরে রাক্ষস আছে জনে জন ।
তোমাকে নিতে আসিবেন এথা ধার্মিক বিভীষণ ॥
এত কথা হনুমান কহিল হরিষ বাণী ।
হরিষে আপনা পাসরিলা সীতা ঠাকুরাণী ॥
হনু বলে কেন মাতা বিরস বদন ।
হরিষ বার্তাতে উত্তর না পাও কি কারণ ॥
সীতা বলেন হরিষে পাসরিলাও আপনা ।
হরিষে গদগদ হৈছে না করিহ স্থণা ॥
যে বার্তা কহিলে বাপু পবন-নন্দন ।
তোমার যোগ্য ধন আমি তাবি মনে মন ॥
যদি মাণিক্য দি যদি লঙ্কার ত্যাগার ।
এত দ্রব্য দিরা তোমার শোধিতে নারি ধার ॥
হনু বলে কি এসার করিবে ঠাকুরাণী ।
রাম-লক্ষ্মণের অব্যাহতি তাহা আমি পণি ॥

সীতাকে জর-বার্তা
প্রদান ।

সীতার আনন্দ ।

এক প্রসাদ নাগি মা না করিহ আন ।

অকৃত বর প্রার্থনা ।

রাম লক্ষণ তুষ্ট হবেন মোরে দিলে দান ॥

তোমার ঠাক্রি আছে যত রাবণের চেড়ী ।

আমার অগ্রেতে তোমার উঠাঞাছে বাড়ি (১) ॥

চড়ে দন্ত ভান্দিব চুল ছিঁড়িব গোছে গোছে ।

আছাড়িয়া প্রাণ নিব আজি ডাঁগর ডাঁগর গাছে ॥

নদ নদী দেখ যথা যথা ডাগর বালি ।

তাথে মুখ ঘসিব ধর্যা ধর্যা চুলি ॥

এই প্রসাদ দেহ মাগো না করিহ আন ।

রাম লক্ষণ সুখী হবেন মোরে দিলে দান ॥

হনুমান্ যত বলে রাক্ষসী সব স্তনে ।

ত্রাসে রাক্ষসী সব চাহে সীতার পানে ॥

সীতাদেবী বলেন বাপু মোর কর্ণের ফলে ।

আমার দুর্গতি করে রাবণের বোলে ॥

শুভ দশা হৈল এবে কারে নাই ঘাঁটা ।

তিন সন্ধ্যা পাএ পড়ে দন্তে করি কুটা ॥ (২)

রাজ-পাত্র বানর তুমি বৃক্কে বৃহস্পতি ।

সীতার প্রবোধ-দান ।

ক্লী-হত্যা করিয়া কেনে রাখিবে অধ্যাতি ॥

রাজার ঠাক্রি জানাহ বাপু আমার যত দুঃখ ।

সহস্র সুখ দেখে হয় রামচন্দ্রের মুখ ॥

চলিলা যে হনুমান্ মাএর আদেশে ।

সীতার বার্তা রামে কহেন বিশেষে ॥

যার ভরে কৈলে গোসাক্রি ঘোর মহামার ।

হেন সীতা আন্যা দেখে অস্থি-চর্ম্ম-সার ॥

অনেক দুঃখ পাইলা মা পাইলা অপমান ।

তোমা দরশনে মাএর দুঃখ অবসান ॥

সাত পাঁচ রামচন্দ্র ভাবি মনে মন ।

সীতা আনিতে পাঠাইলা রাজা বিভীষণ ॥

সীতাকে আনিতে

বিভীষণের পনন ।

(১) বসি ।

(২) এখন আমার শুভ সময় উপস্থিত, এখন আর ইহারা অপরাধ করে না (নাই ঘাঁটা),—এখন ইহারা দন্তে কুটা লইয়া তিন সন্ধ্যা আমার পার পড়িতেছে ।

জ্ঞান কর্যা পরাইবে উত্তম বসন ।
 নানা অলঙ্কারে সীতা দিও দরশন ॥
 চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে ।
 মাথা নোঙাঞাড়া দাঁড়ান সীতা-সন্নিধানে ॥
 জ্ঞান করি পর মা উত্তম বসন ।
 নানা আভরণ পর মাগিক রতন ॥
 সীতা বলেন কি করিব বেশ স্রবেশে ।
 অন্ননি ঘাইব আমি রঘুনাথের পাশে ॥
 জ্ঞান করিতে বিভীষণ করিল যতন ।
 নানা অলঙ্কার আনে রাজা বিভীষণ ॥

সীতার বেশ-ভূষা ।

গন্ধর্ব্ব স্ত্রী যত পরম সুন্দরী ।
 সীতার বেশ করিতে সতে দাঁড়ায় সাবি সারি ॥
 কনকের সিংহাসনে বসান জানকী ।
 নারায়ণ তৈল কেহ দেয় আমলকী ॥
 সীতার অঙ্গেতে দিল তিল পিঠালী ।
 শুভ্র বস্ত্রে সীতার গায়ের তোলেন মলি ॥
 গন্ধ আমলকী দিয়া সীতার মাথা ঘসি ।
 সুবাসিত জল কেহো ঢালে কলসী কলসী ॥
 নেতের বসন দিয়া অঙ্গের মোছে পানী ।
 পরিতে দিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের ভূনি (১) ॥
 নারায়ণ তৈল দেন জানকীর গায় ।
 সুবাসিত জল আনি জ্ঞান করায় ॥
 সুবর্ণ চিকণী করি আঁচুড়িলা কেশ ।
 নানা ছাদে কবরী বান্ধি বনাইলা বেশ ॥
 কিবা শোভা পায় তার সুবর্ণের সিঁথি ।
 গজমুকুতা তাহে দিলেন পাতি পাতি ॥
 নয়নে কাজল-রেখা সিঁথায় সিন্দূর ।
 দিনমণি দীপ্ত যেন শোভে কর্ণপূর ॥
 মাথার উপরে দিল কনকের টাঁপা ।
 পীঠের মাঝে হোলে বেণী তার কনকের কাঁপা ॥
 কঙ্কণ কনক-চুড়ি বাহর উপর তাক ।
 বিনি বার বেশর হোলে গলে মণির হার ॥

কটিতে কিত্তিগী দিল সোণার নুপুর পাএ ।
 চলিতে চলিতে সোণার নুপুর পঞ্চম গায় ॥
 ছদি মাঝে শোভে তাঁর বিচিত্র কাঁচলি ।
 মুকুতার হার উপরে করিছে ঝলমলি ॥
 শুভ্র বস্ত্র আনি দিল পরিবার তরে ।
 সোণার অঙ্গে শুভ্র বস্ত্র শোভা নাহি করে ॥
 রক্ত বস্ত্র আনি দিল পরিবার তরে ।
 সোণার অঙ্গে হেন বসন শোভা নাহি করে ॥
 নীল বসন আনিয়া দিল পরিবার তরে ।
 সোণার অঙ্গে নীল বসন ভাল শোভা করে ॥
 নীল বসন পরিধান তাহে বান্ধা পাড়ি ।
 কত কত লেখা আছে পক্ষ পাকড়ি (১) ॥
 বেশ হ্রবেশে হৈল সীতা যে সুলক্ষ্মী ।
 সীতার রূপে মোহ গেলা রাক্ষসের নারী ॥
 দিব্য চৌদল আনি যোগায় ততক্ষণে ।
 যাত্রা করেন সীতা রাম দরশনে ॥

কুহ কুহ শব্দে কোকিল করএ বোদিন ।
 মা ছাড়্যা গেলে আন্ধার হব অশোক-বন ॥
 ময়ূরগণ নৃত্য ছাড়ি করে হায় হায় ।
 ভ্রমর গুণ গুণ ছাড়ি লোটার সীতার পার ॥
 সীতার চরণে ধরি কান্দেন সরমা ।
 দাসী করি সঙ্গে নেহ না করিহ স্তব্ধা ॥
 জানকী কহেন শুন মিতা বিভীষণ ।
 সরমা বোহিনীর তুমি করিহ পালন ॥
 আমার সন্ধেতে যাইবে অযোধ্যা-ভুবনে ।
 রাক্ষসী দেখিয়া লোকে তর পাইব মনে ॥

অশোক-বনে শোক ।

অর রাম বলিয়া সীতা চাপিলা চৌদোলে ।
 রাক্ষস বানর সন্তে রাম অর বলে ॥
 দোলাখান বাহির হৈল অশোকের বনে ।
 সীতাকে দেখিতে আইসে রাক্ষস বানর চারি পানে ॥

রাম-সকালে ।

(১) পক্ষ পাকড়ি = পক্ষী । পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে শুধু পক্ষী
 বুঝাইতে কোন কোন সময় “পাখ পাখালি” বা “পক্ষী-পাকলা” চলিত
 কথার ব্যবহার হয় ।

ছই কটকের মিশালে কটকের পেলাপেলি ।
 কান্ধে দোলায় পথ না পায় চৌদলী ॥
 রাজা হৈঞা বিভীষণ ভূমে বহেন বাট ।
 কটকের হড়াহড়ি দেখি হাতে লইল ছাট ॥
 ছই পাশে বানর বাড়ি লইল গোটি গোটি ।
 আণ্ড পাছু শুনিএ বাড়ির চটচটি ॥
 বাড়ির ঘাএ ছই কটকের রক্ত বহে ধারে ।
 ততু সীতাকে দেখিতে না পাএ আপনা পাসরে ॥ (১)
 রাজা হৈঞা বিভীষণ করে বানরে বিনাশ ।
 অনেক শক্তিতে গেলা দোলা শ্রীরামের পাশ ॥
 রাম লক্ষ্মণ বসি আছেন পুণ্য-শরীব ।
 ডাহিনে বসিঞা আছেন সূগ্রীব মহাবীর ॥
 মনস্থখ নাহি রামের দেখি হড়াহড়ি ।
 রাক্ষস বানর সতে যায় গড়াগড়ি ॥
 বাড়ির শব্দ শ্রীরাম শুনে চারি পাশে ।
 চতুর্দিকে পড়ে বেন সুবর্ণ আওআসে ॥
 বাড়্যাবাড়ির শব্দ শুনিঞা রাম কোপে জলে ।
 পাকল দৃষ্টিতে রাম বিভীষণ নেহালে ॥
 রাজার মহাদেবী পূজার মায়ের তিতর গণি ।
 সতী স্ত্রী হইলে রাখে আপনা আপনি ॥
 চৌদল ঘুচাঞা সীতা ভূমে রহক বাট ।
 ছই কটকে দেখুক হাতের ফেলি ছাট ॥
 রামের বচন শুনিঞা সীতা চক্ৰযুখী ।
 রামের বচনে সীতা হইলা অনুরূপী ।
 চৌদল ছাড়িয়া সীতা নাখিলা ভূতলে ।
 সীতার রূপে বিজলী পড়িছে মহীতলে ॥
 চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া যত বানরগণ ।
 এক দৃষ্টে নেহালে সীতা-রামের চরণ ॥
 দেখিতে স্তম্ভর সীতার উচ্চ পন্নোথর ।
 পাকা বিষকল জিনি দেখিতে স্তম্ভর ॥
 চিত্র বিচিত্র সীতার হিয়ার কাঁচলি ।
 তাহার উপরে মণি মাণিক্য কলমলি ॥

কটকের সীতা-দর্শন ।

(১) নিজেন্দ্রের শরীর যে বিভীষণের বেজাঘাতে ক্ষত হইয়া
 বিষত হইয়া সীতার অবশন-জন্য দ্রবীভূত ।

কনক রচিত মায়েব স্তন দুই ভাব ।
 তাহার উপরে শোভে সাত-লহরী হার ॥
 সোণার অলঙ্কার শোভে দুই কণ ভরি ।
 সুবর্ণ কঙ্কণ আর মাণিক্য অঙ্গুরী ॥
 চরণে শোভিত মায়েব বাজন নৃপুং ।
 নানা অলঙ্কার শোভে বতন প্রচুব ॥
 নানা অলঙ্কারে সীতার রূপেব নহি সীমা ।
 সাক্ষ্য দিতে নারে বাব কপের উপমা ॥
 দ্বিতীয়র চন্দ্র যেন উদিত গগনে ।
 দুই কটকের নুষ্ঠা হৈল সীতার দবশনে ॥
 মনে মনে চিত্ত তবে বানর সকল ।
 সীতারে দেখিয়া সভাব ডনম সফল ॥
 রাক্ষস কটকেব ব্যবহাবে মজিল লঙ্কাপুৰী ।
 সবংশে মজিল রাবণ সীতা কবচ চুরি ॥

চতুর্দোল হৈতে তখন নাছিল জানকী ।
 লজ্জাতে আপনার গাএ আপনি হৈলা লুকি ॥
 কেহো কিছু নাহি বোলে সভার ভিতরে ।
 শোক সম্বরিতা রাম বলেন ধীরে ধীরে ॥
 রাবণের ঘরে ছিলে করিলাও উদ্ধার ।
 তোমার লাগিয়া অপবশঃ ঘোষএ সংসার ॥
 আমার অপবশঃ ঘুচিল তোমার উদ্ধারে ।
 উদ্ধারিঞা মেলানি দিলাও সভার ভিতরে ॥
 আমার কেহো নাহি ছিল তোমার পাশে ।
 শরন ভোজন তোমার না জানি দশ মাসে ॥
 সূর্য্যকূলে জন্ম দশরথের নন্দন ।
 তোমা হেন জীয়ে মোর নাঞি প্রয়োজন ॥
 আজি হৈতে নহ সীঞা (১) আমার বরদী ।
 বধা তথা বাহু তুমি দিলাম মেধানি ॥
 হের দেখে স্ত্রীবি বানর-অধিপতি ।
 উহার ঠাঞি থাক গিয়া যদি লয় মতি ॥
 রাক্ষস-রাজ দেখে ঐ রাজ্য বিতীষণ ।
 উহার ঠাঞি থাক গিয়া যদি লয় মন ॥

রামের কটক্তি ।

ভরত শত্রুয় দেখে সহোদর হু-ভাই ।
নয় সেবা কর্যা থাক গিয়া তা সভার ঠাঞি ॥
যথা তথা যাহ সীতা আপনার স্নেহে ।
কেন আজ আইঞা কান্দ আমার সমুখে ॥

সীতার উত্তর ও অঙ্গি-
পরীক্ষা ।

যত যত বলেন রাম অতি নিষ্ঠুর বাণী ।
ধারা শ্রাবণের হুই চক্ষে করে পানী ॥
কেহো কিছু নাঞি বোলে সভার ভিতরে ।
আঁধির লোহ মুছি মা সীতা বলেন ধীরে ধীরে ॥
জনক ঝিয়ারী উত্তম কূলে উৎপত্তি ।
দশরথ-সুত রাম মোর হন পতি ॥
ভাল মতে জান গোসাঞি আমার চরিত ।
জানিঞা শুনিঞা কেন করিছ হুর্গতি ॥
ধর্মশীল গোসাঞি তুমি বিচারে পণ্ডিত ।
বিভা কাল হৈতে জান আমার চরিত ॥
আজ্ঞ উপাস্তের কথা শুন ঠাকুর রাম ।
তোমা বিহু অস্ত্রপুরুষ পিতার সমান ॥
বলিবে যেবা রাবণ হরে হরাচার মতি ।
লোকে বলিবে অমুচিত সীতা নয় সতী ॥

এত বাক্য শুনিঞা তখন রাম নারায়ণ ।
তোমার বাক্য সীতা না লয় মোর মন ॥
শ্রীরাম বলেন আমার মাহুষ-কূলে জন্ম ।
মাহুবে ডরায়্যা করি মাহুষের কন্ম ॥
দশ মাস ছিলে তুমি রাবণের পাশে ।
কেমনে বঞ্চিলে তুমি না জানি বিশেষে ॥
অযোধ্যায় জন্ম আমার স্বাক্ষর নন্দন ।
তোমা হেন জীয়ে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
এতেক শুনিঞা সীতা রঘুনাথের তুণ্ডে ।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জানকীর মুণ্ডে ॥
কান্দিয়া জানকী বলেন সর্বনাশ হৈল ।
সতীর শাপ ব্যর্থ নয় মোরে ফলে গেল ॥
কান্দ্যা কান্দ্যা বলেন সীতা রঘুনাথের কাছে ।
তোমা বিদ্যো কোথা যাব মোর কেবা আছে ॥

বহুমতী জননী স্বামী রাজ্যেশ্বর ।
 সৰ্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাতা কেনে বল ছুরক্ষর ॥
 পাশু রাবণ মোরে অশোক-বনে রাখে ।
 সে সব দুঃখের কথা নিবেদিব কাছে ॥
 চেড়ীর প্রহারে ভূমে গড়াগড়ি যাই ।
 সে দিনের দুঃখ শুন জগৎ-গোসাঞি ॥
 জলে প্রবেশ কবি কিম্বা হই আত্মঘাতী ।
 হেন কালে হনুমান গেলেন শীঘ্রগতি ॥
 হনুমানের মুখে তোমার তত্ত্ব পাইলাও রাম ।
 তোমার কুশল শুভা মোর দেহে রৈল প্রাণ ॥
 তোমার সংবাদ যদি হনুমান না বলে ।
 মনেতে করিলাও বিচার মরিব সাগর-জলে ॥
 হনুমান বানর যদি সন্বাদ না দিত ।
 সীতার দেহ এত দিন মাটি হয়্যা যাত্য ॥
 আমার উদ্দেশে হনুমান পাঠাই যেই কালে ।
 আমার বর্জন কেন না কৈলে সেই কালে ॥
 বিধ খায়া মরিতাও কিম্বা অঙ্গ তেজে বেশ ।
 লঙ্কার আসিয়া নাথ কেন পাল্যে ক্লেশ ॥
 গাত্র খণ্ড খণ্ড হৈল রাক্ষসের বাণে ।
 এত দুঃখ পাইলে নাথ অভাগীর কারণে ॥
 আমার উদ্ধার লাগি কিবা ছিল কাষ ।
 কি দোষে ছাড়িলে মোরে রঘু-কুল-রাজ ॥
 এত লোকের মাঝে আজি করিলে অপমান ।
 এই হেতু উদ্ধার করিলে ভগবান্ ॥
 তোমা অপমানে প্রভু লাজ নাহি বাসি ।
 যে করিবে তব ইচ্ছা আমি তুয়া দাসী ॥
 দাসীর এমন দশা কৈলে ভগবান্ ।
 বেজ্ঞা নটিনী নহি যে সভাকে দেহ দান ॥
 এই হেতু এই দেহ না রাখিব আর ।
 অনলে পোড়াব দেহ কিহি সারোদ্ধার ॥
 হেদে হে লক্ষণ দেয়র দেহয়ে প্রসাদ ।
 অগ্নি জালা দেহ মোর বাউক অপবাদ ॥
 প্রভুর বালাই লয়া আগুনে পুড়িব ।
 অপবাদ মহাদুঃখ বাবৎ নাঞাব ॥

রাম বলেন অগ্নি জ্বল প্রাণের লক্ষণ ।
 অগ্নিতে বসিঞা সীতা তেজুক জীবন ॥
 আর মেনে সীতার জীবনে নাহি কাষ ।
 অগ্নিতে পুড়ুক সীতা ঘাউক লোক-লাজ ॥
 সহসা লক্ষ্মণে রাম দিল অহুমতি ।
 কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মণ করিলা প্রণতি ॥
 রামের চরণে ধরি করেন ব্যগ্রতা ।
 মোর নিবেদন রাখ না পোড়াহ সীতা ॥
 যাহার কারণে রণে প্রাণ হলা শেব ।
 সীতারে পোড়ায় কিবা লগ্না যাবে দেশ ॥
 দেহে হে করুণাময় মোর বোল রাখ ।
 কাঁপিছে সুন্দরী সীতা তুমি চার্যা দেখ ॥
 জ্বিভুবনে অগ্নি জ্বল লক্ষ্মণ ধামুকী ।
 লোক-লজ্জা মহাহুঃখ কি করে জানকী ॥
 এতেক বচন যদি বলিলা নিষ্ঠুর ।
 কান্দিতে কান্দিতে যান লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥
 অস্ত্র হাতে কুণ্ডলজঙ্ক করেন লক্ষ্মণ ।
 আর না যাইব মোরা অযোধ্যা-ভুবন ॥
 সীতা বিনে তিলেক না জীব রত্নগতি ।
 সীতার যে গতি সেই মো সত্য গতি ॥
 আড়ে দীঘে শত হাত কুণ্ডের প্রমাণ ।
 কশিগণে কাঠ আনে আজ্ঞা দিলা রাম ॥
 দেবদারু-কাঠ আনে চলল সুসার ।
 শণ পাট দ্বত তৈল আগিল আদার ॥
 হাহাকার মহারব চারিদিকে তুলি ।
 কুণ্ড মধ্যে আগিল রত্ন আভনি ॥
 পুনঃ পুনঃ বাড়ে অগ্নি উঠে মহাবেগে ।
 আহা মরি মরি জনি-ভনি চারিদিকে ॥
 বর্গ বর্গ পাতাল-জিন্দ সোকেল লকা ।
 অস্ত্র গড়ে কিবা কথা কাণে রাজ্য লকা ॥
 পুরুষ বা নারী বুক নাহি পুড়িবে (১)
 কি হলা কি হলা কল্যাণ উঠেব বঙ্গ-কান্দে ॥

(১) এমন পুরুষ বা নারী নাই যে বুক বাজিতে (দেহ ধরিতে) পারিয়াছিল ।

লঙ্কাপুরে ঘরাঘরি উঠে ঘেঁই কথা ।
 আশুনে পুড়িয়া মরিব ত্রীরামের সীতা ॥
 শুনি মাত্র সরমা কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে ।
 হেন কালে বিভীষণ গেলা নিজ ঘরে ॥
 উঠিয়া সরমা বলে কি শুনি বারতা ।
 আশুনে মরিব নাকি ত্রীরামের সীতা ॥
 বিভীষণ বলে হুঃখে পুড়িছে অন্তর ।
 নিদয় নির্ভব হল্যা প্রভু গদাধর ॥
 পাদপদ্মে ধরি সতে নিবেদন কৈল ।
 তথাপি রামের দয়া সীতারে না হল্যা ॥
 পূর্ণলক্ষ্মী পুড়িবেন জলন্ত অনলে ।
 বলিতে বলিতে রাজা ভাসে অশ্রুজলে ॥
 সরমা বলেন তবে মিছা দেহ ধরি ।
 অগ্নিকুণ্ড কর পরিবার সহ মরি ॥
 বিভীষণ বলে শুন পরম রূপসী ।
 এক দণ্ড থাক আমি পুনঃ দেখ্যে আসি ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেলা পুনর্বার ।
 মৃগপক্ষ সভার লোচনে জলধার ॥
 দেখিয়া রাবণ-রাজ পাসরে আপন ।
 ত্রীরামের মুখ হেরি কান্দে সর্বজন ॥

হেন কালে সীতা দেবী হুড়ে হুই হাত ।
 অভাগী বিদায় মাগে তোমার সাক্ষাৎ ॥
 অভাগী বিদায় মাগে তোমার চরণে ।
 দয়া না ছাড়িহ প্রভু জনমে জনমে ॥
 জন্মে জন্মে রাম তুমি মোর স্বামী হয় ।
 আর জন্মে হেন রূপে মোরে না ছাড়িহ ॥
 তোমার বালাই লয়া হব ছারখাব ।
 ত্রক্ষার বাহিত পদ না দেখিব আর ॥
 তিন বার প্রদক্ষিণ কর্যা রঘুনাথে ।
 চলিলা জানকী লক্ষ্মী অনল পশিতে ॥
 সরমাএ গেলা লক্ষ্মী পদ হুই চারি ।
 পুনর্বার দণ্ডাইলা পাদপদ্ম হেরি ॥

বালকের খেলা বেন তেমতি হইল ।
 দয়ানিধি বিধি মোরে বঞ্চিত করিল ॥
 পুনরপি ঘোড়করে বলেন ধীরে ধীরে ।
 কি লাগিয়া প্রভু রাম ছাড়িলে আমারে ॥
 কান্দিতে কান্দিতে সীতা পশিল অনল ।
 তা দেখি অবনী পড়ে বানর সকল ॥
 গন্ত পক্ষ অচেতন যায় গড়াগড়ি ।
 চলিলেন চন্দ্রমুখী মায়া মোহ ছাড়ি ॥
 এমন ব্যথিত মোর যদি কেহো থাকে ।
 প্রাণনাথে বুঝাইয়া অভাগীরে রাখে ॥
 তা দেখিয়া লক্ষ্মণের মুখে নাই রা ।
 চরণে ধরিয়া বলে না ছাড়িহ মা ॥
 বিবাদ ভাবিয়া লক্ষ্মণ যায় গড়াগড়ি ।
 কার বোলে রামচন্দ্রে তুমি যাবে ছাড়ি ॥
 আসিবার কালে মাতা সৌপিল তোমারে ।
 দস্তে তৃণ ধর্যা বলি না ছাড়িহ মোরে ॥
 তুমি যদি অগ্নিমাঝে করিবে প্রবেশ ।
 তবে আর রামচন্দ্র না যাবেন দেশ ॥
 চিত্রকূটে জননী ধরিয়া তোমার হাতে ।
 আপন মাথার দিব্য দিলা কান্দিতে কান্দিতে ॥
 রাম-সঙ্গে অবশ্য আসিহ চন্দ্রমুখী ।
 আমি বেন তোমাদের চান্দমুখ দেখি ॥
 অকীকার কৈলে তুমি তাঁহার নিকটে ।
 ভাবিতে সে সব কথা মোর প্রাণ কাটে ॥
 তোমা বিনে অযোধ্যা কেহো আর নাঞি রাখে ।
 বল দেখি অভাগী মাএর কিবা হবে ॥

জনকী বলেন লক্ষ্মণ আর কেনে কান্দ ।
 পুনঃ পুনঃ কত আর মায়া-মাঝে বাস ॥
 মোর কর্মমোখে হুখ বিধাতা সিঁচিল ।
 হৈল মোর এই দশা কপালে যে ছিল ॥
 পোড়াইল সিন্ধ অল অল প্রবেশে ।
 তুমি এক দাস্য করে দাস নিব দেশে ॥

ইহা বলি লক্ষ্মণ রাধিয়া পিছু ভিত্তে ।
 ধীরে ধীরে যান লক্ষ্মী কান্দিতে কান্দিতে ॥
 পবন-নন্দন হনু দূরে হৈতে দেখে ।
 সীতার সাক্ষাতে পড়্য মা মা বল্য কান্দে ॥
 হনুমান্ বলে মা এক দণ্ড থাক ।
 অধিকুণ্ড কর্যা মরি দাণ্ডাইয়া দেখ ॥
 পোড়াব আপন অঙ্গ হৈব ছারখার ।
 পুত্রের মরণ দেখ্যা তুমি কর আশুসার ॥
 এত বলি হনুমান্ লোটাইয়া কান্দে ।
 ছটকট করে বীর স্থির নাহি বান্ধে ॥
 সীতা বলে কেন কান্দ বাছা হনুমান্ ।
 তোমারে করিবেন দয়া গুণনিধি রাম ॥
 হনুমান্ বলেন মাগো তোমার কারণে ।
 সর্ব্বেই মরিব কেহো না জীব পরাণে ॥
 মরিব লক্ষ্মণ আর গুণনিধি রাম ।
 মরিব তোমার পুত্র বীর হনুমান্ ॥
 এমতি জননী যদি সভারে ছাড়িবে ।
 আর কি বলিব মাগো বধভাগী হবে ॥
 সীতা বলেনে কৰ্ম্মভোগ না কান্দিহ আর ।
 রাম লয়া অবোধ্যাকে যায় একবার ॥
 এত বলি পশ্চাতে রাধিয়া হনুমান্ ।
 পুনরপি কান্দে বীর বোধ নাহি মানে ॥
 এক মহাত্মঃখ মোর রহিল অন্তরে ।
 আপনি জননী মাগো বল্যাছিলা মোরে ॥
 যদি আমি একবার দেখি প্রভু রাম ।
 তোমারে সন্তুষ্ট হৈয়া কিছু দিব দান ॥
 আজি ত রামের পদ দেখিলে নয়নে ।
 তবে কেনে বঞ্চিত করিলে হনুমান্ ॥
 সীতা বলেন মাগো (১) বাপু যেই ইচ্ছা মনে ।
 তোমারে সে দিয়া দান পশিব আশুনে ॥
 যে কৰ্ম্ম কর্যাছ বাপু পবন-কোণ্ডর ।
 শোধিতে নারিব ধার জন্ম-জন্মান্তর ॥

অঙ্গুরী হনুমান্ ধীরে ধীরে কর ।
 কহিতে না পারে প্রেমে ছই ধারা বর ॥
 হনুমান্ বলে তবে দান পাই আমি ।
 যদি একবার রঘুনাথের বামে বৈস তুমি ॥
 এত বলি হনুমান্ পড়িলা লোটায়া ।
 জনম সফল করি নয়নে দেখিয়া ॥
 সীতা বলেন সাধ ছিল বিধি হলা বাম ।
 পাথারে ফেলায়া মোরে গুণনিধি রাম ॥
 জন্ম জন্ম গুণী আমি পবন-নন্দন ।
 শোধিতে তোমার ধার নারিব কখন ॥
 যে কর্ম কর্যাছ তুমি কে করিব আর ।
 মোর লাগি দারুণ সমুদ্র হৈয়া পার ॥
 সেই দিন নাঞি গেলে মরিতাও আপনে ।
 তুমি রামের অঙ্গুরী দিয়া রাখিলে পরাণে ॥
 সেই আশে এত দিন আমি প্রাণে নাহি মরি ।
 নয়নে দেখিলাও আমি রূপের মুরারি ॥
 তব পুণ্যে রাম-পদ পুনর্বার দেখি ।
 হইল পরম ভাগ্য ছুড়াইল আশি ॥
 অযোধ্যা-নগরে যাব মনে ছিল আশা ।
 বিধি মোরে হুঃখ দিল হলা এই দৃশা ॥
 যে আমার প্রাণধন সে ছাড়িল মোরে ।
 কহ বাছা হনুমান্ যাব কোথা কারে ॥
 অতএব আমি আর দেহ না রাখিব ।
 রামের বালাই লয়া অনলে পুড়িব ॥
 তোমা বিনে মোর বন্ধ আর কেহ নাই ।
 পুত্র-কার্য কর বাপু কহি তোমার ঠাঞি ॥
 তুমি পুত্র হনুমান্ রাম মোর পতি ।
 পুত্রের সাক্ষাতে মরে সেই পুণ্যবতী ॥
 জগতে হুঃখতি নাই আমার সমান ।
 সব হুঃখ দেখিতে না পাব জগদান ॥
 অতএব পুত্র-কার্য করিতে হুয়ার ।
 রাম যাতে পার তার কহ ত উপায় ॥
 এই বাসে বাছা তুমি এক দণ্ড থাক ।
 পুত্র-কার্য কর বাছা রাম নাম জাপ ॥

তোমার মুখে রাম নাম শুনি মৃত্যুকালে।
ইহা বই ভাগ্য নাই এ মহীমণ্ডলে ॥
যে কালে অগ্নির কুণ্ডে পড়িব আপনি।
সেই কালে যেন রাম নাম তোমার মুখে শুনি ॥

এত বলি সীতাদেবী অন্তরে ব্যথিত।
অগ্নিকুণ্ড-সমীপে হইল উপনীত ॥
সীতা বলে সাক্ষী হয় সকল দেবতা।
রাম বিনে অশ্রু যদি জানে রামের সীতা ॥
তবে মোর এই অঙ্গ ছারখার হব।
নিরমল সূর্য্যবংশে কলঙ্ক রহিব ॥
রাম বিনে আমি যদি অশ্রু নাঞি জানি।
তবে মোর দেহ রক্ষা করিবে আগুনি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মধুর।
শুনিলে পরমানন্দ পাণ যার দূর ॥

বৃদ্ধ বাল্য পশুপদ কান্দিতে লাগিল।
রাম রাম বলি লক্ষ্মী অগ্নিতে পশিল ॥
পরশমণির মাত্র অঙ্গ-পরশনে।
লৌহ আদি স্বর্ণ যেন হয় তৎক্ষণে ॥
তেমতি সীতার অঙ্গ পরশে কেবল।
অলস্ত আগুনি হল্য অতি সুশীতল ॥
সীতার শপথ-কালে ত্রিভুবন আলা।
আগুনে অঙ্গের শোভা আভর হইল্য ॥
তিন লোকে হাহাকার উঠে হেন কালে।
মহাবেগে উঠে অগ্নি গগনমণ্ডলে ॥
ক্রমে ক্রমে অগ্নি গিরা যুড়িল আকাশ।
দেখিয়া সকল লোকে লাগিল তরাস ॥

তাবৎ আছিল্য রাম হেটু কর্যা মাথা।
যত কণ অগ্নিমাঝে না পড়িল্য সীতা ॥
উঠিলেন রথনাথ আতবাস্ত হয়ে।
কোথা গেল প্রাণ সীতা আমাদে ছাড়িএ ॥
হেনে রে লক্ষ্মণ তাই সীতা কোথা গেল।
সীতা কিছু চারি দিক অন্ধকার হল্য ॥

রামের বিলাপ।

সীতা বিনে মোর প্রাণ তিলেক না রয় ।
 কান্দিতে কান্দিতে বলে দুই ধারা বয় ॥
 কহরে লক্ষণ ভাই কি করিব আর ।
 সীতা বিনে দশ দিগ হল্য অন্ধকার ॥
 আমি আর না যাইব আপন নগর ।
 সীতা বিনে প্রবেশিব অগ্নির ভিতর ॥
 কহিবে মাএর আগে তুমি যাহ দেশে ।
 আমি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে করিব প্রবেশে ॥
 এত বলি রামচন্দ্র বেগে যান ধাঞা ।
 আমি ঘুচাইব দুঃখ কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ॥
 প্রাণের দোসরী সীতা গেল যেই পথে ।
 আমি সঙ্গী হব ভাই যাব তাঁর সাথে ॥
 জ্ঞানহীন হঞা রাম ধাঞা যান বেগে ।
 দ্বরাভ্রি লক্ষণ ধরিল পদযুগে ॥
 ছাড়রে লক্ষণ ভাই দেহরে ছাড়িয়া ।
 সীতার বিরহ-দুঃখ যাব এড়াইয়া ॥
 লক্ষণ বলেন নাথ সঙ্গে কর মোরে ।
 চল দুটা ভাই প্রবেশিব কুণ্ডের ভিতরে ॥
 লক্ষণের গলা ধরি সচেতন হল্যা ।
 হায় হায় করি লক্ষণ কান্দিতে লাগিলা ॥
 * * আমার মনে আগে নাঞি হল্য ।
 ত্রিভুবন-জয়লক্ষ্মী অনলে পড়িল ॥
 শক্তিশেলে পড়্যা কেনে নহিল মরণ ।
 বিষম দৈবের গতি দুঃখের কারণ ॥
 তুমি যে ছাড়িবে লক্ষ্মী জানিব কেমনে ।
 না রাখিব দেহ আর পোড়াব আগুনে ॥
 কিন্তু আর প্রভু রামে নারিব রাখিতে ।
 দেশান্তরী হব রামে বান্ধিয়া গলাতে ॥
 লক্ষণের মুখ হেরি পাইয়া চেতন ।
 কি করিব বুদ্ধি মোরে বল হে লক্ষণ ॥
 যারে না দেখিলে প্রাণ তিলেক না রয় ।
 সে মোর আগুনে পুড়্যা হল্য ভ্রমর ॥
 জানকীকে সঙ্গে লয়া হল্যাও বনবাসী ।
 কি লয়া যাইব দেশে কর্যা ক্ষমরাশি ॥

পরীক্ষা চাহিআ ভাই কি কর্ম করিল।
 কাঞ্চন-প্রতিমা সীতা আঙনে পুড়িল ॥
 এ মোব কপাল মন্দ বিধি বাম হল্য।
 সমুদ্রে তরায়্যা নোকা শুকনায় ডুবালা ॥
 সীতা সীতা বলি রাম পুনঃ পুনঃ ডাকে।
 শোকেতে আকুল রাম হাত হানে বুকে ॥
 অগ্নি হতো উঠ সীতা জনক-বীয়ারী।
 তোমা বিনে প্রাণ আমি ধরিতে না পারি ॥
 উঠরে উঠরে প্রাণ আসি দেহ দেখা।
 তোমা বিনে আর প্রাণ নাঞি যায় রাখা ॥
 কান্দেন শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা নন্দন।
 তোমা বিনে অন্ধকার হল্য ত্রিভুবন ॥
 তোমা বিনে আর আমি না যাইব দেশে।
 তোমার লাগিয়া অগ্নি করিব প্রবেশে ॥
 এত বলি রামচন্দ্র করে কর হানি।
 লক্ষ্মণের কোলে মূর্ছা হন রঘুমণি ॥
 রাম যদি অচেতন লক্ষ্মণের কোলে।
 লক্ষ্মণ কান্দেন মা গো সীতা কোথা গেলে ॥
 আর মোরা দুটা ভাই দেশে নাঞি যাব।
 কৌশল্যা মাএর আগে কি বোল বলিব ॥
 জননী আছেন মাত্র চায়্যা পথ-পানে।
 সীতা রাম বলিয়া ডাকিছে রাত্রি দিনে ॥
 কেমনে মাএর আগে যাব দুটা ভাই।
 জননী বলিব সঙ্গে সীতা কেন নাঞি ॥
 কেমনে বলিব তাঁহে এ সব বারতা।
 বিবম-অনল-মধ্যে পোড়াইলাঙ সীতা ॥
 এই হেতু না যাইব আপনার দেশ।
 কিবা জল কিবা অগ্নি করিব প্রবেশ ॥

রাম কোলে করি লক্ষ্মণ শোকেতে ব্যাকুল।
 বানর-কটকে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥
 কেহ অচেতন কেহ ধায় রড়ারড়ি।

কটকের শোক।

রামের স্তন্য সখা স্ত্রী কপীজ ।
 গড়াগড়ি যায় রাজা শোকে হুয়া অন্ধ ॥
 কান্দিতে কান্দিতে বলে মোর বাচিঞা কি কাষ ।
 জ্যেষ্ঠ ভাই কেন মালাও বালি মহারাজ ॥
 বুধা শ্রম করিলাও সিদ্ধ-বন্ধন করিঞা ।
 বিবস-সংগ্রাম-অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ॥
 কুলিশ আগুনি তুল্য ইষু অঙ্গে বাজে ।
 অসম্ম্য-দারুণ-দুঃখ সংগ্রামের মাঝে ॥
 সকল নিফল হৈল শ্রম মাত্র সার ।
 সে লক্ষ্মী আগুনে পুড়া হলা ছারখার ॥
 দারুণ দৈবের দুঃখ সহ্য নাঞি যায় ।
 মনস্তাপে স্ত্রীপুত্র ধরণী লোটার ॥
 কান্দে রাজা বিভীষণ বুকে হানে ঘা ।
 অন্ধকার কর্যা কোথ্যা ছাড়া গেলে মা ॥
 * * * করিলাও প্রয়াস ।
 লঙ্কেশ্বর ভাই তার কৈছু বংশনাশ ॥
 ইন্দ্রজিৎ কুন্তকর্ণ অতিকার বীর ।
 কি লাগিয়া নষ্ট কৈলাম এই সব ধীর ॥
 * * * প্রাণ না রাখিব আর ।
 আগুনে পোড়াব দেহ হব ছারখার ॥
 এত বলি ধরণী লোটার বিভীষণ ।
 কান্দিছে অঙ্গদ বীর বালির নন্দন ॥
 দারুণ বিধাতা কেন হেন দুঃখ দিল ।
 অগত-জননী লক্ষ্মী আগুনে পুড়িল ॥
 এত বড় মনস্তাপ রহিল অন্তরে ।
 এত পরিশ্রম যুদ্ধ কৈছু কার তরে ॥
 পিতা যে মরিল তাহে শোক নাহি জানি ।
 সীতা-মায়ের বিচ্ছেদে আর না রহে পরাণী ॥
 রামকে উচিত নহে করিতে এমতি ।
 মনস্তাপে আগুনে প্রবেশ কৈলা সতী ॥
 হরি হরি কিবা হৈল দৈবের ঘটন ।
 ইহা বলি ভূমে পড়ে হৈয়া অচেতন ॥
 গড়াগড়ি দিয়া বীর হনুমান কান্দে ।
 জানকী বলিয়া কান্দে স্থির সাহস-বান্দে ॥

কেন বা লজ্জিত আমি ত্বরন্ত সাগর ।
 নানা অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড কৈল কলেবর ॥
 নির্জন কানন-বনে দুর্গম গহ্বরে ।
 পায়্যাছি যতেক দুঃখ কহিব কাহারে ॥
 করিয়া এতেক শ্রম সার্থক না হল্য ।
 আমা সভা ছাড়ি মা জানকী কোথা গেল ॥
 অপরাধ বিনে মাগো কোথা গেলে ছাড়ি ।
 ভাগ্যহীন পুত্র তোমার যার গড়াগড়ি ॥
 দস্তে তুণ ধর্যা বলি মোর বোল রাখ ।
 আমি আত্মঘাতী হই মা তুমি দেখ ॥
 এত বলি হনুমান্ অঙ্গে হানে কর ।
 মুচ্ছা পন্ন হৈল বীর ধূলিতে ধূসর ॥

নল নীল জাষ বান্ সুষেণ সম্প্রীতি ।
 মৈন্দ দ্বিবিদ কান্দে বানর প্রমাণী ॥
 দেব ঋষি কপিগণ লোটায় ধবণী ।
 গগনমণ্ডলে গিয়া উঠে উচ্চ ধ্বনি ॥
 ব্রহ্মা আদি চিন্তিত হইলা দেবগণ ।
 ইন্দ্র চন্দ্র ধনপতি প্রভু ত্রিলোচন ॥
 যত দেবগণ সম্মে দুঃখিত অন্তর ।
 জলের ভিতর থাক্যা কান্দেন সাগর ॥
 অচেতন রামচন্দ্র যত সভাতল ।
 শৌর্য্যবীৰ্য্য ছাড়ি রাম হৈলা বিকল ॥
 বড় বড় পাত্র যার সম্মে ঘোষে যশ ।
 রাম পাত্যা বারে কার না আঁটে সাহস ॥
 তা দেখিয়া সুরপতি অন্তরে ব্যথিত ।
 ব্রহ্মার সদনে গিয়া হল্য উপনীত ॥
 ইন্দ্র বলেন প্রজাপতি শুন মন দিয়া ।
 অচেতন রঘুনাথ সীতার লাগিয়া ॥
 ব্যাকুল শ্রীরামচন্দ্র জানকীর তরে ।
 সীত্র চল চল যাই রাম পাত্যাবারে ॥
 তনি রাজ প্রজাপতি হৈলা স্বরাপর ।
 সীত্রগতি চাপিলেন হংসের উপর ॥

দেবগণের যত্ন
 ও মর্ত্যে আগমন ।

দশরথ সঙ্গী ।

সর্ব দেবগণ সঙ্গে নড়িলা তুরিতে ।
 হেম কালে দেখা হুলা দশরথ-সাথে ॥
 ব্রহ্মাসঙ্গে নরপতি করিলা সন্তাষণ ।
 জিজ্ঞাসিলা তার পর কোথাকে গমন ॥
 প্রজাপতি যাৰ বলে পাতাবারে রাম ।
 দেখিবার সাধ আছে কমহ পরান ॥
 রাম নাম শুনি মাত্র নৃপসিংহ কর ।
 কহিতে না পারে প্রেমে দুই ধারা বর ॥
 যে রামের শোকে মোর দেহান্তর হুলা ।
 মোর আগে কেকরী যারে বাকল পরাণ্য ॥
 সেই মোর রামকে পাতাত্যে তুমি বাবে ।
 নয়নে দেখিব রামে হেন ভাগ্য হবে ॥
 বিধি বলে পূর্ণব্রহ্ম তোমার নন্দন ।
 অবনীতে অবতীর্ণ ভক্তের কারণ ॥
 রাবণ বধিরা কৈলা দেবের নিকৃতি ।
 যার পাদপদ্ম পার্যা ধন্ত বহুহতী ॥
 ধন্ত সূর্য্যবংশ ধন্ত তুমি নৃপবর ।
 কত পুণ্য কৈলে তুমি জন্ম-জন্মান্তর ॥
 পুণ্যকলে পুত্র পাল্যে প্রভু নারায়ণ ।
 যুগে যুগে তব কীর্তি রহিল ঘোষণ ॥
 প্রজাপতি চতুর্দুখে নানা স্তব কৈল ।
 রাম দেখিবারে নৃপ আনন্দে চলিল ॥
 দেবতা তেজিষ কোটি করিলা গমন ।
 আনন্দে চলিলা সব যে যার বাহন ॥
 রাজ হংসে ব্রহ্ম ঐরাবতে পুরন্দর ।
 বুকের উপরে দাম দেব মহেশ্বর ॥
 সিংহরথে মহামারা দুই পুত্র সঙ্গে ।
 অষ্ট লোকপাল আদি সঙ্গে বান রথে ॥
 যেখানে ব্যাকুল হৈরা প্রভু গদাধর ।
 অচেতনে পড়ি কান্দে সকল বানর ॥
 সেই থানে সর্বজন আশা শীতগতি ।
 রামকে দেখিরা ব্রহ্ম সখিমর মতি ॥
 রাম রাম বলি ব্রহ্ম পুনঃ পুনঃ ডাকি ।
 কান্ধ বোলে ছাড় পোসাঞি সীতা চন্দ্রকী ॥

জগতের চূড়া তুমি তুমি সভার গতি ।

মায়বের কর্ত্ত্ব কেন কৈলে রত্নপতি ॥

দেবের দেবতা তুমি গোলোকের পতি ।

ব্রহ্মার স্তব ।

তব নাতি-পদ্মে নাথ আমার জনম ।

তোমার গাএর গৌন সর্ব্ব দেবগণ ॥

তুমি পূর্ণব্রহ্ম সীতা জগত-জননী ।

রাবণ বধিতে জন্ম নিলে চক্র-পাশি ॥

লক্ষ্মী মূর্ত্তি জানকীরে ছাড় কোন দোষে ।

সামান্যের মত কর্ত্ত্ব দেবে নাঞি বাসে ॥

ব্রহ্মা যত যত বলে রান নাঞি শুনে ।

ক্রন্দনের ধ্বনি গিয়া উঠিছে গগনে ॥

রাক্ষস বানর সব করিছে ক্রন্দন ।

অশ্রু-জলে সভাকার ভাসিছে বয়ান ॥

অচেতন মৃগ পক্ষ তরু লতা আদি ।

লক্ষণের কোলে অচেতন গুণনিধি ॥

কান্দিছে লক্ষণ বীর করি হায় হায় ।

জনক-নন্দিনী বিনে হল্য অমুপায় ॥

হনুমানের সহিত তাঁহার মাতা অঞ্জনার সাক্ষাৎ ।

চক্ষু মেলিয়া বানরী পুত্র পানে চাই ।

বানরী বলেন আমার পুত্র কেহ নাই ॥

হনুমান বলে (১) বটে একটা পুত্র ছিল ।

না জানি নির্ঝলী বেটা কোথা গিয়া মৈল ॥

হনু বলে মরি নাই বাচ্যা আছি প্রাণে ।

অঞ্জনা বলে মাথায় তবে চুল নাই কেনে ॥

হনুমান মাএ কহেন কর-যোড় হঞা ।

মাথার কেশ উঠ্যা গেছে গাছ পাথর বঞা ॥

এত শুনি অঞ্জনা চান হনুর পানে ।

আচম্বিতে গাছ পাথর বৈলে (২) কি কারণে ॥

হনুমান বলেন মা নিবেদন করি ।

দশরথ-দ্রুত হৈল পূর্ণব্রহ্ম হরি ।

কৈ কৈ বিমাতা তার হৈল পাবণী ।
 ভরতে রাজত্ব দিল রঘুনাথে ভাণ্ডি ॥
 পিতার সত্য পালিতে রাম বনচারী ।
 পঞ্চবটীর বনে রাবণ সীতা কৈল চুরি ॥
 সীতা খুজ্যা রঘুনাথ ভ্রমেন বনে বনে ।
 ঋষ্মুখে দেখা হৈল স্ত্রীবেবর সনে ॥
 বালি বধ্যা স্ত্রীবেবকে দিলা ছত্রদণ্ড ।
 স্ত্রীবেব সাজিল বনে লগ্না রাজ্যখণ্ড ॥
 শতেক যোজন সেই প্রলয় সাগর ।
 সাগর বান্ধিতে বইলাঙ গাছ পাথর ॥
 বানরীর ক্রোধ তখন কে বলিতে পারে ।
 অসার্থক আমি তোরে ধর্যাছি উদরে ॥
 বিক্ তোরে বৃথা ব্যাচ্য আছ হনুমান্ ।
 এক ধার দুগ্ধ মোর কব নাই পান ॥
 এক ধার দুগ্ধ যদি এক দিন খাতে ।
 তবে কেনে এত শ্রম পাবে রঘুনাথে ॥
 সাগরের মাঝে যদি পড়িতে নার্যা যুর্যা আড় ।
 কটক লগ্না তোমার পৃষ্ঠে রাম হৈতেন পার ॥
 বজ্রঠাট মারিতে নাব্যাজ্জ লঙ্কার উপরে ।
 বান্ধস সহিত দশানন যাত্য যমের ঘরে ॥
 পৃষ্ঠে করি সীতা আনিতে রামের সদনে ।
 রণ করি রঘুনাথ শ্রম পাবেন কেনে ॥
 হনুমান্ বলিল মা কহি তোমার ঠাঞি ।
 সকল ক্ষমতা আছে রামের আজ্ঞা নাই ॥
 মাএ পোএর শুনি রাম কথোপকন ।
 রথে হৈতে নাশি তথা যাইলা তিন জন ॥

অঞ্জনার রাম সন্দর্শন ।

হনুমান্ বলেন মা তুমি ভাগ্যবতী ।
 তোমাতে দেখিতে আইলা অখিলের পতি ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবতা থাকে না পার ধোয়ানে ।
 আপনি শ্রীরামচন্দ্র তোমা সমিধান ॥
 হনুমান্ বলেন ঈহয় সারধান ।
 উঠিয়া প্রণাম কর দাঁড়ায় শ্রীমদ্রাম ॥

ঘোড় হাতে বানরী পড়িল রাঙ্গা পায় ।
 লোণার অঙ্গ বানরী এক দিঠে চায় ॥
 ঘোড় হাতে রথুনাথ কহেন চক্রমুখী ।
 নীল-কমল-অঙ্গে কিসেব চিহ্ন দেখি ॥
 রাম বলেন বানরী কব অবধান ।
 অঙ্গেতে বাজ্যাছে যত রাঙ্গসেব বাণ ॥
 অঞ্জনা কটাক্ষে চায় হনুমানের পানে ।
 এমন ইচ্ছা নাই তোবে দেখিবে নয়নে ॥
 হয়্যা কেনে না মৈলে নিকরী হনুমান ।
 তৌ থাকিতে শ্যাম অঙ্গে বাজে ছুষ্ঠের বাণ ॥
 এক ধার ছুগ্ন মোর না খাসি কখন ।
 তেঞি এত শ্রম পান ক্রীমধুহৃদন ॥
 আজি যদি বৃদ্ধকালে এড়ি ছুগ্নেব দাব ।
 সাতটা পর্কত ছুগ্নেব বেগে হয় কাব ॥
 তার পর বানরী পড়ে মীতাব চরণে ।
 মা তোমা চুরি কর্যাছিল পাপিষ্ঠ রাবণে ॥
 কটাক্ষে তার পানে যদি চাহিতে রূপসী ।
 রাবণ শত কোটি রাবণ হৈত ভয়রাশি ॥
 তার পর অঞ্জনা বলেন লক্ষণ ।
 ধন্য ধন্য লক্ষণ তোমার ধন্য ভীবন ॥
 তুমি দুঃখ পায়্যাছ বড় রাবণের শেলে ।
 আমার নিকরী পুত্র হত্যে এত দুঃখ পাল্যে ॥
 এক ধার ছুগ্ন যদি থাইত হনুমান ।
 তবে কেনে এত দুঃখ পাবেন শ্রীরাম ॥

হনুমানকে রামের হস্তে অর্পণ ।

রাম কহেন হনুমান্ আমি-দেশে যাই ।
 মাএর কোল যুড়া করি রহ মাএর ঠাঞি ॥
 রাম বাক্য নাহি লজ্জে বীর হনুমান ।
 যথা আজ্ঞা বলিয়া গেল জননী'ব স্থান ॥
 হেথা কেনে আইলে বাপু ছাড়িয়া শ্রীরাম ।
 অমৃত ছাড়িয়া কেনে বিষ করিলে পান ॥
 হনুমানের হাতে ধরিঞা দিল রাঙ্গাপায় ।
 আমার হনু ভাব লাগএ তোমার ॥

রাম তোমার পিতা জানকী তোমার মা ।
 যে তোমার মাতা পিতা তার সঙ্গে যা ॥
 হনুমানে কোলে তুনি আনিলা রত্ন-দীর ।
 যেই হনু সেই আমি একই শরীর ॥
 অঙ্কনা সম্ভাবি চলে রামের বিমান ।
 কুন্তিবাস বাখানিলা লঙ্কার পুরান ॥

শঙ্কর কবিচন্দ্র-কৃত—

অঙ্গদ-রায়বার ।

কুন্তিবাসী বামায়ণে যে “অঙ্গদ রায়বার” ভূষণ-স্বরূপ পরিগৃহীত, তাহা কুন্তিবাসের রচনা নহে। প্রাচীন কুন্তিবাসী পুথিতে তাহা পাওয়া যায় না, অপিচ কবিচন্দ্রের ভণিতাতেই তাহা পাওয়া যায়। নিম্নে ১০৫৯ বাং সনের লিখিত এক খানি পুথি হইতে কবিচন্দ্র কৃত “অঙ্গদ রায়বার” সমস্ত পালাটি উদ্ধৃত হইল। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি কচি-ছট পংক্তি আছে, তাহা আমরা কবিত্বের অনুরোধে কতক বর্জন কতক বা সামান্তরূপ পরিবর্তন করিলাম। কবিচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি প্রশংসনীয়, এই অংশ পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম শঙ্কর, কবিচন্দ্র তদীয় উপাধি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (তৃতীয় সংস্করণ) ৫০৯, ৫১৪-৫১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কুন্তিবাসী রামায়ণ মূলের অনুবায়ী, মূল বহির্ভূত অংশগুলি পরবর্তী-কবিগণের যোজন। বটতলা তাহা কুন্তিবাসের রচনা বলিয়া চালাইতেছেন।

সুগন্ধি-পুষ্পের মালা গঞ্জে মনোহর ।

অঙ্গদের গলে দিল যতেক বানর ॥

রামজয়-মঙ্গল-ধ্বনি উঠিল চারি পাশে ।

লক্ষ দিগ্ধা গিগ্ধা বীর উঠিল আকাশে ॥

সবল গমনে যার ছাড়ে সিংহ-নাদ ।

হেথা লঙ্কার রাবণ রাজা গণিছে প্রেমানন্দ ॥

শুকাশ্রমগকে (১) ডাক্য রাজা লাগিল জিজ্ঞাসিতে ।

উত্তর দিগে কিসের শব্দগুলা শুনি আচম্বিতে ॥

শুকাশ্রম বলে গোসাঞি সমুদ্রের কূলে ।

সিংহ-নাদ শব্দ কর্যা বানর গুলা বলে ॥

অঙ্গদের রায়বারে
 রাজা ।

শুন্য বজ্রাবাত পড়ে রাবণের শিরে ।
 নিশাচরকে বলিলা যেমন সাবধানে ফিরে ॥
 রাজার যতেক সৈন্য শুভ্রা কলরব ।
 কি হলা কি হলা বল্যা ধাঞা আলা সব ॥
 ঝাটীঝাপটা যত যত অস্ত্র লাখে লাখে ।
 মার মার করি শব্দ চতুর্দিকে থাকে ॥
 এক এক সেনাপতিব অযুতেক ঘোড়া ।
 হস্তী প্রতি নিযোজিত সহস্রেক ঘোড়া ॥
 শতেক পদাতিক এক অশ্বের সাজন ।
 এতেক কটকে বাজা কর্যাছে দিয়ান (১) ॥

রাবণের প্রতাপে কাঁপিছে বনুন্ধরা ।
 আজ্ঞাএ করিছে কার্য যত দেবতার ॥
 চক্ৰমা ধর্যাছে শিরে নবদণ্ড ছাতা ।
 শিশু পাঠে নিযোজিত আপনি বিধাতা ॥
 মালাকার হঞা হার গাঁথে পুরন্দর ।
 নারদে বাজায় বীণা বাজার গোচর ॥
 মন্দির মার্জনা করে পবন বকণ ।
 দ্বারে দ্বারী হঞা আছেন ত অরুণ ॥
 বৃহস্পতি বেদ পড়ে রাজার সভায় ।
 উর্কশী নাচয়ে আসি কিন্নরী গীত গায় ॥
 পবন বীজন তার মন্দ মন্দ বয় ।
 পৌর্ণমাসীর চন্দ্র আসি নিত্য উদয় হয় ॥
 নিদ্রা না যায় যম রাবণের ডরে ।
 অনল শীতল হয় যদি আজ্ঞা করে ॥

রাবণের প্রতাপ ।

এ সব বৈভব রাজা কিছুই না লেখে ।
 নিরবধি রামরূপ অন্তরেতে দেখে ॥ (২)
 শুইলে রামের রূপ স্বপনেতে দেখে ।
 ভরমে রামের রূপ ধরণীতে লেখে ॥ (৩)

রাম-ভীতি ।

(১) দরবার । (২) মারীচ রাক্ষসের এইরূপ রাম-ভীতি হইয়াছিল ।
 বায়ীকি লিখিয়াছেন—মারীচ রাবণকে বলিতেছেন “বৃক্ষে বৃক্ষে চ পশ্যামি
 টীর-কৃষ্ণাজিনাশ্রম । গৃহীত-ধনুসং রামং পাশহস্তমিবাভকম্ ॥”

(৩) “ভরমে তোমার রূপ ক্ষতি তলে লিখি ।” চণ্ডিদাস ।

অন্ত কথা কইতে রাজার মুখে বাইরায় রাম ।
 নয়ন মুঁদিলে দেখে দুর্জাদল-শ্রাম ॥
 রাবণ বলে ক্ষিতি-তলে রাম হল্য কি ।
 এবারে বামের হাতে কল্লচিৎ জী (১) ॥
 রাবণ বলে যা গুনি নাঞি ক্ষিতি-তলে হঞা ।
 নর-বানরে সাগর বান্ধে গাছ-পাথর বঞা ॥
 যা হয় নাঞি তাই হল্য আর কি বা হয় ।
 এই লক্ষ অক্ষৌহিনী সেনা কন কায়ে বা রয় ॥
 এতকাল তো সভারে খাওলাঞি (২) রাজ-ভোগে ।
 প্রতিদান কড়া গুণা না দিলি কন (৩) কালে ॥
 রাম-লক্ষণ দুই ভাইকে বান্ধা আন্যা দে ॥

সেনাপতির উত্তর,
 হনুমান্ ভীতি ।

রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলে সেনাপতি ।
 আমরা থাকিতে তোমার কিসের দুর্গতি ॥
 সীতা লঞা ক্রীড়া কর আনন্দিত-মনে ।
 আমরা মারিঞা দিব শ্রীরাম-লক্ষণে ॥
 জিভুবন সহায় কবা বাম যদি আনে ।
 তবে ত নারিবে সীতা নিতে আমরা বিহ্বলনে ॥
 বানরকে ভয় নাইক সে গুলা বনের পশু ।
 এখন মারিঞা দিব ঘর পোড়া না আত্মক ॥
 সে বেটা প্রধান বীর কটকের সার ।
 সে আইলে মহারাজা নাহিক নিস্তার ॥
 লক্ষা দগ্ধ কর্যা গেছে আখের নিমিষে ।
 সেই বেটাকে ভয় হইছে পাছে আবার আসে ॥
 সেই ত স্মৃত্তীব রামে করালেক মিতা ।
 সেই ত আত্মা দেখ্যা গেল অশোক-বনে সীতা ॥
 সেই তুলালেক বিভীষণে নানা কথা কঞা ।
 সেই ত দিলেক সাগর বাঁধা গাছ-পাথর বঞা ॥
 যত দেখিছ মহারাজা সব চক্রে তারি ।
 সে থাকিতে কেউ নারিবে রাখিতে রামের নারী ॥

(১) জীবন-ধারণ করি ।

(২) খাওয়াইলাম ।

(৩) ফোন ।

সুগ্রীবের সনে তার ভাইপো বেটা আছে ।
 লৈঞা দিঞা জন পাঁচ ছয় বামের কাছে আছে ॥ (১)
 আর যত দেখিছ লাফালাফি তার ভরসা পাঞা ।
 তাকে মাথো কটক যত যাবেক পালাঞেঞা ॥

বাবণ বোলে বে বুলিলি মোর মনে তা নিলেক ।
 জন্মিঞা না যে দুঃখ পাইলাও ঘরপোড়া তা দিলেক ॥
 ধাও মোর দূত সব কন বেলাকে আব (২) ।
 বাম-লক্ষণ থাকুক আণ্ড ঘরপোড়াকে মার ॥
 এই দুক্তি কর্যা রাজা আছিল তবস্তা ।
 হেন বেলায় অঙ্গদ নীব উত্তবিলা আস্তা ॥

অঙ্গদের আগমন ।

প্রকাণ্ড শরীর বীরের মন্দ মন্দ গতি ।
 পূর্বাঞ্চলে আলা (৩) যেন আইল দিনপতি ॥
 আকাশ-দিউটি বীরের ছুটা চক্ষু জলে ।
 মন্তক ঠেক্যাছে বীরের গগন-মণ্ডলে ॥
 দ্বারে দ্বারী ছিল অমুসঙ্গী যারা ।
 অঙ্গদের অঙ্গ দেখ্যা ভঙ্গিল তারা ॥
 অমুসঙ্গী ছিল যত রাজার রক্ষক ।
 মধুক পালাএ যেন দেখিয়া তক্ষক ॥
 দ্বারে দ্বারী ছিল উঠ্যা দিল রড় ।
 বীর লাথি চোটে কপাট ভাঙ্যা প্রবেশিল গড় ॥
 হুমের-পর্কত ঘের অঙ্গদের দে (৪) ।
 বাক্স সব বলে বাপরে ইটা আলা কে ॥
 পাত্র মিত্র নিঞা রাজা বস্তা ছিল কাছে ।
 অঙ্গদকে দেখ্যা চুপ দিলেক তরাসে ॥
 বস্তাছে বাবণ রাজা উচ্চ-সিংহাসনে ।
 তা দেখি অঙ্গদ বীর ভাবে মনে মনে ॥
 মনেতে করিল বীর ত্রীরাম স্মরণ ।
 লেঙ্গুর বাড়াল্য বীর পকাশ-যোজন ॥

(১) তাহাকে ধরিয়া মোট পাঁচ ছয় জন বীর বামের সৈন্তে আছে ।

(২) আর কোন সময়ের অপেক্ষা করিওনা ।

(৩) আলা = আলা ।

(৪) দে = দেহ ।

রাবণের ছলন।

কুণ্ডলী করিয়া নিজ বসিলা সভাতে ।
 পুরন্দর যেন শোভা করিল ঐরাবতে ॥
 অঙ্গদে দেখিয়া রাবণ মায়া ছল পাতে ।
 শত শত রাবণ হঞা বসিল সভাতে ॥
 যে দিগে অঙ্গদ চায় সে দিগে রাবণ ।
 দশমুণ্ড কুড়ি কর বিংশতি লোচন ॥
 তা দেখি অঙ্গদ বীর করেন ভাবনা ।
 রাক্ষসের মায়াফাদ পাতিল রাবণা ॥
 অঙ্গদ বলে কথা কৈব কন রাবণের সনে ।
 সব বেটা নি রাবণ হৈল ভেদ নাই কন সনে ॥
 সভে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে ।
 পুত্র হঞা পিতা বেশ ধরিবেক কোন্ লাজে ॥
 অন্তএব বুঝিলাও এই বেটা মেঘনাদ ।
 আকার ইঙ্গিতে তারে করিছে সন্ধান ॥
 তা দেখি অঙ্গদ বীর ভাবে মনে মনে ।
 এক কথা শুদ্ধাছি আমি বিজীঘণের স্থানে ॥
 নিত্য নিকৃষ্টিলা করে রাবণের বেটা ।
 কপালে দেখাছি তার ষষ্ঠ-শেষ-ফোটা ॥
 অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহিস ইন্দ্রজিত ।
 এত গুলি রাবণের মাঝে কে হয় তোর পিতা ॥

অঙ্গদের ব্যঙ্গ ।

(ইহার) কোন্ রাবণ দিগ্বিজয়ে গেছিল কোথাকে ।
 কোন্ রাবণ কোথা গেছিল পরিচয় দে মোকে ॥
 চেড়ী উচ্ছিষ্ট খালেক কোন্ রাবণ পাতালে ।
 কোন্ রাবণ বান্ধা ছিল অর্জুনের অশ্ব-শালে ॥
 কোন্ রাবণ যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ ।
 কোন্ রাবণ মাকাতার বাণে দন্তে করিলেক তৃণ ॥
 কোন্ রাবণ ধনুক ভাঙ্গিতে গেছিল মিথিলা ।
 তুলিতে কৈলাস-গিরি কোন্ রাবণ গেছিল ॥
 কোন্ রাবণ সুরা-পানে সদা থাকে মত্ত ।
 কোন্ রাবণের ভগিনী হয়্যা নিলেক মধুদৈত্য ॥
 তোরে একে একে কঞা দিলাকি সকল রাবণের কথা ।
 ইহা সভাতে কাষ নাইক যোগী রাবণটি কোথা ॥
 শূর্ণধা রাজী তারে করাইল দীক্ষা ।
 দণ্ডক-কাদনে সে বাপি খালেক ভিক্ষা ॥

শম্ভের কুণ্ডল কাণে রক্ত-বস্ত্র পরে ।
ভবুরা বাজাঞা ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে ॥
তপস্বীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই ।
ইহা সভাতে কায নাইক তোর সেই যোগি-রাবণট চাই ॥

উড়্যা গেল মায়া কায়া পড়্যা গেল ভঙ্গ ।
তুই জনাতে পড়্যা গেল বাক্যের তরঙ্গ ॥
বাঁধণ বলে ওরে বানরা গুন তোরে বলি ।
হেথা কেনে লঙ্কাপুৰী মঠে কেনে আলি ॥
কি নাম তুই কার বেটা কোন্ দেশে বসিস ।
মারিব নাই ভয় না করিস সত্য কথা বলিস ॥
অঙ্গদ বলে তোর ভয়েতে ধর থরাঞা কাঁপী ।
এখন এমন ধরণ কথা তোর মররে বেটা পাপী ॥
তো কোন্ ঠাকুরের বেটা তোরে ভয় কি ।
আমি কে তা জানিস না রে গুন পরিচয় দি ॥
বালি আর সূগ্রীব দুহে বীর অবতার ।
যা জিনিতে কিছুক্ষায় গেছিলি এক বার ॥
সে পড়ে বা না পড়ে মনে হল্য অনেক দিন ।
হাত বুলাঞা দেখতো গলায় আছে লেজের চিন ॥
সে বালির তনয় আমি সূগ্রীবের চর ।
বীর অঙ্গদ আমার নাম শ্রীরামের কিঙ্কর ॥
বেটা রাম কে তা জানিস না রে যার আনিলি সীতা হয়্যা ।
দেখিব এখন লঙ্কাপুরী রাখিস কামন কর্যা ॥
অরুণ বরণ নয় যে রামের সনে বাদ ।
তোর বংশে কেহো না থাকিবে মনে না করিস সাধ ॥
এইত রাম লঙ্কাপুরী বেড়িলেন আস্তা ।
বারায় (১) এখন কেনে রৈলে কোণের ভিতর বস্তা ॥

বাদামুখাদ ।

রাবণ বলেছকি বলিলি রাম লঙ্কায় আসে ।
না জানি কি হবেক তবে থাকিতে নারি বা দেশে ॥
তিনি মনে মনে পণ কর্যাছেন গুহ চণ্ডালের মিতা ।
সে বানর সহায় কর্যা উদ্ধারিবেন সীতা ॥

তোর রামের বিক্রম আমি দেখিবারে পাই ।
 না হল্যা তা দেশে থ্যাক্যা খেত্যাঞা দিলেক ভাই ॥
 সে নারী লঞা দারি (১) হঞা বনকে প্রবেশে ।
 সে ভাইকে মার্যা রাজ্য লঞা রইল কেলা দেশে ॥
 সে যে করে সে করুক ধরুক মোর মনে তা কি ।
 শূর্ণগথার নাক কেট্যাছে ব্যর্থ আমি জী ॥
 আত্মাছি তাহার নারী বলিগা যাঞা তারে ।
 করুক আত্মা রাম তপস্বী প্রাণে যত পারে ॥
 স্নেহের পরিত যদি মুঠধাএ লড়ে ।
 সাধবী রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে ॥
 গরুড়ের ধন যদি হর্যে লেই কাকে ।
 খলের শবীবে যদি পাপ নাই থাকে ॥
 খদ্যোৎ উদয়ে যদি সূর্য্য হয় পাত ।
 তবু রাবণ জিত্যা সীতা নিতে নারিবেক রঘুনাথ ॥
 আমি যে বলি শুন বানরা বল গা রঘুনাথে ।
 সেতুবন্ধ ভাংগ্যা দেক আপনার হাতে ॥
 আত্মাছে পরিত সকল যত বানরগণে ।
 আর বার খুক নিঞা যাঞা যে বা বার স্থানে ॥
 আত্মাছে পরিত সকল সেই খানে ধুবেক ।
 উপড়্যাছে গাছ পাথর সেই খানে তা রুবেক (২) ॥
 বিভীষণা পড়ুক আস্যা আমার পায় কাঁদ্যা ।
 ঘর-পোড়াকে অন্যা দেক হাতে গলে বাঁধ্যা ॥
 সেই কার্য্য আগে আমার আর কার্য্য পিছে ।
 বুঝ্যা শাস্তি করিব তা যে চিন্তে লাগে ॥
 তৃতীয় গ্রহর যখন রাত্রি নিশা ভাগে ।
 ছয়রে গ্রহরী মোর কেউ নাই জাগে ॥
 লক্ষ্য দণ্ড কর্যা গেছে রাত্রি আত্মা পড়্যা ।
 তার শাস্তি কর্যা দিব তবে দিব ছাড়্যা ॥
 ধনুর্কোণ ফেল্যা রাম খত লেখ নাকে ।
 সব দোষ ক্ষমা কর্যা কৃপা করি তাকে ॥

(১) স্বামী ।

(২) মৌপন করিবে ।

অঙ্গদ বলে গোসাঞি আইলাও আমরা ঠাই।

অঙ্গদের প্রত্যুত্তর।

মিছা ঝকঝকিতে কাণ নাইক দেখে চলা যায়।

বামকে কহিব ইহা না কহিলে নয়।

তোব সেতু-বন্ধ ভাঁগা দিব দণ্ড চারি ছয় ॥

লঙ্কা নিমাঞা (১) দিব যত গেছে খুড়্যা।

শূৰ্পণখার নাক কাণটা কেমনে যাবেক যুড়া ॥

বিভীষণকে বাধ্য আত্মা দিব তোব আগে।

বুঝ্যা শাস্তি কবিবি যে সেবা মনে লাগে ॥

ঘর পোড়াকে বাধ্য দিতে বলি বটে হয়।

তারে সেই হৈতে দূর কর্যাছেন খুড়া মহাশয় ॥

হনুমানের নির্দাসন

অঙ্গদের কথা শুতা দশানন হাসে।

৩৩।

ঘর পোড়াকে দূর করিলেক পাঞা কোন দোরে ॥

অঙ্গদ বলে যে কালে সে আত্মাছিল হেথা।

কঞা ছিল সুগ্রীব রাজা গুটি দুই চারি কথা ॥

লঙ্কায় যাইছ বাছা পবন-কুমার।

পালন করিঞা সত্য আসিবে আমার ॥

কুশ্কর্ণের মাথা আনিবে নখেতে ছিড়্যা।

সাগরের মধ্যে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়া ॥

অশোক-বন-সহিত সীতা আনিবে মাথায় কর্যা।

বাবণকে বামহাতে আনিবে জটে ধর্যা ॥

এই চারি কার্যের তরে রাজা পাঠাঞা ছিল তারে।

বেটা চারি কার্যের এক কার্য কিছুই নাঞি করে ॥

অঙ্গদের কথা শুতা রাক্ষস সব চায়।

সেই না কর্যা গেছে কিবা এই না কর্যা যায় ॥

কোপেতে সুগ্রীব রাজা কাটিতে ছিল তায়।

আমরা যত বানর সব ধরিলুঁ রামের পায় ॥

ভুবনের নিধি রাম গুণের সাগর।

সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিল না মার বানর ॥

না মারিল সুগ্রীব রাজা পাঞা রামের কথা।

দূর করিয়া দিল তারে মুণ্ডাইয়া মাথা ॥

সে কম দেশে পালাঞা গেল আছে কিবা নাই।

তার তত্ত্ব কর্যা আমরা বুজিছি কত ঠাঞি ॥

অঙ্গদের উপদেশ ও
গল্পনা ।

বুঝিলাও সে সব কথা কিছু মনে নয় ।
 শ্রীরামের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥
 কুজকর্ণ ভাই তোর বীর থাকে বলিস ।
 রামধনুকে বাণ-ঝুড়িলে কি হয় তা দেখিস ॥
 সে সব ফরাঞা গেল দিন দুই তিন আর ।
 শুনরে জানকী-নাথের ধনুকের টঙ্কার ॥
 আর জর্জর হএছিলে রাম জানকীর শোকে ।
 স্ব-হস্তে ব্রহ্ম-অঙ্গে বধ করিবেন তোকে ॥
 আর লক্ষ্মণকে করা গেল ইন্দ্রজিত-বধ ।
 আমরা সবাই আছি এই ঠাকুর সকল ॥
 যে থাকে বাসনা রাজা এই বেলা তা কর ।
 রাজ-আভরণ রাজা সর্বদ্বৈতে পর ॥
 তোমার এসব সুখ ভুঞ্জিবেক কে ।
 ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে দে ॥
 ইসব পদাতি রথ বৃথারে রাবণ ।
 নয়ন মুদিলে হবেক সব অকারণ ॥
 স্বপ্ন-গত জন যেন নিধি পাইলেক হাতে ।
 আশি কচালিঞা উঠে রজনী-প্রভাতে ॥
 সেই বিভব সব তোরে হল্য সেই মত ।
 আপনি থাকিঞা কর আপনার পথ ॥
 স্ত্রী সকলকে ডাকাইঞা আন জানাঞা রাখ কথা ।
 কে রইবেক কে তোর সঙ্গে হবেক অহমৃত ॥
 আপনি কুঠার মাগি আপনার পায় ।
 অহঙ্কারের ভাবেতে গা ডুবালি দরিদ্রায় ॥
 কার্তবীৰ্য্য অর্জুন তোরে তৃণ-করাণ্য দাঁতে ।
 তার দর্প চূর্ণ হৈল পরশুরামের হাতে ॥
 ক্ষেত্রী মায়া নিক্ষেত্রী কৈল না খুইল নাশ ।
 শমন দমন মায়া বীর পরশুরাম ॥
 পরশুরাম পরাভব শ্রীরামের ঠাঞি ।
 তাঁহার সহিতে কক্ষা আর রক্ষা নাই ॥
 যে বধিলেক ডাড়া পাঁচ বছরের কালে ।
 ভাঙ্গিলেক হরের ধনুক নিজ-বাহ-বলে ॥
 সপ্ততাল ভেদ করিল বীর বাণ ।
 গীর বাণে ঝালি রাজা না ধরিল টান ॥

সে বান্ধিলেক অলজ্জা-সেতু গাছ-পাথরে ।
 চৌদ্দ হাজার রাক্ষস ধীর এক বাণে মরে ॥
 ভুবনের নিধি রাম দয়ার সাগর ।
 ধীর গুণে পশু বন্দী বনের বানর ॥
 তাঁহাব রমণী সীতা আশ্রয় তৌ হর্যা ।
 কালকূট ভঙ্কিল হাতে কর্যা ॥
 মুখেতো থাকিতে তোরে না দিল বিধাতা ।
 আপনার বৃদ্ধে থাইলে আপনার মাথা ॥
 ভরমে গুনিঞা গেলি বিষম কামদে ।
 তক্ষকে দংশিলে যেন কি করে ঔষধে ॥
 সেই জানকীর তোরে হল্য অশ্রুপাত ।
 সেই লক্ষ্মীর শাপ তোরে হৈল বজ্রাঘাত ॥
 শূৰ্পণখা রাণীর কথা তোরে হল্য বেদ ।
 কেউ এক জনা নাঞি ছিল তোরে করিতে নিষেধ ॥
 তোর সভাতে বসিঞা আছে যত মন্ত্রি-বর ।
 তোর সভাতে পণ্ডিত নাই সকলই বর্বর ॥
 বিলাসের দাস হয়্যা পড়্যা গেলি ফাঁদে ।
 বামন হঞিঞা হাত বাড়াইলি চাঁদে ॥
 গেলিরে অভাগ্য তুই গেলি এত দিনে ।
 না দেখি উপায় তোর রঘুনাথ বিনে ॥
 সূর্য্য-বংশের চুড়ামণি দশরথ রাজা ।
 দেব গন্ধৰ্ব্ব নরে ধাঁহার করে পূজা ॥
 ধীর ধরে নারায়ণ জন্মিলে আসিঞা ।
 এত দিনে নির্বংশ না জানিলি ইহা ॥
 জৈশ্বর্য্য ধাঁহার পর তাঁর পর নাই ।
 তাঁর সঙ্গে বৈবতা কর্যা যাবি কার ঠাই ॥
 অহল্যা পাষণ হঞা ছিল দৈব-দোষে ।
 মুক্ত হঞা গেল সে চরণ-পরশে ॥
 রাজার পাশে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায় ।
 গৃহিণীর পাশে গারস্থ নষ্ট লক্ষ্মীত তাজয় ॥
 শিষ্যের পাশে গুরু নষ্ট নারীর পাশে পতি ।
 তোর পাশে মজিল রাজা লঙ্কার বসতি ॥
 আপনি মজিলি আর মজালি কত জনা ।
 সন্তে মাত্র এড়ালেক চতুর বিতীৰণ ॥

তোর জীতে যদি বাসনা থাকে দস্তে তুণ লঞা ।
কাঁধে দোলা কর্যা সীতা দিয়াস্ত গিঞা বঞা ॥
তবে যদি জানকী-নাথ করেন অতি রোষ ।
আমরা পায় ধর্যা মাঁগ্যা নিব তোঁর সব দোষ ॥

উত্তর প্রত্যুত্তর ।

অঙ্গদের কথা শুতা দশানন হাসে ।
কেতকী-কুমুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥ (১)
রাবণ বলে সীতা দিলে যদি রক্ষা পাই ।
আমার লাগ্যা তোসভার দুঃখ না শুনিতে চাঞি ॥
আমার লাগ্যা তোমরা কেনে ধরিবে রামের পায় ।
আমি যুদ্ধ কর্যা মরি তোদের বাপের কিনা যায় ॥
আত্মাছি রামের সীতা দি বা কি না দি ।
বানর বনের পশু বেটা তোব তায় কি ॥
ঈশ্বর এ কথা ভাব করালেক রামের সনে ।
দেশকে যাবে বলা সাধ কর্যাছ মনে ॥
বিনি দোষে রাম তপস্বী তোঁর বাপকে মালেক ।
তার পায় প্রণতি হলি লজ্জা নাই পালেক ॥
পুত্র বলি পরশুরামকে শুধিলেক বাপের ধার ।
ক্ষেত্রী মার্যা নিক্ষেত্রী কৈল তিন সপ্ত বার ॥
তমুত (২) পিতৃ-শোক নিবারণ নাই তাতে ।
কার্তবীর্য্যেব মাথা আত্মা দিল মাএর হাতে ॥
ধিক্ ধিক্ জীবন তোঁর মর রে অধম বেটা ।
বৃথাই জীবন তোঁর অঙ্গদ * * * ॥

অঙ্গদ বলে রাবণ স্তেবে ছাখ নিজ জাতটা ।
সত্য কর্যে বল দেখি রাবণ তুই কার বেটা ॥
ব্রহ্মতেজে অঙ্গ তোঁর ত্রিভুবনে খেয়াতি ।
বিশ্বপ্রবাস বেটা তুই পুলস্ত্যের নাতি ॥
বিশ্বপ্রবাস মহাতপা বিখে যার যশঃ ।
তো যদি তাহার বেটা তবে কেনে রাক্ষস ॥
মা'তোঁর রাক্ষসী হল্য ব্রাহ্মণ তোঁর পিতা ।
আনিঞা করিলি বিত্তা লানব ছহিতা ॥

(১) দশ যুগের বহু দস্ত একত্র প্রকাশিত হওয়ার কেতকী-পংক্তির
গদ্যে উপনিষদ হইয়াছে । (২) তমুত ।

আপনার ছিত্র তাক্য পরকে দিস খোঁটা ।
 ডুব দিঞা ছুস কালী-চূণে মরবে অধম বেটা ॥
 সেই দেব বলবান্ তোব মোর বোলে কি হয় ।
 খসিলে হাতের শর বর্শি হৃত লয় ॥
 দিগে দিগে রণ করিঞা জিত্যা আস্তা ছিলি ।
 লোক বলিল এই বীরকে বাধ্য দিল বলি ॥
 অজয় তোমার নাম থাকিলে ভাল হয় ।
 নইলে তোর কে এমন কথা মানুষ হঞা কয় ॥
 তেঁঞি তোকে এমন কথা বলিলাওরে গুরু ।
 তুঁঞি হঞা আমার বাপেব কীর্ত্তি-কল্প-তরু ॥
 আমি যদি সৰ্ব্বথা বটি প্রভু রামের চর ।
 তথাপি তোর বংশ ধ্বংস কর্যা যাব ঘর ॥
 যতেক আমার সঙ্গে কবিলি প্রলাপি ।
 তুলিঞা আছাড় দিব শুন রে ঘোর পাপী ॥

কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে ।
 যেন তপ্ত তৈলে জল দিলে অধিক উথুলে ॥
 রাবণ বোলে কে আছে রে ধৰ্ত্ত ওরে দূত ।
 পালাবেক বানর বেটা ধৰ্ত্ত মোর পুত ॥
 অঙ্গদ বীর স্থির বড় দৰ্প কর্যা কয় ।
 কে ধরিবেক ধরুক আস্তা কিম্বা আপনে ধর্যা লয় ॥
 বেটার সব বোল ফুরাঞা দিব একটা চড়ের চোটে ।
 হনুমানকে বাধ্য বেটার বুক বল্যাছে বটে ॥
 তেমন দূত পুত নৈ যে ঘর পোড়াঞা যাব ।
 বালির বেটা অঙ্গদ আমি ঘাড়ের রক্ত থাব ॥
 ত্রীরাম কর্যাছেন আজ্ঞা উঠবি ত উঠ ।
 লাথির চোটে চূর্ণ করিব মাথার মুকুট ॥
 খটায় হতে জটায় ধরে পাড়িব (১) এখন যাঞা ।
 দোহাই রামের যদি না কর্যাছি ইহা ॥
 খট্টা হতে জটায় ধর্যা পাড়্যা দিব কিল ।
 জন্ত ব্যস্ত হঞা রাজা স্বরিত উঠিল ॥
 তোর দশটা মুণ্ড ছিঁড়্যা লঞা যাইব রামের ঠাই ।
 জানকী-মাথের আজ্ঞা তোর ভাগ্যে নাই ॥

রাবণের জোধ্য ও
 অঙ্গদের বীরত্ব ।

বিভীষণের কথা যখন না শুনিলি কাণে ।
এখন সমক্ষে শর-শয্যা কর না রামের বাণে ॥

কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে ।
স্বত পাছে দাবানল অধিক উথুলে ॥
দূত বল্যা বর পোড়াকে তখন নাঞি কাটে ।
বা বলিলাও তা শুনিলি তাই করিলি বটে ॥
দূতকে মারিলে হয় বড় অবিচার ।
তে কারণে মোর আগে করুস অহঙ্কার ॥
কুপিল অঙ্গদ বীর বালির কুমার ।
বলিলাও রাবণা দেখি মন্দনা (১) তোমার ॥
বস্তাছে অঙ্গদ বীর বাজার নিকটে ।
জন পাঁচ ছয় বীর আস্তা ধরে পাছু বাটে ॥
অঙ্গদকে ধরি বাধানি এমনি কথা বটে ।
ফিরিয়া ধরিল অঙ্গদ ছয় জনার জটে ॥
পাক ফিরাঞা মারে বীর তুলিঞা আছাড় ।
মাথার খুলি ভাঙ্গিল কার চূর্ণ হৈল হাড় ॥

পড়িল রাজার সেনা গড়াগড়ি যায় ।
লক্ষ্মদিঞা পড়ে বীর রাবণের গাএ ॥
অঙ্গদকে দেখিঞা পালায় সর্বজন ।
কুড়ি হাতে অঙ্গদকে ধরিল রাবণ ॥
সংগ্রামে সমান হুটা টুটা নহে কন জন ।
কখন অঙ্গদ হেটে কখন রাবণ ॥
কোপেতে রাবণ রাজা অঙ্গদের নেজ ধরিল্যা আট্যা ।
বসিল অঙ্গদ বীর বুকের উপর উঠ্যা ॥
সহিতে নারিল রাজা অঙ্গদের তেজ ।
বা মরগা বল্যা রাজা ছাড়্যা দিল লেজ ॥
তথাপি অঙ্গদ বীর নাঞি বার ছাড়্যা ।
চড় মার্যা মাথার মুকুট নিল্যা কাড়্যা ॥
রাবণের মুকুট নিলেক বাম-করে ।
লক্ষ দিঞা উঠে বীর প্রাচীর উপরে ॥

রামায়ণ—কবিচন্দ্র—১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ।

৩৩৬

প্রাচীর-উপবে বীর উঠে দর্প করায়।
 বীর দর্প কব্যা বোলে কে আসিবি বার্যা (১) ॥
 রাবণ মনে অভিমানে রহিল মনোহুঃখে।
 চলিল অঙ্গদ বীর আপনাব স্থখে ॥
 অঙ্গদ বলে বৃথালাঙ বাজা মন্দনা তোমার।
 হেদে বস্ত্রাচ্ছ রাবণ “রাম রাম” আশাব ॥
 উর্দ্ধ লেজ করিঞা আর পসাবিঞা কাণ।
 তেমতি আকাশ-পথে করিল পয়ান ॥
 হুথা বসিঞা আছেন রাম সমুদ্রের তটে।
 চৌদিকে বানরগণ লক্ষণ নিকটে ॥
 দূরী দল-শ্রাম রাম নূতন তমাল।
 দীর্ঘ নাসিকা চারু চৌরশ কপাল ॥
 মুখ শলী মৃণাল জিনিঞা ভূজ-দণ্ড।
 দক্ষিণে লক্ষণ তরু বামেতে কোদণ্ড ॥
 শিরেতে শোভিত জটা বাকল উত্তবী।
 বস্ত্রাছেন জানকী-নাথ বীরাসন কবি ॥
 তথা যাঞা উত্তরিল বালিব নন্দন।
 সম্মুখে কবিল রামের চরণ বন্দন ॥
 লক্ষণের পাদ-পদ্ম বাকিলেন শিরে।
 প্রণাম করিছে বীর গুড়া মহাবীরে ॥
 হনুমান্ প্রভৃতি বীর যত ছিল বস্তা।
 অঙ্গদকে সম্ভাষিল সভে উঠ্যা আস্তা ॥
 এই রূপে যত বীর অঙ্গদে সম্ভাষি।
 পুনশ্চ রামের কাছে উত্তরিল আদি ॥
 শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করে অঙ্গদে দেবিঞা।
 প্রভুকে বৃত্তান্ত কহে পুটাজ্জলি হঞা ॥
 অঙ্গদ বলে তব আজ্ঞার গেছেলাঙ সেই ধামে।
 দশাননে গালি দিলাও যত ছিল মনে ॥
 প্রকার প্রবন্ধে রাজ্য বৃথালাঙ বিশেষে।
 না বুঝে রাবণ রাজ্য পরমাদু-শেষে ॥
 ষাটে হতে জটে ধর্যা পাড়্যাছিলাও ভূঞে।
 পশ্চাতে এ সব কথা শুনিবে লোক-মুঞে ॥

রামের নিকট আগমন।

(১) বাহির হ।

প্রতীত না জানি রাম-অঙ্গদের বোলে ।
 তখন মুকুট ফেলাঞা মিলি বিভীষণের কোলে ॥
 বিভীষণ বলে গোসাঞি শুন রঘুমনি ।
 রাবণের মুকুট বটে ইহা আমি জানি ॥
 মনে আনন্দিত তখন হইল রঘুনাথে ।
 অঙ্গদের পৃষ্ঠে বুলান শ্রীরাম পদ্ম-হাতে ॥
 কোল দিঞা লক্ষণ বঁধ করিলেন সাধুবাদ ।
 রামেব অঙ্গের মালা করিল প্রসাদ ॥
 অঙ্গদের রায়বার শুনে যেই জন ।
 সে হয় আমার প্রিয় লক্ষণ যেমন ॥
 রসিক জনার মুখে শুনিতে আনন্দ ।
 রায়বাব রচনা করিল কবিচন্দ্র ॥

রামচন্দ্রের নিকট সীতার বন-যাত্রার অনুমতি-গ্রহণ ।

জানকী বলেন প্রভু দেখি হুঃখমনা ।
 বদন নলিন কেন কিসের ভাবনা ॥
 শ্রীরাম বলেন গিয়ে বন যাতে হুয়া ।
 তোমাতে যতেক কথা বিবরিয়া বৈল (১) ॥
 বনবাস হতে যাবৎ নাঞি আসি আমি ।
 আমার যে পিতা-মাতার সেবা কব তুমি ॥
 ভরত-শক্রয়েরে দেখিবে পুরুষবৎ ।
 সকল মাএর সেবা করিবে তাবৎ ॥
 সীতা বলেন কারে এত যোগ বুঝাও তুমি ।
 স্বর্গ অভিল্য নঞি বনে যাব আমি ॥
 যুবতীব পতি গতি রহিতে নাহিব ।
 রাখ্যা গেলে ওহে নাথ পরাণ তেজিব ॥
 রাম বলেন বাপের আজ্ঞার আমি বন যাই ।
 কুলের নন্দিনী তুমি থাক এই ঠাঞি ॥
 বনের অনেক দোষ চলিতে নাহিবে ।
 হুর্গর দাক্ষণ বন বড় কষ্ট পাবে ॥
 কষ্টক কন্দর দূর পর্ত্ত পাষণ ।
 শুনিঞা সিংহের ধ্বনি হারাবে পরাণ ॥

(১) বলিতেছি ।

ব্যাঘ্র ভদ্রক শিবা বনে সর্প কত ।
 রাসভ মর্কট গণ্ডা বনজঙ্ঘমত ॥
 নদ নদী ছরাচর ছর্গম শরণী ।
 বিষম বনের পথ নাহিক তরণী (১) ॥
 ফল মূল কটু তিক্ত বনের আহার ।
 অপর ভক্ষ্যের তায় নাহিক সঞ্চার ॥
 তৃণপত্রের শয্যায় হবেক শুইতে ।
 বড় ঠেক বহু শ্রমে হবেক চলিতে ॥
 বাকল অজিন তুমি কেমনে পরিবে ।
 বনের যাতনা বড় সহিতে নারিবে ॥
 চৌদ্দ বৎসর বনে বসত আমার ।
 উপবাস কখন কখন স্বপ্নাহার ॥
 নানা মত রামচন্দ্র কহিলেন তারে ।
 জানকী কহেন প্রভু না ছাড়িহ মোরে ॥
 তিক্ত কটু ফল তোমার ভক্ষণ অবশেষ ।
 অমৃত সমান মোরে না হবেক ক্লেশ ॥
 বাকল অজিন মোর পট্টের বসন ।
 তৃণপত্র শয্যা মোর পালঙ্কে শয়ন ॥
 তোমা ছাড়া এক দণ্ড রহিতে নারিব ।
 চৌদ্দ বৎসর নাথ কি করে গোড়াব ॥
 সীতার বুঝিয়া মন রাম দিলা সায় ।
 বাস্তবিক সেবিয়া কবি শ্রীশঙ্কর গায় ॥

দ্বিজ মধুকণ্ঠ ।

২০০ বৎসরের হস্ত-লিখিত পুঁথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করা হইল ।
 রচনা দেখিয়া এই কবিকে ১৬শ শতাব্দীর লেখক বলিয়া মনে হয় ।

সীতা ঈড়ায়্যায়্য অগ্নির বিচনান ।

করি করপুটাজলি হেঁঠ মাথে মৈথিলী

অভিমানে সজল নয়ান ॥

কহেন অগ্নির আগে সত্য আদি চারি-যুগে

ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার গোচর ।

কার বাক্য মোর মনে নিদ্রা স্বপ্ন জাগরণে
 ছাড়িয়া প্রাণের রঘুবর ॥
 রঘুনাথ গুণমণি ইহা বই নহি জানি
 আদি অন্ত কথার প্রসঙ্গ ।
 তিল মাত্র থাকে পাপ ঘুচাবে মনের তাপ
 প্রবেশে দহিবে মোর অঙ্গ ॥
 এত বলি ঠাকুরাণী কহিয়া বিনয় বাণী
 প্রবেশিলা কুণ্ডের অনলে ।
 সীতার অঙ্গ পরশনে জীবন সফল মানে
 যেন জননী বালকে নিল কোলে ॥
 তপ্ত কাঞ্চন জহু জিনিঞা সীতার তনু
 ততোহধিক হইল উজ্জল ।
 অগ্নিকুণ্ড মাঝে রয় তিলমাত্র নাঞি ভয়
 যেন জলের ভিতরে শৈআল (১) ॥
 বানরগণ চমকিত কেহ নহে স্থিরচিত
 সভামনে লাগিল তরাস ।
 অগ্নি কি করিলে হয় দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয়
 বলিয়া পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

রামচন্দ্রের বন-যাত্রার উপলক্ষে কৌশল্যাকে প্রবোধ-দান ।

ধরিয়া মাএর পায় রামচন্দ্র কয় তার
 পিতা হৈতে মাতা গুরু বট ।
 বেদ শাস্ত্র জান নীত তুমি সব হিতাহিত
 কোন্ মূঢ় বলে তোমায় খাট ॥
 যুবতীর পতি গতি পতি গুরু মৃত্যু সাধী
 গুরু-বাক্য লজ্জাবে কেমনে ।
 দূর কর বস্তু তাপ লজ্জিলে হবেক পাপ
 অতএব যাতে হয় বনে ॥
 পতি যুবতীর দ্রাভা জীবন-মৌবন-কর্ত্তা
 মরিলে মরিবে তার সনে ।
 নাশিলে তাহার কথা পরকালে ঠেক সেথা
 নিবেদিয়ে তোমার চরণে ॥
 রাজ-কূলে যাতে জন্ম জানই সকল ধর্ম
 বনে যাতে না কর অজ্ঞতা ।

চোদ্দ বৎসর যাব কোন কষ্ট নাঞি পাব
মনে না ভাবিহ তুমি ব্যথা ॥
রামচন্দ্র যত কয় রাণীর মনে নাঞি লয়
পুত্রের সমান নাই কেহো ।
উথলিল শোক-সিন্ধু স্নান হৈল মুখ-ইন্দু
লোচনে রাধিতে নাবে লোহ (১) ॥
দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয় বাণী স্থিবতর নয়
বিনাঞা বিনাঞা রাণী কান্দে ।
পুত্র যায় বনবাস রাণী হৈল নৈরাশ
শোকাবেশে বুক নাঞি বাঞ্জে ॥

ঘনশ্যাম দাসের সীতার বনবাস ।

যে পুণি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গলা ১০৩৫ সালে) নকল হয়। ঘনশ্যাম দাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইনি মহাভারতও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

আরোহণ কৈল রথে লক্ষণ ধাঙ্গুদী ।
অবিলম্বে গেলা যথা আছেন জানকী ॥
লক্ষণ দেখিয়া সীতা হরিষ বদন ।
দেখিব মূনির পত্নী আনন্দিত মন ॥
লক্ষণ প্রণাম কৈল সীতার চরণে ।
আশীর্ব্বাদ কৈল সীতা ঠাকুব লক্ষণে ॥
সীতা বলেন প্রভু রাম গুণের সাগর ।
বাঁহী-করতরু রাম সরল পঙ্কর ॥
হাসিয়া কহিলু কালি রাত্রের ভিতরে ।
তে কারণে প্রভু রাম পাঠালা তোমায়ে ॥
প্রভু হৃদয়ে কৈল স্নান দেবার্চন ।
দেখিব মূনির পত্নী সানন্দিত মন ॥
মূনি-পত্নী সজ্জাবিতে নানা ধন নিল ।
অগুরু চন্দন বস্ত্র যতেক আছিল ॥
রামের পাছকা নিল ভরত তুলিরা ।
দেখিরা লক্ষণ কীদে সঙ্কল্প হৈরা ॥
কেশবদেব স্থানে গেলা হৈতে বিদায় ।
গঙ্গাতীরে যাব আমি করহ বিদায় ॥

বন-গমনোত্তাপ ।

কৌশল্যার নিকট
অনুমতি প্রার্থনা ।

দেখিব মূনির পত্নী অভিলাষ চিতে ।
তে কারণে লক্ষণ পাঠাঞা দিল সাথে ॥
মহামায়া-ঠাকুরাণীর যদি আজ্ঞা পাই ।
চিন্তের বিহিতে তবে গঙ্গা-তীরে যাই ॥
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ ।
ভকতি করিয়া বোলে ঘনশ্যাম দাস ॥

কৌশল্যার নিবেদন ।

বলেন কৌশল্যা রাগী শুন সীতা মোর বাণী
কি কারণে যাইবে কাননে ।
যেবা থাকে অভিলাষ কহ সীতে মোর পাশ
সন্তোষ করিব নানা ধনে ॥
না যাইহু ভাগীরথীর তীরে ।
এ হেন কমল-পায় লাগিব কণ্টক ঘায়
বড় দুঃখ পাইব শরীরে ॥
বনে বড় জঙ্গ-ভয় ব্যাঘ্র ভল্লুকচর
সিংহ গণ্ডা সর্প নানা জাতি ।
বড়ই ছরস্ত বন নাহি তাহে লোক জন
ভয়ে কেহ না করে বসতি ॥
তব পদ-সরসিজে শিলা ঠেকি পাছে বাজে
বোড়ে মিলায় সুখ-শশী ।
চামরী চিকুর দেখি মনেতে হইয়া দুঃখী
হৈল সেই কানন-নিবাসী ॥ (১)
পিতৃ-সন্তোষ রাম-সনে বড় দুঃখ পাল্যে বনে
(বাছা) তোমা না দেখিলে প্রাণ ফাটে ।
তুমি মোর লক্ষ্মী সতী তোমা লাগি রত্নপতি
লঙ্কায় রাবণ মাইল হটে ॥
না দেখিয়া সীতা তোরে কেমনে রহিব ঘরে
শূন্য ঘর সকল সঙ্কাপ ।
কৌশল্যা না কর চিন্তা পশ্চাতে পাইবে সীতা
নিবেদিল ঘনশ্যাম দাস ॥

(১) কবরী-ডরে চামরী গিরিকন্দরে, দুখ-ডরে চাঁদ আকাশ ।

হরিশী নরন-ডরে, স্বর-ডরে কোকিল, পতি-ডরে গঙ্গ বঙ্গবাস ॥

বিভাষতি ।

বলেন সুন্দরী সীতা কোশল্যার স্থানে ।
কোন ভয় নাহি মাতা শ্রীরামের গুণে ॥
বিপিনে কণ্টক কত চরণে বাজিল ।
শ্রীরাম-স্মরণে কিছু হুঃখ না জানিল ॥
যার গুণে বন্দী হৈল বনের বানর ।
হেন রাম নিরবধি অন্তর-ভিতর ॥
তোমার চরণে রাম নাম যুখে নিব ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যথা পীড়া কিছু না জানিব ॥
এত বলি কোশল্যার বন্দিল চরণ ।
প্রণমিলা সুমিত্রা-কৈকেয়ীর চরণ ॥
লক্ষণ আছেন যথা দাণ্ডাইয়া পথে ।
সেই থানে গিয়া সীতা আরোহেন রথে ॥

সীতার অনুরণ ও
অনুবর্তি-গ্রহণ ।

পুরীর বাহির হৈয়া যাইতে জানকী ।
নানা অমঙ্গল সীতা পথ-মধ্যে দেখি ॥
সীতার দক্ষিণ ভূজ করএ স্পন্দন ।
দক্ষিণ লোচন তার স্পন্দে ঘনে ঘন ॥
দক্ষিণে রাকাড়ে (১) শিবা করি উর্দ্ধগল (২) ।
বাম পাশে ভূজঙ্গম দেখিল অমঙ্গল ॥
অঙ্গের ভূষণ ঘন আলিহইয়া পড়ে ।
সমুখে থাকিয়া কালপেচা যে রাকাড়ে ॥
অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষণে ।
এত অমঙ্গল আজি পথ-মধ্যে কেনে ॥
সমুখ লজ্জিতা পথ যায় কুরঙ্গিনী ।
দেখিয়া লক্ষণ হোর দগধে পরাগী ॥
যুক্তি অভাগিনী রহক রামের কুশল ।
ঠাকুরাণী কোশল্যার সর্বত্র মঙ্গল ॥
যে জন মারিল চুই ধর যে দুঃখ ।
সাগরে জাঙ্গাল বন্ধ কৈল সেই জন ॥
বিতীৰ্ণ শরণ লইল যার ঠাকুর ।
সেই প্রভু আমার হউক সচিবাই (৩) ॥

অমঙ্গল দর্শন ।

(১) সব কঙ্গে ।

(২) উর্দ্ধকর্কট ।

(৩) ভিত্তিকাবী ।

সীতার আশঙ্কা ।

দশরথ বে জন মারিল বাক-বলে ।
 মন্দোদরী বে জন সিঞ্চিল লোহ-জলে ॥
 মোর ঠাঞি বে জন পাঠাল্য হনুমান্ ।
 অযোধ্যার রাজা যেবা দুর্কা-দল-শ্রাম ॥
 সেই প্রভু যুগে যুগে করুক রাজ্যভার ।
 তাঁহার চরণে ভক্তি রহিঞ আমার ॥

দুঃখিত হইয়া সীতা ভাবিতে অন্তরে ।
 প্রবেশ করিল সীতা ভাগীরথীর তীরে ॥
 রথে হৈতে নাছিলেন জানকী লক্ষণ ।
 নৌকায় পার হৈয়া গেলেন দুই জন ॥
 স্নান পূজা দুই জন কৈল গঙ্গা-জলে ।
 লক্ষণ জানকী দৌহে উঠিলেন কূলে ॥
 মহারণ্যে প্রবেশ করিলা সীতা সতী ।
 নানা ভরস্কর তথা বনজন্তু দেখি ॥
 তমাল হিম্মাল বট পাকুড়ী শিমুলী ।
 অশ্বখ পিন্নাল শাল বদরী ভৈরবী ॥
 বহেড়া ক্ষুদ্রার আম্র আমলকী ।
 মহা মহা খদির পলাশ হরীতকী ॥
 বড় বড় বৃক্ষ সব তাহার কোটরে ।
 গৃধ্র আদি কত পক্ষী তাহে বাসা করে ॥
 কুশের কণ্টক কত শিলা বহুতর ।
 ব্যাস্ত্র ভল্লুক গণ্ডার তাহার ভিতর ॥
 দেখিয়া লক্ষণে জিজ্ঞাসিলা দেবী সীতা ।
 পবিত্র উত্তরী-বাস (১) মুনি-পত্নী কোথা ॥
 কহ কহ আমারে লক্ষণ মহাশয় ।
 নাঞি দেখি সে সকল মুনির আলয় ॥
 কিবা বলে আইলাও কোম অভিলাষে ।
 বজ্র-ধ্বজ নাঞি দেখি মুনির সন্দেশে ॥
 মহাবৃক্ষ সব কত পোড়ে দাবানলে ।
 পর্কত আকার সর্প চতুর্দিকে বোলে ॥

বঁবে প্রবেশ ।

হেন বুঝি রাম সনে হৈল অদর্শন ।
বনবাসী হৈলাম পারা শুনহ লক্ষণ ॥
রোদন করেন সীতা অরিয়া শ্রীরাম ।
কুণ্ডের কিঙ্কর কহে দাস ঘনশ্যাম ॥

হেট মাথে কালেন লক্ষণ সঙ্করণে ।
মোহ করি লোহ কত ঝরএ নয়নে ॥
শোকে গদগদ হৈয়া সীতাবে বলিল ।
মুনির মন্দির পাবে ধীরে ধীরে চল ॥
কহিতে বিদরে বৃক্ জুঃখ উঠে মনে ।
শ্রীরামের বাক্য আমি লজ্জিব কেমনে ॥
লোক-অপবাদে তোমা করিল নৈরাশ ।
শ্রীরাম পাঠান তোমা দিতে বনবাস ॥
লক্ষণের বোলে সীতা করিল রোদন ।
কোন্ দোষে প্রভু রাম করিলা বর্জন ॥
শুনহ লক্ষণ মোর প্রাণের দোসর ।
আমাকে করিলে রক্ষা দণ্ডক-ভিতর ॥
প্রাণের দেবর তুমি আমার লাগিয়া ।
পরিচর্যা কৈলে কত ফল মূল খায়া ॥
নিদাঘ বরষা শীত নাহি রাত্রি দিনে ।
নিত্রা নাঞ্চি গেলে তুমি আমার কারণে ॥
হেন জনে কেমনে দিলেহে বনবাস ।
কি করিয়া দাণ্ডাইবে শ্রীরামের পাশ ॥
পর্ণ-শালা চিত্রকূটে কৈলে মোর তরে ।
তাহাতে গাণ্ডীব লগ্না থাকিলে বাহিরে ॥
অরণ্যের মধ্যে মোর কোন গতি হব ।
শ্রীরাম লক্ষণ বিনে কে মোরে রাখিব ॥
তুমি গেলে আমি আজি তেজিব জীবন ।
এই অরণ্যের মাঝে কে করিব রক্ষণ ॥

বনবাসের কথা
জ্ঞাপন ।

সীতার পরিতাপ ।

বস্ত্র না সঞ্চরে সীতা আউমড় চুলি ।
ধরণী লোটায় সীতা কান্দিয়া আকুলি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-সকল-পানে ।
কলঙ্কিত হইল কহে কুণ্ডের চরণে ॥

শ্রীরামের রূপ স্মরণ ।

ব্যাকুল হইয়া সীতা স্মরিয়া শ্রীরামে ।
 কেনে তেজিলে হে প্রভু অপরাধ বিনে ॥
 উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন অতিশয় ।
 শ্রীরামের রূপ গুণ স্মরিয়া হৃদয় ॥
 আজামূলষিত ভুজ দুর্কা-দল-শ্রাম ।
 উন্নত নাসিকা ভাষা বল্লকী (১) সমান ॥
 পদযুগ সরসিজ চাচর কুন্তল ।
 কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড করে ঝলমল ॥
 দেখিয়া সে মুখশলী কান্দে অভিমানে ।
 সিংহের সদৃশ গতি অতি স্থলক্ষণে ॥
 করাতুলি অতিশয় চম্পক-কলিকা ।
 মধুকর-শিশু যেন লম্বিত-অলকা (২) ॥
 দশন দাড়িম্ব-বীজ-রুচি সবিধানে ।
 দেখিয়া অঙ্গের আভা কাম অভিমানে ॥
 হেন রাম গুণ রামের কেমনে পাসরি ।
 কোন্ দোষে শ্রীরাম করিল বনচারী ॥
 হরের ধনুক ভাঙ্গি আশা বিভা কৈলে ।
 আমার হাইবাসে (৩) প্রভু বৃক্ষে কোল দিলে ॥
 কি লিখিল দৈব মোরে কিছুই না জানি ।
 প্রভুর নাঞিক দোষ মুঞি অভাগিনী ॥
 কোশল্যারে আমার কহির পরগাম ।
 অতুল্য সীতা তোমার করেন ধেরান ॥
 প্রাণের দেহর তুমি বাহ নিজ পুরে ।
 আলিঙ্গন বলিহ মোর কনিষ্ঠ-ভগিনীরে ॥
 কহিঅ প্রভুর স্থানে আমার মরণ ।
 গঙ্গার সলিলে মোর করিতে তর্পণ ॥
 অগ্নে অগ্নে মোর পতি সেই দণ্ডধারী ।
 আশা হেন কোন যুগে না হইএ নারী ॥ (৪)
 লক্ষ্মণ প্রণতি কৈল সীতার চরণে ।
 লোহেতে মুদ্রিত আখি-পদ্ম অদর্শনে ॥

(১) বীণা ।

(২) অলকা = চুল ।

(৩) ভ্রমে ।

(৪) কোন যুগে বেন আমার মত দুর্ভাগা নারী কেহ না হয় ।

লক্ষ্মণ যাইতে নারে তেজিয়া সীতারে ।
 পদ আধ চলিতে না পারে যান ধীরে ধীরে ॥
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে লক্ষ্মণ মনে মনে ব্যথা ।
 একাকিনী কেমনে রহিবে বনে সীতা ॥
 কি করিয়া অযোধ্যায় রহিব ভারতী ।
 বনেতে রহিল সীতা সতী গর্ভবতী ॥
 ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডাব ভল্লুক বারণে ।
 সর্প সিংহ আসি পাছে মারএ পরাণে ॥
 পৃথিবীতে এত দুঃখ কার নাঞি হয় ।
 দেবতা মনুষ্য মধ্যে কাহার হৃদয় ॥
 ভাবি ভাবি লক্ষ্মণ হইলা অদেখ ।
 ভূমিতে পড়িয়া সীতা কান্দে অতিরেক ॥
 ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ ।
 ভকতি করিয়া বলে ঘনশ্যাম দাস ॥

লক্ষ্মণের শোক ।

কান্দে সীতা করুণা করিয়া ।
 ভূমেতে পড়িয়া ধূলায় লোটোঞা ॥
 একাকিনী অরণ্য ভিতর ।
 সঙ্গে কেহো নাহিক দোসর ॥
 কি হবে কি হবে পরিণাম ।
 মোরে বিধি কেনে হৈল বাম ॥
 কান্দে সীতা আকুল-পরানী ।
 সিংহ-ভয়ে যেমত হরিণী ॥
 পিতা মোর জনক নৃপতি ।
 তপস্তা করিয়া পাল্য (১) পতি ॥
 রঘুপতি হেন স্বামী যার ।
 এত দুঃখ কেনে হয় তার ॥
 কনক-রচিত সিংহাসন ।
 তাহে আমি করিতাঙ শয়ন ॥
 অঙ্গে যার অঙ্গুর চন্দন ।
 সে কেনে বাসিত (২) হৈলা বন ॥
 সীতা দেখি বত হস্তিগণ ।
 জল আমি করিআ সেচন ॥

সীতার বিলাপ ।

বনে সহাস্রকুণ্ডি ।

তৃণ জল হরিণী তেজিয়া ।
 কান্দে তারা সীতাকে দেখিয়া ॥
 পশুগণ আদি কুন্ত (১) আর ।
 কান্দে দুঃখ দেখিয়া সীতার ॥
 নৃত্য তেজি মদুর্গগণ ।
 সীতার অগ্রে ধরএ পেথম ॥
 মহাসর্প নিকটে আসিয়া ।
 ছায়া করে কণায় ধরিয়া ॥
 চামরী আসিয়া সীতার পাশ ।
 সীতার অঙ্গে করএ বার্তাস ॥
 মন্দ মন্দ পবন গমন ।
 দক্ষিণা মলয়া সুশোভন ॥
 ব্যাকুলে বলেন রাম রাম ।
 নিবেদিল দাস ঘনশ্রাম ॥

আলায়া কুন্তল ভার কান্দে সীতা অনিবার
 অঙ্গ সব ধুলার ধূসর ।
 করি নানা মায়া মোহে বসন তিভিল লোহে
 সঘনে ডাকএ রঘুবর ॥
 শ্রীরামের অভিমান কাননে তেজিয়া প্রাণ
 না জানি কি ফল কর্ম-দোষে ।
 পাষণ বাজরে পায় ধারে রক্ত পড়ে তার
 কুশের কণ্টক ছই পাশে ॥
 এই মোর বড় ব্যথা কি করিব যাব কোথা
 কেবা মোরে করিব রক্ষণ ।
 আমি রাজ-রাণী হৈয়া সিংহাসন তেজিয়া
 নানা ছুখে বুলি বনে বন ॥
 কেমনে থাকিব বনে নাহি লোক অঙ্গ জমে
 কন্তগণ দেখিয়া ভরাই ।
 আইলাঙ সাধন করি দেখিব সুনির মারী
 তাহে বিধি চিহ্নিল হেথাই ॥
 এই ত অরণ্য মাঝে পশু পক্ষী জঙ্গ রাজ্যে
 কেবা মোরে করে পরিজ্ঞান ।

রামের রমণী হয়্যা * বনে বড়ি ছুঃখ পায়্যা
 কেনে মোরে তেজিলা শ্রীরাম ॥
 উচ্চৈঃস্বর করি কান্দে শোকে বুক নাঞি বান্ধে
 শুনিঞা বায়্যীক তপোধন ।
 শিশ্য সহিতে মুনি সীতার ক্রন্দন শুনি
 আসিয়া দিলেন দরশন ॥
 কৃষ্ণ-পদারবিন্দ মধু-পানে মত্ত ভঙ্গ
 শুনি ভেল ঘনশ্রাম দাস ।
 নতুন মঙ্গল গাঁথা জৈমিনি ভারত পুতা
 ভকত জনার অভিলাষ ॥

বান্দীকির আগমন ।

সশিষ্য সহিতে মুনি কাষ্ঠের কাবণে ।
 বজ্র-হেতু কাননে আইলা তপোধনে ॥
 একাকিনী কাননে দেখিয়া মুনি তারে ।
 কার কন্তা কার নারী সত্য কহ মোরে ॥
 বিশ্বকল জিনি তোমার অধর সুরঙ্গ ।
 দেখিয়া বদন শশী লাজে দিল ভঙ্গ ॥
 মৃগাল বিহিত বাহ ভুঙ্গ রামধনু ।
 পদ কর সরসিজ হরি-মধ্য জম্বু ॥
 অলকা অমৃত কত অলি-কুল ঘটা ।
 দশন মুকুতা হস্ত বিদ্যাতের ছটা ॥
 একাকিনী কেনে মাতা কানন-ভিতর ।
 শুনিয়া জানকী তারে কহেন উত্তর ॥
 তোমার চরণে শ্রবণিক্ষে মহামুনি ।
 শ্রীরামের নারী আমি জনক-নন্দিনী ॥
 আমি অভাগিনী মোর দৃষ্টি হৈল হীনে ।
 তেজিলেন রাম মোরে বনে তে কারণে ॥

পরিচয় ।

বিজয় দয়ারাম রচিত

তরঙ্গীসেনের যুদ্ধ ।

বিজয় দয়ারাম-কৃত রামায়ণের চাই শত বৎসরের পুথি হইতে
 সংগৃহীত । গ্রন্থকারের অন্ত কোন বিবরণ পাওয়া গেল না । তাঁহার
 পুত্রের নাম দেবীদাস ছিল শুধু এইটুকু জানা গিয়াছে ।

রচনা দেখিয়া মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই রামায়ণ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

তরঙ্গীসেন বিজীষণের পুত্র, অথচ যুদ্ধকালে এ কথা রাম-লক্ষণ প্রভৃতির নিকট সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। তরঙ্গীসেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ-পূর্বক বৈকুণ্ঠ-লাভ করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই জন্ত রাবণের আজ্ঞায় যুদ্ধ করিবার জন্ত সমর-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

লক্ষণের প্রতি তরঙ্গী-
সেনের উক্তি।

কুপিয়া তরঙ্গী বলে শুনহ লক্ষণ।
বয়সে ছাওয়াল তুমি কিবা জান রণ ॥
আমার বাণে মেরু মন্দর নাহি ধরে টান।
নিশ্চর আমার বাণে হারাবে পরাণ ॥
হেন বাণ দেব আমার কাঞ্চন-রচিত।
বুকে প্রবেশিয়া বাণ পিবেক শোণিত ॥
বাণ লৈয়া যাহ লক্ষণ তেজ অহঙ্কার।
পড়্যাছ আমার ঠাঞি না পাবে নিস্তার ॥
আমার বাণে পরাভব দেব-দেব হর।
কত বার জিনিয়াছি জেঠা ধনেশ্বর ॥
লক্ষণ বলেন বড়াই করিস্ নাই রণে।
এক কথা বলি শুন বলে বৃধগণে ॥
ভঙ্কণের প্রশংসা খাইয়া জিহ্বা করে।
ভাৰ্য্যার প্রশংসা সতী পতি-সাথে মরে ॥
শস্ত্রের প্রশংসা চাৰা শস্ত্রে আনে ধরে। (১)
বীরের প্রশংসা যদি জিনয়ে সমরে ॥
আমাকে বলিস্ শিশু আশু দেখ বীর।
এখন আমার বাণে হইবে অস্থির ॥
এত বল্যা লক্ষণ ধনুকে যুড়্যা বাণ।
তরঙ্গীর অগ্রে সেহ হলা খান খান ॥
কোপেতে তরঙ্গী পুনঃ এড়ে তীক্ষ্ণ শর।
লক্ষণের সর্বাঙ্গ বাণেতে জরজর ॥
তথাচ লক্ষণ বীর তিলেক না বেধে।
সান্না লঙ্কি (২) বাণ মারে তরঙ্গীর বুকে ॥

লক্ষণের প্রত্যুত্তর।

যুদ্ধ।

কণে মূর্ছা তরণী উঠিয়া ধনুঃ ধরে ।
সাত পাঁচ বাণ মারে লক্ষণ-উপরে ॥
বাণে বাণ কাটে লক্ষণ ধনুকের শিখা ।
তরণীর বাণ আলা নাম বিপুলক্ষা ॥
সেই বাণে লক্ষণ বীরের হলা মোহ ।
রণ-স্থলে গড়াগড়ি লক্ষণের দেহ ॥

লক্ষণের মূর্ছা দেখি আশু হল্য রাম ।
কোদণ্ড-ধারণ রণে দুর্কাদল-শ্রাম ॥
ডাক দিয়া বলে রাম হেদে রে তরণী ।
এখনি আমার বাণে হারাবে পরাণী ॥
বানরগণ পরাভব হল্য তোর বাণে ।
প্রকার প্রবন্ধে মূর্ছা করিলি লক্ষণে ॥
দ্বিজ দয়ারাম কন ধাইল তরণী ।
দেখিল রণেতে আলা রাম রঘুমণি ॥

লক্ষণের মূর্ছা ও
রামের প্রবেশ ।

রণেতে আইলা রাম নব-দুর্কাদল-শ্রাম
ক্রোধে অতি ভাই মূর্ছা রণে ।
শ্রীরাম বলেন হুট মোর ভায়ে দিল কষ্ট
তার শান্তি দিব এই কণে ॥
আছিল তরণী রণে নাশে বীর অবনীতে
প্রণমিল শ্রীরামের পায় ।
বোড়-হস্তে করে স্তুতি তুমি দেব লক্ষ্মী-পতি
নরাকৃতি হয়্যাছ মায়ার ॥
তব পদ সেবে বিধি দেব পঞ্চানন আদি
মুনিগণ ও পদ ধোয়ানে ।
অস্ত্র মোর দিন শুভ হইল পরম লাভ
রাঙ্গা-পদ পামু দরশনে ॥
নিরঞ্জন নিরাকার তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সার
হস্তী কর্ত্তা জগতের নাথ ।
তবাংশেতে অবতার মৎস্তে বেদ সুপ্রচার
কুর্দ্ভরূপ বিশ্বকের (১) তাত ॥

তরণীর স্তব ।

বরাহে মৃত্তিকা-কারী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য মারি
নরসিংহে কশিণু নাশিলে ।

তুমি সে বামনরূপ ছলিয়াছ বলি ভূপ
দাতা ভক্তে পাতালে রাখিলে ॥

তব অংশে ভৃগুরাম ধুইলে ক্ষেত্রীর নাম
আপনি অংশের কৈলে চুর ।

দেবের নিস্তারকারী নররূপ ধনুর্ধারী
আসিয়াছ রাক্ষসের পুর ॥

তুমি গোলোকের পতি মহালক্ষ্মী সীতা সত্য
শ্রীঅনন্ত ঠাকুর লক্ষণ ।

মুড় রাক্ষসের জাতি অরি ভাবে পালা গতি
পতিতে তারিলে নারায়ণ ॥

তরণীর দেখি ভাব হাতে ধরে পদ্ম-নাভ
কোলে করি ভাসে প্রেম-জলে ।

দ্রুহে পুলকিত গাত্র বুঝএ দোহার নেত্র
যেন পিতা-পুত্রে হলাহলি ॥

তরণী বলিছে প্রভু দয়া না ছাড়িবে কভু
স্থল দিহ চরণ-কমলে ।

হর্যাছি রাক্ষস জাতি তুমি অগতির গতি
কোল দিলে পাষণ্ড-চণ্ডালে ॥

তুমি দেব-দেব হরি সঙ্গে যুদ্ধ ইংসা (১) করি
তব অস্ত্রে যেন যায় প্রাণ ।

তুমি দেব মহাপ্রভু দয়া না ছাড়িহ কভু
অস্ত্র কালে কর পরিভ্রাণ ॥

এত বল্যা উঠে বীর প্রভু-পদে দিল শির
রাম-পদ-ধূলি পান করে ।

তার শির চুষেন রাম বীর নিল ধনুর্ধার
বসিল তরণী রথপরে ॥

শ্রীরাম বিশ্বর মন হেন ভাবে করে রণ
ধনু ধনু বৈকব রাক্ষস ।

সর্বকাল শুভ জয় হেন জন কিসে কর
ইহা জিনি না হয় সাহস ॥

রামের বরা ।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ।

প্রাচীন পুথির সময় নির্দেশ নাই, গ্রন্থকারের কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। রচনা দেখিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর লেখা বলিয়া মনে হয়। রামায়ণের গল্প সংক্ষেপে নিয়ে বিবৃত আছে। এই কবির রচিত বিষ্ণু অত্যাশ্চর্য অবতারের কথাও প্রাচীন পুথিতে পাইয়াছি।

গরুড় নামেতে পক্ষী বিনতা-সন্তান।
কচ্ছপ-ওরসে জন্ম মহা বলবান ॥
জন্মমাত্র ক্ষুধা তার হইল বিস্তর।
আহার মাগিতে গেল মুনির গোচর ॥
গজ-কচ্ছপেরে দেখাইয়া দিল মুনি।
নখেতে বিক্ৰিয়া পক্ষী লইল তখনি ॥
সম্মুখে দেখিল এক দীর্ঘতরুণর।
আহার করিতে বৈসে তাহার উপর ॥
ভরেতে ভাঙ্গিল ডাল দেখি পক্ষি-রাজ।
বৃক্ষের তলেতে আছে মুনির সমাজ ॥
বালখিল্ল মুনি আদি অনেক আছিল।
ডাল-ভরে মরে পাছে গরুড় চিহ্নিল ॥
নখেতে লইল গজ-কচ্ছপ বিক্ৰিয়া।
ঠোটেতে করিয়া ডাল চলিল উড়িয়া ॥
বসিবার স্থান তাহে দেখয়ে গরুড়।
স্বমেরু-শিখরে আসি হইল আরাড় ॥
মনোহর স্থান দেখি বিনতা-নন্দন।
হরষিতে গজ-কূর্ম করিল ভক্ষণ ॥
রক্ত-মাংসে একাকার পর্কত-উপর।
দেখিয়া করিল ক্রোধ দেব পুরন্দর ॥
বনবনা চিকুর শিলা ধন বজ্রাঘাত।
গরুড় উপরে ইন্দ্র হানয়ে নির্ধাত ॥
পাখা আচ্ছাদিয়া হরষিতে মাংস খায়।
বারেক ইন্দ্রের প্রতি করিয়া না চায় ॥
পরম আনন্দে মাংস করিল ভোজন।
পাখ পাট দিয়া পক্ষী উড়িল তখন ॥
পাখ পাট দিয়া তখন গরুড় উড়িল।
হরষের শব্দ ভাঙ্গি সমুদ্রে পড়িল ॥

লঙ্কার উৎপত্তি

স্বর্ণ-দ্বীপ হৈল তাতে সমুদ্রের মাঝে ।
লঙ্কাপুরী বলি নাম রাখেন দেবরাজে ॥

মুনির ঔরসে জন্ম বাহুবলী-উদরে ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি সবে ভন্ন করে ॥
কত দিনান্তরে তথা রাজা দশানন ।
বসতি করিল আসি ভাই তিন জন ॥

* * * * *
* * * * *

শ্রীরাম রাখিল নাম করিয়া বতন ।
ভরত রাখিল নাম কৈকেয়ী-নন্দন ॥
সুমিত্রার গর্ভে হৈল পুত্র দুইজন ।
বাখিল তাহার নাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ॥
হেন মতে চারি অংশে জন্মিলাম আপনি ।
বড়ই দুঃখের কথা শুন মহামুনি ॥
পঞ্চম বৎসরে বধ করি তাড়কারে ।
হরধনুঃ ভাঙ্গি বিভা করিলাম সীতারে ॥
একদিন দেখি দশরথ নরপতি ।
মঙ্গলা করিল মোরে করিতে ভূপতি ॥
আয়োজন করি রাজা হরষিত মন ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ॥
কৈকেয়ী নামেতে যিনি ভরত-জননী ।
রাজার নিকটে তিনি আইল আপনি ॥
কহিতে লাগিল মাতা শুন নৃপবর ।
পূর্বে সত্য করিয়াছ দিবে দুটি বর ॥
রাজা বলে কোন্ দ্রব্য চাহ পাটরাণী ।
যাহা ইচ্ছা চাহ শীঘ্র দিবত এখনি ॥
মাতা বলে এই চাই শুনহ রাজন্ ।
ভরতেরে রাজ্য দিরা রাখে দেহ বন ॥
চৌক বৎসর রাম থাকিবেন বনে ।
এই বর চাহি আমি তোমার সম্মুখে ॥
শ্রুত মাঝে ভূমিতলে পড়িল রাজন ।
শ্রীরাম বলিয়া রাজা হল অচেতন ॥

রাম-লক্ষ্মণাদির বনবাস ।

শুনিয়া গেলাম আমি পিতার গোচর ।
অনেক ডাকিলু আমি না পাই উত্তর ॥
পিতৃ-সত্য পালিবারে যাই আমি বন ।
সঙ্গে চলিলেন সীতা অমুজ্জ লক্ষ্মণ ॥
অঙ্গ হৈতে আভরণ কাড়িয়া লইল ।
জুটা বাকল পরাইয়া বিদায় কবিল ॥

রহিলাম চিত্রকূট পর্বত যথায় ।
তিন দিনান্তরে ভরত আইল তথায় ॥
মাতুলের গৃহ হৈতে আসি দুইজন ।
জননীর মুখেতে শুনিল বিবরণ ॥
রাম-বনবাস শুনি ভরত মহাকায় ।
ক্রোধেতে আপন মায়ে কাটিবারে যায় ॥
নিবারণ কৈল তারে কৌশল্যা জননী ।
মাতৃ-বধ কৈলে বাপু কি হবে তা শুনি ॥
মায়ের বচনেতে ভরত সাম্য হৈল ।
গর্জিয়া আপন মায়ে কহিতে লাগিল ॥
আরে আরে পাপীয়সী কি তোর জীবন ।
কেমন পরাণ ধরে দিগি রামে বন ॥
উচিত না হয় তার মুখ দেখিবারে ।
এতেক বলিয়া ভরত আইল বাহিরে ॥
রাজার নিকটে আসি করিয়া রোদন ।
মম শোকে নরপতি ত্যজিল জীবন ॥
তপ্ত তৈল মাঝে রাখি রাজ-কলেবর ।
ভরত আইল তবে রামের গোচর ॥
সপরিবার যত অবোধ্যা নিবাসী ।
আমার নিকটে সবে উত্তরিল আসি ॥
অনেক কহিল মোরে বিনয়-বচনে ।
তুমি অবোধ্যার আইস আমি যাই বনে ॥
রাজা আজ্ঞা না করিল আসিতে কাননে ।
তুমি কেন আইলে প্রভু পাপিনী-বচনে ॥
আমি কহিলাম তুমি রাজা হও গিয়ে ।
দেজার পদস্ব কর পিতা সম হয়ে ॥

ভরতের ক্রোধ ও
রামের নিকট আগমন ।

অনেক প্রকারে বুঝাইয়া ভরভেরে ।
 অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলাম তাহারে ॥
 রাজ-সিংহাসনে রাখি পাছকা আমার ।
 হেন মতে ভরত পালেন রাজ্যভার ॥
 হেথা চিত্রকূট ধামে থাকি তিন জন ।
 মৃগয়া করেন নিত্য অমুজ্ঞ লক্ষণ ॥
 হেন মতে তৃতীয় বড়সর তিন মাস ।
 পরম কোতুকে আমি তথা করি বাস ॥

রাবণের সঙ্গে বিরোধ ।

দৈবের নির্বন্ধ কত না যায় থগুন ।
 তথা হৈতে গেলাম মোরা পঞ্চবটী বন ॥
 শূর্ণপথা নামে তথা আছে নিশাচরী ।
 রাবণের ভগিনী সেই নিকষা-কুমারী ॥
 দীর্ঘ নাসা দীর্ঘ দন্ত দীর্ঘ নখ কেশী ।
 এই মতে চলে বাট হাজার রাক্ষসী ॥
 একদিন মারা করি আইল শূর্ণপথা ।
 লক্ষণের নিকটে আসিয়া দিল দেখা ॥
 মারা করি নিশাচরী লাগিল কহিতে ।
 বড় ইচ্ছা হয় মম তোমাতে ভজিতে ॥
 এত শুনি লক্ষণ ধরিয়৷ ধনুর্ধ্বাণ ।
 জীবধ না করিয়া কাটিল নাক কাণ ॥
 অপমান পায়ে সেই লক্ষণের হাতে ।
 নিবেদিল সব কথা রাবণ-সাক্ষাতে ॥
 ভয়ী হুগতি দেখি ক্রোধিত রাবণ ।
 মারীচ সহিত আসি পঞ্চবটী বন ॥

মারা মৃগ ।

মারীচ হইল মারা-মৃগ-কলেবর ।
 সন্মুখেতে নৃত্য করে দেখিতে লক্ষণ ॥
 দেখিতে দেখিতে মৃগ গেল বনান্তরে ।
 আমিও গেলাম সেই বনের ভিতরে ॥
 এক বাণে বধিলাম মৃগের জীবন ।
 প্রাণ-ত্যাগ কালে কৈল ভাই রে লক্ষণ ॥
 শুনিয়া লক্ষণ আইল রম অব্যবধে ।
 পুত পুত পেয়ে সীতা হুদিল রাবণে ॥

সীতাবরণ ।

মৃগ মারি আইলাম ভাই ছই জন ।
সীতা না দেখিয়া দোহা করিএ রোদন ॥
বনে বনে অন্বেষণ করিয়া বেড়াই ।
সন্ধান পাইলু পক্ষী জটায়ুর ঠাঞি ॥
রাবণ হরিয়া সীতা গেল লঙ্কাপুরে ।
শুনিয়া ব্যাকুল চিত্ত ছই সহোদরে ॥

বনে বনে ভ্রমি দোহে করিয়া রোদন ।
পক্ষ কপি সঙ্গে তথা হইল মিলন ॥
নল নীল স্ত্রীীব হনুমান্ জাষুবান্ ।
এই পক্ষ জন তথা বানর প্রধান ॥
সীতার বারতা আমি কহিলাম তারে ।
শুনিয়া স্ত্রীীব তবে কহিল আমারে ॥
বালি রাজা আছে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ।
তার ভয়ে সশঙ্কিত থাকি নিরস্তর ॥
তুমি যদি পার তারে করিতে সংহার ।
সত্য করিলাম সীতা করিব উদ্ধার ॥
এত শুনি ছই ভায়ে হতবিস্ত হয়ে ।
বালিকে করিলু বধ প্রকার করিয়ে ॥
অঙ্গদ নামেতে তার এক পুত্র ছিল ।
আমাকে নিন্দিয়া সেই অনেক কহিল ॥ (১)
কহ প্রভু এ কেমন বিচার তোমার ।
বিনা দোষে বধ কৈলে জনক আমার ॥
কোন্ অপরাধ পিতা কৈল তব ঠাঞি ।
এ কৰ্ম্ম উচিত তব না হয় গোসাঞি ॥
শুনিঞা তাহার বাক্য হইলু লজ্জিত ।
কহিলাম অঙ্গদ বর মাগ মনোনীত ॥
ক্রোধ-মনে অঙ্গদ কহেন পুনর্বার ।
বর যদি দিবে শুন বচন আমার ॥
বিনা দোষে তুমি মম বধিলে পিতারে ।
তোমারে বধিব আমি তেমতি প্রকারে ॥

(১) অঙ্গদ রামের সাক্ষাতে তাঁহাকে গল্পনা করিয়াছে, এরূপ কথা বাস্তবিকই রামায়ণে নাই ।

তুমিরা তথাক্ত বাক্য কহিলাম তারে ।
 কৃষ্ণ অবতারে তুমি বধিবে আমারে ॥
 ব্যাধের কুলেতে জন্ম তোমার হইবে ।
 যুগ অল্পসারে বধ আমারে করিবে ॥

বর গেয়ে হরবিত অঙ্গন হইল ।
 সীতার বারতা আমি তাহারে কহিল ॥
 শুনিঞা সে সব কথা বাণির নন্দন ।
 বানর কটক ঠাট আনে ততক্ষণ ॥
 সীতা অশ্রুবর্ণ ছেতু গেল হনুমান্ ।
 লঙ্কা দগ্ধ করে বীর পবন-সন্তান ॥
 সীতার সংবাদ আমি দিল মম ঠাঞি ।
 শুনি হরষ হইলাম আমরা ছুই ভাই ॥
 বিভীষণ নামে রাবণের ভাই ছিল ।
 মৈত্র বলি মম স্থানে আসিরা মিলিল ॥
 পাবনে জলধি-জল কবির লঙ্কন ।
 লঙ্কার প্রবেশ করি করি ঘোর রণ ॥
 এক লক্ষ পুত্র রাজার পৌত্র সত্তর লক্ষ ।
 সংহার করিলাম কত রথী বে বিপক্ষ ॥
 অবশেষে রাবণেরে করিলু সংহার ।
 হরবিতে করিলাম সীতার উদ্ধার ॥
 বিভীষণে নরপতি করিরা লঙ্কার ।
 চতুর্দশ বৎসরান্তে আসি অবোধায় ॥
 শুনহ নারদ এই পুরাণের সার ।
 রাবণ-বিনাশ ছেতু রাম অবতার ॥
 রামের চরিত্র কথা অমৃত-সমান ।
 কুরুদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান্ ॥

পাবনার কবি অঙ্কুতাচার্যের রামায়ণ ।

সীতার বিবাহ ।

অঙ্কুতাচার্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ, অঙ্কুতাচার্য উপাধি । বিশেষ বিবরণ “History of Bengali Language and Literature” পুস্তকের ১৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । কবির বাসস্থান পাবনা জেলার সাঁচোর গ্রামের নিকট সোণাবাড়ুর অন্তর্গত বড়বাড়ী গ্রাম । গ্রন্থ-রচনা-কাল ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ ।

জনক আদি করিয়া যতেক রাজাগণ ।
বিশ্বামিত্র সঙ্গে লয়া শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
পূরীর ভিতরে লয়া করিল গমন ।
পান্ড অর্ঘ্য আচমন দিলেন আসন ॥
নানা মধু দ্রব্য দিয়া করাইল ভোজন ।
বিচিত্র শয্যাতে মুনি করিল শয়ন ॥
ঘরেত থাকিয়া আসি জনক-নন্দিনী ।
গবাক্ষের দ্বারে দেখে রাম চক্রপাণি ॥
রাম দেখি সীতা দেবী দড়াইল (১) মন ।
আর বর নাহি মোর এ তিন ভুবন ॥
মনেত ধরিল সীতা রামের চরণ ।
মনে মনে কহিতে আছেন মন-কথন ॥

পৃথিবীতে জনমিহু অধোনি সম্ভবা হৈছ
বাপে নাম ধুইল জানকী ।
বাণের প্রতিজ্ঞা-বাণী ঘটক হৈল মহামুনি
রঘুচন্দ্র পতি হেন দেখি ॥
নররূপে নারায়ণ রূপে মোহে ত্রিভুবন
কামিনী ধরাইতে নারে চিন্তে ।
কমোট কঠোর ধর্ম রামের কোমল তম
না পারিব গুণ চড়াইতে ॥
তুনিয়া আকাশ-বাণী আনন্দিত কমলিনী
বিষাধ ভাবএ চন্দ্রযুধী ।
পাইবা উত্তর পতি ত্রিভুবনে তুমি সতি
তোমার ধর্মের ব্রহ্মা দেব স্মৃষী ॥

যেবগণের বরদান ।

দেবের গুনিয়া কথা আনন্দিত হৈল মাতা
 দেব-চক্রে বুলিতে না পারি ।
 বর দিলা ভগবতী শ্রীরাম হউক পতি
 অদ্বুত মধুর ভারতী ॥

শিবের ধনুঃ ।

ধনুক দেখিয়া রাম চিন্তে মনে মন ।
 এ মত ধনুক নাহি এ তিন ভুবন ॥
 বড় বড় বীর আইল জিনিঞা সংসার ।
 ধনুক দেখিয়া কেহ নহে আগুসার ॥
 বিশ্বামিত্র বোলে শুন কমল-লোচন ।
 তোমার বিক্রম আজি দেখিব ত্রিভুবন ॥
 গুরুর বচনে হাসে কমল-লোচন ।
 এক বাক্য বুলি আমি তাথে দেহ মন ॥
 ধনুধান দেখি গুরু অতি বড় ভর ।
 না পারিলে লজ্জা পাই সভার ভিতর ॥
 রামের বচনে ক্রোধ হইল লক্ষ্মণ ।
 আপনাকে আপনে না জান কি কারণ ॥
 ধনুকে গুণ দিব আমি কার্য্য কত বড় ।
 কঠোর পণ করিয়াছে জনক নৃপবর ॥
 শিবের ধনুকে গুণ দিব যেহি জনে ।
 তার তরে সীতা দেবীক করিব সমর্পণে ॥
 যদি আজ্ঞা কর মোথে কমল-নঞান ।
 গুণের কি কার্য্য (১) ধনু করো (২) খান খান ॥
 যে পক্ষিতে ধরিয়াছি এ মহী-মণ্ডলে ।
 যদি আজ্ঞা কর রাম তোলো বাহুবলে ॥
 এক টানে তুলিবার পারো পৃথ্বী-খান ।
 ধনুক করিয়া মোর কোন বস্তু জ্ঞান ॥
 কত বড় বাশের ধনুক কমল-লোচন ।
 আকাশে ফিরাও যে দেখুক সর্বজন ॥
 বীর-দর্প করি তবে বলিছে লক্ষ্মণ ।
 আমি কথা কহি তোরা শুন সর্বজন ॥

আর কত্না আছিল উন্মীলা রূপবতী ।
 কুশধ্বজের দুই কত্না ধৃতি আর ঐশ্র্যতি ॥
 চারি কত্নার অধিবাস কৈল বিধিমতে ।
 মনসা চলিয়া গেল যথা রঘুনাথে ॥
 শত নারীগণ আর করিয়া সঙ্গতি ।
 অধিবাস করিলেন দেব লক্ষ্মীপতি ॥
 বাজিতে লাগিল সব আনন্দ বাজন ।
 মাথে করি নিল সব সুবর্ণ-চালন ॥
 গন্ধর্বে গীত গাএ নাচে বিজ্ঞাধরী ।
 পরম আনন্দ হৈল যথাতে শ্রীহরি ॥
 চারি সিংহাসনে আছে চারি সহোদর ।
 নীলবসন অঙ্গ নব জলধর ॥
 দুর্কাদল-শ্রাম তনু অতিমনোহর ।
 নবজলধর-তনু শোভে পীতাম্বর ॥
 নবীন বয়স বেশ মনোহর তনু ।
 আজ্ঞামূলধিত ভুজ ভূরু কামধেনুঃ ॥
 বদন দেখিয়া মোহে কতকোটি কার ।
 নারীগণ মোহ যায় কোন বস্তু জ্ঞান ॥
 অপরূপ দেখি সব অর্চিত হইল ।
 যার দৃষ্টি যথা গেল তথাই রহিল ॥

বিবাহ ।

চৌদিকে বেড়িয়া নিল চারি সহোদর ।
 নৃত্য গীত কোতুকে পোহাইল রজনী ।
 পূর্নদিক্ প্রকাশ হইল দিনমণি ॥
 বাজিতে লাগিল সব আনন্দ বাজন ।
 জাগিয়া উঠিল তবে যত রাজাগণ ॥
 প্রাতঃ ক্রিয়া করিয়া বসিল সর্বজন ।
 বিশ্বামিত্র করিল বিস্তার শুভক্ষণ ॥
 বৃদ্ধিশ্রদ্ধ করিতে চলিল দুই জন ।
 স্নানকর পুরোহিত গৌতম-নন্দন ॥
 শ্রাদ্ধ করিতে বৈসে জনক রাজন ।
 বিধিমতে করাইল রাজ্যক শ্রাদ্ধ তর্পণ ॥
 শ্রাদ্ধ করি পাত্র রাজ্য কৈল সমর্পণ ।
 শ্রাদ্ধ হান উৎসর্গিরা তুলিল ব্রাহ্মণ ॥

বেদ পড়ি আশীর্বাদ কৈল মুনিগণ ।
 দেব মুনিগণের রাজা বন্দিল চরণ ॥
 দশরথ রাজা এথা নান্দীমুখ করে ।
 পুরোহিত হইল বিশ্বামিত্র মুনিবরে ॥
 বিধিমতে কৈল রাজা শ্রাদ্ধ তর্পণ ।
 পিতা মাতা মহারাজা করিলা তোষণ ॥
 বশিষ্ঠ মুনিক কৈল পাত্র সমর্পণ ।
 নানা দান করি তুষিলেক যত মুনিগণ ॥
 শ্রাদ্ধ দান করিতে বেলা হইল অবশেষ ।
 গোধূলি সময় আসি হইল প্রবেশ ॥
 তিথি আর যোগ গ্রহ নক্ষত্র করণ ।
 স্থানে স্থানে বসাইল বশিষ্ঠ তপোধন ॥
 চতুর্দশি বৈসে দেব মুনি রাজাগণ ।
 ব্রহ্মা আদি সাক্ষাতে বসিল সর্বজন ॥
 বাইবেন চারি ভাই সন্ন্যাস স্থানে ।
 নানা রত্ন অলঙ্কার পরে চারি জনে ॥
 রতন মুকুট শিরে কর্ণে কুণ্ডল ।
 শ্রীবৎস কোমলভরণি শোভে বক্ষঃস্থল ॥
 কনক-নুপুর পায়ে বাজে রিনি রিনি ।
 চরণ মল্লরগতি গজরাজ জিনি ॥
 আগে আগে চলিলেন রাম নারায়ণ ।
 তাঁর পাছে চলিল ভরত লক্ষণ শত্রুঘন ॥

বরসম্মান ।

(কি আরে) চলিল রাঘব রাম যার পরিণয় রাজ ।
 এ তিন অমুজ সঙ্গে সন্ন্যাস-মার ॥ ধূম ॥

বিবিধ বিনোদ মালে ছড়ার আটুনি ।
 আশ লবিত ডালে বিনোদ টালনি ॥
 চন্দন তিলক আর অলকা বিলোলে ।
 চন্দ্র বৈঠল যৈছে জলধর-কোলে ॥
 ভূরুর ভক্তিমা তাহে কারদেব-বাণ ।
 হেন বুঝি কারদেব পুরিছে সন্ধান ॥
 নীলাঞ্জ নয়নে খেলে অপাঙ্গ তরঙ্গ ।
 আচুক নারীর কাব বোহিছে অনঙ্গ ॥

খগপতি জিনি নাশা অধর বাকুনি ।
 তাহাতে বিচিত্র সাজে দশন সুরগি ॥
 রত্নকঙ্কণ শোভে মণিময় হার ।
 এ তিন ভুবনে নাহি তুলনা তাহার ॥
 অঙ্গদ বলয়া সাজে ভূজয়ুগ দণ্ড ।
 সুবলিত জিনি মস্ত করিবর-শুণ্ড ॥
 নবঘন-শ্রাম তহু বস্ত্র বর পীত ।
 নীল গরিবর বৈছে জড়িতে জড়িত ॥
 মকরত-সম কাস্তি জাহু স্রশোভন ।
 অঙ্গুণ-কিরণ যেন কমল-চরণ ॥
 চরণ-পল্লব সব চম্পক কলিত ।
 রোহিণীর পতি কত জিনিয়া নিশ্চিত ॥
 নবীন বয়স রাম অনঙ্গ হিলোলে ।
 কত সুখা বরিষএ মধু রস বোলে ॥
 দেখিতে আইল তথা যত নারীগণ ।
 সবে মুচ্ছাগত হইল দেখিয়া চরণ ॥
 কে কহিতে পারে তার রূপের মহিমা ।
 তিন লোকের পতি তার কি দিব উপমা ॥
 অদ্বুত আচার্য্যে বন্দে কমল-চরণ ।
 পরম পুরুষ রাম দেব নিরঞ্জন ॥

আনন্দিত সর্বজন জনকের ভবন
 পুরে বাজে আনন্দ বাজনা ।
 দশরথ-রাজ-সুত রূপে গুণে অদ্বুত
 ত্রিভুবনে নাহিক উপমা ॥
 ব্রহ্মা হর পুরন্দর শশী বস্ত্র দিবাকর
 সুরাসুরে মা জানে মহিমা ॥
 কোটি চন্দ্র জিনি শোভা দেখেন সুরতি আভা
 সিধি চান্দে অলংকার পাতি ।
 দেখিয়া কোটা ঠাট সুমহিমা পড়ে কাম
 আলো করএ ঘোর সীতি ॥
 নাশা বর সুললিত সুখ কোটি সুধাকর
 শ্রবণে সুশ্রবণ শনি বোলে ।

রামের রূপ ।

জিনি তারা উৎপল যে নঞান বৃগল
যেন ভ্রমর পড়িছে পদ্মদলে ॥
জিনি পাকা বিষফল অধর যে বৃগল
দশন যে মুকুতার পাতি ।
অমিয়া মধুর হাস যেন চন্দ্র পরকাশ
বিহ্ব্যং চমকে ঘোর রাতি ॥

সঙ্কেত চলিল বত দেবগণ ।
পৃথিবীর যত রাজা আর মুনিগণ ॥
আগ বাড়ি নিতে (১) গেলা জনক রাজন ।
বেদধ্বনি করে তবে যত মুনিগণ ॥
নানা বাস্ত্র বাজে ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি ।
মহা শব্দ উঠিল দেখিয়া চক্রপাণি ॥
স্বয়ম্বর স্থানে গেলা রাম নারায়ণ (২) ।
তথা চারি কন্ঠা পরে বহু-আভরণ ॥
নীল লোহিত পীত বর্ণ মনোহর ।
চিত্র বিচিত্র শোভে পরিছে অশ্বর ॥
মৃগমদ চন্দন চর্চিত কৈল কেশ ।
ধোপায়ে পাটের থোপা দোলে পৃষ্ঠদেশ ॥
রতনে জড়িত পরে কিরীট উজ্জ্বল ।
কনক কিরীট পরে করে ঝলমল ॥
সুন্দর সিন্দূর-বিন্দু লগাটেত সাজে ।
কনক-কমলে যেন অরুণ বিরাজে ॥
কামের কাম ভুরুভঙ্গ তরঙ্গ জিনিতে ।
মুনিগণ মোহ যায় অপাঙ্গ-ইন্দ্রিতে ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ত্রীমুখমণ্ডল ।
কুরঙ্গনগণী গণ্ডে ছলিছে কুণ্ডল ॥
নক্ষত্র জিনিয়া যেন শোভে শশধর ।
একত্র শোভিছে যেন শশী দিবাকর ॥
বিষ অধর আর নাসা গজমতি ।
বিহ্ব্যংপ্রকাশ হাস দশনের জ্যোতিঃ ॥

চারি কন্ঠায় বহু-পদ্মা।

(১) অগ্রেসর হইয়া অভিনন্দন করিয়া লইতে ।

(২) রাম যিনি স্বয়ং নারায়ণ ।

হার কেয়ুর আর শঙ্খ বে কঙ্কণ ।
 স্থানে স্থানে শোভা করে নানা আভরণ ॥
 কটিতে কিঙ্কণী সাজে কনক আটুনি ।
 চরণে নুপুর বাজে শুনি যিনি যিনি ॥
 গমন উত্তর গতি রাজহংস জিনি ।
 নান্তি গজীর তাথে মধ্যে দেহখানি ॥
 পারিজাত চারি খানা দিল পুরন্দর ।
 বিচিত্র শোভিছে মালা কয়েক উপর ॥
 নবীন বয়স চারি বিদগধ বালা ।
 সন্দেশ চলিছে কাম পূর্ণ ষোল কলা ॥
 অসংখ্য আনন্দ-বাত্ত বাজে নিরন্তর ।
 শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি নাদে হইল কোলাহল ॥
 জয়ধ্বনি করিল সকল নারীগণ ।
 আগে সীতাদেবী বার পাছে তিন জন ॥
 এমত আনন্দ আর নাহি ত্রিভুবন ।
 রত্ন-প্রদীপ সব করিছে শোভন ॥
 মাথা তুলি চাহে সীতা রামের বদন ।
 অদ্ভুত আচার্য্যের কবিত্ব স্নেহ বচন ॥

(কি আরে) শ্রাম চামর চাক্র নিন্দিত চিকুর ।
 নিবদ্ধ কবরী ভার তাহে নানা ফুল ॥ ধূয়া ॥
 কি দেখিছ রাম-রূপ শিরে বস্তু বালা ।
 ভুবনমোহন বেশ জিনি চন্দ্রকলা ॥
 মলয়া যে বহে বাত সীমন্ত শোভনা ।
 নিবিড় মেঘেত যেন চমকে চপলা ॥
 ললাটে নির্মিত বিন্দু স্নেহের সিন্দুর ।
 কনক-করল মধ্যে যেন বৈঠল সূর (১) ॥
 দীর্ঘ নঞানে শোভে কঙ্কল উজ্জল ।
 মেঘ যেন শোভা করে গগন-মণ্ডল ॥
 শশী সমতুল্য যেন ধ্বজের মেলা ।
 চক্রে মধ্যভে যেন কিছু আছে কালা ॥

তিলতুল তুল্য নাসা বোলে অমধুর ।
 বিষ অধর চাক্ষু মণি-তুল ॥
 শ্রবণে কুণ্ডল শোভে মণি ছয় তার ।
 নক্ষত্র-মণ্ডলে শোভে বিভার বিনাএ ॥
 কঙ্ক-কণ্ঠে মুক্তামালা দোলে পয়োধর ।
 সুরেশ্বরী ধারা যেন স্নেহক-শেখর ॥
 কণ্টকবিহীন যেন সুমুগল বাহুলতা ।
 কনক-কঙ্কণ যেন পরাইছে বিধাতা ॥
 করপল্লব শোভে যেন নক্ষত্র উদিত ।
 রতন সূদড়ি তাথে বিধির নিশ্চিত ॥
 কেশরী জিনিয়া তনু মধ্যে ক্ষীণি ।
 নাভি গম্ভীর দ্বিবলিত তরঙ্গিনী ॥
 গিরুয়া নিতম্ব তাহে শোভেত কিঙ্কণী ।
 জখন বলিত চাক্ষু রামরম্ভা জিনি ॥
 চরণকমল স্নেহমল-কলি-তুল ।
 উপরে শোভিত তাহে কনক নুপুর ॥
 অঙ্গে অনঙ্গ পূর্ণ চলে গুণশীলা ।
 হংসের গমন জিনি নিজ-গতি বালা ॥
 সমুদ্র-মহুনে কিবা পাইল ত্রিহরি ।
 ইন্দ্রের শচী কিবা শঙ্করের গৌরী ॥
 ইহার পরে তুলনা দিবার নাহি আর ।
 কহেন অঙ্কুর রূপ ভুবনের সার ॥

রাম-সীতার জন্য সখীগণের শয্যা প্রস্তুত করা ।

চান্দোয়া টানায় তারা ঘরের ভিতর ।
 বিচিত্র পালঙ্ক পাড়ে অতি মনোহর ॥
 পালঙ্কের উপরে বিচিত্র বিছানে ।
 নেতের বালিস দিল সিথানে পৈথানে (১) ॥
 ঝাপাতে হীরা শোভে উত্তম থোপনা ।
 গজ মুকুতা তাতে লাগিয়াছে ঝন্ঝনা ॥
 নানানিধ পুষ্প ফেলে শয্যার উপর ।
 পুষ্পের মধ্যে ক্রীড়া করে লুক্ক ভ্রমর ॥

কপূর তাষূল খুইল কন্তুরী চন্দন ।
 পঙ্কজ সন্দেশ সখী খুইল ততক্ষণ ॥
 সুবর্ণ ভূসারে খুইলেন সুশীতল জল ।
 শর্করা সহিত খুইলা মিঠা নারিকল ॥
 ঘনাবর্ত দ্রুত খুইলেন কটোরা পূরণ (১) ।
 ভক্ষণ করিবেন আসি লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
 শয্যা নিশাইয়া সখী দিলেন সাদরে ।
 পাত্ৰকা পাএ দিয়া প্রভু আইলা মন্দিরে ॥

সীতা হারাইয়া রাম ।

সীতা সীতা বুলি রাম ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে ।
 হাহাকার শব্দ হৈল অমর নগরে ॥
 রাম বোলেন শুন ভাই প্রাণের লক্ষণ ।
 ফল আনিবারে গেলা সীতা হেন লয় মন ॥
 লড় (২) দিয়া বনে গেল ভাই ছুই জন ।
 চতুর্দিকে বন প্রভু করে নিরীক্ষণ ॥
 সীতাকে না দেখেন প্রভু বনের ভিতর ।
 গোদাবরীর তীরে গেলেন ছুই সহোদর ॥
 চতুর্দিকে নদীর ঘাট করে নিরীক্ষণ ।
 সীতাকে না দেখি প্রভুর আকুল জীবন ॥
 রাম বোলেন গোদাবরী কর অবধানে ।
 ভূমি জান সীতা আমার নিল কোন্ জলে ॥
 রাম প্রসন্ন করেন নদী না দেয় উত্তর ।
 গলাগলি ধরি কাঁদে ছুই সহোদর ॥
 তরু লতা আদি পশু পক্ষীক শুদ্ধি করি ।
 তোমরা জান কোথা গেল জনক-ধিয়ারি ॥
 রামচন্দ্র পুছেন কেহ না দেয় উত্তর ।
 অদ্বুত রচিল সীত পলায় সুন্দর ॥

(১) কোটা (পাত্ৰ) পূর্ণ করিয়া ।

(২) মোড় ।

দ্বিজ লক্ষ্মণ-কৃত রামায়ণ।

রাবণ-বধের পর সীতাকে রাম-সমীপে আনয়ন ও

অগ্নি-পরীক্ষা।

রাজা (১) বলে পর সীতা বিচিত্র বসন।
 অঙ্গের মার্জ্জন কর পর আভরণ ॥
 রাম-দরশনে চল বেশভূষা পর্যা।
 লইব প্রভুর পাশে স্বর্ণ-দোলায় কব্যা ॥
 জানকী বলেন মোর কাঁচ নাই বেশে।
 এইরূপে লেয়া চল রাবণের পাশে ॥
 আমার হৃগতি কিছু দেখুন নয়নে।
 বেশ কর্যা না ঘাইব বধুনাথের স্থানে ॥
 রাজা বলে রাম-আজ্ঞা কে করে লজ্বন।
 এত বল্যা আনাইলা দেব-কণ্ঠাগণ ॥
 অগুরু চন্দন দিয়া অঙ্গের তুলে মলা।
 ভাণ্ডারের বিচিত্র বসন আনাইল্যা ॥
 স্বর্ণ-দোলা আত্মা বস্ত্র আচ্ছাদিল তায়।
 শুভ ক্ষণ করি বেলা সীতাকে চাপায় ॥
 দোলাতে বসিলা মাতা স্নগরি (২) বামচন্দ্রে।
 রাক্ষসগণ চৌদলী তুলিয়া নিল স্বর্কে ॥
 স্তবেশ কর্যা সীতা যান ভেটিতে রামেবে।
 রাক্ষস-রমণী কত যায় দেখিবারে ॥
 রামের কাছে যান সীতা মনোদবী দেখে।
 বলে অভিশাপ-বাণী ধারা বধ চক্ষে ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রাণী করিল গমন।
 সীতার সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন ॥
 সীতার পানে চাহিয়া বলিছে মনোদরী।
 কোথা যায় ওগো সীতা আমায় অনাথ করি ॥
 আমার সৃষ্টি নাশ কর্যা যায় রামের স্থানে।
 বাবা মাত্র পড়িবে রামের বিষ যে নয়নে ॥
 মনোদরীর শাপ-বাণী জানকী শুনিল।
 হরিষ বিবাহে মাতা গমন করিল ॥

জানকীর অশোকবন-
ত্যাগ।

মনোদরীর অভিশাপ।

রামের কাছে যার সীতা হরষিত চিতে ।
 কটকে হুড়াহুড়ি সব সীতাকে দেখিতে ॥
 রাক্ষস-রমণী সব ধায় রড়ারড়ি ।
 তা দেখিয়া বিভীষণ হাতে নিল বাড়ী (১) ॥
 বিমান হইতে ভূমে নাছিল রাজন ।
 চতুর্দিকে বেড়্যা বাড়ী নহে নিবারণ ॥
 কার মাথে বাজে কার পৃষ্ঠে রক্ত পড়ে ।
 ভাবে ভুলি মগ্ধচিত্ত তবু ধায় রড়ে ॥
 বস্ত্রাচ্ছেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ দক্ষিণে ।
 সম্মুখে স্ত্রীবি রাজা মন্ত্রী জাম্বুবানে ॥
 সম্মুখে হনুমান্ করে ক্রতাজ্বলি ।
 বালির কুমার সঙ্গে বীর মহাবলী ॥
 নল নীল কেশরী আর তপন প্রধান ।
 আর যে আছে এ কপি কত নিব নাম ॥
 কটকের হুড়াহুড়ি সীতাকে দেখিতে ।
 কলরব করে কিছু না পাই শুনিতে ॥

সীতার অবরোধ-
মোচন ।

উঠিয়া দাণ্ডান রাম রঘুকুল মণি ।
 বিভীষণে ডাকিয়া বলেন কিছু বাণী ॥
 সীতাকে দেখিতে সভার সাধ আছে মনে ।
 সর্বজন দেখুক সীতা নিষেধ কর কেনে ॥
 প্রজা সব পুত্র-তুলা রাজা হন পিতা ।
 রাজার রমণী হল্যে সভাকার মাতা ॥
 মায় দেখিতে পুত্র ধায় কি বলিবে কারে ।
 অতি রূপবতী হল্যে আপনা সখরে ॥
 দমনে বানরগণ কদাচিত্ রয় ।
 যার যে স্বভাব ধর্ম আপনি রাখয় ॥
 শুন তাই মিতা আর না কর বারণ ।
 ছাড়্যা দেয় সীতাকে দেখুক সর্বজন ॥
 এত বিবরণ শুন্তা রামের বরানে ।
 বিভীষণ রাজা তবে তাবে মনে মনে ॥

আর বত সভাধুও ভাবেন তখন ।
মনেতে করিছে সন্ডে সীতার বর্জ্জন ॥
হেন কালে দোলা হতে বার্যাইল (১) সীতা ।
আকাশেতে পড়ে যেন কত বিভ্রান্ততা ॥
বস্বে অঙ্গ ঢাকে মাতা লাজে হন লুকি ।
বসন ফুটিয়া রূপ ভুবন আলো দেখি ॥
রামের পাদ-পদ্ম ছুটা সীতা নিরখিয়া ।
প্রণাম করেন মাতা অবনী লোটায়া ॥

হরিষ বিষাদে রাম আশিষ করেন ।
জানকীর পানে চায়া বিরূপ বলেন ॥
শুনহ জানকী আমি বলি তব ঠাঞি ।
তোমা হেন স্বীয়ে মো'ব কিছু কার্য নাঞি ॥
আমি আর গৃহিণী না করিব তোমায় ।
যথা ইচ্ছা তথা যায় দিলাম বিদায় ॥
শুনিয়া রামের মুখে দারুণ কাহিনী ।
চক্ষু বায়া পড়ে জল জনক-নন্দিনী ॥
বজ্রাঘাত সম বাক্য শুনি বুদ্ধিহারী ।
লোচন বাহিয়া দুটা পড়ে জলধারা ॥
এই মোর নিবেদন শুন নাবায়াণ ॥
হনূরে পাঠাল্যে যবে তত্ত্ব করিবারে ।
রামচন্দ্র তখন কেন না বর্জিলে মোরে ॥
অগ্নি-কুণ্ড কর্যা কিম্বা জলে প্রবেশিয়া ।
পর্যণ ভেজিতাঙ আমি কাঁতি (২) গলে দিয়া ॥
দেয়র লক্ষ্মণ একবার চায় মোর পানে ।
আমা লাগ্যা বল কিছু শ্রীরাম-চরণে ॥
আমি সীতা অভাগিনী না করি কোন পাপ ।
একবার চায় রাম ঘুচুক সন্তাপ ॥
অগ্নি-কুণ্ড কর্যা দেহ দেয়র লক্ষ্মণ ।
অগ্নিতে প্রবেশ কর্যা ভেজিব জীবন ॥
আমার নিমিত্তে রাম কেন পাবে ক্লেশ ।
পাপিনী পুড়িয়া মরুক তোমরা বাও দেশ ॥

বিসর্জন ।

সীতার উত্তর এবং
অগ্নিতে প্রবেশ ।

অশ্রু বুরে লক্ষণ রামের পানে চান ।
 অভিপ্রায় বুঝিয়া বলেন ভগবান্ ॥
 অলভ্য রামের বাক্য লভে কোন্ জন ।
 কুণ্ড খুলিবারে গেলা ঠাকুর লক্ষণ ॥
 অগ্নিকুণ্ড খুলেন তবে স্নমিত্রার স্নত ।
 অষ্ট হাত করিল কুণ্ড শাস্ত্রের বিহিত ॥
 চন্দন-কাঠেতে সব ভয়াইল কুণ্ড ।
 তাহার উপরে ঢালে চন্দন শ্রীধণ্ড ॥
 পাবক প্রদীপ্ত হৈয়া কুণ্ডময় বেড়ে ।
 জনক-নন্দিনী স্তব করেন কর-ঘোড়ে ॥
 জানকী বলেন ব্রহ্মা তুমি তিন লোকের সাক্ষী ।
 লুকাইয়া যে পাপ করে তায় তুমি দেখি ॥
 বচসি মনসি কায়ে জাগ্রতে স্বপনে ।
 রাম বিনে অশ্রু জন যদি জানি মনে ॥
 কারমনোবাক্যে আমি যদি হই সতী ।
 তবে অগ্নি তোমার ঠাঞি পাব অব্যাহতি ॥
 নতুবা যে জান মনে করিবে বিচার ।
 কলঙ্ক না হয় যেন রামের আমার ॥

রামের শোক ।

এত বলা পড়েন সীতা অগ্নির ভিতর ।
 বাড়িয়া উঠিল বহি স্নমের সোসর ॥
 গুণ্ডের হৃদ শব্দে ধরণী ভরিল ।
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কাঁপিতে লাগিল ॥
 উকি দিয়া চান রাম কুণ্ডের ভিতর ।
 সীতারে না দেখিতে পাইয়া কান্দেন গদাধর ॥
 কুণ্ডের ভিতরে সীতা ব্রহ্মার সাক্ষাতে ।
 মাতৃ-তুল্য করি ব্রহ্মা রাখ্যাছেন সীতাকে ॥
 ভ্রমেতে পড়িয়া রাম ডাকেন সীতা বলা ।
 দশ দিগ অন্ধকার মুচ্ছাপন্ন হল্যা ॥
 রক্ত-বর্ণ চক্ষু অশ্রু বুরে অবিশ্রাম ।
 বিনিঞা বিনিঞা কান্দেন করুণা-নিধান ॥
 হায় হায় কিবা হল্য লক্ষী ছাড়্যা গেল ।
 উড়ু উড়ু করে প্রাণ সদাই চঞ্চল ॥

আপন বুদ্ধিতে আমি হারিলাঙ সীতায় ।
 শুকানে ডুব্যালাঙ তরী তরিয়া দরায় ॥
 সব অন্ধকার সীতা তোমার বিহনে ।
 আর না যাইব আমি অযোধ্যা-ভুবনে ॥
 বে সীতার তবে হুঃখ দশমাস ধর্যা ।
 রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ প্রাণপণ কব্যা ॥
 কুড়ি হাতে ধনুক ধরে যমের সমান ।
 দেবতা গন্ধর্ব যার দস্তে কম্পবান্ ॥
 হেন জনে বিনাশিয়া উদ্ধারিলাঙ সীতা ।
 কি দোষে আমারে লক্ষ্মী ছাড়্যা গেল কোথা ॥
 ধুলায় ধূসর রাম হল্যা অচেতন ।
 আন্তে ব্যস্তে মুখে জল ঢালেন লক্ষণ ॥
 বিভীষণ রাজা কান্দে ধরণী ধরিয়া ।
 রামের বয়ান হেরি কান্দে ফুকরিয়া ॥
 ভাই বন্ধু ধন জন সব হারাইয়া ।
 ঘরের সন্ধান যত সীতার লাগিয়া ॥
 হেন সীতা অগ্নিতে পুড়িয়া হৈল ছাই ।
 ধিক্ থাকু জীবনে আর কিছু কায নাই ॥
 কান্দয়ে সকল কপি লোটিয়া ভূতলে ।
 রামের রোদনে কান্দে দশ দিক্‌পালে ॥

দ্বিজ ভবানী-কৃত রামায়ণ ।

লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয় ।

আমার নিকট রক্ষিত ১২০ বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে নকল করা
 হইল । গ্রন্থ-রচনা-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ।

তথা হতে বহুদূর করিল গমন ।
 আনন্দিত হইল দেখি কুমার লক্ষণ ॥
 সম্মুখে দেখিল রম্য ঘোর তপোবন ।
 মন্দ মন্দ-বায়ু বহে ঘন ঘন ॥
 ফলেমূলে বৃক্ষ সব দেখিতে স্তম্ভর ।
 কোকিলে করএ নাদ অতি ঘোরতর ॥

তপোবন-বর্ণনা ।

মন্দ মন্দ বায়ু বহে পুষ্প সব লড়ে ।
 মধুকর-পদজরে পুষ্প সব পড়ে ॥
 নবীন নবীন পত্র অতি মনোহর ।
 পক্ষী সবে নাদ করে শুনি পরস্পর ॥
 দেখিয়া আনন্দ হইল সকল রাজার ।
 স্থানে স্থানে সরোবর দেখে অপার ॥
 জলচর পক্ষী সব জলের ভিতর ।
 দেখিয়া আনন্দ হইল রঘুর কোণ্ডর ॥
 পদ্ম-হীন নাই তথা এক সরোবর ।
 হেন পদ্ম নাই তথা নাহিক ভ্রমর ॥
 দেখিয়া অপূৰ্ণ স্থান অতি স্নানক্ষণ ।
 রথ হতে নামিলেক কুমার লক্ষণ ॥
 হনুমন্ত আদি করি বত রাজগণ ।
 রথ হৈতে নামিল দেখিতে তপোবন ॥
 ধনু হস্তে করি যায় কুমার লক্ষণ ।
 ধরিছে দক্ষিণ হস্তে পবন-নন্দন ॥
 অঙ্গদ চলিছে আগে পাছে রাজগণ ।
 আনন্দে বেড়ায় বীর সেই তপোবন ॥

চন্দ্রকলা ।

হেন কালে চন্দ্রকলা ইন্দ্রের নন্দিনী ।
 জল-ক্রীড়া করিবারে আইল সুবদনী ॥
 এক শত দাসী সঙ্গে চন্দ্রের উপম ।
 আপনে নবীন যুবা নব-যন-শ্রাম ॥
 কামেশ্বর নাম তথা রম্য সরোবর ।
 সেই জলে ক্রীড়া করে বরাদনা-বর ॥
 মুখের লাবণ্যে কৈল মলিন কমল ।
 আখির কটাক্ষে লজ্জা পাইল ভ্রমর ॥
 কমল সকল অঙ্গ বিশ্ব-ওষ্ঠাধর ।
 সুবর্ণ কমলী উরু অতি মনোহর ॥
 অরুণ জিনিয়া চক্ষু আভা চন্দ্রলদ ।
 সেইরূপ দেখি হয় মুনিমন ভ্রম ॥
 ধূপ-চক্ষু জিনি নাসা দেখিতে সুন্দর ।
 উপমা দিবার রূপ নাই কিত্তি-ভর ॥

পরশুরাম ঐতি-
সকার।

দেখিয়া লক্ষণ বীর চমকিত মন।
একদৃষ্টে চাহি রহে কল্পার বদন ॥
চাহিতে মজিল মন রূপের নাই সীমা।
উপমা দিবার নাই অপার মহিমা ॥
দেখিয়া লক্ষণ বীর বাড়ে চিত্তে তাপ।
ভেদিল সকল অঙ্গ বচন-কলাপ ॥
হেন রূপ গুণ আর না দেখিছি নারী।
সংসারে হইল জন্ম লক্ষ্মী অবতারি ॥
বিস্ময় হইয়া বীর চিত্তে অনুমানি।
হেন কালে দেখিলেক ইন্দ্রের নন্দিনী ॥

প্রথম যৌবন দশরথের নন্দন।
অভিনব কাম জিনি সিংহের গমন ॥
অন্তোন্তে দৃষ্টি হইল তাবা দুই জন।
অন্তোন্তে দরশনে মজিলেক মন ॥
ভিন্ন জন দেখিয়া বসনে চাকে মুখ।
জলেতো মজ্জার (১) অঙ্গ মনেতো কৌতুক ॥
দেখিল পুরুষবর সাক্ষাতে মদন।
তার পাছে দাসীগণে করে আলোকন ॥
বোলে শুন চন্দ্রকলা চল যাই ঘর।
দেখিল পুরুষবরে তোম্কা (২) কলেবর ॥
তোম্কা রূপ দেখিয়া দেবতা মোহ যার।
হেন অঙ্গ অভিনব যুবরাজে চাএ ॥
চন্দ্রকলা বোলে সখি শুন মোর বাণী।
দেখি নব যুবরাজ হিম্মোলে পরাগী ॥
যখনে চাহিল মোরে নব যুবরাজ।
হানিলেক প্রেম-বাণ হৃদয়ের দ্বার ॥
এত বলি চন্দ্রকলা গাএ বস্ত্র দিল।
হৃদয় দণ্ডবৎ করি ঘরে চলি গেল ॥

তথা হস্তে কল্পা যদি হইল অদর্শন।
চিন্তাকুল হইলেক কুমার লক্ষণ ॥

হৃদয় অদর্শনে লক্ষণের
ব্যাকুলতা।

না দেখিল চন্দ্রকলা গেল কোন্‌ ভিত্তি।
মনে মনে মহাবীর হইল চিন্তিত ॥
নয়নে না দেখি পথ সর্ব অন্ধকার।
পাপী সবে যেমতে না দেখে স্বর্গ-দ্বার ॥
ক্ষুধাএ বিকল যেন ক্ষুধাতুর জন।
ধন হারাইয়া যেন বিলপে রূপণ ॥
কি দেখিলুম ক্ষতি-তলে বদন-মাধুরী।
সেই নীল-কান্তি মনে বিশ্বরিতে নারি ॥
অলঙ্ঘ্য যে প্রেম-বাণে দহে কলেবর।
ঘন ঘন শ্বাস মুখে বহে নিরন্তর ॥
এমত দেখিয়া সবে বলিল বচন।
বিচলিত মন কেনে রঘুর নন্দন ॥
হনুমন্ত সষোড়শা বলে রাজগণ।
বিরস বদন কেনে ধামুকী লক্ষণ ॥
হস্তবোড়ে দাঁড়াইল পবন-নন্দন।
বদন তুলিয়া চাহ নর-নারায়ণ ॥
কোন্‌ চিন্তা ভাব গোসাঞি কহ কাক্সা স্থানে।
তোক্ষার অসাধ্য কিবা এ তিন ভুবনে ॥

লক্ষণে বোলেন বাপু শুন মোর বাণী।
সূর্য্য-বংশে মোর সম কেবা আছে মানী ॥
দেবতা করিলুম বশ মেঘনাদ জিনি।
আসিতে বলিল মোরে রঘু-বংশ-মণি ॥
সেই তপোবন দেখ মিলিল আসিয়া।
মোর প্রাণ দহে বাপু কল্লার লাগিয়া ॥
ব্যর্থ মোর রাজ্য ধন জীবন যৌবন।
যদি বা এহার সনে না হয় দর্শন ॥
কোথা গেল চন্দ্রকলা না দেখিল আর।
জন্মান্তরে পাপ কিবা করিল অপার ॥
জন্মান্তরে ভোগ কিবা আশি সে বঞ্চিত।
তবে কেনে বিধি মোরে বঞ্চিত হইল ॥
না করিব মুখ আশি সুর বাণে ঘর।
কলহী হইয়া আশি পাইব পুনরাবর ॥

ৰাম-সীতা-চরণে কহিও নমস্কাৰ ।
 সন্তানী হইয়া গেল লক্ষণ-কুমাৰ ॥
 অঙ্গদ যে বীর যাও কিল্কিয়া নগৰ ।
 যাব যেই দেশে যাও দেখি রঘুবৰ ॥
 আছাড়িয়া ধনুৰ্কাণ ভূমেতে ফেলিল ।
 স্বৰ্গে যাইতে মহাবীর উদ্যম কৰিল ॥
 ইন্দ্রের নন্দিনী কিবা শিবের নন্দিনী ।
 জিনিয়া আনিব আন্ধি কহি পুনি পুনি ॥
 সমবেত দেহপাত যদি হএ রণ ।
 তথাপি কবিব যুদ্ধ কথার কাবণ ॥

এ বলিয়া মৌন হৈল কুমাৰ লক্ষণ ।
 ফহিতে লাগিল তবে যত ৰাজগণ ॥
 অঙ্গদ প্রভৃতি আর যত ৰাজগণ ।
 কহিতে লাগিল তবে বিনয় বচন ॥
 অবধান কৰি শুন বীর যুবৰাজ ।
 একবার রঘুবংশে রাখিলা যে আজ ॥
 তুমি জগত্বেৰ নাথ জানে ত্রিভুবন ।
 উচিত না হয় তোম্ভাৰ এবম্বিধ মন ॥
 রঘুনাথে গঞ্জিবেক ৰাজসভা-মাঝ ।
 কি বলিয়া প্রবোধিবা রঘুবংশ-ৰাজ ॥
 তোম্ভাৰ ধৰেত আছে জগতমোহিনী ।
 তবে কেনে অস্ত্র মন হএ রঘুমণি ॥
 স্থির হও মহাবীর গ্রহ (১) ধনুৰ্কাণ ।
 পূৰ্ণজন্মে নারী হইলে হইব বিজ্ঞান ॥
 এত শুনি বলিলেক কুমাৰ লক্ষণ ।
 চতুৰ্দ্ধিকে বিচাৰ করহ সৰ্ব্বজন ॥
 আশমে বেড়াইব আন্ধি হইয়া পদরথী ।
 চল বীর হনুমন্ত পালহ আরতি (২) ॥
 লক্ষণের আদেশে উঠিল সৰ্ব্বজন ।
 বিচাৰ কৰিতে (৩) সৈন্ত যায় ততক্ষণ ॥
 চলিল অঙ্গদ বীর বিবাদিত মন ।
 বৃক্ষপত্র ব্যাপিয়া চলিল সৈন্তগণ ॥

অগস্ত্য-আশ্রমে ।

কালজিত রাজা চলে সবার প্রধাম ।
 আপনে লক্ষণ চলে হাতে ধনুর্কাণ ॥
 প্রেমে পুলকিত অঙ্গ সুমিত্রা-নন্দন ।
 পদভরে বহুমতী কাঁপে ঘনে ঘন ॥
 হৃদ-গঙ্গার পুরে যত করি বিচরণ ।
 দেখিলেক অগস্ত্যের উত্তম আশ্রম ॥
 চতুর্দিকে রজাবন মধ্যে মধ্যে ঘর ।
 তথা বসি তপ করে মহামুনিবর ॥
 এক শত মুনি আছে তার পরিবার ।
 দেখিয়া হইল ভয় সকল রাজার ॥
 স্বরমাণে (১) জানাইল লক্ষণ-গোচর ।
 প্রণাম করিয়া কহে বোড় করি কর ॥

মুনির আশ্রম এক পাইল দরশন ।
 লক্ষণে বোলেন আশ্রি করিব গমন ॥
 হনুমতে বোলে প্রভু আশ্রি যাই আগে ।
 মোর পাছে আসিব যতেক বীরভাগে ॥
 এ বলিয়া হনুমান্ সত্বরে চলিল ।
 মুনির গোচরে গিয়া দরশন দিল ॥
 প্রণাম করিয়া বোলে বীর হনুমান্ ।
 নিবেদন করি গোসাঞি কর অবধান ॥
 তোমার গোচরে আইল কুমার লক্ষণ ।
 আশ্রমকে পাঠাই দিল জানাইতে কারণ ॥
 উদ্দেশিয়া যার পদ সদা কর ধ্যান ।
 সাক্ষাৎ মিলিল আসি সেই ভগবান্ ॥
 মোর নাম হনুমন্ত পবন-নন্দন ।
 তুনি হরবিত হৈল মুনি মহাজন ॥
 লক্ষণ উদ্দেশে মুনি করিল গমন ।
 হেল কালে বুঝাজ মিলে ততক্ষণ ॥
 হনুমতে চিনাইল কুমার লক্ষণ ।
 আশ্রি করিলেক মুনি তপোধন ॥
 করে ধরি আলিঙ্গন কৈল মহাধর ।
 তজ্জিভাবে পরমুনি লক্ষণে বে লর ॥

লক্ষণে বোলেন মুনি শুন মোর বাণী ।
 কি হেতু আসিছি আন্ধি চিন্তা কর পুনি ॥
 মুনি বোলে অন্ধ মোর হইল নির্মল ।
 সাক্ষাতে দেখিল আন্ধি বদন-কমল ॥
 যে কর্ষে আসিছ তুন্ধি পুরাইব আশ ।
 চিন্তা ছাড় যুবরাজ না কর আশ্বাস ॥
 তোন্ধা লাগি বিধাতাএ রাখিয়াছে নিধি ।
 তাকে লইয়া জিনিবা যে রাজগণ আদি ॥
 ইন্দ্রের নন্দিনী দেখি তুন্ধি মোহ গেলা ।
 যেন তুন্ধি তেন রাম বিধাতা সৃজিলা ॥
 মুনি বোলে ইন্দ্রদেব আইল তপোবন ।
 বধিল দানব দৈত্য বিচারি ভুবন ॥
 আজ্ঞা কর মহামুনি সঙ্গতি যাইতে ।
 না পারি পামর চিত্ত আন্ধি ধরাইতে (১) ॥
 পদগত্বের জল যেন করে টলমল ।
 তেমত আন্ধার চিত্ত শুন মহাবল ॥

মুনি বোলে সঙ্গে চল সুমিত্রা-কোঙর ।
 কঙ্কা-রত্ন দিব তোন্ধা প্রতিজ্ঞা যে মোর ॥
 এত শুনি মুনি সঙ্গে চলে ধনুর্ধর ।
 ক্ষণেকে চলিয়া গেল কঙ্কার বাসর (২) ॥
 মুনির সহিতে গেল পঞ্চ ধনুর্ধর ।
 পদভরে বহুমতী কাঁপে থর থর ॥
 মহাবীর হনুমন্ত পবন-নন্দন ।
 স্তম্ভদাম নৃপতি আর কুমার লক্ষণ ॥
 এহি সব সঙ্গে মুনি উপস্থিত হইল ।
 লক্ষণের আগমন কহিতে লাগিল ॥
 দেখে চন্দ্রকলা তবে আছে ভূমিতল ।
 আপনে মোড়রে মুনি নরনের জল ॥
 মুনি বোলে দাসীগণ কহ সমাচার ।
 জানহীন হই কেন অর্ছিয়ে কঙ্কার ॥
 কেনে অলঙ্কার রত্ন ধনগী লোটার ।
 দাসীগণে বোলে কথা কহনে না বাএ ॥

দান করিয়া কল্পা হইল অচেতন ।
 জিজ্ঞাসিয়া মহামুনি চাই ত কারণ ॥
 মুনি বোলে চক্ৰকলা কহ সমাচার ।
 শোকাবুল চিত্ত কেন দেখিএ তোমার ॥
 অঙ্গরাগ নাই কেন গলিত বসন ।
 নয়নেত অলধারা বহে কি কারণ ॥
 জয়চক্ৰ নরশক্তি খুদৈশী ব্রাহ্মণ ।
 পদবন্দে ইতিহাস করিল রচন ॥

চক্ৰকলার বিবেচন ।

শুন মুনি দুঃখের কাহিনী ।
 গেল আন্ধি সরোবর দান করিবার তর (১)
 সধীগণ করিয়া সঙ্গিনী ॥
 থাকিয়া জলের মাঝ দেখিলাম সুবরাজ
 কোট চক্ৰ জিনি মুখ-ঠাম ।
 কঠে দিব্য রত্নমালা যেন শোভা করে তার
 নানা সাজে যেন বনশ্রাম ॥
 নবরত্ন মহাবল হাসে বীর খল খল
 চাহিতে হরিয়া নিল প্রাণ ।
 সত্য করিলাম আন্ধি শরীরে না সহে পুনি
 বিষ খাইয়া তেজিব পরাণ ॥
 কোট চক্ৰ জিনি মুখ দেখি হইল কৌতুক
 কোন্ বিধি হরি নিল তবে ।
 দারুণ দুঃখের ঠানে ছুবন মোহিতে জানে
 দেখি মোর মজিলেক মন ।
 নব অলধর জিনি অঙ্গের বরণ খানি
 হেন মনে দেখি অঙ্গরূপ ॥
 শুন শুন মুনিরাজ জীবনের নাই কাষ
 না দেখিলে সে চাঁদ-বদন ।

মুনির আশাস ।

মুনি বোলে চক্ৰকলা তোমার জীবন ভাল (২)
 পতি পাইলা নর-নারায়ণ ।
 ব্রহ্মা তোকে দিল স্বয়ং দক্ষিণক পুরুষ
 সেই লায় দেখিলা মনসে ।

জিনিতে নৃপতিগণ সঙ্গে লইয়া রাজগণ
 ভ্রময়ে যে দেশ-দেশান্তর ॥
 পথক্রমে সৈন্তসনে আসিলেক তপোবনে
 তোক্ষা দেখি মজে তান মন ।
 তোক্ষা বেন নাই জ্ঞান তেন মত তান প্রাণ
 অজ্ঞোত্তে হইছে সন্ধান ॥
 তোক্ষাতে কহিতে মর্শ্ব জানাইলুম এহি ধর্শ্ব
 লক্ষণ যে নর-নারায়ণ ।
 শীঘ্রগতি পাঠায় চর জানাউক পুরন্দর
 আসিতে দেবতাগণ সঙ্গে ।
 হেন কালে সহচরী পাঠাইল সুরপুরী
 দেবসভা অতিশয় রঙ্গে ॥

ইন্দ্রের গোচরে গিয়া বোলে পুটাজলি হইয়া
 লক্ষণ বীরের আগমন ।
 শুনি ইন্দ্র হরষিত আনন্দিত অভুলিত
 দেবসঙ্গে করিল গমন ॥
 বলিয় কস্তার আগে হেন বীর মিলে ভাগ্যে
 পরশনে পাপ হএ নাশ ।
 ধন্ত মোর কস্তা হৈল নারায়ণ বর পাইল
 পবিত্র হইল মোর কুল ।
 চল চল দেবগণ দেখি নর-নারায়ণ
 চলহ সকল সহচরী ।
 সভাকারী সঙ্গে করি চল সব সহচরী
 শীঘ্র কহ চন্দ্রকলা-স্থানে ॥
 কস্তার সমীপে গিয়া সকল কহিল ধাইয়া
 দেবসঙ্গে আইসে পুরন্দর ।
 সভা করিবার রঙ্গে সভাকারী আনে সঙ্গে
 সুবদনি এহি আজ্ঞা কর ॥
 মুনি বলে সভা কর যেমত কস্তার বর
 দেখিয়া প্রাণংসে বেন সর্কে ।
 মুনির আদেশ পাইয়া সভাকারী গেল ধাইয়া
 বিচিহ্ন নির্মাণ সভা করে ॥

ইন্দ্রের আগমন ।

মুনি বোলে চন্দ্রকলা অন্ন মাত্র আছে বেলা
 আন্ধি ঘাই যথা সুবরাজ ।
 তোমার সংবাদ শুনি আনন্দিত হইব পুনি
 মৃতদেহে সঞ্চরিব জীব ।
 শুনিয়া মুনির বাণী বোলে কহা সুবদনী
 চল শীঘ্র জানায় সংবাদ ॥
 দারুণ বসন্ত কাল কিবা মোর জঞ্জাল
 শীঘ্র যাউক বোল মুনিবর ।
 মুনি বোলে চিন্ত শাস্ত করিলে পাইবা কান্ত
 সন্ধ্যাকালে নব ঘন শ্রাম ।
 শ্রীরামের ইতিহাস শুনিলে পাতক নাশ
 কি করিতে পারে মর্হাপাশে ॥

সর্বদেব সঙ্গে করি মিলে পুরন্দর ।
 যার যেই যোগ্য স্থানে বসিল সত্ত্বর ॥
 ধবল যে বস্ত্র উড়ে মন্দ মন্দ বায় ।
 স্থানে স্থানে স্তম্ভের উপরে দীপময় ॥
 শতে শতে দিউটী ধরিল চারি পাশ ।
 সভা দেখি দেবরাজ মনে মনে হাস ॥
 মুনি সম্বোধিয়া বোলে দেব পুরন্দর ।
 কোন্ স্থানে চন্দ্রকলা কস্তারদ্ধ মোর ॥
 শুনিয়া ব্রাহ্মণী সব করএ মঙ্গল ।
 সাজাই আনিতে যাউক দেবতা সকল ॥
 দেবতার তেজে হউক পৃথিবী উজ্জ্বল ।
 নৃত্য গীত করহ মঙ্গল কুতূহল ॥
 সুবর্ণ-রজত-বৃষ্টি কর তপোবনে ।
 রত্নময় দেখে বেন রত্নর নন্দনে ॥
 ই সব বলিয়া গেল রত্নর নিকটে ।
 দেখিলেক চন্দ্রকলা পড়িছে সন্মুখে ॥
 জানিয়া এ সব তত্ত্ব দেব পুরন্দর ।
 তোমার প্রাণনাথ এথা আসিছে সত্ত্বর ॥
 জনক দেখিয়া কহা প্রণাম করিল ।
 বসনে চাকিয়া মুখ আড় হৈয়া রৈল ॥

বিবাহের উদ্ভোগ ।

তার পাছে পুরবাসী যত যত নারী ।
 স্নান করাইয়া দিল অলঙ্কার মাড়ী ॥
 কপালে সিন্দূর-ফোঁটা দেখিতে সুন্দর ।
 সখীগণ সঙ্গে চলে যথা স্বয়ম্বর ॥
 শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাস্ত্র জোকারের নাদ ।
 নারীগণে গীত গাহে শুনিতে সুস্বাদ ॥
 পিনাক বরাহ বাস্ত্র কদ্রু কপীনাস ।
 শুনিয়া এ সব ধ্বনি সভাব উল্লাস ॥
 ঢাক ঢোল নানা বাস্ত্র বাজে ঘন ঘন ।
 স্বয়ম্বর-স্থানে গিয়া দিল দরশন ॥
 এথা বীর যুবরাজ আসিবার তরে ।
 সাজিয়া সকল বীরে সিংহনাদ করে ॥
 গুণ্যবস্ত্র রাজা নরপতি জয়চক্র ।
 শ্লোক ভাঙ্গি অভিষেক কৈল পদবন্দ ॥
 উত্তম ভবানী দ্বিজ রচিল পয়ার ।
 ইতিহাস ভবসিদ্ধু পাণ তরিবার ॥ (১)

(১) নোয়াখালির নিকট কোন স্থানে এই জয়চক্র নৃপতির রাজধানী ছিল। এই পুস্তক তাঁহারই আদেশে দ্বিজ ভবানী কর্তৃক বিরচিত হয়। পুস্তক রচনার পারিশ্রমিক ও উদ্দেশ্যে পুথির শেষে এই ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

জয়চক্র নরপতি	রাম ইতিহাস অতি
যত্নে সে করিল পদবন্দ ।	
দ্বিজবর ভবানী	আপনা সাক্ষাৎ আনি
দিনে দিনে দশ মুদ্রা দান ।	
শুন শুন দ্বিজবর	ভবসিদ্ধু পার কর
লিখিয়া রামের গুণকথা ।	
আল্লামা যে অধিকার	প্রজা সব দুর্কার
দিনে দিনে বত পাণ করে ।	
করএ অশেষ পাণ	যহাযুগে সজাপ
এহা হতে উদ্ধার আশারে ॥	

জগদ্রাম রায়ের রামায়ণ ।

জগদ্রাম রায় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত দামোদর-নদের তটবর্তী ভুলুই গ্রামে প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার বংশধরেরা এখনও উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন । ইহাদের গৃহে জগদ্রাম রায় বিরচিত যে রামায়ণ মহাকাব্যখানি অতাপি পূজিত হইয়া থাকে, শুনিতে পাওয়া যায় তাহা জগদ্রাম রায় ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের স্বহস্তলিখিত । পিতাপুত্র উভয়েই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন । দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে রাম-প্রসাদ রায়েরও ভণিতা আছে ।

হর-পার্বতী-সংবাদ ।

[কবি জগদ্রাম রায়-বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্যের অন্তর্গত দুর্গাপঞ্চরাত্রি-নামক ষণ্ডকাব্য হইতে উদ্ধৃত ।]

পার্বতী-বন্দনা ।

জন্ম পার্কতী হর দুর্গতি
প্রণতি তব চরণে ।
সেই সে ধন্য পরম পুণ্য
যে লভে তব শরণে ॥
মুক্তিদাত্রী শিখর-গুপ্তী
নাস্তি তব মা উপমা ।
তব চরিত্র অতি বিচিত্র
বেদে দিতে নারে সীমা ॥
মূল প্রকৃতি নাস্তি আকৃতি
পরম জ্যোতিরূপিণী ।
এ সব সৃষ্টি সে তব দৃষ্টি
সচরাচরব্যাপিনী ॥
বিহীন-বর্ণ স্তনহ বর্ণ
দৃগ্‌বলহীন-নয়না ।
রসমারহিত স্বাদ বিদিত
হীন চরণে গমদা ॥
সলিলে দ্বিত্ব অনলে দগ্ধ
রবিতে প্রোঞ্চন কিরণা ।
চক্রে নীতল সে ভূমি-সকল
অগণিত গুণ বরণা ॥

জগত-বন্দ্য তুমি অনিন্দ্য
 হরি-হর-বিধি-পূজিতা ।
 অতি অধর্মী আমি কুকর্মী
 যোর কেহ নাহি মাতা ॥
 করুণা-নেত্রে চাও কুপ্ত্রে
 হে ত্রিনয়ণি একবার ।
 তারা নাম ভার রাখ এইবার
 আমি সে করেছি সার ॥
 না জানি তত্ত্ব পূজন-মন্ত্র
 যন্ত্রবিহীন পূজা ।
 দেখি পামর মা হুংখ হর
 দয়া কর দশভূজা ॥
 তব চরিত্র পঞ্চক-রাত্র (১)
 গান শুনি কর দয়া ।
 হবে স্বপক্ষ কর কটাক্ষ
 বিতর সম্পদ-ছায়া ॥
 জগতে গায় এ বর চায়
 যুগ বাতুল চরণে ।
 তব ও মূর্তি হৃদয়ে স্মৃতি
 হয় যেন সে মরণে ॥

কৈলাসে শিব-শিবাব কথোপকথন ।

[রাবণ-বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিবার পূর্বে ভগবান্ রামচন্দ্র
 কিষ্কিন্দ্যার প্রস্তবণ-পর্যন্তে শরৎকালে অকালে দেবীর বোধনপূর্বক
 পূজারস্ত করেন। দেবীকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আহ্বান করিবামাত্র
 কৈলাস-পর্যন্তে দেবীর আসন টলিল। সেই সময়ে ভগবতী শিবের সহিত
 যেরূপ কথোপকথন করেন, নিম্নে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।]

কৈলাসেতে একাসনে হরগৌরী হই জনে
 প্রেমে রম্যবেশে বসি ছিল্যা ।
 হেন কালে সিংহাসন টল বল (২) করে ঘন
 শিবচূর্ণী সচকিত হল্যা ॥
 করপুটে কাত্যায়নী প্রণমিয়া শূলপাণি
 জিজ্ঞাসা করেন বিবরণ ।

(১) পুত্রেয় নাম দুর্গা-পঞ্চরাত্র । (২) টলমলন

বল প্রভু ভূতনাথ কেন হেন অকস্মাৎ
 টলবল করয়ে আসন ॥
 শুন ত্রিনয়ন প্রভু বাম অঙ্গ নাচে কভু
 দক্ষ অঙ্গ (১) স্পন্দয়ে কখন ।
 কভু থাকি হর্ষমনে কভু প্রাণ কাঁদে কেনে
 হরিষ বিবাদ হচ্ছে ঘন ॥
 কি জানি কি লভা হয় না জানি কি অপচয়
 বুকিতে না পারি কিছু আমি ।
 ক্ষণে দন্তে জিহ্বা কাটে ক্ষণে কেনে হর্ষ উঠে
 এ কি বটে বল মোর স্বামী ॥
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে ডাকে কেবা দুর্গা বলো
 কে পড়িল বিষম শব্দটে ।
 স্থির হতো নারি আর বল বটে কি প্রকার
 দ্রুত যাব তাহার নিকটে ॥
 ভবানী-ভারতী শুনি ধ্যানে বসি শূলপাণি
 জানিলেন সকল কারণ ।
 পুলকে পুরিত গাত্র প্রেমে ছল ছল নেত্র
 আনন্দ উথলে ঘনে ঘন ॥
 শিব কন শুন শিবা আজি অতি শুভ দিবা
 পরম আনন্দ করি মানি ।
 কিঙ্কিয়া কাননে হরি প্রতিমা প্রকাশ করি
 তোর পূজা করিবেন তিনি ॥
 নিশ্চাইয়া দশভূজা আধিনে তোমার পূজা
 প্রকাশিলা রাজীবলোচন ।
 বাটি সহস্রেক মুনি সঙ্গে লয়া চক্রপাণি
 তোমারে করেন আবাহন ॥
 যে পূজা বসন্তে ছিল সে শরতকালে হল্য
 ইহা বই কি আনন্দ আর ।
 প্রভু রাম কৃপানিধি তিনি পূজা কৈল্যা যদি
 তবে হল্য সংসারে বিস্তার ॥
 বাম অঙ্গ নাচি উঠে এই সে বঙ্গল বটে
 চল চল চণ্ডিকা চপলে ।

শুহ গজানন লেহ (১) ব্যাজ আর না করিহ
 লঘুগতি চল ভূমিতলে ॥
 জগদ্রাম কাব্য কয় মোর যেবা ভাগ্যে হয়
 তব নাম পতিত-পাবনী ।
 প্রাণের প্রয়াণ-কালে জিহ্বা যেন রাম বলে
 তবে তব নামগুণ জানি ॥

শিব-বাক্য শ্রবণে দেবীর ক্রোধ ।

শঙ্করের কথা শুনি বলেন শঙ্করী ।
 বাম অঙ্গ নৃত্য শুভ বলিলে বিচারি ॥
 দক্ষ অঙ্গ নাচে তাহে কিবা হবে হানি ।
 বিবরণ ত্রিলোচন বলিবে এখনি ॥
 শ্রীরাম করেন পূজা কি কার্য বিশেষ ।
 বনিতারে বিবরণে বল বোমকেশ ॥
 গঙ্গাধর কন শুন গণেশ-জননী ।
 অল্প অপচয় বটে না মান সে হানি ॥
 পূজা প্রকাশিলা রাম তাব যে কারণ ।
 সে কথা গণেশ-মাতা শুন দিয়া মন ॥
 প্রভু রাম গুণধাম দেবের কারণে ।
 দশরথ-গৃহে জন্ম লভিলা আপনে ॥
 পিতার বচন পালিবারে এল্যা বন ।
 রাবণ করেছে তার জানকী হরণ ॥
 রাবণ তোমার দাস রামচন্দ্র জ্ঞানি ।
 তব পূজা আরম্ভিলা শ্রীরাম আপনি ॥
 তোমারে করিয়া তুষ্ট মাগিবেন বর ।
 স্ববংশেতে ধ্বংস তবে হবে লঙ্কেশ্বর ॥
 এ নিমিত্তে পূজা চিন্তে ভাবহ ভবানী ।
 রাবণ হইবে নাশ এই মাত্র হানি ॥
 এই অপচয় তেঁই নাচে দক্ষ অঙ্গ ।
 অল্প দায় বটে মন না করিহ ভঙ্গ ॥
 পিতল বিফল হয় পাইলে কাঞ্চন ।
 ইক্ষন করিয়ে ত্যাগ মিলিলে চন্দন ॥

শিবদেবে রামের বৃত্তান্ত
 শ্রবণ ।

কুপ-জল দিয়া যদি পাই গজাজল ।
 শুক্তির বদলে দিয়ে পাই মুক্তাকল ॥
 পাষণ ব্যত্যয় দিয়ে স্পর্শমণি মিলে ।
 এ সকলে হানি কি পরম লভ্য বলে ॥
 রাবণ ত্যজিলে যদি রাম তুষ্ট হন ।
 ইহা হতে লভ্য কিবা ত্রিভুবনে ধন ॥
 সংসারের পূজ্য যিনি পূজিবে তোমায় ।
 এ আনন্দ পঞ্চমুখে বলা নাহি যায় ॥

দেবীর কোত ।

হরের বদনে হেন গুনি হৈমবতী ।
 কোপ করি কন কিছু কাত্যায়নী তথি ॥
 ভক্তের বিপত্য হবে চিন্তে ভেদ হল্য ।
 লোহিত লোচন পূর্ণ ঘর্ষ উপজিল ॥
 কলেবর থর থর কম্পিত অধর ।
 মহাদেবে মহামায়া বলেন উত্তর ॥
 উগ্র হয়্যা উগ্রদেবে বলেন পার্শ্বতী ।
 তোমাকে কথাকে মোর অসংখ্য প্রণতি ॥
 কি বল কাশীবিলাস এ অন্ন দায় বটে ।
 যে কথায় প্রাণ যায় হিয়া মোর কাটে ॥
 দ্বিগুণ আশুন মোর উঠিল জলিয়া ।
 সেবক-বধের কথা কর্ণেতে গুনিয়া ॥
 গুন ভূতনাথ এবে বলিব উচিত ।
 ভূত ভবিষ্যতে হেন না দেখিরে রীত ॥
 জনক জননী ভাবে ভজরে সেবক ।
 যারে ভজ্রে সে জানয়ে যেমত বালক ॥
 সেবক প্রভুতে হয় এমত সর্ষঙ্গ ।
 ভক্তের উন্নতি হল্য প্রভুর আনন্দ ॥
 দাসের দুর্গতি হল্য স্বামী হৃৎ মনে ।
 এইরূপ আচরণ করে ত্রিভুবনে ॥
 সে তুমি অখিল-স্বামী কি বল বচন ।
 কৌশল করিয়া বুঝি বুঝ মোর মন ॥
 একবার শিব বলি যদি কেহ ডাকে ।
 শূল ধরি শঙ্কটে সহায় হও তাকে ॥

উগ্র তপ তব জপ করিল রাবণ ।
 ধ্যান করি যুগ ভরি কৈল অনশন ॥
 এক পদে তা পর সহস্র বর্ষ ছিল ।
 সহস্র পূর্ণিতে এক মুণ্ড কাটি দিল ॥
 দশ দশ শত বর্ষে দশ শীর্ষ (১) দিয়া ।
 তব পদ সেবিল সকল ভোগিয়া ॥
 সে কালে সরল হয়্যা কি বর না দিলে ।
 পুত্র বলি অগ্নিকুণ্ড হত্যে কোলে নিলে ॥
 মোর ক্রোড়ে দিয়া পুনঃ বলিলে আমারে ।
 জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণের ভার লাগে তোরে (২) ॥
 তদবধি লঙ্কাপুরে মোর হল্য বাস ।
 উগ্রচণ্ডা খাণ্ডা ধরি রক্ষা করি দাস ॥
 সে সব বৃত্তান্ত নাকি নিতান্ত ভুলিলে ।
 বৃষি ভোলানাথ ভাঙ্গে ভ্রমে ভুলি গেলে ॥
 রাবণ ভুবনে মোর ভক্তের প্রধান ।
 কার্তিক গণেশ নহে তাহার সমান ॥
 পুত্রভাব রাবণেরে জানয়ে সংসারে ।
 সে যদি মরে বিক্ খাঙ্কুক মো সবারে ॥
 আমি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মোর খ্যাতি ।
 মোর দাস করে নাশ কাহার শক্তি ॥
 প্রচণ্ডা চামুণ্ডা আমি খাণ্ডা ধরি যাব ।
 রাবণেরে পৃষ্ঠে রাখি সংগ্রামে দাঁড়াব ॥
 দেখিব দানব দেব অহর রাক্ষস ।
 সুপর্ণ পন্নগ যক্ষ ঋক্কের সাহস ॥
 ভূত প্রেত পিশাচ গন্ধর্ব্ব বেতালেতে ।
 নর কি বানর যোবা আসিবে সাক্ষাতে ॥
 সম্মুখেতে সংগ্রামেতে সংহার করিব ।
 ভক্তের কারণে ভূমি শোণিতে ভাসাব ॥
 নিমন্ত্ত শুভ্রে আমি নাশ কৈল ফণে ।
 মহিষমর্দিনী নাম লুকালা ভুবনে ॥
 অহি মই সহিত করিব সর্ব্বগ্রাস ।
 তথাপি রাখিবহে রাবণ নিজ-দাস ॥

সর্বসংহারিণী নারী কেবা নাহি জানে ।

অন্য জন যদি হেন্‌ বচন বলিত ।

উগ্রচণ্ডা নিকটে তখনি ফল পেত্যা ॥

তুমি স্বামী দারা আমি তাই সম্ব হন্য।

এ কথা কহিতে মুখে লজ্জা না জন্মিল ॥

কি তার সন্মম যার এমতি আশয় ।

নহিলে তোমারে কেন পশুপতি কয় ॥

তোমার করণ বলি শুন নিজ রীতি ।

শিব ভূগা দৌহে উক্তি পরম পূর্ণিত ॥

शिवराम पादपद्मे समर्पित। काय।

ଦୁର୍ଗାପଞ୍ଚରାତ୍ରି ଗୀତ ଜଗତେତେ ଗାୟ ॥

শিবের প্রতি পার্বতীর ক্রোধোক্তি ।

তুমি সে যেমন বলিলে তেমন

এমতি তোমার কায ।

তব দোষ নয় ধুতুরাতে কর

তেঁই সে এমন সাজ ॥

এই কল্পিতা সব খোলাসা

• १० • हंमोह दिगम्बर ।

তোমার গুণে	বিধিল ঘুণে
------------	------------

আমার অন্তর ॥

বিভূতি গায় দেবের সঙ্গায়

বে যায় নাওট বেশে ।

এমত কথা বলিতে হেথা

লাজ কি মুখে আসে ॥

ভালের ঘোরে নয়ন ফিরে

চলিতে থাকে নাহি।

ଉତ୍ତର ଘଟା **ବିହୃତି-ଫୋଟା**

দেখিলে ভয় পাই ॥

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ମାଳ

ভেদে গড়ে খেলা ।

নহিলে কেনে তোমার সনে
 ফিরিছে দানবশুলা ॥
 কিসের ভাবে দেবতা সবে
 চরণ দুটা পূজে ।
 বুঝ্তে নেল্যাম ভেবে মল্যাম
 পুড়িল এ সব লাজে ॥
 কোন্ দেবতা এমত কথা শিব-নিশা ।
 বার করিবেক মুখে ।
 সেবক ভ্রাশা (১) থাকিবে বস্ত্রা
 কি বলিব তাকে ॥
 এমত ধারা নহিলে কারা
 কালকূট বিষ খায় ।
 বুদ্ধ হয়্যা সিঁহি খেয়্যা
 কুচনীপাড়া বার ॥
 হেন নহিলে সব খোয়ালো
 কাঁধে করিলে কুলি ।
 ভেক করিয়া ভিক মাগিয়া
 ফিরিছ কুলি কুলি (২) ॥
 ক্ষণেতে রোষ ত্বরিত দোষ
 দোষ গুণ সমজ্ঞান ।
 শ্মশান-বাস সদা উদাস
 উপহাস নাহি মান ॥
 আচার বিচার নাহিক তোমার
 বার তার ঘরে খাও ।
 বদন-বান্ধ বরিলে সন্তঃ
 তখনি ভুল্যে যাও ॥
 স্তন প্রভু কই বেগপাত ছই
 যদি তোমায় দেয় ।
 তাতেই ভুলি যাও হে শূলী
 সেই সে কিনে লের ॥
 বগলবান্ধ করিলে সন্তঃ
 চতুর্ভুজ দাও ।

একবার শিব বলয়ে যে জীব
 তাহার পিছে খাও ॥
 তোমার পারা (১) ছবেক যারা
 তারা বুঝিতে পারে।
 আপনার দাস তাহার বিনাশ
 শিবা দেখিতে নারে ॥
 অশেষ মত বুঝাতো কত
 পাবিবে ত্রিলোচন।
 বলিল উজ্জা (২) চাহিনা পূজা
 বাঁচুক রাবণ-ধন ॥
 তোমার কথায় যদি দিয়ে তায়
 ভাবিয়ে দেখ মনে।
 যেই ভজিবেক সেই মজিবেক
 তবে পূজিবে কেনে ॥
 সেবক তার। নামটি পারা
 আজি হতো গেল তবে।
 ভক্ত-মারা এ নাম সারা
 জাগিল এই ভবে ॥
 নবীন পয়ার পাঁচালীর সার
 জগৎবাসে গায়।
 এই কলিতে রাম বলিতে
 যেমন পরাণ যায় ॥

ব্যঙ্গচ্ছলে মহাদেবের পার্শ্বতী-গুণ-কীর্তন।

শুনলো শিবা বলিব কিবা
 তোমার গুণের কথা।
 কহিলে মরম পাইবে সরম
 গণপতির মাতা ॥
 পূর্বকালে রণ-স্থলে
 রক্তবীজের নাশে।

(১) তুল্য।

(২) বলিল উজ্জা = সোজা কথা বলিতেছি। উজ্জা বা উজ্জ্ব 'বজ্জ'

শব্দের অপভ্রংশ।

ভীষণ আকার করে মার মার
 দেবতা পলায় আসে ॥
 বরণ কালী মুণ্ডমালী
 লহ লহ করে জিহ্বা ।
 করাল বদন বিকট রসন
 গলিত বসন কিবা ॥
 ঘন তর্জ্জন ঘোর গর্জ্জন
 ভূমেতে লোটে জটা ।
 প্রথর খড়্গা দম্বজ-বর্গে
 দলিলে দানব-ঘটা ॥
 হইয়া অধীর খাইলে কুধির
 ধ্বংস পূরি যবে ।
 লোহিত বর্ণ নয়ন ঘূর্ণ
 কর্ণ-ভূষণ সবে ॥
 যোগিনী সন্তব সব উলঙ্গ
 তোমার সঙ্গে নাচে ।
 অস্তুর অমর করে খরহর
 ভয়ে না আসে কাছে ॥
 গুহ গলানন ভাই দুই জন
 মা বলি কাছে গেল ।
 মায়ের সজ্জা দেখিয়া লজ্জা
 সাগরে ডুবে ছিল ॥
 বধিয়া অরি নাচহ ফিরি
 ঘন ঘন দাও লক্ষ ।
 অহি-মহীযুত কমঠ পীড়িত
 ত্রিভুবন হলা কম্প ॥
 ভূমি টলবল যার রসাতল
 চরাচর ডুবে জলে ।
 খাইয়া সিদ্ধি পাগল-বুদ্ধি
 পড়ে তোর পদতলে ॥
 আমি তোর হর তেই পদ ভর
 ধরিল আপন বৃকে ।
 চরণ-স্পর্শ বাড়িল হর্ষ
 অঙ্গ অতি পুলকে ॥

এ সব মনে পড়িবে কেনে
সে গেল অনেক দিন।
তে কারণে কই মোর হৃদে সেই
দেখ তোর পদ-চিন (১) ॥

তব পদ-চিন ধরি রাত্রি দিন
সদা প্রমুদিত মনে।
চরণ-চিহ্ন লভিয়া ধন্ত
মান তারে দোষ কেনে ॥
আমি সে যেমন তুমি সে তেমন
এমন আর কি হবে।
কেহ নই কম দোষ-গুণে সম
বেদে মানে এক ভাবে ॥
আমি সে অধীন তুমি বাস ভিন (২)
এ কথা কহিব কায়।
শুনলো তারা আমার পারা
না পাবি গণেশ মায় ॥ (৩)
পতির বাণী শুনি ভবানী
হরের হৃদয়ে চান।
চরণাঙ্কিত হৃদি ভূষিত
নিজে দেখিতে পান ॥
হৈলা লজ্জিত কোপ-বর্জিত
গদগদ অধোমুখী।
অতি প্রমোদে হরের পদে
পড়িল সজল আধি ॥
জগতে (৪) গায় এবার চায়
হর-গৌরীর পদে।
যুগলরূপ রসের কূপ
দেখা পাই যেন হৃদে ॥

চণ্ডীর লজ্জা ও
অনুতাপ।

(১) পদচিহ্ন। (২) ভিন=ভিন্ন। তুমি আমাকে পর মনে কর।

(৩) হে তারা—গণেশ-জননি, আমার তুমি কাহাকেও আর
পাইবে না। (৪) জগজ্জায়।

রঘুনন্দন গোস্বামীর রাম-রসায়ন ।

রঘুনন্দন ১১৯৩ সালে (১৭৮৫ খৃঃ) জন্ম গ্রহণ করেন । ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি রাম-রসায়ন গ্রন্থ রচনা করেন ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজনবল্লভ শ্রীপাট নোতায় বাস করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রপৌত্র রামেশ্বর গোস্বামী শ্রীপুরষোত্তম-ধামে গমন করেন ও তথা হইতে আসিয়া আর নোতায় না যাইয়া ইচ্ছাপুর গ্রামে বাস-স্থাপন করেন । নোতা ও ইচ্ছাপুর এই গ্রামদ্বয় বর্ধমান জেলার অন্তর্গত । রামেশ্বর গোস্বামীর পুত্র নৃসিংহদেব গোস্বামী ইচ্ছাপুরের বাস ত্যাগ করিয়া বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খড়ী-নদীর উৎপত্তি-স্থান মাড়ো গ্রামে বাস করেন । এই গ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন মানকরের নিকটবর্তী । বলদেব নামে তাঁহার এক পুত্র হয় । বলদেবের তিন পুত্র—লালমোহন, বংশীমোহন এবং কিশোরীমোহন । কিশোরীমোহনের দুই বিবাহ । প্রথম বিবাহ মাড়োর তিন ক্রোশ পূর্বে এরাণ-বাহাদুরপুরে এবং দ্বিতীয় বিবাহ নলসারল গ্রামে হইয়াছিল । এই দুই স্ত্রীর নয়টা সন্তান জন্মে ।

এই কিশোরীমোহন গোস্বামীর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী ।

ধৃত্রাক্ষের যুদ্ধে বানরগণের বিক্রম ।

তবে তাহারে দেখি ক্ষময়ে সুখী
যাবত বানরগণ ।
তারা গভীর স্বরে হুঙ্কার করে
রণে উল্লসিত মন ॥
পরে শুনিয়া তাহা রাক্ষস মহা
কোপেতে কম্পবান্ ।
তারা করিয়া দাপ টানিয়া চাপ
বরিষণ করে বাণ ॥
যেন জলধর-সুখে গিরির মাখে
বরিষয়ে বান্নি-ধারা ।
তেন বানরগণে নিশিত বাণে
বেধ করিতেছে তারা ॥
তবে দেখিয়া তার কোপেতে ধার
যাবত বানর-জাল ।

তারা ধরিয়া করে গিরি-শিখরে
 কেহ কেহ তরু-ডাল ॥
 কিবা কোনহ কপি মনেতে কুপি
 ঘুরাইয়া তরুবরে ।
 তাহা কাহারো মাথে মারয়ে তাথে
 সেহ যায় যম-ঘরে ॥

কেহ কেহ বা কারে গিরি-শিখরে
 প্রহারিয়া করে চুর ।
 কেহ প্রজ্ঞ উপাড়ি তাহাতে করি
 কারেও করিছে দুর ॥
 কেহ রথের চাক ধরিয়া পাক
 দিয়া কোন জনে মারে ।
 কেহ ধরিয়া করী তুলিয়া মারি
 বধিতেছে কাহাকারে ॥
 আৰ কেহ বা ধরে করিয়া মারে
 কেহ বা ঘোটকে করি ।
 কিবা কেহ বা নখে কেহ বা মুখে
 কেহ বা লাসুলে ধরি ॥
 সেই প্রহারে হত রাক্ষস যত
 মরি মরি রব করে ।
 কেহ তেজিয়া প্রাণ যমের স্থান
 চলে দেখিবার তরে ॥
 কেহ ভূমিতে পড়ি দিতেছে গড়ি
 কেহ হয় মূৰ্ছিত ।
 কেহ ঋধির-ধারে বমন করে
 মুখ দিয়া মুঢ়-চিত ॥

কারো ভাঙ্গিল হস্ত কাহারো মস্ত
 কাহারো জগ্মা উরু ।
 কারো ভাঙ্গিল বক্ষ কাহারো কক্ষ
 কারো নাসা কাণ ভুরু ॥
 তাহে হইয়া ভীত রাক্ষস যত
 পলায়ন করিতেছে ।

তারা আপনা পরে দৃষ্টি না করে
 একমুখে (১) ধাইতেছে ॥
 তবে ছাড়িয়া থানা পলায় সেনা
 দেখিয়া ধূতাক বীর ।
 সেহ ভরিয়া কোপে টানিয়া চাপে
 ববিষণ করে তীর ॥
 সেহ কাটিয়া ফেলে কাহারো গলে
 কাহার চরণ করে ।
 কিবা কাহারো ভুজে কাহারো লেজে
 কারো বৃকে জঠরে ॥
 আর মদগর ধরি কারেও মারি
 ফেলায় ধরণী-তলে ।
 কিবা কারেও দণ্ডে কবিয়া ধণ্ডে
 ছোরা ছুরি মারি বলে ॥
 সেই প্রহারে তার করে চীৎকাব
 যাবত বানরগণ ।
 কেহ শমন-পুরে গমন করে
 হারাইয়া স্ব জীবন ॥
 কেহ হইয়া ছিন্ন কেহ বা ভিন্ন
 ভূমে গড়াগড়ি যায় ।
 কেহ রুধিরে রঙ্গ সমরে ভঙ্গ
 দিয়া পলাইয়া ধায় ॥

হেন কপির গতি দেখি মারুতি
 হইয়া কুপিত মন ।
 এক বিপুল শিলা ধরিয়া লীলা
 করি কৈলা আগমন ॥
 তারে ধূতাক দেখি মনেতে রোধি (২)
 কহিতেছে করি দাপ ।
 ওরে পবন-পুত্র মরিতে অত্র
 কেন আলি তুই পাপ ॥

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

তাহে হইল চূর্ণ তাহার স্বর্ণ
 মুকুট সহিতে শির ।
 তবে রাক্ষস যত দেখিয়া হত
 সেনাপতি নিশাচরে ।
 তারা ত্রাসিত চিতে পলায় দ্রুতে
 রণ ছাড়ি নিজ ঘরে ॥
 কিবা ধরিয়া গাছে তাদের পাছে
 যতেক বানরগণ ।
 তারা হুকার ছাড়ি যাইছে তাড়ি (১)
 অতি আনন্দিত মন ॥
 তবে জিনিয়া রণে আপন স্থানে
 আসি বসি বায়ু-সুত ।
 কিবা ভাবেন মনে রঘু-নন্দনে
 আনন্দে উল্লাসযুত ॥

রাম-স্তোত্র ।

অতি সাক্ষর নিরমল গুণ
 অমর-মুকুট-হীর ।
 জয় রঘুবর জয় রঘুবর
 জয় রঘুবর বীর ॥
 সুরভি-অবনি সব সুর মুনি
 ভয় হর রণধির ।
 জয় রঘুবর জয় রঘুবর
 জয় রঘুবর বীর ॥
 অপরিগণিত মহিমপাচিত
 বচন-মন-বিদূর ।
 জয় রঘুবর জয় রঘুবর
 জয় রঘুবর শূর ॥
 অচল সচল প্রভৃতি সকল
 ভুবন সৃজন ধাত ।
 জয় রঘুবর জয় রঘুবর
 জয় রঘুবর তাত ॥

দশমুখ-বল হর-ভূজ-বল
 মধুরিম-রসকূপ ।
 জয় রঘুবর জয় রঘুবর
 জয় রঘুবর ভূপ ॥
 জগদাশ্রয় করুণাময়
 নিখিল-শক্তিধারী ।
 জয় রঘুবর জয় রঘুবর
 সুর-মুনি-হিতকারী ॥
 শুনি সুরগণ কৃত যাচন
 জগতে অবতাবি ।
 জয় রঘুবর জয় রঘুবর
 রাবণ-মদ-হারী ॥
 গৌতম মুনি- রাজ-গৃহিণী
 পাবন পদ-রেণু ।
 জয় রঘুবর জয় রঘুবর
 পালিত সুর-ধেমু ॥
 জনক-নাম নৃপতি কাম-
 পুরক-ভূজ-দণ্ড ।
 রজনী-চর সজ্জ-তিমির
 পরিনাশন ভাঙ্গ ॥

নৃসিংহ-অবতার ও হিরণ্যকশিপু-বধ ।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদকে কিছুতেই হরি-
 গুণ-গান হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া “তোর হরি কোথায় ?”
 এই বলিয়া তাড়না করিতেছেন । এখানে তৎপরবর্তী ঘটনা বিবৃত
 হইতেছে ।

হিরণ্যকশিপু তারে না পাই দেখিতে ।
 প্রহ্লাদে পুনঃ কহে কাঁপিতে কাঁপিতে ॥
 যদি শুন্ত মাঝে আছে তোর নারায়ণ ।
 করুক দেখিএ তোর জীবন-রক্ষণ ॥
 এই আমি তোর মাথা কাটি খেজো করি ।
 রক্ষা কর তোরে তোর জগদীশ হরি ॥

এত কহি ধজা ধরি আসন হইতে ।
 হুকার করিয়া সেহ পড়িল ভূমিতে ॥
 তথাপি তাহার পুত্র ভয়-শূন্য মন ।
 করিছেন স্তম্ভ-মাঝে ক্রোধে নিরীক্ষণ ॥
 তাহা দেখি আরো ক্রুদ্ধ হয়্যা দৈত্য-পতি ।
 প্রহার না করি পুনঃ কহে তার প্রতি ॥
 ওরে মূঢ় কি দেখিছ এখনো স্তম্ভেতে ।
 রয়েছে কি তোর হরি উহার মধ্যেতে ॥
 এত কহি সেই মণি-স্তম্ভের উপরি ।
 মারিলেক বজ্র হেন মুষ্টি দেব-অরি (১) ॥
 সেই মুষ্টি-পাতে মধ্যে ভাঙ্গিল সে থাম ।
 উর্দ্ধ-খণ্ড ভূতলে পড়িল অমুপাম ॥
 উপস্থিত হলা সন্ধ্যা হেনই সময় ।
 শান্ত্রে ধারে রাত্রি দিম ভিন্ন করি কর ॥

কিবা	তবে সেই	ক্ষণে সেই	স্তম্ভের ভিতর ।
হলা	অসম্ভব	এক রব	অতি ঘোরতর ॥
তার	উপমান	দিতে স্থান	তবে বুঝি হয় ।
যদি	এক ক্ষণে	কোটি ঘনে	গভীর গর্জ্জয় ॥
সেই	ঘোর রব	দিক সব	ছাদন করিলা ।
তাহে	কুর্খ-পতি	কুর্ক-মতি	কাঁপিত লাগিলা ॥
আর	নাগ-পতি	ফণা ততি	লাগিল ঘুরিতে ।
দিক্-	করী সব	ঘোর রব	লাগিল করিতে ॥
যত	নাগ-কুল	সমাকুল	মুদিল নয়ন ।
তার।	নয়নেই	করে যেই-	হেতুক শ্রবণ ॥
যত	কুলাচল	ধরাতল	করে টলমল ।
সাত	পয়োনিধি	অনবধি	উছলয়ে জল ॥
যত	নারী নর	পাই ডর	কাঁপিরা কাঁপিরা ।
পড়ে	ভূমিতলে	সেই স্থলে	ছিল যে দাঁড়িয়া ॥
ছিল	নানা স্থানে	যোগাসনে	যত যোগিগণ ।
তার।	তাজি ধ্যান	হত-জ্ঞান	মহা-কুর্ক মন ॥

কিবা	কব আন	ত্রীক্ষণান	পাঁচটা বদনে ।
কন	কি হইল	কি হইল	এই ঘনে ঘনে ॥
যত	স্বর্গিজন	ভীতমন	মূর্ছিত হইল ।
তাহা	সভাকার	ঘর দ্বার	কাঁপিতে লাগিল ॥
নিজে	পদ্মাসন	সনন্দন	সনক সহিত ।
কন	একি হল্য	একি হল্য	কম্প উপস্থিত ॥
কিবা	কব আর	চমৎকার	অতি অঘটন ।
কৈল	সেই চণ্ড	শব্দ অণ্ড	কটাহ ভেদন ॥
সেই	সভাগত	ছিল যত	দৈতেয় দানব ।
হল্য	মূর্ছাগত	প্রায় হত	প্রাণ তারা সব ॥
গুনি	সেই ধ্বনি	দৈত্যমণি	চাহে চারি পাশে ।
কে	করিল এই	শব্দ সেই	দেখিবার আশে ॥
সেহ	নিরখিতে	নিরখিতে	প্রভু নারায়ণ ।
সেই	স্তম্ভ হতে	আচম্বিতে	দিলা দরশন ॥

কিবা	চমৎকার	রূপ তার	অতি অমুপম ।
মুখ	সিংহাকার	অঙ্গ আর	মহুঘোর সম ॥
অতি	উচ্চতর	কলেবর	মহাভয়ঙ্কর ।
কোট	নিশাপতি-	জ্যোতিঃ জিতি	কান্তি মনোহর ॥
শিবে	জটাজাল	কালব্যাল	জিনিয়া দোলায় ।
যেন	শম্ভুশিরে	শোভা করে	কাল-সর্পচয় ॥
দ্রবী-	ভূত স্বর্ণ-	ভুল্য বর্ণ	তিনটা লোচন ।
যাহা	দেখি ভয়	মগ্ন হয়	এ তিন ভুবন ॥
তাহে	ভয়ঙ্কর	উচ্চতর	কুটিল কুটুট ।
মহা	কোপবেগে	উর্দ্ধ ভাগে	হির কণ্ঠ ছুট ॥
কোপ-	খাসে চণ্ড	নাসাদণ্ড	অতি ভয়ঙ্কর ।
গিরি-	গুহা-প্রায়	মুখ তায়	দস্ত ঘোবতব ॥
মিলি	সে বদন	ঘনে ঘন	ঘুরায়া বসন ।
নিজ	মুখ প্রাপ্ত	রমাকান্ত	চাটেন সঘন ॥
হুল	গ্রীবাদেশে	পরকাশে	কত শত জটা ।
জিনি	করিশুণ্ড	ভুজদণ্ড	সহস্রের ঘটা ॥
তাহে	নখজাল	মহাকাল	ত্রিশূল সমান ।
হুল	বক্ষঃদেশ	সবিশেষ	ক্ষীণ মাঝখান ॥

কটি	অতি গুরু	হুই উরু	হুল মনোহর ।
চর-	ণের তল	সুকোমল	কমল-সুন্দর ॥
তার	চারি পাশে	পরকাশে	দৈত্য ভয়ঙ্কর ।
কিবা	অঙ্গগণ	সুদর্শন	আদি মূর্তিধর ॥
তারে	দেখি দিতি-	পুত্র অতি	চিন্তিত অন্তর ।

কহে	একি হরি	অর্দ্ধ হরি	অর্দ্ধ অঙ্গ নর ॥
এই	মূর্তি ধরি	মায়া করি	বুঝি নারায়ণ ।
মোরে	নাশিবারে	এই দ্বারে	কৈল আগমন ॥
হকু	তাহা হতে	কি হইতে	পারিবে আমার ।
আমি	বিধি-বরে	সভাকারে	কর্যাছি সংহার ॥
কহি	এত বাণী	দৈত্যমণি	সিংহনাদ করি ।
তার	কাছে যায়	মহাকার	এক গদা ধরি ॥
তাহা	নিরখিয়া	হুঃখী হিয়া	তার পুত্র কন ।
ওগো	মহারাজ	মহারাজ	না কর গমন ॥
ইচ্ছা-	মাত্রে যার	এ সংসার	সব নষ্ট হয় ।
তার	সঙ্গে রণ	কোন্ জন	করে মহাশর ॥
তেজি	অস্ত্র ততি	দেবমতি	হয়া ভক্তিমান্ ।
পড়	প্রভু-পায়	হবে যার	হুঃখ পরিত্রাণ ॥
এত	মহাজানি	পুত্র-বাণী	শুন দৈত্যরায় ।
তাহে	অনাদর	করি নর-	হরি-কাছে যায় ॥
সেহ	বলবান্	গদাধান	ঘন ঘুরাইয়া ।
প্রভু-	কলেবরে	বারে বারে	প্রহারে কুপিয়া ॥
তবে	নরহরি	হেলা করি	প্রহার তাহার ।
তারে	ধরিলেন	সর্পে যেন	বিনতা-কুমার ॥
সেহ	মহাবল	নিজ বল	প্রকাশ করিয়া ।
হল্য	অচিরাত	বহির্ভূত	হস্ত ছাড়াইয়া ॥
তাহা	দেবগণ	দেখি ঘন	আড়েতে থাকিয়া ।
অতি	সশক্তিত	ভীত চিত	কি হল্য বলিয়া ॥
সেহ	দৈত্যরায়	আপনার	নৃসিংহ হইতে ।
জানি	মহাবলী	কুতূহলী	হইল মুগ্ধিতে ॥
তবে	খড়্গ চর্চ	ধরি কণ্ঠ	কার শাপ সম ।
তার	চারি ধারে	ঘুরি তারে	দেখায় বিক্রম ॥

তাহা	নিরীক্ষণ	করি ক্ষণ-	কাল নরহরি ।
কৈলা	অট্টহাস	পরকাশ	ঘোর শব্দ করি ॥
সেই	শব্দ শুনি	দৈত্যমণি	দেখি তেজ-ভরে ।
হরে	ভীত-মন	স্বনয়ন	মুদিল নির্ভরে ॥

তারে	নরহরি	করে করি	করিল ধারণ ।
যেন	বিষধরে	বেগে ধরে	বিনতা নন্দন ॥
তারে	দ্বারদেশে	আনি শেষে	উরুতে রাখিলা ।
তার	বক্ষোপরি	নখে করি	বিদার করিলা ॥
ইন্দ্র	বজ্রধার	চর্ম্ম যার	ভেদিতে না পারে ।
প্রভু	হেলা করি	নখে করি	বিদাবিলা তারে ॥
পরে	প্রহ্লাদের	জনমের	আধার বলিয়া ।
তার	অস্ত্রজাল	কণ্ঠমাল	করিলা লইয়া ॥
তার	রক্তকণ	জটাগণ	বদনে লাগিলা ।
তাহে	করী মারি	যেন হরি	শোভিত হইলা ॥
কোপে	ঘূর্ণমান	তিন খান	নয়ন তাহার ।
মিলি	স্ববদন	বিলেহন	করেন জিহ্বায় ॥
তবে	দৈত্যপতি	অবহতি	করি নিরীক্ষণ ।
তার	ভূভ্য ততি	হল্য অতি-	শয় ক্রুদ্ধ মন ॥
তার	করি দাপ	ধরি চাপ	ছাড়ে তীক্ৰ তীর ।
নানা	অস্ত্রগণ	বরিষণ	করে সব বীর ॥
তাহা	দেখি হরি	ত্যাগ করি	দিতির নন্দনে ।
তাহা	সভাকারে	বধিবারে	যান ক্রুদ্ধমনে ॥
নিজ	বাহগণ	বিক্ষেপণ	করি চারি দিকে ।
নথ-	অস্ত্রে করি	নরহরি	বধেন তাদিগে ॥
নাসা-	বায়ু তার	দেহে যার	পায় পরশন ।
তারে	উড়াইয়া	ফেলে নিয়া	মশক যেমন ॥

প্রভু	স্বসেবক-	বিষেবক-	প্রতি রোষাবেশে ।
নিজে	মাতি ছিলা	ভুলি ছিলা	নিজে সবিশেষে ॥
তেই	তার দৃষ্টি	তেজো-বৃষ্টি	দেখি গ্রহগণ ।
তার	গ্লানি পাই	ঠাঞি ঠাঞি	রহে অচেতন ॥
তার	জটাগণ	স্পর্শে ঘন	সমুহ পড়য় ।
অগ্নি	রথ যত	জটাহত	হইয়া ঘুরয় ॥

খাসে	নাসিকার	পারাবার	সব ক্ষোভ পায় ।
শুনি	সিংহরব	কান্দে সব	দিগ্গজ তাহায় ॥
তার	পদ-ভরে	থরথরে	কাঁপে ধরাতল ।
আর	অঙ্গ-বায়	উড়ি যায়	কত কুলাচল ॥
তার	অঙ্গ-ভায়	নাহি ভায়	দিগন্ত গগন ।
হলা	জ্ঞান-হত	ধেন মৃত	সকল ভুবন ॥
তবে	এই মতে	নিতি স্ততে	তার ভূত্যগণে ।
প্রভু	লক্ষ্মীপতি	রত্নপতি	নাশিলেন ক্ষণে ॥

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

নদীয়া জেলার মেটেরি গ্রামে বাস । পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৭৬০ শক (১৮৩৮ খৃঃ) রামায়ণ রচনার কাল । এই গ্রন্থ ভক্তিরস-প্রধান ।

ইহার অনেকগুলি পুথি দেখিয়াছি । সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে এই রামায়ণের প্রায় ৭০ বৎসরের একখানি বিবাট পুথি আছে । পুথির এত বড় আকাব প্রায় দেখা যায় না ।

বর্ধাকালে বিরহ ।

কুটীরে করেন বাস কমললোচন ।
সীতার কারণে সদা ঝোরে ছনয়ন ॥
সান্ত্বনা করেন সদা স্মিত্রা-সন্তান ।
তার গুণে বাঘবের দেহে রহে প্রাণ ॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন ।
যেমত সুন্দর শ্রাম রামের বরণ ॥
ঘন ঘন ঘন গর্জে অতি অসম্ভব ।
যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব ॥
বয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে ।
যেমন রামের রূপ সাধকেব মনে ॥
মগ্ন করয়ে নৃত্য সব মেঘ দেপি ।
বাম দেখি সজ্জন যেমত সুখী ॥
দাম সন্তানরা পড়ে অঙ্গীকারে ।
সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে ॥
দবসিজ-শোভাকর হৈল সন্তানদের ।
যেমত শোভিত ণাম দেবতার গুণে ॥

রামের সঙ্গে বর্ধার
উপমা ।

মধু-আশে পদে অলি বাস করে মোদে ।
 যেমত মুনিব মন রাঘবের পদে ॥
 জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায় ।
 রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায় ॥
 প্লবিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন ।
 যেমত রামেরে ডাকে নাম-পরায়ণ ॥
 নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায় ।
 যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায় ॥
 অগাধ সলিলে মান হইল নির্ভয় ।
 রাম পেয়ে যেমত নির্ভয়ে জীব রয় ॥
 অনিরত রুষ্টিতে পৃথিবী তাপ যায় ।
 যেমত তাপিত রাম-নামেতে বুড়ায় ॥

কুটিল কুন্তলে শিরে শোভে জটাভাব ।
 বিশাল স্তন্য অতি কপাল তাহার ॥
 কামের কামান জিনি চারু ভূক-যুগল ।
 আকর্ষণ নয়ন তাব জিনিসা কমল ॥
 তিলফল নহে তুল বামেব নাসার ।
 ওষ্ঠাধর মনোহর তুলা নাহি তাব ॥
 মুগ্ধশশী রূপরাশি সূচ্যার দশন ।
 হাস্তকালে দ্যুতি থেলে তড়িৎ যেমন ॥
 স্তন্যব চিবুক গজস্কন্ধ চিত্তহব ।
 আজামূলধিত বাহু যিনি করি কর ॥
 চারু বক্ষঃ চারু কক্ষ নাভি সরোবর ।
 সিংহ জিনি কটখানি চলন স্তন্যব ॥
 ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ আদি চিহ্ন পদতলে ।
 বিপ্র পদচিহ্ন এক আছে বক্ষঃস্থলে ॥
 নব জলধর কিবা ইন্দ্র নীলমণি ।
 তরুণ তমাল কিবা অশ্বের ববণী ॥
 কোটি শশধর জিনি নথরেব আভা ।
 কোটি দিবাকর জিনি রাঘবের প্রভা ॥
 সুধারূপ শাস্ত্ররূপ বর্ণিতে কে পারে ।
 রামে দেখি কেহ আখি ফিরাইতে নারে ॥

রামের রূপ ।

কোটি কাম জিনি রাম পরম সুল্লর ।
 মিষ্টভাষী চুইবেবী শিষ্ট হিতকর ॥
 চরণ অর্পণ যদি করেন শিলায় ।
 পাষণ গলিয়া পদচিহ্ন পড়ে তায় ॥
 পরম দয়াল রাম সম সর্ব প্রতি ।
 মহাদানী মহাশুণী মহাশুকমতি ॥
 সত্যসন্ধ রামচন্দ্র প্রণত পালক ।
 শরণ পালক দ্বিজ কুলের রক্ষক ॥
 সিন্ধুসম সুগভীর ধরাসম কমা ।
 ত্রিজগতে নাহি দিতে নামের উপমা ॥

মহাভারত ।

রামায়ণ ও মহাভারত উভয়ই সম্ভবতঃ এক সময়ে বঙ্গভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস রামায়ণের এবং সম্ভবতঃ সঞ্জয়ই মহাভারতের আদি-অনুবাদক এবং উভয়েই সামসময়িক। বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সঞ্জয়ের পরিচয় পাওয়া যায় নাই, একস্থলে মাত্র উল্লিখিত দৃষ্ট হয় যে, সঞ্জয় ভরদ্বাজগোত্রীয় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না বলা যায় না। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলেই তাঁহার মহাভারত প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিহট্ট, মৈয়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলেও এক সময়ে এই গ্রন্থের পুঁথি বিশেষ-রূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিক্রমপুরই কবির জন্মভূমি ছিল মনে হয়,— তথায় বজাল সেনের সামসময়িক ভরদ্বাজগোত্রীয় বৈদ্যগণ এক সময়ে অতি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ছিলেন, ইহারাই বিক্রমপুরের ভদ্র অধিবাসিগণের মধ্যে অন্ততঃ প্রাচীন বংশ। সঞ্জয় নিজ নামের সঙ্গে “দ্বিজ” কিংবা পারিবারিক কোন উপাধির উল্লেখ করেন নাই। তিনি বৈদ্যবংশ-সম্ভূত হইতে পারেন। যাহা হউক, এসম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণাভাবে আমরা কাল্পনিক অনুমানের বৃদ্ধি করিব না।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারত ।

বিরাট পর্ব ।

বিরাট-সভায় যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় ।

বিরাট-রাজার পুত্র উত্তর অর্জুনসহায় হইয়া বিপুল কুরুসৈন্য জয় করিয়া অপহৃত গোধন উদ্ধার পূর্বক ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে বিরাট-রাজা পুত্রকে অভিনন্দন করিতেছেন।

পুত্র (১) জয় ওনি রাজা (২) মনেত আল্লাদ ।

দূতেরে দিলেক রাজা বহল প্রসাদ ॥

গজ বাজী সেনাপতি পাঠাইল বিস্তর ।

গজস্বন্ধে চড়ি চলে কুমার সকল ॥

নট ভাট নর্তকী চলিল আঙুসারি ।
 আর যত বাত্ম চলে গণিতে না পারি ॥
 কহেন বিরাট-রাজা মনের হরিষে ।
 পৌর্ণমাসীৰ চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে ॥
 ধন্য ধন্য পুত্র মোর ধন্য কুলমণি ।
 একেশ্বর পুত্র আইল কুরুসৈন্য জিনি ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা মহাশয় ।
 হেন সব সমরে পুত্র জিনিল রণয় (১) ॥
 হেন জনের পিতৃ আমি সংসার-ভিতর ।
 এহি মতে নরপতি প্রশংসে বিস্তর ॥
 হেন বুলি নরপতি বিস্তর প্রশংসে ।
 ঈষৎ হাসিয়া তবে কহিলেক কঙ্কে (২) ॥
 বৃহন্নলা (৩) থাকে জান ঘাহার সারথি ।
 পৃথিবী জিনিতে পারে সেই মহারথী ॥
 কুমারক বাখানয়ে বিরাট রাজন ।
 বৃহন্নলা বাখানয়ে কঙ্ক যে ব্রাহ্মণ ॥

গুনিয়া বিরাট রাজা হইল কুপিত ।
 কঙ্করে চাহিয়া রাজা ক্রোধে অতুলিত ॥
 ওষ্ঠ থর থর কাঁপে বিরাট রাজার ।
 ক্রোধ-দৃষ্টি কঙ্করে নেহালে বারে বার ॥
 আর বার কহে রাজা পরম পীরিতে ।
 এক রথে কুরুসৈন্য জিনে মোর পুত্রে ॥
 মোর সম কেবা আছে সংসার-ভিতর ।
 কুরুবংশ মোর পুত্রে জিনে একেশ্বর ॥
 কঙ্কে বলে সাজে যদি এ তিন ভুবনে ।
 তথাপি জিনিতে নারে বৃহন্নলা সনে ॥
 ইন্দ্র যদি রণে আইসে দেবের সহিত ।
 বৃহন্নলা সহিতে না পারে কদাচিত ॥
 গুনিয়া বিরাট রাজা ক্রোধে অতি অলে ।
 ত্রিগুণ কুপিয়া রাজা কঙ্ক প্রতি বোলে ॥

কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠিরের
 সঙ্গে বিরাট রাজার
 বিতর্ক ।

- (১) সপে । (২) কঙ্ক = যুধিষ্ঠির । কঙ্ক কহিল ।
 (৩) নপুংসক-বেশী অর্জুনের ছদ্মনাম ।

মোর পুণ্ড্র জয় কৈল তাহাকে নিন্দাসি ।
বৃহন্নলা নপুংসক তাহাকে প্রশংসি ॥
মোব কথা হৈল ভোদ্ধাব মনে অনাদর ।
কোন গুণে বৃহন্নলা প্রশংস বিস্তর ॥
ব্রাহ্মণ না হইতে যদি লইতাম জীবন ।
এই বুলি পাশা কোষে কবিল ক্ষেপণ ॥

পাশা ক্ষেপণ ।

একথান পাশা পুনি কাতের উলটে ।
হস্তবেগে পড়ে গিয়া কঙ্কেব কপটে (১) ॥
ললাটে পাড়িয়া পাশা পলিত রুধিব ।
সেই ক্ষেপে চাপি ধবে বাজা যুদ্ধিষ্ঠিব ॥ (২)
বিব্যাটের উপকাব মনে কৈল হিত ।
ভূমিতে টালিব কবি সেই যে শোণিত ॥
বুঝিয়া সৈবিন্দ্রী তবে কঙ্কেব আশয় ।
সুবর্ণের পাত্র আনি দিল সমুখ ॥
তাতে সমর্পিল বাজাব সেই সে কুশিব ।
দেখিয়া বিরাট বাজা হইল মর্ম্মপীড় ॥
ব্রাহ্মণ শোণিত তবে দেখিয়া ততক্ষণ ।
মনেত পাইল ব্যথা বিবাট রাজন ॥

রক্ত-ধারণ ।

তথাতে বিরাট পুত্র বৃহন্নলা সনে ।
নানান সঙ্গীত বসে আপন ভবনে ॥
চতুর্ভিতে নানা বাজ্য দোষবি মোহরি ।
নানান মঙ্গলে বীরে এবেশিল পুরী ॥
বৃহন্নলা চলি গেল অন্তঃপুর-মাঝে ।
পূর্বমত সেই স্থানে রমণী-সমাজে ॥
উত্তরাতে (৩) দিল নিয়া উদম বসন ।
দেখিয়া কুমাবী হৈল আনন্দিত মন ॥
জ্যোত্বানের মস্তকের দিল নিয়া মণি ।
সেই মণি গলে দিগ বিরাটনন্দিনী ॥

উত্তরের বৃহন্নলা সঙ্গে
পুরীতে প্রবেশ এবং
রাজসভায় জয়বেশী
যুদ্ধিষ্ঠিয়াকে সম্মান
প্রদর্শন ।

(১) কপট=মস্তকের আচ্ছাদন=ললাট । (২) সেই শোণিত-বিন্দু
যদি যুদ্ধিকায় পতিত হইত, তবে পূর্বের এক প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্জুন
তখনই বিরাট-রাজাকে বধ করিতেন । (৩) উত্তরাকে ।

এথাতে কুমার আইল বাপের বিদিত ।
 প্রথমে কঙ্কের কৈল চরণ বন্দিত ॥
 তবে পাছে কুমারে যে বাপ প্রণমিল ।
 মাগ্ন জন যত ছিল সব আদরিল ॥
 তথাতে সুদেষ্ণ (১) আইল করিতে মঙ্গল ।
 ধাত্ত দুর্কী অর্ঘ্য কুলা কুমারী সকল ॥
 নানা বিধিমতে নিয়া মঙ্গল সত্ত্বরে ।
 অর্ঘ্য লৈয়া চলিলেক সঙ্গে পরিবারে ॥
 প্রথমে দিলেক অর্ঘ্য কঙ্কের পদেতে ।
 তার পাছে দিল অর্ঘ্য কুমার মাথাতে ॥
 তবে ধাত্ত দুর্কী দিল কুমারী সকল ।
 বিধিমতে করিলেক যতেক মঙ্গল ॥
 বহুবিধ মতে তথা আনিয়া ব্রাহ্মণ ।
 ধেনুদান বস্ত্রদান কৈল পুনঃ পুনঃ ॥
 এহি কঙ্ক দ্বিজ জান সামান্য না হয় ।
 তাহানঙ্ক (২) গাএ জান সকল বিজয় ॥

তবে রাজা অধোমুখে কহে নম্র মনে ।
 ধীরে ধীরে কহিলেক বিরাট রাজনে ॥
 দ্রষ্ট হইয়া কহি আঙ্গি তোক্ষা প্রশংসন ।
 বৃহন্নলা প্রশংসয়ে কঙ্ক যে ব্রাহ্মণ ॥
 তবে আমি ক্রোধ হইয়া ফেলাইলুম সারি (৩) ।
 উলটিয়া পড়ে সারি কপট-উপরি ॥
 তবে মুক্তি শঙ্ক চিন্তে হইলুম মৃত্যুবৎ ।
 লজ্জায়ুক্ত হইয়া পুনি হইলুম অমুগত ॥
 কুমারে বোলেন নহে ধর্ম অমুরোধ ।
 ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষেত্রী না হয় বিরোধ ॥
 পরিহার মাগি তান চরণে ধরিয়া ।
 শরীর ভূষিমু তান পদধূলি দিয়া ॥
 পূর্বে এক রাজা ছিল যুধকর নাম ।
 সর্বগুণযুক্ত রাজা ইজের উপম ॥

সুভদ্রক নামে দ্বিধ্ব রাজ্যব অমাত্য ।
 সদাএ খেলাএ সারি তাহান সহিত ॥
 সারি যুদ্ধে জয় যুদ্ধে নাহি রহে ধর্ম ।
 ক্রোধ উপজিলে করে সেই সব কর্ম ॥
 আর দিন পাশাতে হুইব দন্দ হইল ।
 ক্রোধরূপে নরপতি ব্রাহ্মণ চাহিল ॥
 চিরদিন রাজ্য কবি সেই বাজা মবে ।
 ব্রাহ্মণ চাহিল ক্রোধে সেই ফল ধরে ॥
 সেই শাপ অমুসারি হইলেক ধর্ম ।
 সপ্ত জন্ম অবধি নৃপতি ছিল অন্ধ ॥
 ক্রোধ কবি ব্রাহ্মণ কবয়ে নিরীক্ষণ ।
 সপ্ত জন্ম থাকে সেই মুদিয়া নয়ন ॥
 না পুনি পাতক দূর হৈব এহি স্থান ।
 কঙ্কের সমান করি স্তব্ধ কর দান ॥
 তবে রাজ্যএ সেই মতে স্বীকার করিল ।
 কঙ্কের পাএত ধরি পবিহার কৈল ॥
 কঙ্কে বোলে আমি তোম্বা প্রথমে ক্ষমিল ।
 দ্রোণদী দিলেক পাত্র তাতে সমর্পিল ॥
 আক্ষার শোণিত-বিন্দু যে ভূমেতে পড়ে ।
 সে ভূমির রাজা প্রজা যত্নে যে পীড়ে ॥
 এতেক তোম্বারে আক্ষি ক্ষমিছি প্রথমে ।
 তোম্বা সনে ক্রোধ পুনি নাহি মোয় মনে ॥

কঙ্কের নিকট রাজার
 ক্ষমা-ভিক্ষা ।

তবে রাজা কঙ্ক সনে অতি প্রিয় মনে ।
 পুত্র স্থানে পুছে রাজা যুদ্ধ বিবরণে ॥
 কুমারে কহেন মুই সমরেত যাইতে ।
 এক দেব সনে দেখা হইল পথেতে ॥
 বৃহন্নলা সনে মুই পশিলুম রণর ।
 সেই দেবে বুদ্ধ জিনি দিলেক বিজয় ॥
 কুরু-সৈন্য সকল করিলুম পরাভব ।
 তবে আক্ষি উদ্ধারিলুম ধেনু বৎস সব ॥
 এবে সেই সব কথা কহিলুম সকল ।
 এণাতে আসিব দিন চারির ভিত্তর ॥

দেব-সাহায্যে যুদ্ধজয় ।

দেবের প্রসাদ শুনি মৎস্ত নরপতি ।
 সবাক্কেবে নৃপতিএ করিল সম্মতি ॥
 নানামত দান কৈল রজত কাঞ্চন ।
 পুরীতে প্রবেশ কৈল আনন্দিত মন ॥
 বিরাট পর্কের কথা স্মৃতাশ্রুতময় ।
 ভবসিদ্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥

পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস ।

পাণ্ডবদিগের বনবাসের শেষ বৎসর সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত-ভাবে থাকার কথা ছিল। তদনুসারে তাঁহারা বিরাট-নগরে ছদ্মবেশে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় অতীত হইলে পর তাঁহারা শুভ দিন দেখিয়া বিরাট-রাজার সিংহাসনে উপবেশন কবেন।

এই মতে পঞ্চ দিন তথা নির্ধাহিল ।
 শুভদিনে পঞ্চ ভাট একবে মিলিল ॥
 দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ কুতূহল মন ।
 কনক রতন হীরা কবিল ভূষণ ॥
 বিচিত্র উত্তরী পবি নানা পুষ্পমালা ।
 ইন্দ্র হেন পরি হইল সুবর্ণ মেথলা ॥
 নানা গন্ধে আমোদিত শবীৰ স্ৰষ্টান ।
 পঞ্চ জন হইলেক দেবের সমান ॥
 গৌরী সঙ্গে শঙ্কর দেখি শচী তিলোত্তমা ।
 শুভ ক্ষণে ছয় জনে করিল গমনা ॥
 বিরাটের সিংহাসনে করিল আরোহণ ।
 আনন্দে পূর্ণিত সব প্লবকিত মন ॥
 যুধিষ্ঠির রাজা হৈল সৰ্ব্ব অধিকারী ।
 বাম পাশে বসিল দ্রৌপদী পাটেশ্বরী ॥
 যুবরাজে ছত্র ধরি ভীম মহাবীর ।
 সহদেব বীরে দেখে চুলায় চামর ॥
 অমাত্য সকল হৈয়া রহিল সকল ।
 ধনুঃহস্তে সমুখে অর্জুন মহাবল ॥
 গাণ্ডীব ধনুক হাতে ইন্দ্রের সমান ।
 মুগ ধরিবারে ঘেন সিংহের পশ্চান ॥
 হেন কালে দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি কৈল ।
 স্বর্গেতে ব্রহ্মদুজি বাণ্ড তখনেই হইল ॥

হেন কানে বিরাটেৱে দেখিলেক দূবে ।
 সস্বরে জানাইল গিয়া বিবাট গোচবে ॥
 শুন শুন মহাবাজ বিরাট অধিকারী ।
 রাজা হৈয়া বসিয়াছে ছয় দেশান্তরী ॥
 সিংহাসনে বসি কল্প হইছে বাজন ।
 যুবরাজ হইয়াছে বল্লভ সাক্ষণ ॥
 পাটেশ্বরী হইয়াছে সৈবিকী গুণবতী ।
 গোবৈষ্ণব অধবৈষ্ণব সমুপে সারথি ॥ (১)
 বৃহন্নলা নাটকী (২) যে সমুপে পদান ।
 বিচিত্র ধনুক হাতে উল্লেব সমান ॥
 তেজ বলে দেখি এহি মহাশয় না হএ ।
 কহিলাম সকল কথা শুন মহাশয় ॥
 অমৃতের মুখে শুনি বিপদীত কায় ।
 ধনু হৈয়া সস্ববে চলিলা মন্ত্রবাজ ॥
 দেখিয়া বিবাট রাজা সান্নিধ্যর মন ।
 ছয় দেশান্তরী দেখে এক ব মিলন ॥
 বিরাটে কহেন দেখ ঈকি বিপদাত ।
 এমত কবিত্তে নহে শাস্ত্র অলুচিত ॥
 এতেক কহিএ আশ্রি না হএ উচিত ।
 ধর্ম্মেত বিবোধ হএ লোকের কুংসিত ॥
 পাত্র হৈয়া যোবা লব বাজাব আসন ।
 বহুল পাতক হর নবকে গমন ॥
 মত্ত হইয়া কর্ম্ম কবএ অহঙ্কার ।
 তবে আর না বহিব ধর্ম্মের আচার ॥
 যার যেই কর্ম্ম জানি বিধি নিযোজিত ।
 সেই সে করিব কর্ম্ম বেদেব বিহিত ॥
 এতেক কহিএ আশ্রি শুন দিয়া মন ।
 মত্ত হইয়া লয় তুঙ্গি আশ্রার আসন ॥

বিরাট-রাজার ক্রোধ ।

তাহা শুনি ঈষৎ হাসএ ধনঞ্জয় ।

অর্জুনের উত্তর ।

কহিতে লাগিল বীর প্রসন্ন হৃদয় ॥

(১) নকুল ও সহদেব এতদিন বিবাট-রাজার গো-বৈষ্ণব ও অধ-
 বৈষ্ণব পদে ছদ্মবেশে ছিলেন ; এখন তাঁহারা যুদ্ধাঙ্গিরের সারথি হইয়া
 দণ্ডারমান । (২) যে নৃত্য করে ।

ই বা কোন আসন লইব অহঙ্করী ।
 ইন্দ্রের আসন নৈতে নিমেষকে পারি ॥
 দিনেতে ভুঞ্জাএ বিপ্র সহস্রেক সতী ।
 ষষ্টি সহস্র অন্ধ খোড়া ভুঞ্জএ নিতি নিতি ॥
 আর যত অমৃত ভুঞ্জএ নিতি নিতি ।
 কুরুবল কম্পবান্ যাহার সংহতি ॥
 কুন্তীশ্লত যুধিষ্ঠির ভুবন ভিতর ।
 পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে এক দণ্ডধর ॥
 হেন যুধিষ্ঠিরে তোম্কার লইবে সিংহাসন ।
 অশুচিত বাক্য কেনে কহত অখন ॥
 অর্জুনের মুখে শুনি এহি সব বাত ।
 বিরাট নৃপতি কহে ষোড় করি হাত ॥

পরিচয় প্রদান ।

সত্য যদি যুধিষ্ঠির এই মহাশয় ।
 তবে কেহে হেন মোর আক্ষার অস্তায় ॥
 অর্জুনে বোলেন গুন অজ্ঞাত-বাস পণ ।
 হেন হেতু কৈল সতে কপট মিলন ॥
 রন্ধনেতে গেল ভীম এহি মহাজন ।
 যুধিষ্ঠির মহারাজ হইল ব্রাহ্মণ ॥
 দ্রৌপদী সৈরিন্দ্রী গেল স্তদেষ্টার পাশ ।
 যার লাগি সবংশে কীচক হৈল নাশ ॥
 সহদেব নকুল গোপ অখপাল ।
 অর্জুন নাটোয়া (১) এহি দেখিয়াছ ভাল ॥
 এতেক খণ্ডিল ভালে অজ্ঞাতের পণ ।
 হেন হেতু আন্ধি সব একত্রে মিলন ॥

বিরাটের বিনয় ও
সৌহার্দ্য ।

শুনিয়া বিরাট রাজা প্রত্যয় হইল ।
 ভূমিতে পড়িয়া রাজা প্রণাম করিল ॥
 পুনি পুনি কহে রাজা করিয়া প্রণতি ।
 পাত্র হইয়া থাকি আন্ধি তোমার সংহতি ॥
 পুনি পুনি চরণে মাঁগম (২) পরিহার ।
 যতেক করিছি দোষ ক্ষমহ আন্ধার ॥

তবে যুধিষ্ঠিএ কহে কোমল বচন ॥
 তুঙ্গি হেন সুহৃদ মোর নাহি ত্রিভুবন ॥
 গর্ভবাস হেন মত করিছ পালন । (১)
 অতুল মহিমা তোমার ঘৃষিব ভুবন ॥
 সুহৃদ কুটূষ তুমি মাগুতা অধিক ।
 সর্ব গুণ ধর তুমি কহিবাম কিংক ॥
 এত বলি বিরাটের হাতেত ধরিয়া ।
 তুমিল বিরাট অর্দ্ধ সিংহাসন দিয়া ॥
 হেন কালে তথা আইল উত্তর কুমার ।
 বিধিমতে পাণ্ডবেরে কৈল পরিহার ॥
 অর্জুনে তুমিল তানে প্রেম আলিঙ্গনে ।
 মাথে চুষ দিল তবে ধর্মের নন্দনে ॥
 অন্তঃপুর হতে আইল স্নদেষা কামিনী ।
 প্রণাম করিয়া মিলে অঞ্জনা নন্দিনী ॥
 তবে মহোৎসব হৈল বিরাট নগর ।
 নানা বাস্ত্র কুতুহল নগরে নগর ॥
 বিনয় করিয়া রাজা দিল পুষ্পাঞ্জলি ।
 কুতুহলে নির্ভয়ে রাজার সঙ্গে চলি ॥
 বিরাট পর্বে হইল যুধিষ্ঠির রাজা ।
 নিতি নিতি পূজা করে মিলিয়া সব প্রজা ॥

আর দিন বিরাট রাজা পাত্রের সহিতে ।
 মন্ত্রণা করিল রাজা হইয়া এক চিতে ॥
 অর্জুন তুষিব আমি দিয়া কোন্ ধন ।
 কোন্ বস্তু দিলে পাইয়ু অর্জুনের মন ॥
 ধন দিয়া আমি তানে তুষিতে না পারি ।
 তুষিবেক আঙ্গি দিয়া উত্তর কুমারী ॥
 সর্বগুণযুতা কস্তা শাস্ত্রেত বিদ্বা ।
 অর্জুনের যোগ্যা কস্তা পরম রূপসী ॥
 এতেক ভাবিয়া রাজা পাত্রের সদন ।
 প্রভাতে সভাতে গিয়া কহিল রাজন ॥

কস্তা প্রদানের প্রস্তাব ।

(১) গর্ভবাসে বেক্রপ জীব লুকায়িত থাকে, তোমাকে আশ্রয়
 করিয়া আমরা সেইরূপ লুকায়িত অবস্থায় ছিলাম ।

অভিমহ্মা ও উত্তরা ।

অর্জুনক ভূপতিএ করন্ত পরিহার ।
 এক বাক্য মহাশয় পালিব আন্ধার ॥
 যদি তুঙ্গি মোরে রূপা হয়ত আপন ।
 তবে মোর কত তুঙ্গি করহ গ্রহণ ॥
 যুধিষ্ঠির প্রণয় করএ পুনি পুনি (১)
 আপনে করহ আশ্রা ধর্ম মহামণি ॥
 নৃপতি কহেন ভাই নহে অমুচিত ।
 বিরাট কুমারী গৃহে আন্ধাব কুৎসিত ॥ (২)
 যোড়হস্তে ধনঞ্জয়ে কহিল বচন ।
 উত্তরা কুমারী আন্ধাব কত্কার লক্ষণ ॥
 পঠাইলাম (৩) স্নেহ কবি দুহিতা যে হএ ।
 জ্ঞানদাতা পিতা হেন সর্পশাস্ত্রে কএ ॥
 এতেক কহিএ আন্ধি মোব বোগ্যা নহে ।
 অভিমহ্মা পুত্র মোর তান বোগ্যা হএ ॥
 শুনি রাজা যুধিষ্ঠির অমৃত সিঞ্চিল ।
 পাছু পাছু করি তাহাএ আলিঙ্গন দিল ॥
 শুনিঞা বিরাট-রাজা হৈল হরষিত ।
 বিবাহ-মঙ্গল-বাগ্য রাজার পুরীত ॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত ।

ভীষ্ম পর্ব ।

পরাগল বাঁ সম্রাট হুসেন সাহের সেনাপতি ছিলেন । সম্রাট তাঁহাকে
 চট্টগ্রাম জয় করিতে নিয়োজিত করেন । চট্টগ্রাম পরাজয় করিয়া পরাগল
 বাঁ ফেনী নদীর তীরে “পরাগলপুর গ্রামে” রাজধানী স্থাপন পূর্বক বিপুল
 সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হন । তাঁহারই আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক
 জনৈক কবি অশ্বমেধ পর্বের পূর্ব পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত গ্রন্থ অনুবাদ
 করেন । এই মহাভারত পূর্বাঞ্চলে “পরাগলী মহাভারত” নামে পরিচিত ।
 বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

(১) পুনঃ পুনঃ । (২) বিরাট-কুমারী আমাদের গৃহে অর্জুনের
 স্ত্রীস্বরূপ হইলে তাহা অতি কুৎসিত হইবে । (৩) পড়াইলাম ।

ভীষ্মের প্রতাপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ।

* অতি কোপে ভীষ্মক বোলন্ত হৃষ্যোধন।

তুম্বি মহাযোদ্ধাপতি উপেক্ষিলা রণ ॥

তুম্বি মহাযোদ্ধাপতি জানে ত্রিভুবন।

সৈন্তে মোর প্রবেশিল পাণ্ডব নন্দন ॥

ভুবন-বিখ্যাত দ্রোণাচার্য্য মহাবীর।

ভীষ্মক দেখিতে সব বণে নহে স্থির ॥

তোস্কা ছই থাকিতে মোর সৈন্তে দিল ভঙ্গ।

হেন মত পৌরুষ তোস্কার নহে অঙ্গ ॥

পাণ্ডবের অস্ত্ররোধে পবিহব বণ। (১)

মনে মনে চাহ সভে আশ্কার নিধন ॥

ছই চক্ষু পাকাইয়া ভীষ্ম মহাজন।

ক্রোধ হইয়া বোলে তবে শুন হৃষ্যোধন ॥

বিস্তর বলিল তবে হিত উপদেশ।

না শুনিল দৈবগতি বিপাক বিশেষ ॥

ইন্দ্র সমে দেবগণ যদি করে রণ।

তবে হো (২) জিনিতে নাহে পাণ্ডব নন্দন ॥

প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ কবি ছই জন।

তথাপিহ অকীৰ্ত্তি বোলেয়ে হৃষ্যোধন ॥

কালি যুদ্ধ দেখিবা মোহর সৰ্ব্ব জন।

কুতুহলে রণ কর যত রাজগণ ॥

এ বলিয়া যার যেই শিবিরেতে গেল।

সেই রাত্রি এহি মতে সব নির্বাহিল ॥

প্রভাতে উঠিয়া ভীষ্ম ধনু হাতে লৈল।

কালান্তক যম যেন সংগ্রামে চলিল ॥

রথী সব চলিলেক গগিতে না পারি।

ছই বল মিলিলেক রণ অগ্রসারী ॥

(১) পরিহর=পরিত্যাগ কর। পাণ্ডবদিগের প্রতি স্বেচ্ছাধিকা-

রশতঃ মনোযোগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর না।

(২) এই “হো” হইতে “ও” উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

বাহু করি ছই সৈন্তে করে মহারণ ।
 ভীম বাণে আচ্ছাদিয়া পুরিল গগন ॥
 রথী রথী যুদ্ধ হৈল বাণ-বরিষণ ।
 ছই বলে তখনে হইল ঘোর রণ ॥
 যুধিষ্ঠির-বাহিনী করিল মহারণ ।
 সহিতে না পারে ভঙ্গ দিল ততক্ষণ ॥
 সহস্রে সহস্রে রথী মহা মহাবীর ।
 হেন কেহ না আছিল রণে হৈতে স্থির ॥
 সিংহক দেখিয়া যেন শৃগাল পলাএ ।
 প্রাণ লৈয়া সর্ব সৈন্ত চারিদিকে ধাএ ॥
 সৈন্ত-ভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ধনঞ্জয় ।
 ভীমক বলিয়া ধাএ সংগ্রামে দুর্জয় ॥

ভীমার্জুন ।

হেন কালে ধনঞ্জয় রথের উপর ।
 নিরন্তর ভীম বীর বরিষন্তি শর ॥
 ভীম সমে (১) অর্জুনের হৈল মহারণ ।
 অত্যাতে বহু বাণ করে বরিষণ ॥
 ক্ষণে দেখি রথ ক্ষণে দেখি যে সারথি ।
 আপনা সারিয়া রহে পার্থ মহামতি ॥
 ক্রোধে পাইল সন্মম বিষয় হইল রণে ।
 অর্জুনের ধনুর্গুণ কাটে ততক্ষণে ॥
 আর গুণ দিল বীর সমর ভিতর ।
 ভীমের ধনুক কাটি পাড়িল সঙ্ঘর ॥
 আর ধনুক লৈয়া ভীম সাক্ষিলেক (২) শর ।
 সেহ ধনুক কাটিল অর্জুন ধনুর্ধর ॥
 ভীমে তাক প্রশংসিল সাধু সাধু করি ।
 শরবৃষ্টি করে ভীম হাতে ধনু ধরি ॥
 বাহুদেব ধনঞ্জয় ছই মহাবীর ।
 ভীম বাণে ভেদিলেক ছহান (৩) শরীর ॥
 অর্জুন দুর্বল হৈল অবসাদ পাইল ।
 চোখ চোখ (৪) বাণ মারি ক্রোধে কাঁপাইল ॥

(১) সহিত ।

(২) সন্ধান করিলেন ।

(৩) দোহার = ছই জনের ।

(৪) চোখ = চোখা = ভী

হাসে তবে ভীষ্ম বীর কবে উপহাস ।
অৰ্জুনক দেখি কিছু আর মত আশ ॥
তবে ক্রোধে দেখিয়া যে ভীষ্মেব বিক্রম ।
শিথিল হইল বীর নহে ভীষ্ম সম ॥
সমরে হুজুয় ভীষ্ম বরিসমু শর ।
পাণ্ডবের সৰ্ব্ব সৈন্ত কবিল জর্জর ॥
লক্ষ লক্ষ বীর শর বাছি বাছি মারে ।
যুগান্তের যম যেন সকল সংহারে ॥

অনেক চিন্তিয়া বাহুদেব মহাবল ।
আয়ুধে সংশয় দেখি পাণ্ডব সকল ॥
পাণ্ডবের মুখ্য মুখ্য ভীষ্মে সংহারিল ।
অৰ্জুনের ভার আয়ু রাখিতে নারিল ॥
অনেক চিন্তিয়া ক্রোধ ত্রিভুবন-নাথ ।
মহাকোপে করে রণে ভীষ্মে সহসাত (১) ॥
নাহি দিগ্‌বিদিগ্‌ যে হৃদ্যেব প্রকাশ ।
না দেখি যে রথিগণ না দেখি আকাশ ॥
ধ্বস্তময় দেখি যে যে অন্ধকার ।
করয়ে তুমুল যুদ্ধ পবন সঞ্চার ॥
শত শত মহাযোদে বেড়ে ধনঞ্জয় ।
রথে থাকি দেখিলেক সৈন্ত মহাশয় ॥
সেজে মহাবীৰ্য্যবন্ত আইল ততক্ষণ ।
মহাবীর অৰ্জুনের সাহায্য কারণ ॥

তবে ক্রোধ সৈন্তক যে প্রশংসা করন্ত ।
আজ ভীষ্ম বীরের করিমু মুঁই অন্ত ॥ (২)
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সব করিমু সংহার ।
যুধিষ্ঠির রাজ্যক যে দিমু রাজ্যভার ॥
এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ ।
হাতে চক্র লৈয়া যাএ প্রসন্ন বদন ॥

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ ।

(১) সহসা = অকস্মাৎ ।

(২) ক্রুদ্ধক্ৰোধের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ভীষ্মের বিক্রমে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল ।

রথত্যাগ হৈয়া তবে চক্র লৈল হাতে ।
 ভীষ্মক মারিতে যাএ ত্রিজগত-নাথে ॥
 কৃষ্ণের যে পদভরে কাঁপে বহুমতী ।
 মৃগেন্দ্র ধরিতে যাএ যেন পশুপতি ॥
 অস্ত্রক লইয়া ভীষ্ম হাতে ধনুঃশরে ।
 নির্ভয় বোলন্ত ভীষ্ম রথের উপরে ॥
 জগতের নাথ আইলা মারিবাব মোক (১) ।
 রথ হোতে পাড় মোক দেখতক লোক ॥
 তুষ্টি মোক মারিলে তরিমু পরলোক ।
 ত্রিভুবনে এহি থাতি ঘুষিবেক মোক ॥
 দেখিয়া কৃষ্ণের কোপ পাণ্ডুর নন্দন ।
 রথ হোতে ত্যক্ত হৈয়া ধরিল চরণ ॥
 দশ পদ অন্তরে ধরিল ছই হাতে ।
 সংহর সংহর কোপ ত্রিভুবন-নাথে ॥
 প্রতিজ্ঞা করিছে মুণ্ডি তোন্ধার অগ্রতে ।
 পুত্র দিব্য যদি ভীষ্ম না পারো মারিতে ॥
 ভীষ্ম মারি কুরুবল করিমু যে ক্ষয় ।
 তোন্ধার প্রসাদে হইব সংগ্রামেত জয় ॥
 অর্জুনের বচন শুনিয়া দারুণাদর ।
 ক্রোধ এড়ি উঠিলেক রথের উপর ॥
 ছই বীর শঙ্খনাদে পুরিল গগন ।
 নানা বাস্ত শঙ্খরব সৈন্তের ঘোষণ ॥
 দিন-কৃত নির্ঝাহিল দশ সহস্র মারি ।
 হস্তী অশ্ব রথী তবে ভীষ্মে হো সংহারি ॥
 হেন কালে দিবাকর হইল অবশেষ ।
 ছই সৈন্ত চলি গেল যার যে নিদেশ ॥

(১) আমাকে ।



দ্বিজ অভিরামের মহাভারত।

অশ্বমেধ-পর্ব

দ্বিজ অভিরামের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যে পুথি হইতে এই কবির রচনা উদ্ধৃত হইল তাহা বিশ্বকোষ-আফিসেব। হস্তলিপি অতি প্রাচীন,—৩০০ বৎসরের উপবে। আমরা কবিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান কবি।

যজ্ঞের অশ্ব মণিপুরে উপনীত। অর্জুন-তনয় বভ্রুবাহন
বিবিধ মাস্তুলিক অনুষ্ঠান পূর্বক যজ্ঞাশ্ব লইয়া
অর্জুনের নিকট সমাগত। অর্জুন-কৃত
বভ্রুবাহনের অপমান।

হৃদয় পরম স্নেহে আশি অনিমিখে দেখে

মণিপুর অতি স্নোহন।

মণিপুর।

অনুপম পুরী-শোভা

জগজন-মনোলোভা

সভে তথি কৃষ্ণ-পরায়ণ ॥

বিচিত্র নিৰ্মাণ ঘর

চাৰি পাশে থরে থব

বিচিত্র হিন্দুল হরিতালে।

অনুপম পুরী-শোভা

জগজন-মনোলোভা

কুসুম-রচিত চাকু চালে ॥

বাক্সে সুরঙ্গীন বেত

আচ্ছাদি বসন নেত

শিথিপুচ্ছ স্নোহন সাজে।

মণি মুকুতার ঝারা

উপবে কনক বারা

তথি খেত পতাকা বিরাজে ॥

গৃহে গৃহে স্ননিকট

বিচিত্র দেউল মঠ

ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।

ধূপ দীপ উপহারে

কৃষ্ণ আরাধন করে

কি পুরুষ কিবা নারী তথি ॥

দেখি মণিপুরময়

গৃহে গৃহে দেবালয়

বিচিত্র চৌধুরী শাস্ত্রশালা।

সভে রূপগুণময়

অঙ্গে আভরণচর

শত শত শিশু করে খেলা ॥

পুরী অতি স্নমোহন নিবেশে স্নমোহাগণ
 অবিরত কহে কৃষ্ণ-কথা ।
 নানা হস্ত উপহাসে ভ্রমে সন্তে নানা রসে
 না চিনি ধনের অঙ্ক তথা ॥ (১)
 অহিংসক শুদ্ধমতি মোহান্ত বৈষ্ণব যদি
 বৈসে তথা মহিমা প্রচুর ।
 কিবা সে অদ্ভুত পুরী সত্যার কনক ঝারি
 পুরী যেন পুরন্দর-পুর ॥
 মহাতেজা বিপ্র যত কৃষ্ণপদে অম্লগত
 ত্রিসঙ্ক্যা করয়ে বেদধ্বনি ।
 ত্রিভুবনে উপমারক সঘনে বাজএ শঙ্খ
 কাংশু ঘণ্টা স্নমোহন শুনি ॥
 নৃত্য গীত প্রতি ঘরে সন্তে নানা যজ্ঞ করে
 ধূমে আচ্ছাদিত দেখি পুরী ।
 পুরীর অঙ্গনা যত রূপময় গুণযুত
 দেখি যেন ইন্দ্র-বিষ্ণুধরী ॥
 ভারত-সঙ্গীত কথা ভগবদ্-গুণ-গাথা
 ভকত-জনার সুখ ধাম ।
 কৃষ্ণের দাসের দাস তার পদ করি আশ
 বিরচিল দ্বিজ অভিরাম ॥

সবিস্ময় ধনঞ্জয় করে অনুমান ।
 হংসধ্বজে সভামাঝে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
 যজ্ঞবাজী এই পুরে করিল প্রবেশ ।
 ইথে কেবা অধিকারী এই কোন্ দেশ ॥
 অর্জুনে কহেন হংসধ্বজ মহীপতি ।
 ইথে রাজা বক্রবাহন মহামতি ॥
 আমা আদি দিগে দিগে যত আছে রাজা ।
 এই বক্রবাহনের সন্তে করে পূজা ॥
 সর্ব প্রতি দিএ এক শকট কাঞ্চনি । (২)
 মহাতেজা এই রাজা রত কৃষ্ণ গুণী ॥

বক্রবাহনের কথা ।

(১) এখানে ধনের অঙ্ক গণনা করা যায় না, অর্থাৎ অধিবাসিগণের
 ধনের ইয়ত্তা করা যায় না । (২) আমাদের মত রাজারা প্রত্যেক
 ইহাকে এক শকট কাঞ্চন করত্বরূপ দান করে ।

একপত্নী-ব্রতযুত বৈষ্ণব গভীর ।
 দানধর্ম্মে অর্থগত মহারণ-ধীর ॥
 এ রাজা বান্ধিয়া যদি রাখে হয়বর ।
 তবে উদ্ধারিতে বড় হইব ছুড়র ॥
 সুসজ্জ হইয়া সতে রহ সাবধানে ।
 নিজ অস্ত্র নিযোজিয়া যার যে বাহনে ॥
 হেন কালে এক অমঙ্গল হৈল তথি ।
 গৃধিনী পার্থের শিরে ভ্রমে বায়ুগতি ॥
 দেখি বিমরিষ (১) সতে চিস্তিত অন্তরে ।
 যজ্ঞবাজী ভ্রমে তথি পুরীর ভিতরে ॥

অমঙ্গল দর্শন ।

লোকমুখে শুনি রাজা তুরঙ্গের বাণী ।
 দ্রুতে আদেশিয়া ঘোড়া স্বনিকটে আনি ॥
 সমুখে ধরিয়া ঘোড়া রাখিল কিঙ্কর ।
 রত্ন-সিংহাসনে রাজা সভার ভিতর ॥
 সভা অল্পপম সিংহাসন মনোহর ।
 মাণিক-মুকুতায়ুত হীরা থরে থর ॥
 দশ দিগ দীপ্যমান্ তাহার ছটায় ।
 হেন সিংহাসনে রাজা বসিলা সভায় ॥
 কনক কুঞ্জর শোভে কনক তুরগে ।
 কনক মুরতি কত শোভে চারি দিগে ॥
 কনকের দীপ কত জলে চারি পাশে ।
 এমন সভায় রাজা বসিলা হরিষে ॥
 তুরঙ্গের রূপ রাজা করে নিরীক্ষণ ।
 মনোহর হয়বর অতি সুলক্ষণ ॥
 নীল আখি সচঞ্চল তনু শ্বেতবর্ণ ।
 পীত পুচ্ছ স্রমোহন শোভে শ্রাম কর্ণ ॥
 স্বর্ণপত্র তুরঙ্গের কপালে রঞ্জিত ।
 বিচিত্র লিখন তথি অতি সুশোভিত ॥
 স্বর্ণপত্র পড়ি দেখে ধর্ম্মের তুরগে ।
 ইহার রক্ষক যে অর্জুন মহাতাগে ॥

যজ্ঞাশ্বদর্শনে বক্রবাহনের
 আনন্দ ।

এই বাজী বান্ধিয়া রাখিব যেই বীরে ।
 আনিব যজ্ঞের ঘোড়া জিনিঞা তাহারে ॥
 এমন লিখন পড়ি হরিষ হৃদয় ।
 বক্রবাহন নিজ পাত্র মিত্রে কয় ॥
 অর্জুন আমার পিতা শুন মোর বাণী ।
 দ্বিজ অভিরাম কহে অপূর্ব কাহিনী ॥

স্বীয় পিতৃপরিচয় ।

পাত্র বলে পূর্বকথা কহ মহাশয় ।
 কিলুপে তোমার পিতা বীর ধনঞ্জয় ॥
 শুনি বক্রবাহন কহেন পূর্ববাণী ।
 মোর মাতামহ চিত্রাঙ্গদ নৃপমণি ॥
 পুণ্যযুত অমুগত কৃষ্ণ-অমুরাগে ।
 বিধিভ্রমে শুনি আমি পালে প্রজ্ঞাভাগে ॥

* * * *

তবে চিত্রাঙ্গদা গেল জনক আশয় ।
 চিত্রাঙ্গদা কন্তা বিভা দিলা ধনঞ্জয় ॥

* * * *

* * * *

তবে চিত্রাঙ্গদ মাতামহ দিল এই শেষ ।
 শুনহ সুবুদ্ধি পাত্র কহিল বিশেষ ॥
 না বুঝিয়া যজ্ঞবাজী ধরিল পিতার ।
 কি বুদ্ধি করিব পাত্র কহ সমাচার ॥
 শুনি পাত্র কহে বাণী শুন মহাশয় ।
 ভারত-সঙ্গীত দ্বিজ অভিরাম কয় ॥

পাত্রের পরামর্শ ।

পাত্র কহে রাজা বক্রবাহনের আগে ।
 পিতায় লইয়া দেহ যজ্ঞের তুরগে ॥
 ধূপ দীপ পুষ্পমালা কুঙ্কম চন্দন ।
 জনকে করিবে পূজা দিয়া নানা ধন ॥
 পিতৃশ্রীতি আচরিলে প্রিয় দেবগণ ।
 পুত্রের পরম লাভ পিতার সেবন ॥
 পুরীর সহিত নানা মঙ্গল বিধানে ।
 ভূত্যাগণ সঙ্গে চল তাত-সন্নিধানে ॥

পাত্রে বচনে রাজা চলিল কোতুকে ।
 বিপ্রগণ বেদপাঠ করএ সমুখে ॥
 বিবিধ মঙ্গল-বাণ্য বাজে চারি পাশে ।
 নাচএ নর্তকীগণ পরম হরিয়ে ॥
 চলিল বেউশ্রা (১) যত চাপিয়া কুঞ্জরে ।
 রথ রথী সেনাপতি চলিল বিস্তবে ॥
 জয় জয় শব্দে যত নারীর পয়ান (২) ।
 পুষ্পবৃষ্টি করে দধি খধি (৩) দুর্ধা ধান ॥
 লাখে লাখে তুরঙ্গ চলিল গজগণ ।
 নীল পীত খেত রক্ত বিবিধ বরণ ॥
 বক্রবাহন ষ্ঠে হস্তীর উপরে ।
 ছত্র চামর শিরে অতি শোভা করে ॥
 চৌদিকে কিঙ্করগণ চামর ঢুলায় ।
 পরম হরিয়ে পিতা সম্ভামিতে যায় ॥
 সসৈন্তে চলিলা রাজা রথ আরোহণে ।
 সুরেন্দ্র চলিল যেন কৃষ্ণ সম্ভাষণে ॥
 নানা ধন দূতগণ নিল ভারে ভারে ।
 আগে করি নিল সে যজ্ঞের হয়বরে ॥
 বীরভাগ (৪) সঙ্গে হেথা পার্থ মহাশয় ।
 সূসজ্জা করিয়া রহে হইয়া নির্ভয় ॥
 দূরে থাকি রাজা দেখি পিতার বিমান ।
 তেজি গজে পদব্রজে করিল পয়ান ॥
 করঘোড় হৈল রাজা জনকেব আগে ।
 নানা ধন দিল আর যজ্ঞের তুরগে ॥
 চিন্তিয়া ত্রীকুঞ্চচন্দ্র-চরণ-পঙ্কজে ।
 ভারত-সঙ্গীত কহে অভিরাম দ্বিজ ॥

বক্রবাহনের পিতৃসকাশে
 প্রয়াণ ।

কলেবর ধরণী লোটায়্যা ঘোড়করে ।
 পিতার চরণ বন্দে পরম সাদরে ॥
 লয়া পদ-প্রকালন-জল স্রবাসিত ।
 চিকুরে চরণযুগ করিল মার্জিত ॥

অভিরাম ও পরিচয়
 দান ।

(১) বেউশ্রা । যাত্রাকালে বেউশ্রা-দর্শন মঙ্গলজনক ।

(২) পয়ান ।

(৩) খধি ।

(৪) বীরগণ ।

আসিয়া অঙ্গনা বস মঞ্চল-বিধান ।
 পার্থের উপরে করে পুষ্প বরিষণে ॥
 গলায় বসন বক্রবাহন কুমার ।
 পিতার চরণে প্রণমিল পুনর্বার ॥
 করযোড়ে রহে রাজা হৃদয় উল্লাস ।
 পিতার সমুখে কয় সুমধুর ভাষ ॥
 নিজ পরিচয় তাতে করে নিবেদন ।
 বক্রবাহন মোর নাম তোমার নন্দন ॥
 চিত্রাঙ্গদা মোর মাতা শুন অবধানে ।
 যে কালে আইলে তীর্থ-যাত্রার কারণে ॥
 পিতার শাপেতে ছিলা হয়্যা কুন্তীরিণী ।
 তোমার পরশে মুক্ত হইলা জননী ॥
 জন্ম দিয়া গেলা চিত্রাঙ্গদার উদরে ।
 শুনহ বিশেষ বাণী নিবেদি তোমারে ॥
 পালন করিল মোরে উলুপী বিমাতা ।
 মাতামহ রাজ্য দিয়া রাজ্য কৈল হেথা ॥
 রাত্রি দিন ভাবি আমি তোমার চরণ ।
 ধন জন রাজ-সম্পদ নেহ আপন ॥
 যজ্ঞবাজী ধরিল অপর ভাবি মনে । (১)
 এই অপরাধ মোর ক্ষম নিজগুণে ॥
 জীবন সফল ধন হইল আমার ।
 দেখিল পরম স্নেহে চরণ তোমার ॥
 অনেক বিনয়-বাণী কহিল পিতারে ।
 শুনি ধনঞ্জয় কহে কাম আদি বীরে ॥
 প্রহৃত্য কহেন শুন পার্থ মহাশয় ।
 মহাভব্য শিরোমণি তোমার তনয় ॥
 হেন পুত্রে অতি কেন দেখি আনন্দর ।
 আলিঙ্গন দেহ পুত্রে পসারিয়া কর ॥
 এত শুনি অর্জুনের ক্রোধ হৈল তবে ।
 ক্রোধ মনে বসি পার্থ কহে কামদেবে ॥
 পূর্বেতে গঙ্গার শাপ হইল নিকটে ।
 তে কারণে অর্জুনের ক্রোধ বড় উঠে ॥

(১) অপর কাহারও মনে করিয়া যজ্ঞবাজী ধৃত করিয়াছিলাম ।

উঠিয়া শারিল লাথি পুত্রের মাথায় ।
ভারত-সঙ্গীত দ্বিজ অভিরাম গায় ॥

অৰ্জুনের পদাঘাত ।

কাল কোপ পার্থেব হৃদয়ে উপনীত ।
কহে বক্রবাহনে গর্জিয়া বিপরীত ॥
তুরঙ্গ আনিয়া দিল করি বণভয় ।
হেন ছার বেটা কয় আমাব তনয় ॥
তোমার জনম চিত্রাঙ্গদার উদরে ।
বৈষ্ণুজাতি বেটা অপবাদ দেহ মোরে ॥
ক্ষেত্রী রক্তরসে জন্ম লভে যেই জনে ।
নপুংসক সম কর্ম্ম সে করিব কেনে ॥
আমার ঔরসে জন্ম সুভদ্রার গর্ভে ।
অভিমম্বা নামে এক পুত্র ছিল পূর্বে ॥
মহাবীর রণধীব প্রিয় সভাকার ।
কত কত ক্ষেত্রীগণে করিল সংহার ॥
জ্যোৎস্নাচার্য পরাভব বাহাব সমরে ।
রণ জিনি গেল চক্রব্যূহের ভিতরে ॥
সেই অভিমম্বা রণে হত যেই দিন ।
সেই হৈতে বিধি মোরে কৈল পুত্রহীন ॥
তোর নাঞি দেখি ক্ষেত্রীকুলের প্রতাপ ।
কাহার ঔরসে জন্ম কারে বল বাপ ॥
নটিনী জননী তোর গন্ধর্কের স্নাতা ।
* * * পুত্র হয়ো কারে বল পিতা ॥
তেজহ কাঞ্চন-রথ শকট সকল ।
দেশে দেশে ভ্রম কান্ধে লইয়া মাদল ॥
নটিনী লইয়া ফির * * * বেটা ।
ধনুর্ধ্বাণ তেজি বোনো খেজুরের চাটা ॥
নারী লয়া কান হয়্যা ডম্ব (১) হেন করে ।
গীত গায়্যা মাগ্যা খায়্যা বুল ঘরে ঘরে ॥
টুরি হয়্যা থাক গিয়্যা অনাথ-মণ্ডপে ।
লাথি দিয়্যা ঘুচাইয়া দিলু এই পাপে ॥
চিন্তিয়া শ্রীকৃষ্ণচক্র-চরণ-পঙ্কজে ।
ভারত-সঙ্গীত কহে অভিরাম দ্বিজে ॥

সক্রোধ উত্তর ।

শ্রীকরণ নন্দীর মহাভারত ।

অশ্বমেধ-পর্ব ।

(ছুটি খাঁর আদেশে বিরচিত ।)

পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের শ্রীপর্ব পর্য্যন্ত
অমুবাদ করেন। পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর ছুটি খাঁ শ্রীকরণ নন্দী
নামক কবির দ্বারা অশ্বমেধ-পর্বের অমুবাদ সঙ্কলন করেন। দুঃখের
বিষয়, আমি ভ্রমক্রমে শ্রীকরণ নন্দী স্থলে “শ্রীকরণ নন্দী” পাঠ বঙ্গভাষা ও
সাহিত্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। সাহিত্য-পরিষৎ আমার
প্রাচীন পুথিখানি পাইয়াও এই ভ্রম সংশোধন করেন নাই। তাঁহাদের
প্রকাশিত “ছুটি খাঁর মহাভারতে” সেই শ্রীকরণ নন্দীই রহিয়া গিয়াছে।

যে পুথি দেখিয়া এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা আমার। উহা ১৫৮৫
(খৃঃ ১৬৬৩) শকের লেখা।

মঙ্গলাচরণ ।

প্রণমহ অনাদি নিদান সনাতন ।
সৃষ্টি স্থিতি পালক পরম কারণ ॥
মায়া বলে জগতের
... .. মহীর পালন্ত ॥
যাহার ইঙ্গিত না বুঝে প্রজাপতি ।
পুনি পুনি সেই দেবে করএ প্রণতি ॥
গগপতি বন্দোম বিশ্বনাশন ।
তবে দেবী ভগবতী বন্দোম চরণ ॥
বন্দমহো ভক্তি করি যত কবিগণ ।
জনক জননী বন্দো যত গুরুজন ॥
সভাপতি আগ্রাতে মোহোর (১) প্রণতি ।
বলিব পয়ার কিছু সংক্ষেপ ভারতী ॥

পৃথিবীর মুখ্য পবিত্র এক স্থল ।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নাহি কোন কাল ॥

যেমন সর্বসহা তেমতি মহারাজা ।
 রাম হেন বহুনিষ্ঠ পালে সব প্রজা ॥
 নৃপতি হুগ সাহা যেমন ক্রিতিপতি ।
 সাম দান দণ্ড ভেদে পালএ বহুমতী ॥
 তান এক সেনাপতি লঙ্কর ছুটি খান ।
 ত্রিপুরার উপবে কবিল সম্বধান ॥
 চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে ।
 ... চন্দ্রশেখর পর্বত হৃদয়ে ॥
 চারলোল-গিরি তাব পৈতৃক বসতি ।
 বিধিএ নির্মাণ তাকে কি কহিব অতি ॥
 চারি বর্গে বসে লোক সেনা-সম্মিহিত ।
 নানা স্থানে প্রজা সব বসয়ে তথিত (১) ॥
 ফণী নাম (২) নদীএ বেষ্টিত চারি ধাব ।
 পূর্ব দিগে মহাগিরি পার নাহি তাব ॥
 লঙ্কর পরাগল খানের তনয় ।
 সমরে নির্ভর ছুটি খান মহাশয় ॥
 আজাহুলসিত বাহু কমললোচন ।
 বিশাল হৃদয় মন্তগজেন্দ্র-গমন ॥
 চতুঃবষ্টি কলা বসয় গুণেব নিধি । (৩)
 পৃথিবী-বিস্থাত সে যে নির্মাইল বিধি ॥
 দিতে (৪) বলি কর্ণ সম অপার মহিমা ।
 শৌর্য্য বীৰ্য্য গান্ধীৰ্য্য নাহিক যে সীমা ॥
 কপট নাহিক যে তার প্রসন্ন হৃদয় ।
 রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥
 তাহার যত গুণ শুনিয়া নরপতি (৫) ।
 সংবাদ দিয়া আনিলেক কুতূহল মতি ॥
 নৃপতির অগ্রতে তার বহল সম্মান ।
 ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান ॥
 লঙ্করী বিষয় পাইয়া মহামতি ।
 সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বহুমতী ॥

(১) সেই স্থানে । (২) (নোরাখালী জেলার) কর্তমান ফণী নদী ।
 (৩) বসয় = বাস করে । বাহার শরীরে পূর্ণ গুণরাশি বাস করে ।
 (৪) দান করিতে । (৫) ছসেন সাহ ।

মুখিষ্ঠির নিকট ব্যাস-দেব
কর্তৃক যজ্ঞের অনুষ্ঠান
বর্ণন ।

ত্রিপুর-নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ ।
পর্কত-গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ (১)
গজ বাজী কর দিয়া করিল সন্ধান ।
মহাবন-মধ্যে তবে পুরীর নির্মাণ ॥
যত্নপি ভয় না দিল মহামতি ।
তথাপি আতঙ্কে বসে ত্রিপুর-নৃপতি ॥
আপনে নৃপতি সমর্পিয়া বিশেষে ।
সুখে বসে লঙ্কর আপনার দেশে ॥
দিনে দিনে বাড়ে তবে রাজ-সম্মান ।
যাবৎ পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিত-সভা খণ্ড মহামতি ।
একদিন বসিলেক বান্ধব-সংহতি ॥
অনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্যকথা ।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয় ।
সভা খণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥
দেশ-ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার ।
সঞ্চর্যক (২) কীর্ত্তি মোর জগৎ সংসার ॥
তাহান আদেশ মান্ত মন্তকে করিয়া ।
ত্রীকরণে কহিলেক পয়ার রচিয়া ॥

অশ্বমেধের জন্য অশ্ব আনিবার ব্যবস্থা ।

তবে যে এড়িব (৩) ঘোড়া ক্ষতি বিচরিতে (৪) ॥
ইন্দু কুম্ভ সমবর্ণ সেই অশ্ববর ।
পীত পুচ্ছ দীর্ঘ কর্ণ পরম সুললর ॥
মাথাতে লিখিব পত্র স্তবর্ণের-জলে ।
এড়িবেক সেই ঘোড়া অঙ্গ কুতূহলে ॥
ঘোটক রক্ষক হইব নিজ সহোদর ।
যে রাজার শক্তি থাকে ধর্যক অশ্ববর ॥

(১) এই উক্তি সত্য নহে । ইহা কবির চাটুবাদ । সেই সময়ে
ত্রিপুরার রাজা ধনু-মাণিক্য ও তদীয় সেনাপতি চন্দ্ৰচাঁগের বিক্রমে মুসলমান
সৈন্য ত্রিপুরা-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই । (২) সঞ্চারিত
হউক । (৩) প্রেরণ করিব । (৪) বিচরণ (ভ্রমণ) করিতে ।

এহি পত্র লিখি বান্ধিব ললাটে ঘোড়ার ।
 এড়িব ঘোড়া বৎসরেক চরিবার ॥
 আপনে আরম্ভিব যজ্ঞ অসিপত্র (১) ত্রত ।
 এড়িব সব ভোগ যত উপগত ॥
 যজ্ঞের বিধান এহি কহিল সকল ।
 পারিবা করিতে সব না হইও বিকল ॥

মুনির বচনে রাজা পুনিহ বোলন্ত ।
 কিল্লপে করিমু কার্য্য কহ মতিমন্ত ॥
 হেন অশ্বরত্ন মুঞি কথাতে পাইমু ।
 ঘোটক রক্ষক মুঞি কাবে নিযোজিমু ॥
 যে বা ভীমার্জুন সহোদর মোর ।
 মোর হেতু দুঃখ পাইছে বহুতর ॥
 তাহাকে পাঠাইতে বণে না হএ যুক্তি ।
 কৃষ্ণ হেন বন্ধু মোর নাহি নিকটে সম্প্রতি ॥
 বহু বিঘ্ন হএ যজ্ঞ করিবারে আশ ।
 সিদ্ধি না হইলে যজ্ঞ হইব উপহাস ॥
 এ যজ্ঞ না হএ সাধ্য দেখোম যে বুদ্ধি ।
 কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি (২) ॥
 যুধিষ্ঠির নৃপতির হেন বাক্য শুনি ।
 ঘোড়ার উদ্দেশ তবে কহে ব্যাস মুনি ॥

ভদ্রাবতী-পুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক একাকী যুদ্ধ-জয়
 করিতে ভীমের সঙ্কল্প ও বিক্রম প্রকাশ ।

* * * হেন বাক্য বুলিলন্ত ।
 সেই সভাতে ভীমসেন তর্জ্জন করন্ত ॥
 একাকী যাইমু মুঞি পুরী ভদ্রাবতী ।
 সমরে জিনিব যৌবনাশ্ব নরপতি ॥
 যদি সেই অশ্ব আনিতে না পারোম ।
 তবে মুঞি নরকেত পড়িয়া মরোম ॥

(১) স্বামী ও স্ত্রী একাসনে নির্দিষ্ট দীর্ঘ কাল বাস করিবেন ।
 ঠাহাদের মধ্যে একখানি অসি থাকিবে । (২) শুদ্ধি=সদ্ধি=সদ্ধান ।

বৃষকেতুর উত্তরে ভীমের
প্রসন্নতা ।

অথোর নরকে মোর হউক নিবাস ।
এ বলিয়া ভীমসেনে এড়রে নিবাস ॥
ভীমের বচন শুনি বোলে নরপতি ।
পাছু না বিচারিয়া প্রতিজ্ঞা করহ ভারতী ॥
সংশয় বাসয়ে ভীম ভদ্রাবতী-জয় ।
একাকী যাইবা তুষ্টি অশক্য রণয় ॥
রাজাএ যদি এমত বোলে ভীমক (১) গর্জন্তু ।
বৃষকেতু কর্ণপুঞ্জ বুলিলন্ত ॥
মোকে সঙ্গে নেয় ভীম তোক্ষার দোসর (২) ।
যৌবনাশ্ব জিনিমু মুঞি করিয়া সমর ॥
ভীম বোলে বৃষকেতু তুষ্টি মহাবীর ।
সুরাসুর সমরেত নির্ভয়-শরীর ॥
কি পুনি তোক্ষার পিতা রণেত মারিল ।
তোর মুখ না চাহোম লজ্জায় আবরিল ॥
ভীমের বচনে বৃষকেতুএ বোলন্ত ।
না করিলা অপকন্ম শুন মতিমন্ত ॥
উপকার কৈলা মোর জনক সংহারি ।
সদায় আছিল দুৰ্য্যোধনের সেবা করি ॥
ধর্ম হতে ভিন্ন হৈল পাণ্ডব তনয় ।
নিজ সঙ্গ এড়ি কৈল পরের প্রণয় ॥
উপকার চিস্তি আশি না চিস্তি প্রমাদ ।
স্বর্গে গেল বাপ মোর তোক্ষার প্রসাদ ॥
এত যদি বৃষকেতু বলিল বচন ।
ছই হাতে ভীমসেনে কৈল আলিঙ্গন ॥
সঙ্গে যাইতে তান দিল অহুমতি ।
মেঘবর্ণ বুলিলেক তবে মহামতি ॥
অর্জুনের সঙ্গে তুষ্টি রহ এহি স্থানে ।
নৃত্যিক রক্ষক হইয়া রহয় প্রধানে ॥
এত যদি ভীমসেন কহিল বচন ।
মেঘবর্ণ কুমারে বোলন্ত ততক্ষণ ॥

(১) প্রাচীন গাথা ও পালি ভাষার জ্ঞায় প্রাচীন বাঙ্গালারও নাম
শব্দের পর এই 'ক' (অর্থে 'ক') অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় ।

(২) সহায় ।

মোর পিতা ঘটোংকচ তোক্ষার নন্দন ।
 তোক্ষার কাণে তেঁহি হাবাইল জীবন ॥
 সহদেব সহিত অর্জুন মহাবল ।
 নৃপতিক রক্ষিয়া থাকিব সকল ॥
 বৃষকেতু সঙ্গে তুষ্কি বণে দেয় মতি ।
 আনিব যজ্ঞেব ঘোড়া অতি শীঘ্রগতি ॥
 সত্বরে চলহ না কর বিলম্বন ।
 ঘোড়া কাড়িয়া আনিব ততক্ষণ ॥
 মেঘবর্ণ সঙ্গে যাইতে দিল অনুমতি ।
 আনিব যজ্ঞের ঘোড়া অতি শীঘ্রগতি ॥
 তবে ব্যাস মুনিএ বুলিল নৃপতি ।
 বিলম্বে কার্য নাহি চল মহামতি ॥
 রাত্রি কাল হৈল বেগি অবসান ।
 আশ্রমেত যাইতে আন্ধি হউক সন্নিধান ॥
 এ বুলিয়া ব্যাস মুনি চলিল সত্বর ।
 বাঢ়াইয়া দিলেন্ত নিয়া ধর্ম নৃপবর ॥

ঘনশ্যাম দাসের মহাভারত ।

ঘনশ্যাম দাস স্বীয় পরিবারবর্গের মঙ্গল-কামনার এই কয়েকটি পদ
 লিখিয়াছেন ।

কৃপাকর নারায়ণ ভকত জনায ।
 জৈমিনি ভারত পোখা এতদূবে সায ॥
 হবিদাস সেনে কৃপা কর নাযায়ণ ।
 গোবিন্দ সেনের স্মৃতে কর কৃপায়ণ ॥
 দ্রাথিব অচল ভক্তি বুদ্ধিমন্ত থানে ।
 কৃপা কর নারায়ণ দুর্কাসা সেনে ॥
 সহ পরিবারে কৃপা কব ত্রিনিবাস ।
 তোমার চরণে কহে ঘনশ্যাম দাস ॥

বুদ্ধিমন্ত থান ঘনশ্যামের পিতা ছিলেন কি না বলা যায় না । প্রাচীন
 বঙ্গসাহিত্যে ‘বুদ্ধিমন্ত থা’ উপাধির অভাব নাই । সুতরাং এই বুদ্ধিমন্ত
 থা কে ছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর । তবে ‘বুদ্ধিমন্ত থা’ উপাধি

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহাতে কবির কাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারা যায়। যে পুথি দেখিয়া এই অংশ নকল করা হইল, তাহা বর্দ্ধমান, পাত্রসায়ের গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তাহার নিয়ে এই ছত্র পাওয়া যায় “স্বাক্ষরমিদং শ্রীসীতারাম দাস পুস্তক শ্রীকালীচরণ তাঁতি। সাং পাত্রসায়ের সন ১০৪০ সাল তাং ২৪শে শ্রাবণ।” স্মৃতরাং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এই পুথি সংকলিত হয়। কবি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

চন্দ্রহাস ও বিষয়া ।

চন্দ্রহাসকে বিষ ভক্ষণ করাইয়া বধ করিবার জন্ত রাজমন্ত্রী (বিষয়ার পিতা) একখানি পত্র লিখিয়া তৎসহ চন্দ্রহাসকে স্বীয় পুত্র মদনের নিকট প্রেরণ কবেন। এই রাজমন্ত্রীর চক্রান্তে চন্দ্রহাসের পিতাও ইতিপূর্বে নিহত হইয়াছিলেন। রাজমন্ত্রীর কত্যা বিষয়া প্রেমের কোশলে মন্ত্রীর উদ্দেশ্য বিফল করেন।

চন্দ্রহাসের যাত্রার শুভ-
দর্শন।

চন্দ্রহাস যাত্রার সময়ে সুমঙ্গল ।
প্রযুক্ত দেখিল ধেমু বৎসক সকল ॥
বৃষ গজ দক্ষিণে দেখিল অগ্নি জলে ।
পূর্ণ কুম্ভ ব্রাহ্মণ গণক পুষ্পমালা ॥
সন্তোমাংস পতাকা দেখিল দ্ব্যত দধি ।
গুরু ধাতু রজত কাঞ্চন নানা বিধি ॥
চন্দনে বাসিত কত দেখিল অঙ্গনা ।
দাড়িষ আনিয়া হাতে দিল কোন জনা ॥
আনিয়া চম্পক মালা কেহ দিল গলে ।
বিবাহের লক্ষণ কত দেখিল মঙ্গলে ॥
ভৃত্য লঞা চন্দ্রহাস চলিলেন পথে ।
অনুকণ কৃষ্ণগুণ ভাবিতে ভাবিতে ॥

সরোবর বর্ণন।

আছে এক সরোবর কোণ্ডিল্য নিকটে ।
উত্তরীলা চন্দ্রহাস সরোবরের ঘাটে ॥
নির্মল স্নিগ্ধ জল কজ্জল বরণে ।
নানা পক্ষী কলরব পুষ্পের উদ্ভানে ॥
কেতকী পলাশ কুন্দ কমল কল্লার ।
কোকিল কুমুদিনী কুম্ভম বদ্যার ॥

কত কত কলরব কলাপী কলাপে ।
 কামিনী কবএ কত কত মনস্তাপে ॥
 ডাহক ডাহকীতবে তবে মত্ত হৈয়া ।
 রাজহংস রাজহংসী চুঞ্চ চুঞ্চ দিয়া ॥
 মত্ত হৈয়া মধুকর সঙ্গে লৈয়া দারা ।
 আনন্দে মাতিয়া কত ক্রীড়া করে তারা ॥
 শয়ন বসন্ত কত মন্দ মন্দ বাএ ।
 কোকিলা করয়ে কত স্তম্ভু বাএ (১) ॥
 দেখিয়া কামিনীর মন মহা উতরোলে ।
 রাজহংস মুগাল ভঞ্জে শতদলে ॥

সুগন্ধী সমীর ধীর গন্ধে মনোহর ।
 উত্তরিল চন্দ্রহাস দেখি সরোবর ॥
 তুষ্ট হৈয়া চন্দ্রহাস দেখিয়া উত্তান ।
 পুঞ্জিল কৃষ্ণের পদ দিয়া পুষ্পধন ॥
 তবে চন্দ্রহাস তাথে স্নান আচরিল ।
 দিয়া দিব্য পুষ্পমালা কৃষ্ণ পূজা কৈল ॥
 করিলেন জল পান সুস্থচিত্ত হৈয়া ।
 কদম্ব গাছেতে রাখেন অথকে বান্ধিয়া ॥
 নিদ্রা যায় চন্দ্রহাস স্তম্ভিত্ত হৃদয় ।

সরোবরে আস্তে কত্না এমন সময় ॥
 কুলিনী রাজার কত্না চম্পক মালিনী ।
 বিবয়া আইল সঙ্গে মঞ্জীর নন্দিনী ॥
 সংহতি সকল কত্না নবীন বএস ।
 পুষ্পের বিহারে চলে করি নানা বেশ ॥
 প্রবেশ করিল সভে পুষ্পের উজ্জানে ।
 দেখিল হস্তিনীগণ পুষ্পের কাননে ॥
 নবীন ঘোবনা সব বহে ভীত হৈয়া ।
 হস্তিনী সকলে তারা বলেন ডাকিয়া ॥
 আমা সভা দেখি যদি আইস হেথায় ।
 কুন্তল বিদারিয়া সিংহ তোরে খায় ॥

বম্বীগণেব তল-ক্রীড়া।

এত বলি বনেতে বিহার সডে কৈল ।
 বন-তাপে সর্বজন তাপিত হইল ॥
 শ্রম হৈয়া ঘর্ম্মমুখী সডে যায় জলে ।
 হাতাহাতী মত্ত হৈয়া সডে কুতুহলে ॥
 বিহার করেন সডে জলে প্রবেশিয়া ।
 অন্মোন্মো জল সডে দিছেন ফেলিয়া ॥
 পদ্মের মৃণালে জল তোলয়ে চুষকে ।
 ফুকরি ফুকরি জল দেয় মুখে মুখে ॥
 এই মত জল ক্রীড়া সডে সান্স দিয়া ।
 পরিলেন বস্ত্র সডে কূলেতে উঠিয়া ॥
 হেন কালে চন্দ্রহাসে বিষয়া দেখিল ।
 সহসা মোহিত কণ্ঠা চিত্ত মগ্ন হৈল ॥
 আমার সমান পতি এই কৈল মনে ।
 তবে জানি বিধি মোরে হয় স্প্রসমে ॥
 ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ ।
 ভকতি করিয়া বন্দে ঘনশ্রাম দাস ॥

বিষয়ার অনুরাগ ।

চন্দ্রহাস দেখিয়া বিষয়া মত্ত মন ।
 প্রাণে নাহিক স্থির অচল চরণ ॥
 তবেত বিষয়া সেই রহিল পশ্চাতে ।
 নিরীক্ষণ করে অঙ্গ দাণ্ডাইয়া পথে ॥
 নিদ্রা যায় চন্দ্রহাস কিছু নাঞি জানে ।
 বিষয়া দেখিল তার পাগেতে লিখনে ॥
 ভাঙ্গিয়া তাহার মুদ্রা লাগিল পড়িতে ।
 পিতার অক্ষর সব জানিল নিশ্চিতে ॥
 মদনে লিখিয়াছে পিতা অনেক সন্মান ।
 গত মায়ে চন্দ্রহাসে বিষ দিহ দান ॥
 পত্র দেখি বিষয়া তবে ভাবিল অন্তরে ।
 এই পত্র দেখিবেন মোর সহোদরে ॥
 গত মায়ে ইহারে মানিব বিষ দিয়া ।
 ইহা বিহু অস্ত্র পতি নাহি চাহে হিমা ॥
 নয়নের কজ্জল লইল সুবিধানে ।
 লেখিল বিষয়া-দাম দিহত মদনে ॥

“বিষের” পরিবর্তে
 “বিষয়া” ।

চলিল বিবশা মাথে রাখিয়া লিখন ।
 অন্তরে হইয়া দৃষ্ট চাহে ঘনে ঘন ॥
 সংহতি লহয়া দাসী হাসিতে হাসিতে ।
 হেন কালে দরশন সখীগণ সাথে ॥
 কি কারণে হাস তুমি চিত্ত অভিলাষ ।
 কি দেখিলে কি कहিলে কহ সুপ্রকাশ ॥
 कहিল সভারে কত বিবাহ কারণ ।
 পাঠাইল বর পিতা হাসি তে কাবণ ॥
 সূর্য্যেরে कहিল বামা হয় সুপ্রকাশ ।
 নিশ্চয় করিয়া পতি দেহ চন্দ্রহাস ॥
 নিজ পুরে বিষয়া গেলেন হবষিতে ।
 চন্দ্রহাস বিনে তাব অজ্ঞ নাহি চিতে ॥
 অপরাহ্ন হইল বেলা দেখি চন্দ্রহাস ।
 অশ্ব আবোহণে যায় মন্ত্রী বসকাশ ॥
 ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব মকবন্দ পানে ।
 ঘনশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণের চরণে ॥

চন্দ্রহাসের বিবাহ ।

সেবক সঙ্গতি কবি গেলা অন্তঃপুরে ।
 অশ্ব হৈতে নাষিয়া চলেন ধীবে ধীবে ॥
 তবে চন্দ্রহাস গিয়া দ্বারীরে कहিল ।
 চন্দ্রহাস আসিয়াছে মদনে বলিল ॥
 তবে সেই দ্বারী চন্দ্রহাসে প্রণমিঞা ।
 দুই তিন বিহস্তে সে গেল পার হৈয়া ॥
 যেই থানে সিংহাসনে বসিয়া মদন ।
 পূরণ ভারত লৈয়া যতক ব্রাহ্মণ ॥
 কেহ নৃত্য করে কেহ চামর চলায় ।
 রায়বার পড়ে ভাট অতি উচ্চবায় ॥ (১)
 হেন কালে দ্বারী গিয়া কহে ঘোড়করে ।
 বৈষ্ণব চন্দ্রহাস দাণ্ডাইয়া দ্বারে ॥

চন্দ্রহাসের মদনের
 নিকট গমন ।

(১) ভাটগণ উচ্চৈঃস্বরে রাজ-দরবারের কীৰ্ত্তি-গাথা (রায়বার) পাঠ
 করিতেছিল ।

শুনিঞা দ্বারীর বাক্য উঠিল মদন ।
 চলিল সকল লোক সংহতি তখন ॥
 গাএর উত্তরী-বস্ত্র খসিয়া পড়িল ।
 চক্ৰহাস-দরশনে মহাত্মস্থ হৈল ॥

দ্বারে আসি ছই জনে হৈল দরশন ।
 আলিঙ্গন কৈল দোহে হর্ষান্বিত মন ॥
 আসন বসিতে দিল পাশ্চ অর্ঘ্য জল ।
 পশ্চাতে মদন তারে পুছেন কুশল ॥
 সংপ্রতি আছএ কিবা কলিঙ্গের সনে ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিত্তা (১) স্তম্ভী প্রজাগণে ॥
 তোমার কুশল আদি সাক্ষাতে দেখিল ।
 বড় ভাগ্য হৈতে তোমার দরশন পাইল ॥
 এতেক শুনিঞা পত্র দিল ফেলাইয়া ।
 পঠএ মদন পত্র বিরলে বসিয়া ॥
 মদন বলেন পত্র পড়ি সভার স্থানে ।
 পিতার লিখন যেন শুনে সর্বজনে ॥
 পঠেন স্বস্তিকবাণী করিয়া প্রকাশ ।
 সম্পদের ধন মোর এই চক্ৰহাস ॥
 কুল ঐ গুণ কিছু না করিহ মনে ।
 গতমাত্র ইহারে বিষয়া দিহ দানে ॥

বিবাহ ।

পত্র পড়ি মদন হইল কুতূহলে ।
 মোর বংশ পবিত্র হইল এত কালে ॥
 বাহারে চিহ্নিল আমি সেই প্রিয়বদ ।
 শুনিঞা বিষয়া মনে প্রেমে গদগদ ॥
 বসিয়া সখীর সঙ্গে চিহ্নয়ে চণ্ডীরে ।
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দিয়া জাগরণ করে ॥
 যজ্ঞ করি বলিদান দিব চণ্ডীমাতা ।
 চক্ৰহাস পতি যেন না হয় অভাধা ॥
 তবেত মদন দৌহারে করিল গণনা ।
 বিধির নির্বন্ধে লগ্ন হইল দুজনা ॥

গণিঞা সুল্লয় বেলা বলিল গণকে ।
কালি শুভোদয় দিন বলিল তোমাকে ॥
ছষ্ট হৈয়া মদন কহিল সভাকাবে ।
বিষয়ার বিভা বলি ঘোষণা নগরে ॥

রোপিল গুবাক কলা চতুবে চতুর ।
বাঞ্চে উত্তরোল হৈল সকল নগব ॥
ঘবে ঘরে জল সহে সকল অঙ্গনা ।
দধি খধি রাত্রিবাস কবিল রচনা ॥
গোধূলি সময় হইল আনিয়া মদনে ।
চন্দ্রহাসে বিষয়া করিল সম্প্রদানে ॥
চন্দ্রহাসে দিল দান বস্ত্র স্বর্ণানুরী ।
কর্ণেতে ভূষণ দিল গলাতে মাছলী ॥
আইল কস্তাব মাতা সঙ্গে নারীগণ ।
স্ত্রী-আচার কৈল সভে বিধি প্রকবণ ॥
গৌতমাদি মুনি কত ছায়া মণ্ডপেতে ।
সেইখানে চন্দ্রহাস বসি এক ভিতে ॥
বাজার বিচিত্র বাস্ত্র জয় জয়কার ।
হইল বিবাহ চন্দ্রহাস-বিষয়ার ॥
চতুর্দিকে ধরি কস্তা পাটে বসাইল ।
সপ্তবার প্রদক্ষিণ চতুরাক (১) হইল ॥
প্রণাম করিল কস্তা মধুপূর্ক দিয়া ।
তবে কস্তা-বর-গ্রস্থি বন্ধন করিয়া ॥
কস্তা-বর প্রণত হইল বিপ্রগণে ।
আশীর্বাদ কৈল বিপ্র হরষিত মনে ॥
চন্দ্রহাসে যৌতুক দিলেন মদন ।
ফল মুক্তা পুষ্প স্বর্ণ বিচিত্র বসন ॥
তিন লক্ষ গাভী দিল ভাল ছদ্মবতী ।
অযুত মহিষ দিল মত্ত শত হাতী ॥
পঞ্চ শত দাসী দিল ভূষিত কাঞ্চনে ।
দান দিয়া মদনের তৃপ্তি নাহি মনে ॥

অনেক করিল দান গালব সুনিরে ।
 তুষ্ট হৈয়া দান সব নিল দ্বিজবরে ॥
 ক্ষীর পান চন্দ্রহাস বিষয়া করিল ।
 রত্ন-সিংহাসনে দৌহে শয়ন করিল ॥
 ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ ।
 ভকতি করিয়া বলে ঘনশ্রাম দাস ॥

রাজেন্দ্র দাসের মহাভারত ।

আদি পর্ব ।

রাজেন্দ্র দাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইনি প্রাচীন কালের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইহার রচিত শকুন্তলার ২০০।২৫০ বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি। সাধারণতঃ সঙ্কয়-রচিত মহাভারতের পুঁথির মধ্যে রাজেন্দ্র দাসের এই আখ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শকুন্তলার উপাখ্যান ।

দুয়ন্ত নৃপতি নাম ইলুর তনয় ।
 ইন্দ্র আদি দেবতা কল্পিত তার ভয় ॥
 দুর্জয় প্রচণ্ড তেজ অতুল মহিমা ।
 হৃষ্যের প্রভা হ যথা তত দূর সীমা ॥ (১)
 পৃথিবী শাসিল রাজ্য করে নিজ বলে ।
 এমত ধার্মিক রাজা নাহি ক্ষিতিলে ॥
 * * * * *
 সর্ব সৈন্ত আদেশ করিল মহাবল ।
 যুগয়া করিতে সৈন্ত সাজৌক সকল ॥
 হস্তী ঘোড়া রথ রথী পাইক পদাতি ।
 সাজিল সকল সৈন্ত যত বোদ্ধাপতি ॥
 অনেক করিল সৈন্ত প্রবন্ধ সংহতি ।
 অর্ধ রাজ্য সাজিলেক দুয়ন্ত নৃপতি ॥

(১) হৃষ্যের প্রভা যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত তাহার প্রভাব ।

চৈত্র বসন্ত ঋতু পূর্ণিত পুষ্প-বন ।
 যুগয়া করিতে তথা সাজিল রাজন ॥
 বেগবন্ত রথে চড়ি যায়ন্ত নরনাথে ।
 চলিল বিচিত্র বাজা ধনুঃ ধরি হাতে ॥
 শ্বেতবর্ণ অশ্ব সব যুগ্ম শব্দে ঠেকে ।
 আকাশ ধরিব হেন উর্দ্ধমুখে দেখে ॥
 ছত্র পতাকা ধ্বজ নানা বর্ণ দেখে ।
 সত্বর গমনে যেন উঠে দেব-পক্ষে ॥
 নগরের নারী সব চঞ্চল নয়নে ।
 সখী সবে দেখে যেন অঙ্গুলির সানে (১) ॥
 যার যার পূবজন এহি যাস্ত বুলি ।
 পূরজন সষোড়শা দেখার অঙ্গুলি ॥ (২)
 যত দূর যায় চাহে চক্ষু ব গোচর ।
 অদর্শন হইল যদি যাএ নিজ ঘর ॥

দেশ বন উপবন এড়ি সৈন্ত যায় ।
 দক্ষিণ পশ্চিম দিগে বনস্থলী যায় ॥
 নানা জন্তু দেখে তথা বেড়ায় যুখে যুখে ।
 হস্তী সবে কেলি করে হস্তিনী সহিতে ॥
 যুগে যুগে কেলি করে মহিষে গবয় ।
 ব্যাঘ্র ভালুক সেজা শূকর অতিশয় ॥
 সে বন দেখিয়া রাজা হইল কৌতুক ।
 বেড়িল সকল সৈন্ত হস্ততে কাশ্মুর্ক ॥
 আকর্ণ পুরিয়া মারে তাড়িয়া নির্ভর ।
 এক এক শরে মারে একৈক কুঞ্জর ॥
 কুন্ত ভেদি মারে যেন হৃদয় বিদারি ।
 ইন্দ্র বজ্রঘাতে যেন বিধ্বংস মহাগিরি ॥
 মহিষ গবয় আর শূকর হানন্ত ।
 চতুর্দিকে সর্ব সৈন্ত বেড়িয়া মারন্ত ॥

গণ্ড-নাশ ।

(১) সন্ধিতে ।

(২) তাহাদের নিজ জন যাইতেছে, অঙ্গুলি-সন্ধিতে তাহাদিগকে দেখায় ।

সহস্র সহস্র হানি মারে নিরন্তর ।
 প্রাণভয়ে পশু সব যায় নিরন্তর ॥
 হস্তিনী ঠেলিয়া ধন্তে মত্ত হস্তী ধাএ ।
 বৎসরে শূক্রেতে ঠেলি মহিষী পলাএ ॥
 ব্যাঘ্র ভালুক ধাএ শূকর বানর ।
 কোলাহল শব্দ করে বত বনচর ॥
 * * * * *
 পৃষ্ঠে মুখ দৃষ্টি করি সৃগ সব ধারে ।
 বৎস-সঙ্গিনী কুরঙ্গিণী ব্যাকুল হৈল ধাএ ॥

জলপান হেতু কেহ জলাশ্রমে গেল ।
 কুধাতুর হৈয়া কেহ মাংস সিক্ক কৈল ॥
 শকুনি সাঁচান তথা আকাশে শোভিল ।
 মাংস আশে শৃগাল লবে সে বন বেড়িল ॥
 জলকেলি করি কেহ কোতুক করন্ত ।
 মৃগয়ার বেশে রাজা দুয়ন্ত ভ্রমন্ত ॥
 বহু বন উপবন যদি এড়ি গেল ।
 মুনিগণ বৈসে যথা সে বন পাইল ॥
 সেই খানে পঞ্চ শিলা অক্ষয় নামে বট ।
 বদরিকা নারায়ণের আশ্রম নিকট ॥

* * * * *
 তৃষ্ণায় আকুল রাজা শরীর ঘামিল ।
 মৃগ পাশে ধাইতে যে দেখি কুতূহল ॥

* * * * *
 মৃগয়া দেখি সেই বনমধ্যে ঘাইতে ।
 কেবা মোহ না যাএ সে বন দেখিতে ॥
 শীতল পবন বহে অগন্ধী বহে বাস ।
 ফলে মূলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ ॥
 করন্ত মধুর ধ্বনি মত্ত পক্ষিগণ ।
 অতি বড় প্রীতে খেলে পক্ষিগীর সন ॥
 মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষ সব লড়ে ।
 ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে ॥
 নব নব লীলা গাছি অতি মনোহর ।
 খোপা খোপা পুষ্প লড়ে গুঞ্জে ভ্রমর ॥

ভগোবনে প্রবেশ ।

নির্মল বৃক্ষের তল পুষ্প পড়ি আছে ।
 লক্ষ লক্ষ বানর বেড়ায় গাছে গাছে ॥
 নানা বর্ণ সরোবর দেখি তার কাছে ।
 জলচর পক্ষী সব যাহাতে শোভিয়াছে ॥
 হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল ।
 হেন পদ্ম না দেখিল নাহিক ভ্রমর ॥ *
 হেন ভৃঙ্গ নাহি এখানে না ডাকে মত্ত হৈরা । (১)
 কেবা মোহ না যায় যে সে বন দেখিয়া ॥
 সুখ-দরশনে রাজা সব বিস্মরিল ।
 তপোবনের শোভা দেখি জদয় মোহিল ॥

হেনকালে শকুন্তলা প্রমোদিত চিত্ত ।
 অনহরা প্রিয়বদা সখীর সহিত ॥
 কলসী ভরিয়া জলে বসিছে তরুশূলে ।
 নন্দন বনের সম বৃক্ষ ফলে ফুলে ॥
 তীর্থযাত্রা যাইতে কহিছে সে কথমুনি ।
 প্রিয় বাক্যে তিন কন্তা নিকটেত আনি ॥
 জল দিয়া তরু সব পালিবা বতনে ।
 শকুন্তলা পালন করিবা ছই জনে ॥
 সেই বাক্য চিত্তে ধরি নিত্য সিচে জল !
 শ্রম পাইয়া তিন জন হইল বিকল ॥
 মালতী নামে নদী বহে দক্ষিণ উত্তরে ।
 তপোবন মধ্যে আছে দিব্য সরোবরে ॥
 শোভিছে কমল ভ্রমে নানা পক্ষী ।
 জলযুতা করে তথা তিন চন্দ্রবুধী ॥
 সুখ শোভা করে যেন কনক-কমল ।
 আখির কটাক্ষে লজ্জা পাইল ভ্রমর ॥
 রাজাপদ করন্ত অধর বিকল ।
 মৃগাল-সদৃশ ভুজতল সুকোমল ॥
 মধ্যভাগ দেখি যেন বিলকণ উরু ।
 ইন্দ্র-ধনুক যেন কিবা শিরে চারু ॥

সখীগণের সঙ্গে
 শকুন্তলা ।

উত্তম কনক-কান্তি স্নকেশ দীঘল ।
 প্রবীণ দাড়িম-বীজ দশন উজ্জল ॥
 সে বন ভ্রমিতে রাজা তাহাকে দেখিল ।
 চিত্রের পুস্তলী যেন পট্টেত লিখিল ॥
 চাহিতে নিরখি আখি রূপের নাহি সীমা ।
 তিহো বসে দিতে নারি তাহার তুলনা ॥
 পরম সুন্দর সে বে দেখিতে সুরূপ ।
 সর্বান্ন শীতল হৈল দেখি তার রূপ ॥

* * * *
 * * * *

হেন রূপ গুণ নাহি দেখি শুনি আর ।
 পৃথিবীত পূর্ণ যেন নহি লয় তার ॥
 চাহিতে চাহিতে মনে না পূরে আরতি ।
 লক্ষ্যেতে দেখিল তবে শকুন্তলা সতী ॥
 প্রথম যৌবন তমু অনিন্দ্য অজয় ।
 অভিনব কাম যেন কান্দুক হানয় ॥
 অস্ত্রে-অস্ত্রে দু জনের হইল দরশন ।
 দুই জনে অমুরাগে মোহিল তখন ॥
 উপজিল লাজ (১) মুখ চাকিল কিঞ্চিৎ ।
 সর্বান্ন ডুবাইল জলে হইল লজ্জিত ॥
 ততক্ষণে দুই সখী কৈল আলোকন ।
 দেখিল পুরুষসিংহ সাক্ষাৎ মদন ॥
 কর্ণমূলে কহিল সত্বরে চল ঘর ।
 ভিন্ন জনে দেখে তোঙ্গার মুক্ত কলেবর ॥
 তোর রূপ দেখিয়া দেবতা মোহ যাএ ।
 হেন রূপ সামান্য পথিকে বসি চাএ ॥
 ইন্দ্রে কামনা করে দেখিবারে মুখ ।
 সামান্য পথিকে চাহে খেলার কৌতুক ॥
 শকুন্তলা বোলে তবে শুন প্রাণসখী ।
 তুচ্ছ যারে দেখে বোল আশ্চর্য্য ত না দেখি ॥
 অলজ্ঞা ঋষির কথাএ স্থির নহে চিত ।
 সখী সব প্রবোধিতে বলে বিপরীত ॥

প্রথম দর্শন ।

বান্ধিল চিকুর বাস সম্বরে সম্বর ।
দশন মাজিয়া শীঘ্র মুখে দিল জল ॥
হর্যো দণ্ডবৎ কবি চলিলেন্ত ঘর ।
লজ্জায় হবিষ মুখ চমকে চঞ্চল ॥
কুণ্ডে জল ভবি ঝাটে চলে তিন জন ।
দৃষ্টি হতে দূরে গেল নাহি দরশন ॥ *

না দেখিল তিন কত্কা গেল কোন ভিত ।
কর্ণে কবে বিশ্বয় বাজা হইল মুচ্ছিত ॥
ধন হারাইয়া যেন বিহ্বল রূপণ ।
তেন মত হৈল রাজা ব্যাকুলিত মন ॥
দেখিলেক বনচর মরণ চাতুরী ।
সেই লীলা চলিলা যে গতি মতি স্মরি ॥
হাস্ত রহস্ত মাধুর্য্য স্মরিতে পুনি পুনি ।
বিকল হইয়া তবে চলে নৃপমণি ॥
সেই পথ অমুসারি রাজাএ চলিল ।
হেন কালে সৈন্তে আসি তাল লাগ পাইল ॥
নিঃশব্দ হৈয়া তবে চলে নৃপমণি ।
সেই পথ অমুসারি রাজাএ চাহে পুনি ॥
স্থানের নিয়ম করি দুয়ন্ত রহিল । (১)
কি করিব কথা (২) পাইব চঞ্চল হইল ॥
অনঙ্গের বীরতাপে দহে কলেবর ।
মর্দাস্তিক তপ্ত বায়ু বহে নিরন্তর ॥
ব্যান (৩) লগ্ন চিত্ত মগ্ন হৃদয় ভিতর ।
না পূরে আরতি ভাবি রূপে মনোহর ॥
রাজার বিমন দেখি সকল চিস্তিত ।
বিলম্ব দেখিয়া কিবা হইবেন হুঃখিত ॥

সদর্শন ও বিরহ ।

(১) যে পথ দিয়া শকুন্তলা গিয়াছেন সেই দিকে বারংবার বাজা
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে স্থান নির্দেশ করিয়া
রাখিলেন ।

(২) কোথা ।

(৩) সর্গ শরীরব্যাপী বায়ু ।

অল্প অল্প এহি মতে কহিতে কখন ।

সর্ব সৈন্ত সঙ্গে পাই নৃপতিহ বন ॥

* * * *

অন্তরালে থাকিয়া রাজার শকুন্তলার কথা শ্রবণ ও মিলন।

রাজা বোলে যদি থাকে ভাগ্যের উদয় ।

মোর কথা এ হাতে যে কহিব নিশ্চয় ॥

তবে সখীগণে বোলে শকুন্তলা সুবদনী ।

কেমত বিরহ-বাথা আক্ৰান্ত না জানি ॥

যদি তুঙ্গি সবে জান হিত উপদেশ ।

কহিবাক মনে আছে বচন বিশেষ ॥

মান করি যখনে চলিয়া আইলুম যেরে ।

সেই হোতে অস্থির মোহর (১) কলেবরে ॥

যেই তো পুরুষবর দেখিলুম সরোবরে ।

সে কোন্ পুরুষ হএ নাহি জানি তারে ॥

তবে সখীগণে বোলে তাকে নাহি চিনি ।

হৃদয় আসিছে হেন লোকমুখে শুনি ॥

যদি তুঙ্গি তাহাকে বাঞ্ছিত অভিলাষ ।

দূতযুখে তার ঠাই করিব প্রকাশ ॥

ইঙ্গিত হাসিয়া কহা না দিল উত্তর ।

হরিষে পুলক রাজা হইল কলেবর ॥

আপনারে ধন্ত হেন মানিল রাজনে ।

আপনা প্রকাশ যেন আছে মোর মনে ॥

অখনে আপনা কেন না দি পরিচয় ।

দৈবে বিধি মিলাইল ভাগ্যের উদয় ॥

কিন্তু মনেত চিন্তা আছএ আক্ষার ।

চক্ষুক্ষেপে কহা বিহা শূঙ্গের আচার ॥

অধর্ম কর্ণেত কেহে (২) যোর অভিক্ৰিচি ।

যে যুক্তি কহিব আন্ধি আগে তারে পুছি ॥

কেবা তুম্বি এত রাত্রি এথা আগমন ।
 তপোবনে আসিয়াছ কিসের কারণ ॥
 তীর্থযাত্রা গেল মুনি আশ্রা এথা এড়ি ।
 নিশাচর হৈয়া ফের ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥
 ব্রাহ্মণ-কুমারী আশি কিছু নাহি ভয় ।
 কেবা তুম্বি এথা কেনে দেয় পবিচয় ॥
 রাজা হুয়ন্ত মোহব নাম খ্যাতি ।
 ইলুর তনয় চন্দ্রবংশেত উৎপত্তি ॥
 আইলাম মৃগয়া হেতু এহি তপোবন ।
 সরোবরে দেখা হইল তোমার সন ॥
 জানিতে আইলুম মুণ্ডি তোমারাব মৰ্ম ।
 পরিচয় কেবল কিছু নহে যে অধর্ম ॥
 তবে কত্না স্নরে মনে হরষিত হইয়া ।
 শকুন্তলা সৰ্বোধিয়া সখী কহে গিয়া ॥
 আইল হুয়ন্ত এহি সিদ্ধি হৈল কাষ ।
 কোন উচিত হ'এ কহ তাগি লাজ ॥
 এহি বাক্যে শকুন্তলা হইল সলজ্জিত ।
 বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিল কিঞ্চিৎ ॥
 ধর্ম্মে বিরুদ্ধ রাজা চিন্তে মনে মনে ।
 তার মন বুঝি তবে সখী দুই জনে ॥
 রাজাকে বসিতে দিল উত্তম আসন ।
 হরষিত হৈয়া রাজা বসিল তখন ॥
 ধর্ম্মে বিরুদ্ধ রাজা চিন্তে মনে মন ।
 দুই সখী সৰ্বোধিয়া জিজ্ঞাসে বচন ॥
 মুণ্ডি ধর্ম্ম রাজা হেন লোকেত বিদিত ।
 ব্রাহ্মণীৰ প্রীতি কেহু মোর গৈল (১) চিত ॥
 তাহাকে ছাড়িলে চিন্তে না হ'এ প্রবোধ ।
 পরিগ্রহ করিলে হ'এ ধর্ম্মত বিরোধ ॥
 এ দুই সঙ্কট মোর হইল উপস্থিত ।
 ছাড়িলে না রহে প্রাণ গ্রহণে নিম্নিত ॥

পরিচয় ।

এত ভাবি চিন্তিত হইল নরনাথ ।
 অননুয়া প্রিয়বদা পুছিল পশ্চাৎ ॥
 কেনে চিন্তা ভাব তুষ্টি হইয়া নিঃশব্দ ।
 উত্তর না দেয় কেনে হইলা যে স্তব্ধ ॥
 রাজা বোলে এক বাক্য জিজ্ঞাসি তোম্রাত ।
 নিশ্চয় কপট ছাড়ি কহিবা আক্রান্ত ॥
 সদায় ধর্ম্মেত মন নাহি অনাচার ।
 ব্রাহ্মণীতে কেহুে চিত্ত গেল যে আক্রান্ত ॥
 এতেক সন্দেহ বড় তোম্রাতে জিজ্ঞাসি ।
 লোকে বোলে উগ্র বড় কথ মহাঋষি ॥
 কামভাবে কেহুে নারী সে মুনি লইল ।
 তাহান ঔরষে কল্যা কেমতে জন্মিল ॥
 এহারে জানিতে মনে বাঞ্ছা হইল তবে ।
 চিত্ত মোর শাস্ত হোক তুষ্টি কহ যবে ॥
 তবে প্রিয়বদা বোলে শুন নরনাথ ।
 ইহার জন্মের কথা কহিব তোম্রাত ॥
 এক ঋষি আসি কল্যা আশ্রমে দেখিল ।
 তবে সেই ঋষির স্থানে জিজ্ঞাসা করিল ॥
 কোন জাতি নারী এহি আশ্রমে তোম্রার ।
 তুমি বড় উগ্র জানি এ কল্যা কাহার ॥
 তবে কথমুনি কথা তাহাতে কহিল ।
 আক্রান্ত নিকটে থাকি সে কথা শুনিল ॥
 সে কথা তোম্রাতে কহি শুন দিয়া মন ।
 শকুন্তলা কুমারীর জন্ম বিবরণ ॥

বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গোপলক্ষ্যে বসন্ত-বর্ণন ।

চৈত্র বসন্ত মাসে সৌরভ শীতল বাসে
 তরু লতা কুমুমে শোভিত ।
 বায়ু বহে মন্দগতি সুবক সুবতী প্রীতি
 পশু পক্ষী সব আনন্দিত ॥
 ভ্রমর ভ্রমন্ত ফুলে কুহু কুহু শব্দ করে
 ময়ূর মণ্ডলী করি নাচে ।
 শায়ী শুক কপোত হংস চক্রবাক যুত
 জল ফলে অশোভিত আছে ॥

নদী দীঘি সরোবর সকল নিশ্চল জল
পদ্ম উৎপল শোভা করে ।
তথা কিছু নাহি ভয় সকল আনন্দময়
আপনার ইচ্ছা-সুখে চরে ॥
সাজিলেক বিজ্ঞাধরী নানারূপ বেশ করি
এ তিন ভুবন মোহিবার ।
সহজে অপূৰ্ণ বাল্য সম্পূর্ণ ষোড়শ কলা
উপমা নাহিক রূপ যার ॥
অনঙ্গমোহিনী ধনী ক্ষীণ-মাজা সুবদনী
হেলিয়া পড়এ মন্দ বাএ ।
কেহ পদ্ম স্নগদী অতি যত্নে গঠিত বিধি
অগুরু চন্দন লেপে গাএ ॥
উত্তম কমল-কান্তি গঠন বিধির পীতি
বিশ্ব-অধরে মন্দ হাসে ।
মত্ত ধীর গজ-গতি চলন বিবিধ ভাতি
যে রূপে ভুবন পরকাশে ॥
কস্তুরী কুসুম ভালে কপালে তিলক জলে
কুটিল অলকাপাতি সাজে ।
শোভিছে কবরীভার অমল কস্তুরী আর
অনঙ্গ হইল কাম লাজে ॥
দিব্য পাটাস্বর গাএ উড়িয়াছে মন্দ বাএ
মন্দ-গতি যৌবনের ভরে ।
মালিনী নদীর তীরে হাটি যায় ধীরে ধীরে
বিশ্বামিত্রে যথা তপ করে ॥

গান্ধর্ব বিবাহের পর ।

বিবাহের পর প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা মুনিপত্নীগণ শকুন্তলাকে প্রেম
করিতেছেন ।

হাস্ত-পরিহাস্তে শকুন্তলাকে ইচ্ছিল ।
একেশ্বর তপোবনে মুনি এড়ি গেল ॥
সম্বন্ধে নাতিনী তুচ্ছ জিজ্ঞাসি তোকা ঠাই ।
যনেত পাইয়া কিবা বরিছ (১) জামাই ॥

কপট ছাড়িয়া আশ্রয় কহিবা স্বরূপ ।
 পূর্ব হোতে অধিক দেখিএ তোর রূপ (১) ॥
 যৌবনের ভরে তোর গমন বিস্মিত ।
 দীর্ঘ লোচন তোর দেখিত ঘূর্ণিত ॥
 প্রকল্প রাঙ্গা দেখি বদন-কমল ।
 মধু পিয়া পুষ্প যেন উড়িছে ভ্রমর ॥
 শিথিল কবরী তোর রাগ দেখি ভঙ্গ ।
 সিন্দুরে মণ্ডিত যেন রক্তবর্ণ অঙ্গ ॥

কথাএ (২) পাইলা তুমি অপূর্ব মণিহার ।
 কে আনিয়া দিল মণি-কুণ্ডল তোমার ॥
 অপূর্ব তোমার হাতে কঙ্কণ প্রচুর ।
 কে গঠিয়া দিল পদে বাজন নুপুর ॥
 ক্ষুদ্র ঘটিকা-ধ্বনি শুনি বিরাজিত ।
 মণি মুক্তা কাঞ্চন যে দোলএ পৃষ্ঠত ॥
 হেম বিচিত্র রত্ন দেখি তোর গাএ ।
 হেম উত্তম হার পাইলা কথাএ ॥
 বিচিত্র বিলক্ষণ পাটাম্বর তোর গাএ ।
 দেবে আনি দিল কিবা নতুবা রাজ্যএ ॥ (৩)
 গতি গম্ভীর অতি লজ্জা অতিশয় ।
 যৌবন-গৌরব হান্ত তার অভিপ্রায় ॥ (৪)
 সিন্দুর তিলক তোর কে দিল কপালে ।
 হিজুলে লেপিল কিবা কনক-কমলে ॥
 জাতি কুল না জানিয়া কার কাছে যাউ ।
 সমাজেত তুমি সবে পাছে লজ্জা পাউ ॥
 মোর সঙ্গে কথা কহ বিশেষ নাতিনী ।
 কার সঙ্গে হরিষেতে হৈলে অল্পরাগিণী ॥
 শকুন্তলা বোলে মুনি বৃদ্ধ কলেবর ।
 তোম্বার নহে ইচ্ছে হব যৌবন-বিকার ॥

(১) তুমি অধিকতর সুন্দরী হইয়াছ । (২) কোথায় ।

(৩) কোন দেবতা বা রাজা কি আনিয়া দিয়াছে ?

(৪) তোমার মুখের হাসিতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, যেন
 তুমি যৌবনের অঙ্গ গৌরবান্বিত হইয়াছ ।

পূর্ব কথা স্মরিয়া যে উড়ে দুঃখখানি ।
 আন্ধি বিহা কৈলে তুঙ্কি হইবা সতিনী ॥
 হস্ত পরিহস্ত কথা আছিল বিস্তর ।
 সম্ভাষিয়া ব্রাহ্মণী সকল গেল ঘর ॥
 রাজার নিকটে তবে গেল শকুন্তলা ।
 প্রেমভরে রতি যেন স্রবম্য চলিলা ॥

রাজ-সভায় শকুন্তলা ।

তপোবনে পরিত্যক্তা শকুন্তলাকে শিশ্যদ্বয় সহ কথমুনি দুয়ন্তের নিকট
 পাঠাইয়াছেন ।

বিস্মিত হইয়া নরপতি ভাবে মনে মন ।
 হেন কালে শকুন্তলা দিল দরশন ॥
 স্বৰ্গ হোতে বসি যেন চন্দ্র অকস্মাৎ ।
 অনলে কনক দহি লামিছে সভাত ॥ (১)
 সূর্য্য দরশনে যেন দৃষ্টি নহে স্থির ।
 সেই মত জলে শকুন্তলার শরীর ॥
 অন্তঃপুরবাসী যত দেখে নারীগণে ।
 মুখ-চন্দ্র হেরি রহে সজল-নয়নে ॥
 রাজাএ জানিল এহি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমান্ ।
 ব্রাহ্মণের শাপে কিছু স্থির নহে জ্ঞান ॥
 দাঁড়াইল স্তম্ভরী করিয়া ষোড় হাত ।
 কমল-নয়ন ভরি অশ্রু হএ পাত ॥
 আপনা পতিত্ব দঢ় ধৰ্ম্ম-নীতি জানি ।
 লজ্জা ভয় ছাড়িয়া প্রণাম কৈল পুনি ॥
 নমো চন্দ্রবংশপতি ইন্দুর তনয় ।
 নমো রাজা রাজেন্দ্রের কপট-হৃদয় ॥
 আত্মপতি নরপতি গুণের সাগর ।
 সত্যজ্যোহী মিথ্যাবাদী করম নমস্কার ॥
 আপ্ত-কার্য্য-সাধি পর-দুঃখে উদাসীন ।
 নমস্কার করি তোম্মা কপট-মহিম ॥

(১) অনলে স্বৰ্গ দহ হইয়া (আরও উজ্জল হইয়া) যেন সভাতে
 নামিয়াছে (অবতীর্ণ হইয়াছে) ।

শকুন্তলার বিলাপ ।

হাসিয়া নৃপতি বোলে না হয় উচিত ।
 স্তুতি করি নিন্দা কর না হএ বিহিত ॥
 নিরঞ্জন হেন ভ্রম হইল তোক্ষার ।
 রাত্রি নিশাকালে গেলা অগ্রেতে আক্ষার ॥
 রাধাকৃষ্ণ স্মরণ নাহিক মৃগ মারিলা যখন ।
 কাম্য-সরোবরে তোক্ষা সঙ্গে দরশন ॥
 নিশাচর হইয়া রাত্রি আশ্রমেত গেলা ।
 সখী সবে নিষেধিতে তাতে সত্য কৈলা ॥
 আর যত দিব্য কৈলা নাহিক স্মরণ ।
 রাজ্য হৈয়া অনাচার অশার জীবন ॥
 আসিবার কালে তুষ্টি যে বাক্য বুলিলা ।
 বৎসরেক বনে ছিলা তাকে না স্মরিলা ॥
 রাজ্য হৈয়া মিথ্যা কহ কি বলিব তোকে ।
 বেস্তা হেন আক্ষাকে বলিব সর্বলোকে ॥
 অগ্নি খাই মরিবারে মোর প্রাণে লয় ।
 উদরেত রাজবংশ এহি মাত্র ভয় ॥
 এত বলি কান্দে রামা কোপিত শরীর ।
 জল বহে নগনের পদ্ম-পত্র-নীর ॥

প্রত্যাখ্যান ।

রাজ্য বোলে করুণা করসি কোন কাষে ।
 মিথ্যা প্রলাপ কেহে লোকের সমাজে ॥
 কেবা তুষ্টি কার কহা তাহা নাহি জানি ।
 কেমনে হইবা তুষ্টি আক্ষার ঘরগী ॥
 শকুন্তলা বোলে রাজ্য জানিয়া কর পাণ ।
 মেনকা-গর্ভেত জন্ম বিশ্বাসিত্র বাপ ॥
 কণ্ঠমুনি পুথিলেক আক্ষা পাইয়া বনে ।
 ধর্মপত্নী আক্ষি তোক্ষার দৈবের কারণে ॥
 জানিয়া কপট করি নিন্দাসি আমাক ।
 কি বলিতে পারি তোক্ষা দৈবে পরিপাক ॥
 রাজ্য হৈয়া স্মরণ নাহি ছদয়-ভিতর ।
 সত্য মিথ্যা তাহান নাহিক অগোচর ॥
 চন্দ্র সূর্য অগ্নি বায়ু আর বহুমতী ।
 আকাশ জল সন্ধ্যা আর দিবা রাত্রি ॥

আমাকে নিলহ তুমি পাণের সহায় ।
এ সবে শরীরে থাকি দেখে সর্বদায় ॥
আপনে আইলুম জানি অবজ্ঞা করসি ।
আশ্রি সতী পতিব্রতা তুমি না জানসি ॥

* * * * *
রাজা বোলে যত বোল অসত্য বচন ।
এহাকে প্রত্যয় যায় আছে কোন্ জন ॥
কথা (১) স্বর্গ মেনকা কথা বিশ্বামিত্র ঋষি ।
কথা তোর মনে দেখা প্রলাপ করসি ॥
যত কহ কিছু আশ্রি স্বপ্নেহ না জানি ।
যথা ইচ্ছা তথা যায় তোমাকে না চিহ্নি ॥

* * * * *
কান্দিতে কান্দিতে কহা হইল বাহিরে ।
বিদ্রোহের ছটা যেন গগনে নিঃসরে ॥
বিস্মিত দেখিয়া লোকে রাজাক নিম্নিল ।
অমাত্য সকলে তারে বিস্তর বলিল ॥
ব্রাহ্মণের শাপ হেতু না ফিরিল মন ।
নগরে যাইতে কহা করয়ে ক্রন্দন ॥
অবজ্ঞা করিয়া মুনি-শিষ্য সব যাএ ।
কাতর হরিণী যেন পাছে পাছে ধাএ ॥
চলিতে না পারে ছুই বা তিন চরণ ।
ধরণী উচ্চট খাইয়া পড়ে বনে বন ॥
মুনি-পুত্র এড়ি যায় ফিরিয়া না চাহে ।
পথেত পড়িয়া নারী কান্দে দীর্ঘ রাএ ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমির উপর ।
বজ্রাঘাত পাইয়া যেন পড়ে তরুণ ॥
দীঘল চিকুর চারু ধরণী লোটাএ ।
মণিময় অলঙ্কার দূরে গড়ি যাএ ॥
নাহিক দোসর জন দিতে পাতি জান ।
মৃত্যুর পরশে যেন আইসে যায় প্রাণ ॥

অত্যাখ্যাত ।

বাল বৃদ্ধ যুবক যে ঘরে না রহিল ।
 রাজ-দণ্ড-ভয় কেহ মনে না ধরিল ॥
 লজ্জায় বিকল তনু বসিল উঠিয়া ।
 কুহরি কুহরি কান্দে তাপিত হইয়া ॥

পরিত্যক্তা শকুন্তলা ।

উপজিল বড় দুঃখ শুকাইল অধর-মুখ
 ধাএ যেন কাতর হরিণী ।
 কান্দে স্থললিত রবে শুনিতে পাষণ দ্রবে
 সক্রপে বিদরে ধরণী ॥
 বনদেব যায় শুনে কান্দয় পথিকগণে
 জীব জন্তু কার প্রাণে ধরে ।
 সে দেশের বড় লোক ডুবিল দারুণ শোক
 ধৈর্য কাহার নাহি রহে ॥
 ক্ষুণ্ণ পথিকের চিত সে রাজা কেমনে জীত (১)
 তার কি শরীরে প্রাণ ধরে ।
 বচনেহ মিঠা স্বরে ভুবন মোহিতে পারে
 কাম দেখি ছাড়ে ধনুঃশরে ॥
 চারিদিকে লোক দেখি সজল চঞ্চল আখি
 সক্রপে করয়ে বিলাপ ।
 ডুবিয়া শোকের সিদ্ধ না দেখি আপনা বন্ধ
 শতশূণ্যে অলি উঠে তাপ ॥
 মুক্তি যত কৈলুম পাপ বিশ্বাসিত হেন বাপ
 মেনকাত ধরিছিল উদরে ।
 সে যে দৈবের গতি বিধি হৈল বিমতি
 নৃপতি হুস্ত হুস্তাচারে ॥
 গর্ভ বাড়ে নিত নিত না দেখম আপনা হিত
 লক্ষ্য মুক্তি লইবু কাহার ।
 যে পালিল কণ্ঠমুনি দয়া না করিব শুনি
 ফুটসিঁজ আনিয়া আশ্রয় ॥
 গ্রীক অধর আতি সেইত সেবএ পতি
 যার বেই বড় ব্যবহার ।

অগ্নিয়া উত্তম বংশে কেবল আপনা দোষে
কলঙ্ক রাখিল মুঞি ছার ॥
রাজা হৈঞা মিথ্যা কহে ধর্ম্মে বা কেমতে সহে
চন্দ্রবংশে হেন অনাচার ।
প্রথম যৌবন-কালে পতি মোকে ত্যাগিলে
এবে গতি কি হোক আশ্কার ॥
পাপ কৈলে যেন ভোগে অন্ধকার হেন লাগে
নানা ভয় হএ উপস্থিত ।
মনে মনে অমুভাই অপরাধ কিছু নাই
মুঞি পাপী তাপী পৃথিবীত ॥
নিকটে নাহিক নাথ এ দুঃখ কহিমু কাত
ধরণী বিদারি যাই তাত ।
অপমান লজ্জা ভর কেহু প্রাণে এত সএ
শরীর কেহু না হএ নিপাত ॥

দুঃস্বপ্নের অঙ্গুরীয় প্রাপ্তি ।

একটি ধীবর মৎস্যের উদরে শকুন্তলার অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হয়, উহা
দুঃস্বপ্নের মুদ্রা-যুক্ত । রাজকর্ণটারি-কর্তৃক ধৃত হইয়া ধীবর রাজ-সকাশে
উপস্থিত হয় । অঙ্গুরীয় দেখিয়া সুনির শাপ মোচন হয় এবং রাজা
শকুন্তলাকে স্মরণ করিয়া অমৃতপ্ত হন ।

স্মৃতির উদয় ।

হাসিতে হাসিতে রাজা অঙ্গুরী লইল হাতে ।
শকুন্তলার বৃত্তান্ত যত স্মরিল মনেতে ॥
স্বপ্ন অমৃতব হেন চমকিত মন ।
সমুদ্রে তরঙ্গ বেন উঠে যেন ঘন ॥
পাসরিতে বাএ রাজা শাপ অমৃতব ।
শকুন্তলা বিচ্ছেদ তার মনে হৈল সব ॥
অমৃতক্রেমে বত কথা স্মরিল রাজাএ ।
এক জপ তাবিতে সহস্র গুণে ধাএ ॥
উদয় হইয়া যে বিকর্ণ করে দোক ।
শেষ কালেও স্মরি পুণ্ড্র মহাশোক ॥

বন্ধ-সাহিত্য-পারচয় ।

খেলিতে হারাএ ধন বে হেন মুগাএ । (১)
গৃহ-কন্দ লাগি কেহ পথে ছাড়ি জাএ ॥ (২)
হীনের লজ্জনে (৩) যেন মুনির মনে খেদ ।
খলের সৌহৃদে যেন স্নেহন-মিত্র-ভেদ ॥
বজ্রাঘাত শোক হেন পাইরা নরনাথে ।
পুরী প্রবেশিল কিছু না কহি কাহাতে ॥
সুখ ভোগ রাজ্য ধন বিষম মানিল ।
পুরীর একান্ত স্থানে নির্জনে রহিল ॥
অপমানে সুখ ভোগ যদি হএ নাশ ।
আপনার দেশে তবে না করে প্রকাশ ॥
অধিক বে কাম ব্যথা বাড়ে পুনি পুনি ।
শরীর তাপে শোষে যেন নিদ্রা আপনি ॥
পাগল হইলে যেন আপনা পাসরে ।
জীবন নৈরাশ যেন ডুবিল সাগরে ॥
হেন মত বিশ্বয় বিকল নরপতি ।
ভয় শোকে বিকল হইল নিতি নিতি ॥
কি হৈল কি হৈল করি করে হাহাকার ।
রাজার চরিত্র কিছু নারি বুঝিবার ॥

স্বর্গ-পথে মুনির আশ্রমে রাজার শকুন্তলার সঙ্গে
পুনর্মিলনের পরে ।

শকুন্তলা বোলে তোমার অলঙ্কার বচন ।
বড় তাপে তাপী আন্ধি নাহি রুচে মন ॥
পুত্রে লৈরা দেশেত বাড়ুক নরপতি ।
অমুগত হেন রেহ রাখিব মোর প্রীতি ॥
তুমি হেন স্বামীত আমি জন্মে জন্মে পাই ।
তোমার চরণ ভাবি থাকি এহি ঠাঁই ॥
মুনি বোলে পতি বিনে তপ নাহি আর ।
পতি সে সকল ধর্ম জানির তোমার ॥

(১) মুগা খেলার ধন নষ্ট করিয়া বেহুশ অবস্থাপন হয় ।

(২) পথের সঙ্গী যদি গৃহ-কন্দের তাকরাক কোন প্রদোশকে পথে
ফেলিয়া যায়, তবে তাহার বেহুশ কষ্ট হয় ।

(৩) হীনত্ব অপমানে ।

হাতিম-রাজেন্দ্র দাস—১৬শ শতাব্দী।

শূদ্রের ব্রাহ্মণ সেবা জানিয় নিশ্চয়।
নারী পুরুষ বিনে তপে মুক্তি না হয় ॥
ব্রাহ্মণ তপস্বী যত কঠিন আচার।
পতি বিনে নারীর যে গতি নাহি আর ॥
রাজ্যাত বিনয় করে তোর দিগে চাহি।
বিচার করিলে তবে কিছু দোষ নাহি ॥
শকুন্তলা পালিলেক মূনির বচন।
ভক্তি করি বন্দিলেক রাজ্যার চরণ ॥

হাতে স্বর্গ পাইল হেন দুঃখস্ত নৃপতি।
চিরদিনে পাইল গিয়া নারী পুত্রবতী ॥
ব্রাহ্মণী সকলে শুনি তুষ্ট হৈল মনে।
আশীর্বাদ রাজাকে করিল জনে জনে ॥
শুধারে করিল তানে অনেক আদর।
মাশ্র গৌরবভাব করিল বিস্তর ॥
নির্ঝহিল নানা মত রহস্ত মাধুরী।
নানা লীলা করিল বহু বচন চাতুরী ॥
রাজা বলে প্রাণ-প্রিয়া কি বলিব সতী।
বিবাহকাল হোতে জান অনেক পীরিতি ॥
দৈবে আপনা দোষে পাসরিল আন্ধি।
তিলমাত্র অপরাধ না সম্মিলি তুঙ্কি ॥
আন্ধা ছাড়ি আইলা তুঙ্কি অমরা নগর।
তোন্ধার আন্ধার মধ্যে পর্কত সাগর ॥ (১)
যত তাপ দিলা তুঙ্কি তার নাহি অন্ত।
নির্ঝহিল যত দুঃখ শোক বলবন্ত ॥
তোন্ধা দয়শনে আইলুম দেবের আলয়।
মহামুনি কাণ্ডপে করাইল পরিচর ॥
বুলিলা গৌরব হিত বাক্য বহুতর।
তথাপি না ছাড়ে কেনে তোমার অন্তর ॥
দাবানলে বাহার শরীর নাহএ।
লবণ-মিশ্রিত-কটু দিতে না বুঝএ ॥

(১) আন্ধাকে ছাড়িয়া তুনি স্বর্গে আসিলে, এবং তোমার

আন্ধার মধ্যে পর্কত সাগরের ব্যবধান হইল।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়

শকুন্তলা বোলে মোরে বিধি হৈল স্বামী ।
 সর্বক্ষণ তোরাতে যে মুক্তি অপরাধী ॥
 লজ্জা ভর ছাড়ি আইলুম তোমার নগরে ।
 বেড়া বলি নিন্দা করি ত্যাগিলা আশ্রয়ে ॥
 স্ত্রী পুত্র যদি কিছু রূপা নাহি মনে ।
 অপরাধী কেবা কথা আছে আমি বিনে ॥
 অবিচারে যখনে বাহিলা মোরে বনে ।
 তাহাতে রক্ষিতা মোর না ছিল কোন জনে ॥
 যদি জাতি নষ্ট হইত দুর্জন হাতএ (১) ।
 তবে মোর কি গতি হইত সে দিনরে (২) ॥
 এবে সে আনিলুম মুক্তি পুরুষের চিত্ত ।
 চুপে পুড়িলে মুখ অন্ন লাগে তিস্ত ॥
 তমু দিয়া ভজিলেহ প্রত্যয় নাহি যার ।
 নারী লোকে বোলে ব্যর্থ স্বামী আপনার ॥
 স্ত্রীর অশ্রুগতি নাহি স্বজিল বিধাতা ।
 মৈলেহ অধিক নাহি স্বামীর ব্যগ্রতা ॥
 আরে রাজা যত দোষ সকল আশ্রয় ।
 না যুঝাএ নিন্দা যত বুলিলা বারে বার ॥
 নৃপতি বোলেন তুচ্ছ প্রাণের অধিক ।
 নরনে আনন্দ মোর হওত মাণিক ॥
 তোর পুত্রে পুত্রে আশ্রি এ তিন ভুবন ।
 চিরদিন স্ত্রীতি মোর রাখিবা অমর ॥
 শকুন্তলা বোলে আমি অধীন তোমার ।
 স্বামী বিনা নারীর সংসারে কেবা আর ॥

শকুন্তলা বোলে তখন নিঠুর না বোল পুনঃ
 প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে ।
 যাইব তোমার সনে কোন দুঃখ নাহি মনে
 তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে ॥
 তাবি চাহ মনে মনে চন্দ্ররশ্মি পান বিনে
 বৃষ্টি-অলে না জীয়ে চকোর ।
 ধীন যেন জল বিনে পঙ্কজে মধু বিহনে
 পতি বিনে নারীর কঠোর ॥

নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত ।

নিত্যানন্দ ঘোষ কালীদাসের পূর্বে সমস্ত মহাভারতের অন্তর্যাম
কবিরাজিগণ, এবং ইহার মহাভারতখানিই পশ্চিমবঙ্গে কালীদাসের
পূর্বে প্রচারিত ছিল। পূর্ববঙ্গেও এই মহাভারতের দুই একখানি
পুথি পাওয়া গিয়াছিল। ত্রিপুরা জেলার রাজপাড়া গ্রামে নিত্যানন্দ-
ঘোষের মহাভারতের কতকাংশ পাইয়াছিলাম, তাহা গৃহ-দাহে নষ্ট হইয়া
গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে এই কবির মহাভারতের পুথি পরিত্যক্ত
হইয়া থাকে।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে পাকুড়ের রাজা পৃথীচন্দ্র গোড়ী-মঙ্গল নামক কাব্যের
ভূমিকার লিখিয়াছেন—“অষ্টাদশ পর্ক ভাষা কৈল কালীদাস। নিত্যানন্দ
কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।”

বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকার “ছ” পৃষ্ঠায় এবং
৫৩০-৫৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা অনেক স্থলে অতি সামান্য ভাবে পরিবর্তিত
হইয়া কালীদাস দাসের মহাভারতে স্থান পাইয়াছে।

স্ত্রী-পর্ক ।

গান্ধারী-বিলাপ ।

মহাভার উপজিল দেখি রণস্থল ।

শকুনি গুণিনি শিবা করে কোলাহল ॥

হাতে মুণ্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ ।

কুহুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ ॥

রক্তের কর্দম শীঘ্র চলিতে না পারি ।

শোকে দণ্ড নারীগণ যায় ধীরে ধীরি ॥

কেহ কেহ নাঞি পায় পতি দরশন ।

ভূমেতে পড়িয়া কান্দে হয়্যা অচেতন ॥

আভরণ কেলি কেহো শোকাকুল হয়্যা ।

পতিহীন কোন নারী বুলরে খাইয়্যা ॥

ধায়া বুলে সকলে যতক কুন্দনারী ।

সিগাল (১) পক্ষগণে ভর নাই করি ॥

অসেক বুঁজিয়া কেহ নিজ পতি পাইল্য ।

কহে বুণ্ডে বোতাইয়া (২) প্রতীত হইল ॥

শোকোত্তারনশীল ।

পাসরিলে পূর্বকথা শ্রীত সব যত ।
 হস্ত পরিহাস্ত তাহা শঙ্করিব কত ॥
 সংগ্রাম করিতে আইলো কেমন কুণ্ধে (১) ।
 পুনশ্চ না হৈল দেখা অভাগিনী সনে ॥
 হেন মতে পতিহীন্না যত যত নারী ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে নানা মত করি ॥

তা দেখি গাঙ্কারী প্রাণ ধবিতে না পারে ।
 পতি-কোলে বধু সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর ।
 কপালে কঙ্কণ মারি কান্দয়ে বিস্তর ॥
 সতে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে ।
 হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ করিতে ॥
 কে কোথা পড়িয়া কান্দে নাহিক তরাস ।
 রণভূমি দেখি দেবগণে লাগে ত্রাস ॥
 মড়ার উপরে মড়া নাহি লেখা তার ।
 গাঙ্কারী দেখিয়া মনে পাইল চমৎকার ॥
 হস্তী অশ্ব পড়িয়াছে রথ বহুতর ।
 নানা অলঙ্কার অস্ত্র বস্ত্র মনোহর ॥
 মাথার মুকুট পড়ি আছে রণভূমে ।
 আশ্রু অন্ত নাহি পড়ি আছে একত্রমে ॥
 ধ্বজ ছত্র চামর পড়িল রণস্থলে ।
 খড়্গ তাল নানা অস্ত্র ভাসে রক্তক্ষলে ॥
 পড়িয়াছে বীর সব বিচিত্র শরীর ।
 বাণেতে জর্জর অশ্ব বহিছে রুধির ॥
 কার হস্ত পাদ নাহি নাক চক্ষু কাণ ।
 অজ্ঞাঘাতে কার কার মূর্ত্তি দেখি আন (২) ॥
 বিবর্ণ হইয়া ভূমে আছরে পড়িয়া ।
 নারীগণ ভয় পায় স্বামীকে দেখিয়া ॥

রুধিরে কর্দম-ভূমি পঙ্ক বহুতর ।
 শোণিতের নদী বহে সংগ্রাম-ভিত্তর ॥ ৫

শ্রোতে ভাসে হস্তী ঘোড়া নর লক্ষ লক্ষ ।
 শৃগাল কুকুরের খেলা দেখিতে অসংখ্য ॥
 শকুনি গৃধিনী করে অতি কলরব ।
 ডাকিনী যোগিনী নাচে হাতে করে শব ॥
 মুণ্ডমালা গলে পরে প্রেত ভূত দানা (১) ।
 কলসী ভরিয়া পীয়ে শোণিতের পান ॥
 নর-অস্ত্র বিদ্যাবিশা কেহ খায় মুখে ।
 তুরঙ্গ হস্তীর মাংস শোভে কার মুখে ॥
 রক্ত মাংস খেয়্যা (২) বলে হাস্ত পরিহাসে ।
 কেহো করে খেদাড়িয়া যায় অতি রোষে ॥
 কলহ করয়ে কোথায় ডাকিনী যোগিনী ।
 ভূত-প্রেত-শব্দে কিছু শ্রবণে না শুনি ॥
 মেঘের নিনাদ যেন গভীর ভাষণ ।
 তাহা শুনি নারীগণ ভয়ানক মন ॥
 মাংসের পসরা দিয়া রাক্ষস পিশাচ ।
 বেচা কিনা করে কেহ মনে অভিলাষ ॥
 মহাঘোরতর শব্দ শুনিঞা গাফারী ।
 কাক চিল উড়ে কত বর্ণিতে না পারি ॥

বধুগণ সঙ্গে রাণী মুকুলিত চুলে ।
 দুর্যোধনে খুঁজিয়া বেড়ায় রণস্থলে ॥
 যুবতী ধাইয়া বলে লাজ নাহি বাসে ।
 ভয়হীন হৈল্য পতি-দরশন-আশে ॥
 কার কার পতির না হইল্য দরশন ।
 মুক্তকেশে রণভূমে করএ ভ্রমণ ॥
 হস্তপদহীন কেহ আছয়ে পড়িয়া ।
 কেহো পতি বিনে বলে উদ্দেশ করিয়া ॥
 মাংস খায় কাক চিল গৃধিনী কুকুর ।
 মহাকোলাহল করে শব্দ যায় দূর ॥
 ভয় তেজি কুরুবধু যত নারীগণ ।
 মৃত পতি কোলে করি করয়ে রোদন ॥

বিলাপ করয়ে কেহো মুখে মুখ দিয়া ।
 অভাগিনী ডাকে নাথ না চাহ ফিরিয়া ॥
 মুক্তকেশে কেন আছ ভূমেতে পড়িয়া ।
 ডাকয়ে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ কর গিয়া ॥
 বীরবেশ ধরহ ধরহ ধনুঃশর ।
 ভীমার্জুন ডাকে নাথ করিতে সমর ॥
 এই হাতে নারীগণ করিয়ে বোদন ।
 বদনে বদন দিয়া করয়ে চুষন ॥
 ডাকিলী যোগিনীগণ করে নানা কেলি ।
 মাংস খেয়া মত্ত হয়্যা চলে চুলি চুলি ॥
 স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর ।
 পড়িয়া আছয়ে কত সংগ্রাম ভিতর ॥

দুর্যোধনের শব্দ-দর্শনে ।

দুর্যোধনে চেষ্টা করি পাইল গান্ধারী ।
 কথোদরে পাইলেন কুরু-অধিকারী ॥
 ধুলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্যোধন ।
 গান্ধারী দেখিল সঙ্গে সহ বধুগণ ॥
 পুত্র দরশনে দেবী অচেতন হৈল ।
 দুর্যোধনের স্ত্রী আসি কোলেতে করিল ॥
 বকে করি রাজারে কান্দয়ে রাজরাণী ।
 তোমার বিহনে আমি হইলাও অভাগিনী ॥
 ক্ষত্রীর স্বধর্ম কর্ম করিলে পালন ।
 রাখিলে প্রতিজ্ঞা নিজ করিলে যে পণ ॥
 বিবাদ করিয়া সভে করয়ে বোদন ।
 শুনিয়া মুর্ছিত শোকে হইল রাজন ॥
 পঞ্চ পাণ্ডবেতে তাঁরে ধরিয়া-তুলিল ।
 শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি নৃপে প্রবোধ করিল ॥
 পুনঃ পুত্র-শোকোতে গান্ধারী মুর্ছা হৈল ।
 ভূমেতে পড়িয়া রাণী অচেতন হৈল্য ॥
 সম্বিত পাইয়া তবে স্রবল-তনয়া ।
 চাহিল কৃষ্ণের মুখ শোকাকুল হয়্যা ॥

দেখে কৃষ্ণ মহাশয় কুরু-নিতাধিনী ।
 কেমনে এ হৃৎকণ্ঠে সহ্যে মায়ের পরাণী ॥

দেখ কৃষ্ণ মরিয়াছে রাজা হুর্ঘ্যোধন ।
 সঙ্গেতে না দেখি কেন কর্ণ হুঃশাসন ॥
 শকুনি সঙ্গেতে কেনে না দেখি রাজন ।
 কোথা ভীষ্ম মহাশয় গান্ধার-নন্দন ॥
 কোথা দ্রোণাচার্য আর কোথা পরিবার ।
 একেলা পড়িয়া আছেন আমার কুমার ॥
 কহ হুঃশাসন কোথা গেল পুত্রগণ ।
 সহোদর ছাড়ি কেন একা হুর্ঘ্যোধন ॥
 একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায় ।
 হেন হুর্ঘ্যোধন রাজা ধূলায় লুটায় ॥
 সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন ।
 ধূলায় ধূসর তনু হয়্যাছে এখন ॥
 জাতি যুথী পুষ্প আর চম্পা নাগেশ্বর ।
 বকুল মালতী আর মল্লিকা সুন্দর ॥
 এ সকল পুষ্পপাতি যাহার শয়ন ।
 সে তনু লোটার ভূমে নাহি সম্বরণ ॥
 অশুর চন্দনগন্ধ কুঙ্কম কস্তুরী ।
 লেপন করয়ে সদা অঙ্গের উপরি ॥
 শোণিতে ভেস্তাছে (১) দেহ কর্দমে শয়ন ।
 আহা মরি কোথা গেলে বাছা হুর্ঘ্যোধন ॥
 তেজিয়া আলস্ত কেন না দেহ উত্তর ।
 যুদ্ধ করিবারে বাছা ডাকে বৃকোদর ॥
 উঠ পুত্র তেজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে ।
 গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে ॥
 ভীমার্জুন ডাকে তোমায় করিবারে রণ ।
 প্রতি-উত্তর নাহি দেহ কেন হুর্ঘ্যোধন ॥
 এত বলি গান্ধারী হইলো অচেতনা ।
 প্রিয় বাক্যে নারায়ণ করেন সান্বনা ॥
 শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একমন ।
 নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত-কথন ॥

কাশীদাসী মহাভারত ।

কাশীদাস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের
৫২৪—৫৩৭ পৃষ্ঠায় ও মৎ-সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারতের ভূমিকাব
১/০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

আদি পর্ব ।

সমুদ্রে-মস্থনে—শিব ।

নারদকৃত সমুদ্র মস্থনের
পুংস্কার প্রাপ্তি বর্ণন ।

সুবাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নব ।
সভে মথিলেক সিদ্ধ না জানে শঙ্কর ॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত ।
কৈলাস-শিখরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
প্রণমিলা শিব দুর্গা দুঁহার চরণে ।
আশীর্বাদ করি দেবী দিলেন আসনে ॥
নারদ বলিলা আছিলাম সুরপুরে ।
শুনিল মথিলা সিদ্ধ যত সুবাসুরে ॥
বিষ্ণু পাইলা কমলা কোমল মণি আদি ।
হয় উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি ॥
দেবে নানা বদ্র পাইল মেঘে পাইল জল ।
অমৃত অমরবৃন্দ কল্পতরুর ॥
নানা ধাতু মহৌষধি পাইল নরলোকে ।
এই হেতু হৃদয় জন্মিল বহু শোকে ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে নিবসে যত জনে ।
সভে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে ॥
তে কারণে তব্ব লইতে আইলাম এথা ।
সভার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা ॥
তোমাতে না দিয়া ভাগ বাটি সভে নিল ।
এই হেতু মোর মন ধৈর্য্য না হইল ॥

চণ্ডীর ক্রোধবৃত্ত উত্তর ।

এতেক নারদ মুনি বলিলা বচন ।
তুমিয়া উত্তর না করিলা ত্রিলোচন ॥
দেখি ক্রোধে কম্পিতা কহেন ত্রিলোচনা ।
নারদে কহে দেবী করি অভ্যর্থনা ॥

কাহারে এতেক বাক্য কহিলে মুনিবর ।
বৃক্ষে কহিলে যেন না পায় উত্তর ॥
কঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার ।
কৌস্তভেব মণিবত্ত কিবা কায তাব ॥
কি কায চন্দনে যাব বিভূষণ ধূলি ।
অমৃতে কি কায তাব ভক্ষা সিদ্ধিমূলী ॥
মাতঙ্গ্যে কি কায যাব বলদ বাহন ।
পারিজাতে কিবা কায ধৃত্ব ভূষণ ॥
সকল চিস্তিয়া নোর অঙ্গ জরজব ।
পূর্বেব বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
জানিয়া ঞ্জেরারে দক্ষ পূজা না করিল ।
সেই অভিমাণে আমি শরীষ তেজিল ॥

দেবীষ বচনে হাসি বলেন ভগবান্ ।
যে বলিলা তৈমবতী কিছু নহে আন ॥
বাহন ভূষণ মোর কোন্ প্রয়োজন ।
আমি লই যাহা নাহি লয় অত্র জন ॥
ভক্তিশ্চে করিয়া বশ মাগি নিল দাস । (১)
অগ্নান অশ্বর পটাস্ব দিব্যবাস ॥
ঘৃণা করি ব্যাত্ৰচন্দ্র কেহ না গইল ।
তেঞি মোব বাঘাশ্বর পরিতে হইল ॥
অগুরু চন্দন লৈল কুঙ্কম কস্তুরী ।
বিভূতি না লয় তেঞি বিভূষণ কবি ॥
মণিরত্ন সন্তে লৈল মুকুতা প্রবাল ।
কেহ না লইল তেঞি আছে হাড়মাল ॥
বিষপত্র ধৃত্ব রা-কুম্ভ ঘন ঘসি ।
কেহ না লইল তেঞি অঙ্গেতে বিভূষি ॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ ।
কেহ না লইল তেঞি আছেয়ে বলদ ॥
কহিলা যে দক্ষ মোরে পূজা না কবিল ।
অজ্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত আছিল ॥

মহাদেবের উক্তি ।

(১) আমাকে ভক্তি দ্বারা বশীভূত করিয়া আমার ভক্ত (দাস)
প্রার্থনা করিয়া লইল ।

তেঞি মোকে না জানিয়া পূজা না করিল ।

তাহাব উচিত ফল তৎক্ষণে পাইল ॥

... ..

.. ..

দেবোক্ত উস্তেজন ।

দেবী বলে দারা পুত্র গৃহী যেই জন ।

তাহারে না হয় যুক্ত এ সব বচন ॥

বিভব বিভূতি আদি সঞ্চে যত জনে ।

সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন্ জনে ॥

সংসারেতে বিমুখ যে জন এ সকলে ।

কাপুরুষ বলিয়া তাহাবে লোকে বলে ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্ৰে তুমি যেমত পূজিত ।

সাক্ষাতেতে সে সকল হৈতেছে বিদিত ॥

রত্নাকর মথিয়া লভিল রত্নগণ ।

কেহ না পুছিল তোমা কবিতা হেলন ॥

পার্কীতীর এক বাক্য শুনিয়া শঙ্কর ।

ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরথর ॥

কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে ।

বৃষভ সাজিতে আস্তা কবিতা নন্দীকে ॥

মহাদেবের ক্রোধ ।

পার্কীতীর কটুভাব শুনি ক্রোধে দিগ্বাস

টানিয়া আনিল বাঘবাস ।

বান্দুকি নাগের দড়ি কাঁকালি বান্ধিল বেড়ি

তুলিয়া লইল যুগপাশ ॥

কপালে কলঙ্ক-কলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা

কবয়ুগে কঙ্কুকি-কঙ্কণ ।

ভান্ন বৃহত্তান্ন শশী ত্রিবিধ প্রকার ভূষি

ক্রোধে যেন প্রলয়-কিরণ ॥

যেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে

উথে মধ্যে গঙ্গা জটাজূটে ।

রজত-পর্কত আভা কোটি-চন্দ্র-মুখ-শোভা

ফণিমণি বিরাজে মুকূটে ॥

গলে দিল হার সাপ টঙ্কারি ফেলিল চাপ

ত্রিশূল অকুটি লইয়া করে ।

পদভরে ক্ষিতি লড়ে চিহ্নার (১) ছাড়িয়া চলে
অতিশয় বেগে ভয়ঙ্করে ॥
ডম্বুরের ডিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভূমি
কম্প হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে ।
অমর ঈশ্বর ভীত আর সন্তে সচিস্তিত
এ কোন্ প্রলয় হৈল বলে ॥
বৃষভ সাজিয়া বেগে নন্দী আনি দিল আগে
নানা রত্ন কবিতা ভূষণ ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ যেন কদলীর পাত
অতি শীঘ্র কৈলা আরোহণ ॥
আগু দলে সেনাপতি ময়ূর-বাহনে গতি
শক্তি কবে কবি ষড়ানন ।
গণেশ চড়িয়া মুখ কবে ধবি পাশাকুশ
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন ॥
বামে নন্দী মহাকাল কবে শূল গলে মাল
পাছে অবাস্তুর ষটপদে ।
চলিলা দেবের রাজ দেখিয়া শিবের কায়
তিন লোকে গণেন প্রমাদে ॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদ-কূলে উত্তরিলা সহ দলে
যথায় মথনে সুরাসুর ।
কালীরাম দাস কয় শীঘ্রগতি প্রণময়
সর্বদেবে দেখিয়া ঠাকুর ॥

সমুদ্রমন্থন-স্থলে
আগমন ।

কর-ঘোড়ে দাণ্ডাইলা সর্বদেবগণ ।
শিব বলে মথ সিদ্ধ বহাইলে (২) কেন ॥
ইন্দ্র বলে মথন হৈল দেব শেষ ।
নিবাসিয়া আপনে গেলেন জ্বীকেশ ॥
একে ক্রোধ আছিলেন দেব মহেশ্বর ।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর ॥
শিব বলে এত গর্ব তোমা সভাকার ।
আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার ॥
রত্নাকর মথি সন্তে রত্ন লৈলে বাটি ।
হেন চিন্তে না করিলে আছয়ে ধুর্জটি ॥

শিবের পুনর্মহানাদেশ
ও
দেবগণের কাতরোক্তি ।

যে করিলে তাহা কিছু না করিয়ে মনে ।
আমি মস্থিবারে কৈলু করহ হেলনে ॥
এতেক বলিলা যদি দেব মহেশ্বর ।
ভয়েতে দেবতা সব না করে উত্তর ॥

কণ্ঠপের নিবেদন ।

নিঃশব্দে রহিলা সব দেবের সমাজ ।
কর-যোড়ে বলয়ে কণ্ঠপ মুনিবাজ ॥
অবধান কর দেব পার্শ্বতীর কাস্ত ।
কহিব ক্ষীরোদ-সিন্ধু-মথন-বৃত্তান্ত ॥
পারিজাত মালা ছরীসার গলে ছিল ।
স্নেহেতে সেই পুষ্পমালা ইন্দ্র-গলে দিল ॥
গজরাজ-আরোহণে ছিলা পুরন্দর ।
সেই মালা দিল তার দস্তুর উপর ॥
সহজে মাতঙ্গ অশ্রুক্ষণ মদে মত্ত ।
পশুজাতি না জানিল মালার মহত্ত্ব ॥
শুণে জড়াইয়া মালা ফেলিল ভূতলে ।
দেখিয়া ছরীসা ক্রোধে অগ্নি হেন জলে ॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল ।
মোর দত্ত মালা ইন্দ্র ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত গরু কৈল মোরে ।
দিল শাপ হতলক্ষ্মী হও পুরন্দরে ॥
ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিলা জলে ।
লক্ষ্মীবিদ্যা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে ॥
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল ।
সমুদ্রে মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল ॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর ।
শেব মথনের দড়ি মছন মন্দর ॥ (১)
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে ।
লক্ষ্মী দিয়া স্তুতি কৈল দেব বিশ্বেশ্বরে ॥
নিবারি মথন তেঞি গেলা নারায়ণ ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ ॥

ইন্দ্রের প্রতি শাপ ।

মছনে অসমর্থতা ।

(১) শেব নাগ মছনে দড়ির কার্য্য করিল ও মন্দর-পর্ব্বত মছন-দণ্ড-
বরুণ হইল ।

বিষ্ণু-বলে বলবান্ আছিল অমর ।
 ইবে বিষ্ণু বিনা শ্রমযুক্ত কলেবর ॥
 দ্বিতীয় মথন দড়ি নাগরাজ শেষ ।
 সাক্ষাতে আপনে প্রভু দেখে তার ক্রেশ ॥
 অঙ্গের যথেষ্ট হাড় সব হৈল চূব ।
 সহস্র মুখেতে লাল বহয়ে প্রচুর ॥
 বকনের যত কষ্ট না যায় কখন ।
 আব আত্মা নহে দেব মথন কারণ ॥

শিব বলে আমি হেতু মথ একবার ।
 আসিবার অকারণ না হয় আমার ॥
 চব-বাক্য কার শক্তি লজ্জিবারে পারে ।
 পুনঃপি মন্দার ধরিল দেবাসুরে ॥
 প্রাণেতে অশক্ত কলেবর সর্বজন্য ।
 ধনধাস বহে যেন আগুনের কণা ॥
 অত্যন্ত ঘর্ষণে পুনঃ মন্দার পর্ষত ।
 তপত হইল যেন জলদগ্নিবৎ ॥
 ছিঁড়ি খণ্ড খণ্ড হৈল নাগের শরীৰ ।
 ক্ষীরোদ-সাগরে সব বহিল রুধির ॥
 অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল ।
 সহস্র মুখের পথে গরল শ্রবিল ॥
 সিদ্ধুর ঘর্ষণ-অগ্নি সর্পের গরল ।
 দেবের নিশ্বাস আর মন্দার-অনল ॥
 চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল ।
 সমুদ্র হৈতে আচর্ষিতে বাহিরিল ॥

পুনরায় মথন ও
 হলাহলের
 উদ্ভব ।

প্রাতঃ হৈতে যেন দিনকর তেজ বাড়ে ।
 দাবানল বাড়ে যেন শুষ্ক বন পোড়ে ॥
 যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল ।
 মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সংসার সকল ॥
 দহিল সভার অঙ্গ বিধের জ্বলনে ।
 সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্বজনে ॥
 পলায় সহস্র-চক্ষু কুণ্ডের বরুণ ।
 পবন শমন অগ্নি পলায় অরুণ ॥

দেবগণের পলায়ন ও
 শিবের বিষ-ভক্ষণ ।

অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার ।
 অম্বর কিন্নর যক্ষ যত ছিল আর ॥
 পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন ।
 বিষন্ন বদনে চাহে দেব ত্রিলোচন ॥

দূরে হৈতে সব দেবগণ করে স্তুতি ।
 রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি ॥
 তোমা বিনা রক্ষে হৈতে কেহ নাহি আন ।
 সংসার হইল নষ্ট তব বিজ্ঞান ॥
 রাখ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সয় ।
 ক্ষণেক হইলে আর হইব প্রলয় ॥
 দেবের বিষাদ শুনি কাকুতি বিস্তর ।
 বিশেষে দহয়ে দেখি সকল সংসার ॥
 হৃদয় চিন্তিলা পূর্বে কৈল অঙ্গীকার ।
 এবার মথহ সিদ্ধ বচন আমার ॥
 আপন অর্জিত সৃষ্টি বিষে করে নাশ ।
 হৃদয় চিন্তিয়া আশু হৈলা কুন্তিবাস ॥
 সমুদ্র জুড়িয়া বিষ আকাশ পরশে ।
 আকর্ষণ করি হর করিল গণ্ডুষে ॥
 দূরে হৈতে সুরাসুর দেখয়ে কোতুকে ।
 করিল গরল পান একই চূষকে ॥
 অঙ্গীকৃত কারণ লৈলা ধর্ম দেখাবারে ।
 কণ্ঠেতে রাখিলা বিষ না লৈলা উদরে ॥
 নীলবর্ণকণ্ঠ অত্মাপিহ বিশ্বনাথ ।
 নীলকণ্ঠ নাম সেই হৈতে হৈল খ্যাত ॥

মহাদেবের স্তোত্র ।

আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন ।
 কৃতাজ্জলি করি হরে করয়ে স্তবন ॥
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু ধনের ঈশ্বর ।
 যম সূর্য্য সোম বায়ু তুমি বৈশ্বানর ॥
 তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র ।
 তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্কত সমুদ্র ॥
 যোগ ধ্যান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ যুগ ।
 সৃষ্টি স্থিতি অস্তকারী তুমি তিন রূপ ॥

রূপায় করিলা ত্রাণ এ মহা প্রলয় ।
 কি করিব কর আজ্ঞা দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥
 রূপার সাগর তুমি পরম সদয় ।
 এত বলি সুবাসুর করযোড়ে রয় ॥
 শুনি তবে আজ্ঞা দিলা দেব মহেশ্বর ।
 রাখ লৈয়া যথাস্থানে মন্দর-শিখর ॥
 নিবর্ত্তহ মথন নাহিক আব কায ।
 অনেক পাইল কষ্ট দেবের সমাজ ॥
 শুনি আনন্দিত হৈল যত দেবগণ ।
 অমর তেত্রিশ কোটি অসুর সর্বজন ॥
 একত্র হৈয়া সুর অসুর যতেক ।
 মন্দার তুলিতে শক্তি করিলা অনেক ॥
 কার শক্তি তুলিতে নারিল গরিবর ।
 তুলিয়া লইলা তবে শেষ বিষধর ॥
 যথাস্থানে মন্দাব থুইল লৈয়া শেষ ।
 নিবারিয়া গেলা সভে যার যেই দেশ ॥
 কাশীরাম দাস কহে করিয়া প্রগতি ।
 অমুক্তন নীলকণ্ঠ-পদে রহু মতি ॥

মথন নিবারণ ।

মোহিনীবেশি-শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাদেবের মিলনে হরি-হর ।

আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক ।
 অর্দ্ধ শশিগুরু শ্রাম হইলা অর্দ্ধেক ॥
 অর্দ্ধ জটাঙ্গুট ভেল অর্দ্ধ চিকুর ।
 অর্দ্ধ কিরীট অর্দ্ধ ফণী-দণ্ডধর ॥
 কোমল তিলক অর্দ্ধ অর্দ্ধ শশিকলা ।
 অর্দ্ধগলে হাড়মালা অর্দ্ধ বনমালা ॥
 মকর কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডল-কুণ্ডল ।
 ত্রীবৎস-লাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল ॥
 অর্দ্ধ মলয়জ অর্দ্ধ ভগ্নকলেবর ।
 অর্দ্ধ বাঘাঘর অর্দ্ধ-কটি পীতাঘর ।
 এক পদে ফণী এক কনক-নুপুর ।
 শঙ্খ চক্র করে শোভে ত্রিশূল ডম্বর ॥
 এক ভিতে লক্ষ্মী এক ভিতে দুর্গা সাজে ।
 কাশী দাস কহে দুহার চরণ-সরোজে ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে বিভীষণ ।

পার্থমুখে বার্তা পাইয়া রাক্ষস-ঈশ্বর ।
 হরষিতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর ॥
 যেই কথা অমুবধি (১) কহে মুনিগণ ।
 বনুদেব-গৃহে জন্ম হৈলা নারায়ণ ॥
 নিরন্তর চিন্তোদ্বিগ্ন যাহা দেখিবারে ।
 আপনি ডাকিলা তেহো রূপা করি মোবে ॥
 সর্বভূতে অন্তর্যামী সেবক-বৎসল ।
 অনুগত জনে দেই মনোমত ফল ॥
 তার অনুগত আমি বুকিহু ধারণে ।
 ভৃত্য জানি আপনেতে (২) করিলা স্মরণে ॥
 এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া ।
 যতেক স্নহদগণ আনিল ডাকিয়া ॥
 শীঘ্র গতি সজ্জ হও নিজ পরিবারে ।
 আমার সংহতি চল কৃষ্ণ দেখিবারে ॥
 দিব্যরত্ন আছে যত মোর ভাণ্ডারেতে ।
 রথেতে তুলিয়া লহ কৃষ্ণেরে ভেটিতে ॥
 লোচনে দেখিব আজি কমল-লোচন ।
 কোটিজন্ম-কৃত পাপ হইব বিমোচন ॥

নিমন্ত্রণ পাইয়া আনন্দ ।

এত বলি রথে আরোহিলা লঙ্কেশ্বর ।
 সঙ্গিতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর ॥
 বাজায় বিবিধ বাত্স রাক্ষসি-বাজনা ।
 শত শত শ্বেতচ্ছত্র নানাবর্ণে বানান ॥
 দক্ষিণ দ্বারেতে উপনীত বিভীষণ ।
 মিশামিশি হইল রাক্ষস-নরগণ ॥
 বিকৃতি-আকার যত নিশাচরগণ ।
 বিষয় হইয়া সতে করে নিরীক্ষণ ॥
 ছই তিন মুণ্ড কার অশ্রুপ্রায় মুখ ।
 বক্রমস্ত দীর্ঘনাঙ্গ চক্ষু যেন কুপ ॥

রাক্ষসে মায়াযে ।

(১) অমুবধি = চিরকাল ।

(২) আপনিই ।

রথে হৈতে ভূমিতে নাছিল বিভীষণ ।
 যজ্ঞস্থান দেখি হৈলা সবিস্ময় মন ॥
 ওর (১) অন্ত নাহি লোক চতুর্দিকে বেড়ি ।
 উচ্চ নীচ জল স্থল আছে সর্ব যুড়ি ॥
 কোথায় দেখয়ে একপদ নবগণ ।
 দীর্ঘকর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণ-বদন ॥
 কোথায় কিরাত শ্লেচ্ছ বিকৃতি-আকার ।
 তাম্রকেশ কৃষ্ণ-অঙ্গ দেখে কত আর ॥
 কোথায় দেখয়ে রাজা আছে কপিগণ ।
 তাম্রবর্ণ কৃষ্ণমুখ লোহিত-লোচন ॥
 কোথায় দেখয়ে যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
 কোথায় দেখয়ে ফণী শিরে ফণাধর ॥
 কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া কবে ।
 রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহবে ॥
 সিদ্ধ সাধ্য যোগী ঋষি অনেক ব্রাহ্মণ ।
 বিবিধ বরণে কোথা মত্ত হস্তিগণ ॥
 কোটি কোটি অশ্বগণ কোটি কোটি রথ ।
 স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয়ে অমুক্ত ॥
 অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন ।
 এ হেন অদ্ভুত নাহি শুনিয়া কখন ॥
 যে দেব দানবে বৈরী আছেয়ে সদায় ।
 হেন দেব দানবেতে একত্রে খেলায় ॥
 যেই ফণী গরুড়োতে কভু নাহি দেখা ।
 একত্র খেলয়ে যেন ছিল পূর্ব্ব-সখা ॥
 রাক্ষস মানুষে পাইলে করয়ে ভক্ষণ ।
 মনুষ্যেব আজ্ঞাবর্তী নিশাচরগণ ॥
 অদ্ভুত মানিয়া রাজা নাকে দিল হাত ।
 জানিল এ সব মায়া কৈল জগন্নাথ ॥

ছই ভিতে দেখে রাজা অনিমিষ আখি ।
 এ তিন ভুবনলোক একু ঠাই দেখি ॥

কেবা কারে আনি দেই নাহিক নির্বন্ধ (১) ।

আসন ভোজন পানে সভার আনন্দ ॥

পবিবার লোক আর বহাইয়া বথ ।

ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেলা কথো পথ ॥

আণ্ড আর নহে গম্য যাইতে কাহারে ।

আছুক অস্ত্রের কায পিপীলিকা নারে ॥

কত দূরে আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি ।

রাজাগণ দাঁড়াইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি ॥

হুই ভিতে দ্বারিগণ প্রহারয়ে বাড়ি ।

একদৃষ্টে আছে সতে হুই কর যুড়ি ॥

পদব্রজে ।

পথ না পাইয়া দাঁড়াইলা বিভীষণ ।

অন্তর্যামী সকল জানিলা নারায়ণ ॥

কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায় ।

প্রতিজনে জগন্নাথ চর্চ্চিয়া (২) বেড়ায় ॥

দূরে থাকি দেখিল রাক্ষস-অধিপতি ।

দিব্যচক্ষে জানিল যে এই লক্ষ্মীপতি ॥

কৃষ্ণ-সহ মিলন ।

অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া নতি করে করযোড়ে ।

চারিধারা নয়নেতে অশ্রুজল পড়ে ॥

দেখিয়া নিকটে গেলা দেব দামোদর ।

আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ তুষিলা বিস্তর ॥

স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি হুই কর ।

আনন্দে চক্ষুর জল বহে জলধর ॥

নানা রত্ন নিছিয়া ফেলিল ভূমিতলে ।

পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ-কমলে ॥

যতক আনিল রাজা বিবিধ রতন ।

গোবিন্দের চরণে করিল সমর্পণ ॥

করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ ।

আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কায ॥

গোবিন্দ বলিলা আসিয়াছ যেই কাযে ।

মোর সঙ্গে চল ভেটাইব (৩) ধর্মরাজে ॥

(১) শূন্যতা ।

(২) চর্চ্চা করিয়া = সন্ধান করিয়া ।

(৩) দেখা করাইব ।

বিভীষণ বলে কণ্ঠ সম্পূর্ণ হইল ।
 তোমার পদাববিল নয়নে দেখিল ॥
 তোমার কোমল অঙ্গ দৃঢ় আলিঙ্গন ।
 পিতামহে (১) অপ্রাপ্য যে অত্ন কোন জন ॥
 লক্ষ্মীর ভুলভ মোরে করিলে প্রসাদ ।
 চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ ॥
 সম্পূর্ণ মানস হৈল সিদ্ধি হৈল কাষ ।
 এখনে কি কবি আজ্ঞা কর দেববাজ ॥

গোবিন্দ বলিলা যেই হেতু আগমন ।
 যার দূত-সঙ্গে পূর্বে পাঠাইলা ধন ॥
 যার নিমন্ত্রণে তুমি আইলা এথায় ।
 চল ভেটাইব সেই ঠাকুরে তোমায় ॥
 বিভীষণ বলে কহিলেক দূতগণ ।
 পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠাতা নারায়ণ ॥
 তব দ্রোহী হইব না দিলে তারে কব ।
 অত্ন কি তোমার নামে দিব কলেবর ॥
 একে না আইনু পূর্বে মুঞি অপরাধী ।
 আপনি ডাকিলে হেন মিলাইল বিধি ॥
 সংসারের ঠাকুর তোমারে আমি জানি ।
 তোমার ঠাকুর আছে কভু নাহি গুনি ॥
 যে হোক সে হোক প্রভু তোমা বিহ্ন নাঞি ।
 প্রয়োজন নাহি মোর অত্নজন ঠাঞি ॥

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ
 করিতে ও তাঁহার নিকট
 মাথা নোয়াইতে বিভী-
 ষণের অনিচ্ছা ।

গোবিন্দ বলিলা ধর্ম-পুত্র যুধিষ্ঠিব ।
 যার দরশনে হয়ে নিষ্পাপ শরীব ॥
 সত্যবাদী জিতেজয় সর্বগুণধাম ।
 এ তিন ভুবনেতে বিখ্যাত যার নাম ॥
 প্রতাপে যাহার ইন্দ্র আদি জয় হৈল ।
 কর দিয়া কণীক্স শরণ আসি গৈল ॥
 উত্তরে উত্তরকূন্স পূর্বে জলনিধি ।
 পশ্চিমেতে আমি দক্ষিণে তোমাবিধি ॥

নাহি দিল না আইল নাহি ছেন জনে ।
 সাংক্ৰান্তে নয়নে তুমি দেখহ আপনে ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী ।
 মনুষ্য আইল যত বৈসয়ে অবনী ॥
 অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুজে ।
 ত্রিশ ত্রিশ সেবকে সেবয়ে এক দ্বিজে ॥
 দশ সহস্র উর্দ্ধরেতাঃ ইহার উপাস্ত (১) ।
 এখানে যতেক দ্বিজ কে করিবে অস্ত ॥
 স্থানে স্থানে রন্ধন হৈতেছে অবিরাম ।
 লক্ষ লক্ষ বান্ধণ ভুঞ্জয়ে একু ঠাম ॥
 এক লক্ষ দ্বিজ যবে করয়ে ভোজন ।
 একবার শঙ্কনাদ করয়ে তখন ॥
 হেন মতে মুহুমূর্ছ হয়ে শঙ্কধ্বনি ।
 চতুর্দিকে শঙ্কাবে কিছুই না শুনি ॥
 তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত ।
 তিন পদ্মায়ুত রথ তুরঙ্গ অনন্ত ॥
 এক লক্ষ নৃপতির পদা (২) অগণিত ।
 চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীত ॥
 অর্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমাশ ।
 কাহার শক্তি তাহা করে পরিমাণ ॥
 একজন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে ।
 থাও থাও লও লও ধ্বনি চতুর্ভিতে ॥
 মনু আদি যত হৈল পৃথিবীর পতি ।
 হেন কর্ম্ম না করিল কাহার শক্তি ॥
 যত দূর পর্য্যন্ত নিবসে জন প্রাণী ।
 হেন জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি ॥
 স্মরণে কুমতি হরে নিম্পাপ দর্শনে ।
 প্রণামে পরম গতি আমার সমানে ॥
 তোমা হেন জন নাহি জান হেন জন ।
 শীঘ্র চল লইয়া কর কর দরশন ॥

(১) উপরে ।

(২) পদাতিক ।

বিভীষণ বলে প্রভু করিলে প্রমাণ ।
মোর নিবেদনে কিছু কর অবধান ॥
পূর্ব পিতামহমুখে শুনিয়াছি আমি ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সত্যাকার স্বামী ॥
ব্রহ্ম ইন্দ্র পদ তব কটাক্ষেতে হয় ।
এ কর্ম আশ্চর্য্য নহে তোমাব রূপায় ॥
মোব পূর্ব-বৃত্তান্ত শুনহ গদাধর ।
তপস্বী কবিয়া আমি মাগিলাম বব ॥
অরিব তোমাব নাম সেবিব তোমায়ে ।
তব পদ বিনে শিব না নোঙাব কায়ে ॥
যথায় লইয়া যাবে সংহতি যাইব ।
কদাচিৎ অগ্র জনে মাগু না কবিব ॥

এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি ।
পিছে যায় বিভীষণ আগে যতপতি ॥
চটচট শব্দে চৌদিকে বহে ছাট ।
গোবিন্দ দেখিয়া সতে ছাড়ি দিল বাট ॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিলা নাবায়ণ ।
পশিতে সাত্যকী রহাইল বিভীষণ ॥
গোবিন্দ বলিল ইহো (১) না রাখ হুয়ায়ে ।
নিজ দেশ খাব শীঘ্র ভেটিয়া রাজ্যারে ॥
সাত্যকী বলিল প্রভু জানহ আপনি ।
বিনা আঞ্জা যাইতে না পায় বজ্রপাণি ॥
হের দেখে জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত ।
যত রাজ-রাজেশ্বর বৈসে যাম্যভিত (২) ॥
মৎস্তদেশ-ঈশ্বর বিরাট নরপতি ।
সুরসেন দম্ববক্র স্মিত প্রভৃতি ॥
অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত ।
কর লৈয়া দ্বারে আছে মাসেক পর্য্যন্ত ॥
শ্রোগিমন্ত সূশর্ম্মাদি নীলধ্বজ রাজা ।
একপাদ নিশাদ কলিঙ্গ মহাতেজা ॥
কিকিঙ্ক্যা-ঈশ্বর আর সিদ্ধকুলবাসী ।
গোকর্ণ শ্রমণ রুম্বী রাজা ওড়ুদেশী ॥

দ্বাব-রক্ষক সাত্যাকীর
বাণী ।

সভাকার সঙ্গে রাজা ষড় সপ্ত শত ।
 কোটি কোটি গজ বাজী কোটি কোটি রথ ॥
 নানা ধন রত্ন নিজ নিজ কর লৈয়া ।
 দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
 ত্রিশ শত নৃপতি আছয়ে এই দ্বারে ।
 জন কথো রাজা মাত্র গিয়াছে ভিতবে ॥
 পুরুজিত নামে রাজা নৃপতি-মাতুল ।
 রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তাবে লইল নকুল ॥
 তার সঙ্গে গেল জন কথো নৃপবর ।
 দেখিয়া বড়ই ক্রোধ কৈল বৃকোদর ॥
 মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে ।
 ধাক্কা মারি বাহির করিল ততক্ষণে ॥
 বিনা আজ্ঞা ছাড়িতে নারিব কদাচন ।
 আজ্ঞা আনি লৈয়া যাহ রাজা বিভীষণ ॥

এত শুনি ক্রোধ করি চলিলা গোবিন্দ ।
 ছই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ॥
 তথা হৈতে চলিলা লইয়া লক্ষাপতি ।
 পূর্বদ্বারে উত্তরিলা অনেক শকতি ॥
 মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়ম্বা-কুমার ।
 তিন লক্ষ যক্ষ সহ রাখে পূর্বদ্বার ॥
 ক্রোধে দেখিয়া সবে দ্বার ছাড়ি দিল ।
 বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল ॥
 গোবিন্দ বলিলা ঐহো লঙ্কার ঈশ্বর ।
 ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণ-সহোদর ॥
 রাজা-দর্শন হেতু যাইব স্বরিত ।
 হেন জনে দ্বারে রাখ না হয় উচিত ॥
 ঘটোৎকচ বলে শুন দেব নারায়ণ ।
 আমি কি বলিব তুমি জানহ আপন ॥
 বাইশ শতক রাজা আছয়ে দুয়ারে ।
 রাজা জন কথো মাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ কত ঋষি মুনি ।
 বিনা আজ্ঞা যাইতে নারে প্রপৌত্র কি সে গণি ॥

পূর্বদ্বারে বাধা

ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব কত আসিয়াছে ।
 ছই তিন দিন তম্বু ঘাবে বহিয়াছে ॥
 ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব কশ্যপ বনাব ।
 বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিষধর ॥
 সহস্রবদন শোভে নাগ অধিকারী ।
 এই থানে তিহো রহিলেন দিন চারি ॥
 এই দেখ রাজগণ দাঁড়াইয়া আছে ।
 একদৃষ্টে বুকে হাত নাহি চাহে পাছে ॥

গিরি-ব্রজপুরপতি জরাসন্ধ-সুত ।
 জয়সেন সঙ্গে রাজা যুগল অযুত ॥
 নব কোটি রথ নব কোটি মত্ত হাতী ।
 ষষ্ঠী কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি ॥
 বহু রত্ন আনিল বিবিধ যানে করি ।
 হস্তিনী বৃষভে উটে শকটেতে পুরি ॥
 শিশুপাল রাজা দেখে চেনির ঈশ্বর ।
 তাহার সংহতি পঞ্চ শত নরবর ॥
 তিন কোটি রথী সঙ্গে তিন কোটি হাতী ।
 নব কোটি অশ্ববর পবনের গতি ॥
 নানা যানে করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া ।
 দ্বারেতে আছয়ে দেখে বারিত হইয়া ॥
 দীর্ঘজ্ঞা রাজা দেখে অযোধ্যার পতি ।
 নব কোটি হস্তী সঙ্গে তিন কোটি রথী ॥
 সপ্ত শত সেনাপতি সঙ্গেতে করিয়া ।
 কর লৈয়া দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
 কাশীরাজ দেখে এই কাশীর ঈশ্বর ।
 কোশলের রাজা বৃহন্নল নৃপবর ॥
 বাহুরাজা সুপার্ব কৌশিক কুন্তরাজা ।
 মদ্রসেন চন্দ্রসেন শাষ মহাতেজা ॥
 সুধন্য সুমিত্র রাজা শর্মক কর্মক ।
 মণিবস্ত্র দণ্ডধর পতিকর্ণটক ॥
 পুণ্ডরীক বাহুদেব জরদগব আদি ।
 মানব লোহিত হেত সমুদ্র অবধি ॥

এ সভার সঙ্গে যোদ্ধা বড় সপ্ত শত ।
 লিখন না যায় যত গজ বাজী-রথ ॥
 সেজে সেজে রত্ন কথো কল্প সহ লৈয়া ।
 দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥

উপরোধী অত্যন্ত আইসে যেই জন ।
 রাজারে জানায় গিয়া তার বিবরণ ॥
 তবে যদি ধর্মবাজ দেন অনুমতি ।
 যারে আজ্ঞা হয় সেই যায় এক ব্যক্তি ॥
 মুহূর্ত্তেক রহে দরশনে যেই যায় ।
 পুনরপি শীঘ্রগতি ছাড়য়ে এখায় ॥
 রাজার শ্বশুর দেখ দ্রুপদ নুপতি ।
 দিনেক রহিলা পরিজনের সংহতি ॥
 রাজ-আজ্ঞা পাইয়া ছাড়িল দ্রুপদেবে ।
 তার সঙ্গে কথ রাজা গণিল ভিতরে ॥
 এই হেতু তাত মোর বড় ক্রোধ কৈল ।
 উপরোধে শ্বশুরেরে কিছু না বলিল ॥
 বাহির করিয়া দিল সব রাজগণ ।
 দ্বারিগণে ক্রোধে বহু করিল তাড়ন ॥
 পূর্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী ।
 এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি ॥
 আমাকে রাখিল দ্বাবে অনেক কহিয়া ।
 বিনা আজ্ঞা ইন্দ্র আইলে না দিবে ছাড়িয়া ॥
 এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে ।
 বিনা আজ্ঞা কেমনে ছাড়িব বিভীষণে ॥
 রহাইয়া লহ যদি রাজ-অনুমতি ।
 রাজারে জানাইতে নাহি মোহর শকতি ॥
 নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাহার ।
 বার্তা জানাইতে এ দুহার অধিকার ॥
 বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার ।
 কণেক থাকহ নহে যাহ অশু দ্বার ॥

মহাভারতের কথা সুধার সাগর ।

কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর ॥

বাইতে বাইতে কৃষ্ণ কহে বিভাষণে ।

বহু বাজা দেখিয়াছ শুনিয়াছ শ্রবণে ॥

এমন সম্পদ কি হৈয়াছে কোন জনে ।

আমা হেন জনে দ্বারে বাথে দ্বারিগণে ॥

এ তিন ভুবন মোক একত্র মিলিল ।

ইন্দ্র আদি দেব আসি সভে কব দিল ॥

বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্বিত ।

ইহা হৈতে বড় রাজা হইয়াছে বহুত ॥

হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা বাজস্থ্য কৈল ।

সপ্তদ্বীপ-লোক আসি একত্র মিলিল ॥

আর কত বাজগণ পৃথিবীতে হৈল ।

ইন্দ্র আদি দেবে জিনি নানা যজ্ঞ কৈল ॥

এই হেতু পাণ্ডবের গণিয়ে বিশেষ । (১)

আপনি এতেক স্নেহ কব হৃষীকেশ ॥

ব্রহ্মা আদি ধ্যেয়ানে ধ্যেয়ায় সদা যারে ।

হেন কে হইবে প্রভু তোমা বাথে দ্বারে ॥

তোমাব মহিমা দেব কি বৃত্তিতে পারি ।

নহে বলি ইন্দ্র কর ইন্দ্রে দূর করি ॥

ব্রহ্ম কীট পদ প্রভু তোমাৰে সমান ।

যারে যাহা কর তাহা কে করিবে আন ॥

ইন্দ্র আদি পদ প্রভু না করি গণন ।

তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন ॥

ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা ।

তেঞি দ্বারী দ্বারে রাখে তারে কর কমা ॥

কি কারণে জগন্নাথ এত পণ্যটন ।

দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন ॥

দৈবে দ্বারিগণ সব না ছাড়িব মোরে ।

মোর প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে ॥

(১) পাণ্ডবদের এই বিশেষ গৌরবের কথা' যে, ভগবান্ আপনি
র্তাহাদিগকে এত স্নেহ করেন ।

মানস হৈল পূর্ণ সিদ্ধি হৈল কাৰ্য্য ।
আজ্ঞা হৈলে মহাপ্রভু যাব নিজ রাজ্য ॥

বিভীষণ-বোল শুনি চিন্তে চিন্তামণি ।
কতক্ষণে উত্তর করিলা চক্রপাণি ॥
সর্বধর্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত ।
তুমি হেন কহ রাজা না হয় উচিত ॥
নিমন্ত্রণে আইলে যাইবে না ভেটিয়া ।
রাজা জিজ্ঞাসিলে আমি কি বলিব গিয়া ॥
তোমার গমন ইথে সতে জ্ঞাত হৈল ।
লোকে বলিবেক সে কক্ষেরে ভেটি গেল ॥
হেন অপকীর্তি মোর চাহ করিবারে ।
বিশেষ এ কন্ম যোগ্য না হয় তোমারে ॥
এইরূপে পথে দূহে কথোপকথনে ।
উত্তর দ্বারেতে উত্তরিলা দুই জনে ॥

উত্তর দ্বারে ।

উত্তর দ্বারেতে দ্বারী কামের নন্দন ।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন ॥
কৃষ্ণ বৈলা যাব আমি রাজার গোচরে ।
ধর্মবাজে ভেটাইব রাক্ষস-ঈশ্বরে ॥
অনিরুদ্ধ কহে দেব রহ মুহূর্তেক ।
এই ক্ষণে মাদ্রীর নন্দন আসিবেক ॥
তার হাতে জানাইব রাজার গোচর ।
আজ্ঞা হৈলে লৈয়া যাহ রাক্ষস-ঈশ্বর ॥
গোবিন্দ বলিলা তুমি না জান ঞ্জোহারে ।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে ॥
রাবণের সহোদর লঙ্কার অধিপতি ।
রাক্ষসের ঈশ্বর ব্রহ্মার পড়ি নাতি ॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন ।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ ॥
অবধানে দেখ দেব যতেক নৃপতি ।
অনেক দিবস এই দ্বাবে কৈল স্থিতি ॥

প্রাদেশপতি দেখে বাজা ভগদত্ত ।
 নব কোটি রথ সাত কোটি গজ মত্ত ॥
 বিংশতি শতক রাজা ইহার সংহতি ।
 ঐরাবত সম যার আরোহণ হাতী ॥
 নানা বস্ত্র কবজাত সংহতি লইয়া ।
 বহুদিন দ্বাবে আছে বারিত হইয়া ॥
 বাহ্লিক বৃহত্ত আর সূদেব কুন্তল ।
 সিংহরাজ সুরশর্মা লোহিত মহাবল ॥
 কামোদ কাশীর-রাজা নাম সেনাবিদ্ধ ।
 ত্রিগুণ দবদ শিব মহারাজা সিদ্ধ ॥
 এ সভার সঙ্গে রাজা ষড় পঞ্চাশত ।
 ত্রিশ কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ কোটি বথ ॥
 যে দেশে নাহিক শক্তি বিহঙ্গম যাইতে ।
 সে সকল রাজা দেব দেখে দ্বাবেতে ॥
 নানা বস্ত্র কর লৈয়া দ্বারে সভে আছে ।
 নাসেক অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে ॥
 পুত্র পৌত্র ব্রহ্মার আশ্রয়ে কত জনা ।
 প্রপৌত্র যত আইল কে করে গণনা ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র জলেন্দ্র (১) কৃতান্ত দিনকর ।
 দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি আইল বিস্তর ॥
 চিত্ররথ তমুর গন্ধর্ব্ব হাহাহু ॥
 বিশ্বাবসু সহ আইল বিজ্ঞাধর বহু ॥
 যক্ষ-রাজ সহ আইল কত লৈব নাম ।
 আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিরাম ॥
 দুই এক দিন সভে দ্বারেতে রহিল ।
 রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তবে সম্মুখে গেল ॥
 বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে ।
 রাজ-দ্রোহী কর্ণেতে অনেক দোষ আছে ॥
 দোষাদোষ বুঝিতে ভীমেব অধিকার ।
 বুঝিয়া কবহ দেব যে হয় বিচার ॥
 মোর শক্তি বিনা আজ্ঞা না ছাড়িব দ্বার ॥

পশ্চিম দ্বাবে ।

এত শুনি ক্লম্ব তাহে নিন্দিয়া অপার ।
 ক্রোধ করি চলি গেলা পশ্চিম দ্বয়ার ॥
 গোবিন্দ বলিলা রাজা দেখিলে গোচরে ।
 পোন্ন হৈয়া উপরোধ না করিল মোরে ॥
 নাহিক উহার দোষ কস্ম এইরূপে ।
 ইন্দ্র যম ভয় কবে ভীমের প্রতাপে ॥
 অন্ন দোষে দেই দণ্ড ক্রোধী নিবস্তর ।
 শ্রুত মাত্র দেই দণ্ড নাহি পবাপব ॥
 চলহ পশ্চিম দ্বাবে আছে দুর্ঘোষণ ।
 আমা দেখি কদাচ না করিব বাবণ ॥
 আর কহি বিভীষণ নহিবে বিস্মৃতি ।
 যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম্ম নরপতি ॥
 ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ড প্রণাম করিবে ।
 নৃপতির আজ্ঞা হৈলে তখনে উঠিবে ॥

বিভীষণ বলে প্রভু নহে কদাচন ।
 নিবেদন কবিয়াছি মোর বিবরণ ॥
 পূর্বেই তোমার পদে বিক্রীত শরীর ।
 তব পদে বিনা অণ্ঠে না নোড়াইব শির ॥
 এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে ।
 কি কস্ম করিল আমি আনি বিভীষণে ॥
 বিভীষণ গিয়া যদি দণ্ডবৎ নহে ।
 সভাতে পাইব লজ্জা ধর্ম্মের তনয়ে ॥
 এত চিন্তি জগন্নাথ করিলা বিচার ।
 ব্রহ্মাদি করাব নতি এবা কোন ছার ॥
 যজ্ঞারম্ভ কৈল রাক্ষস আমার বচনে ।
 আমি স্বয়ং বলিয়া জানয়ে সর্ব্বজনে ॥
 ব্রহ্মাদি করিল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ।
 কোন যজ্ঞ নহিব এ যজ্ঞ পাঠান্তর ॥
 এত চিন্তি নারায়ণ লৈয়া বিভীষণ ।
 পশ্চিম দ্বারেতে গেলা যথা দুর্ঘোষণ ॥

দুর্ঘোষণ নৃপতির ছই অধিকার ।
 রত্নের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার ॥

লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডার পূৰ্ণত সমসর ।
 কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর ॥
 বসন কীটজ চীর লোমজ কর্ণজ (১) ।
 কন্তু বী দশন হস্তী শৃঙ্গী অশ্ব গজ ॥
 চতুর্দিকে হৈতে আসিছে বনে ঘন ।
 আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয়ে বরিষণ ॥
 দারিদ্র্য ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্ট আদি যত ।
 বিহরের সম্মতে দিতেছে অন্নরত ॥
 যত আইসে তত দান দিতেছে সকল ।
 পুনঃ আইসে যায় যেন জোয়াবের জল ॥
 কত জনে কত দেউ নাহি পরিমাণ ।
 নির্দাবিদ্র্য হৈল ক্ষিত পাইয়া মহাদান ॥
 উনশত ভাই সহ নিজ পরিবার ।
 হুর্ঘ্যোদন বাজা বাথে পশ্চিম দ্বার ॥

গোবিন্দে দেথিয়া বলয়ে হুর্ঘ্যোদন ।
 কহ কোন হেতু দাণ্ডাইলা নাবায়ণ ॥
 গোবিন্দ বলিল এিগঠো লক্ষ্যর ঈশ্বর ।
 যাইতে বাবণ কবে তোমার কিস্কর ॥
 হুর্ঘ্যোদন বলে কৃষ্ণ নাহি তাব দোষ ।
 আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ ॥
 হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে আছয় ।
 পশ্চিম ভিতেতে যত বৈসে রাজচয় ॥
 শিবসি দেশের রাজা দেখহ রোহিত ।
 সাত শত বীরবর ইহাব সহিত ॥
 পঞ্চ কোটি হস্তী সঙ্গে দশ কোটি রথ ।
 যার সৈন্তে যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ ॥
 নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া ।
 দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হৈয়া ॥
 মালব-নৃপতি দেখ পুন্ডর-নৃপতি ।
 পঞ্চ শত যোদ্ধা আছে ইহার সংহতি ॥
 এক কোটি গজ আর বথ সপ্ত কোটি ।
 কত অশ্ব আনিয়াছে নাহি চলে দৃষ্টি ॥

নানা রত্ন ধন কর লৈয়া দ্বারে আছে ।
 মাস দুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে ॥
 দ্বারপাল রাজা আর রাজা বৃন্দারক ।
 প্রতিবিন্দু অহুবিন্দু অমর কণ্টক ॥
 এ সভার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত ।
 লিখনে না যায় যত গজ বাজী বথ ॥
 চারি জাতি প্রজা আর নানা কর লৈয়া ।
 দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হৈয়া ॥
 চিত্রসেন রাজা দেখ গন্ধর্ব-ঈশ্বর ।
 তিন কোটি রথ এক অযুত কুঞ্জর ॥
 নানা রত্ন আনিল নাহিক তার ওর ।
 সভারে পশ্চাতে যেন দাঁড়ায়াছে চোর ॥
 বসুদেব সহিত যতেক যত বীর ।
 সৈল্য মদ্র ঈশ্বর মাতুল নৃপতিব ॥
 আজ্ঞা পাইয়া মাদ্রীস্থত লইল দুহারে ।
 তথাপিহ দুই দিন বহিল দুয়ারে ॥
 আসিবা মাত্রেতে লৈয়া চাহ যাইবারে ।
 বিনা আজ্ঞা কোন মতে দ্বারী ছাড়ে দ্বারে ॥
 এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন ।
 ক্ষণ এক এখায় বৈসহ নারায়ণ ॥

বিশ্রাম ।

এত বলি সিংহাসন দিল হুর্ঘ্যোধন ।
 দুই সিংহাসনেতে বসিলা দুই জন ॥
 কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত ।
 অখিল ভুবন যার মায়ায় মোহিত ॥

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে পুছিল ।
 কহ শুন তদন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল ॥
 মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
 বিজীষণ সহিত বসিলা নারায়ণ ॥
 দৈবে পরিশ্রম হৈল পদব্রজে চলি ।
 চতুর্দিকে বিশেষ লোকের ঠেলাঠেলি ॥
 চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর ।
 ভ্রমিয়া ছহার শ্রম হৈল কলেবর ॥

সিংহাসন উপরে বসিলা নারায়ণ ।
হেন কালে আইলা তথা মাদ্রীর নন্দন ॥
গোবিন্দেরে দেখিয়া করিল নমস্কার ।
ডাকি তারে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা সমাচার ॥
দিন দুই নাহি হয় রাজ-দরশন ।
কহ শুনি সহদেব সব বিবরণ ॥

সহদেব বলে শুন দেব দামোদর ।
তুমি গেলে আইলেন যতক অমর ॥
তদবধি নাহি হয়ে রাজ-দরশন ।
তব পদ দেখিতে আছয়ে সর্বজন ॥
দেব-বৃন্দ লইয়া আছয়ে দেব-রাজ ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ ॥
এত শুনি উঠিলা গোবিন্দ মহাশয় ।
সঙ্গেতে লইলা দেব নিকষা-তনয় ॥
সভার ভিতরে প্রবেশিলা নারায়ণ ।
গোবিন্দেরে দেখিয়া নাঞ্চিলা দেবগণ ॥
মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর উপরে ।
কৃষ্ণ দৃষ্টি পড়িতে নাঞ্চিলা বায়ুভরে ॥
কথো দূরে পড়িলা হইয়া কৃতাজ্জলি ।
মহাবাত-ঘাতে যেন পড়িল কদলী ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ অমর কিন্নর ।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি যক্ষ থগ নর ॥
একজন বিনা আর যে ছিল সভায় ।
কথো দূরে পড়িল হইল নম্র-কায় ॥

সভাগৃহে প্রবেশ ।

শতেক সোপানোপর ধর্ম্মের নন্দন ।
পঞ্চাশ সোপানেতে উঠিলা নারায়ণ ॥
বিষ্মন্তর নিজ-রূপ হৈলা চক্র-পাণি ।
যে রূপ দেখিয়া মোহ হৈলা পদ্মযোনি ॥
সহস্র মন্তকে শোভে সহস্র বদন ।
সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ ॥
দ্বিসহস্র কর্ণে শোভে দ্বিসহস্র কুণ্ডল ।
দ্বিসহস্র নয়ন রবি দ্বিসহস্র শঙ্কল ॥

কৃষ্ণের বিষমন্তর মুষ্টি-
ধারণ ।

বিবিধ আয়ুধ ধরে দ্বিসহস্র করে ।
 দ্বিসহস্র চরণে শোভে কত শশধরে ॥
 সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয় ।
 ত্রীবৎস কোস্তভ মণি শোভিত হৃদয় ॥
 গলে দোলে আজানু-লম্বিত বনমালা ।
 পীতাম্বর তনুমেঘে উদিত চপলা ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গাদি ধনুঃ ।
 নানা বর্ণে নানা ধনে বিভূষিত-তনু ॥
 সহস্র স্বয়ম্ভু শস্ত্র আছে ঘোড়-করে ।
 কত কত মুখে তারা স্তুতি প্রতি করে ॥
 সহস্র সহস্র-চক্ষুঃ বৃকে দিয়া হাত ।
 সহস্র সহস্র-অংগু কবে প্রণিপাত ॥
 বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখি দেবগণ ।
 চক্ষুতে চাহিয়া সবে হৈল অচেতন ॥

অন্তরীক্ষ হৈতে ধাতা বিশ্বরূপ দেখি ।
 নিমিষ চাহিয়া মুদিলেন হুই আঁখি ॥
 অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে ।
 কর-ঘোড় করিয়া পড়িল কথো দূরে ॥
 লুকাইয়া ছিলা শিব যোগি-বেশ হৈয়া ।
 চরণে পড়িল বিশ্ব-বিভূতি দেখিয়া ॥
 ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হতাশন ।
 খগ নাগ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ রাশিগণ ॥
 যেই যথা আছিল সবেই গেল পড়ি ।
 অচেতন হৈয়া সবে যায় গড়াগড়ি ॥

সবেই পড়িলা যবে করি প্রণিপাত ।
 যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলেন জগন্নাথ ॥
 করঘোড় করিয়া বলেন ভগবান্ ।
 পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান ॥
 কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি ।
 পড়িয়াছে চতুর্দ্বার অষ্ট কর ঘোড়ি ॥
 তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ ।
 কর্দম কাম্প দক্ষ আদি বহু জন ॥

ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগময় বেশ ।
 ত্রিলোচন পঞ্চাননে প্রণমে মহেশ ॥
 কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহাৰ পশ্চাতে ।
 তব গুণে নমস্কাৰে পদ্য তব তাতে ॥
 সহস্র-নয়নে বহে দাবা দুই গুণ ।
 হেব দেখ প্রণমিছে সহস্র-লোচন ॥
 দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধব ।
 কুজ রৌহিণের গুরু শুক্র শনৈশ্চব ॥
 রাহু কেতু অগ্নি বায়ু বহু অষ্ট-জন ।
 মাস যোগ তিথি বাব রাশি ঋক্ষগণ ॥
 দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি বাজ-ঋষিগণে ।
 প্রণাম করিছে সবে তোমাৰ চরণে ॥
 যাম্যভিতে মহারাজ কব অবগতি ।
 প্রণাম করিয়া পড়িয়াছে মৃত্যু-পতি ॥
 পশ্চিমেতে অবধান কর নর-বব ।
 ঘোড়-কবে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর ॥
 চাবি সিদ্ধু সহিত যতক নদ-নদী ।
 যতক দানব দৈত্য অমর বিবাদী ॥
 হেব দেখ মহারাজ সহ সহোদর ।
 সহস্র-মন্তক ধরে শেখ বিয়দর ॥
 প্রণাম করিছে তোমা ভূমি-তলে পড়ি ।
 সহস্র-মন্তক ধূলি যায় গড়াগড়ি ॥

উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান ।
 প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান ॥
 যত যত রাজা আছে পৃথিবী-ভবন ।
 তব যজ্ঞে সভাকার হৈল আগমন ॥
 হের দেখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ ।
 গন্ধৰ্ব্ব ধবল অশ্ব দিয়া চারি শত ॥
 গন্ধৰ্ব্ব কিন্নর যক্ষ অসুরী অঙ্গর ।
 গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমের উপর ॥
 তার বাম-ভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ ।
 ত্রীরামের মৈত্র হয় রাবণ-কনিষ্ঠ ॥

হের অবধান কর কুস্তীর কোণ্ডর ।
 ছই সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্ৰা ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত ।
 উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ ॥
 বম্বুদেব বাম্বুদেব আদি যত জন ।
 তব পদে প্রণাম করিছে সৰ্বজন ॥
 পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা ।
 কে কহিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥
 ব্রহ্মাণ্ড পুরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশঃ ।
 তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ॥

যুধিষ্ঠিরের ভক্তি
 বিনয় ।

কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
 ভয়েতে আকুল হৈয়া কম্পিত শরীর ॥
 নয়ন-যুগলে বহে চারি ধারা নীর ।
 মুহমূর্ছঃ অচেতন হয়ে কুরুবীর ॥

দৈর্ঘ্য হৈয়া বলে রাজা বিনয়-বচন ।
 অকিঞ্চন-জনে প্রভু এত কি কারণ ॥
 তোমার চরণে এই মোর মনস্কাম ।
 অবধান মোর নিবেদনে ঘন-শ্রাম ॥
 তড়িত-জড়িত-পীত-বসন ভাল সাজে ।
 শ্রীবৎসাক্ষ কোমল শোভিত অঙ্গ-মাঝে ॥
 শ্রবণে পরশে চক্ষুঃ পুণ্ডরীক পাত ।
 বিষ্ণু বিশ্ব-রূপ প্রভু সৰ্ব্ব-লোক-নাথ ॥
 সংসারে আছয়ে যত পুণ্য-আত্মা জন ।
 সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥
 তা সভাসদৃশ পদ বন্দিবারে আশা ।
 আকাঙ্ক্ষা যে মাগিবারে না করি ভরসা ॥
 যদি দিবে দেহ এই কৈল নিবেদন ।
 অল্পব্রত (১) বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
 এ সব অনিত্য যেন বাদীয়াব বাজি ।
 তোমার বিষম মারী কার শক্তি বুঝি ॥

গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত ।

ষষ্ঠীবর সেনের পুত্র গঙ্গাদাস সেন । এই পুস্তকেব ২৫০—২৫৮ পৃঃ
দ্রষ্টব্য । প্রায় ৩০০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি হইতে নিম্নাংশ
উদ্ধৃত হইল ।

দেবযানী ও যযাতি ।

একদিন দেবযানী হৃদয় হবিষ গণি
শশিষ্ঠা লইয়া বাজ-সুতা ।
ঋতু-রাজ মধুদাস ক্রীড়াথণ্ডে অভিলাষ
চলি আইল পুষ্প-বন যথা ॥
নানা পুষ্প বিকশিত গন্ধে বন আমোদিত
ফুটিয়া লম্বিত হইছে ডাল ।
কোকিলের মধুব ধ্বনি শুনিতে বিদরে প্রাণী
ভ্রমরে করয়ে কোলাহল ॥
সানন্দিত বন দেখি মিলিয়া সকল সখী
ক্রীড়া যত করয়ে হরিষে ।
মলয়া সমীর বাও ধীরে ধীরে বহে গাও
প্রাণ মোহিত গন্ধবাসে ॥
হেন সমে যযাতি বিধাতা-নির্দ্বন্দ্ব-গতি
মৃগয়া-কারণে সেই বন ।
ভ্রমিয়া কানন চয় মৃগ কথা (১) নাহি পায়
কত্যা সব দেখে বিত্তমান ॥
তার মধ্যে ছই কত্যা রূপে গুণে অতি ধন্য
জিনি রূপ রত্নাহ উর্কশী ।
অধর বাঙ্কলি-জ্যোতিঃ দশন মুকুতা-পাঁতি
বদন জ্বলে যেন শশী ॥
নয়ন-কটাক্ষ-শরে মূনি-মন দেখি হরে
ক্রয়ুগ কাম-ধনু-ধারা ।

চারি ভিতে সহচরী বসি আছে সারি সারি
 রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা ॥
 শয়ন করিয়া আছে ভ্রমর গুঞ্জে কাছে
 বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল ।
 শশ্বিষ্ঠা চাপে পাও কোন সখী করে বাও
 কোন সখী যোগায় তাশুল ॥

দেখিয়া নুপতি আগে জিজ্ঞাসা করিতে লাগে
 বিশ্বয় হইয়া তান মন ।
 তুষ্টি জান সখীরাজ কহায় দেখিয়া কায
 কিবা হেতু আসিয়াছে বন ॥
 গুনিয়া রাজার বাণী সানন্দিত দেবযানী
 পরিচয় দিয়া কহে কথা ।
 আশ্রিত ব্রাহ্মণ জাতি ভৃগু-বংশে উৎপত্তি
 দৈত্য-গুরু গুহের হুহিতা ॥
 বিশ্বপূরী দৈত্যবর স্বর্গে যেন পুরন্দর
 কাশ্যপ-বংশেত জন্ম তার ।
 তাহার যে কুমারী মোর হয় সহচরী
 শশ্বিষ্ঠা নাম যে এহার ॥
 আশ্রি দুই জন বালা যৌবন সহজে হেলা
 অকুমারী বাপের ঘরয় ।
 সখীগণ লয়ে বসে জল-কেলি অভিলাষে
 আসিআছি পুষ্প-বনয় (১) ॥
 শশ্বিষ্ঠা আদি করি যত সব সহচরী
 সকল হইছে মোর দাসী ।
 মিলিয়া সকল জনে সেবা করে একমনে
 নিত্য নিত্য মোর কাছে আসি ॥
 আপনে কে তুষ্টি হও পরিচয় মোতে দেও
 কুল শীল জানাইয়া আপনা ।
 তোহ্মা সম মতিমন্ত রূপে গুণে তেজোবন্ত
 ক্ষিতি-তলে নাহিক তুলনা ॥

দেবযানীর পরিচয়-
 জিজ্ঞাসা ।

দেবযানী-বাক্য শুনি নৃপতি মনেত গণি

কথা কহে দিয়া পরিচয় ।

নাম মোর যথাতি

নচসের সন্ততি

জন্ম মোর চন্দ্র-বংশয় ॥

দেবযানীর পরিণয়-
প্রার্থনা ।

এত জানি দেবযানী

সম্বোধিয়া প্রিয় বাণী

নৃপতিক লাগে কহিবাবে ।

তোক্ষার জন্মিল মতি

তুষ্কি মোর যোগ্য পতি

পরিচয় করহ আক্ষারে ॥

রাজ্যএ বোলে দেবযানী

না হএ যুক্ত বাণী

অযুক্ত যে কহ সব কথা ।

তোক্ষা সমে পবিচয়

বেদে শাস্ত্রে নাহি কএ

আক্ষি ক্ষত্রী তুঁহ বিপ্র-সুতা ॥

কহ্যএ বোলে নৃপবর

আক্ষার বচন ধর

এ বাক্যে তিলেক নাহি দোষ ।

আপনে বরিল তোকে

পরিণয় কর মোকে

মন মোর করহ সন্তোষ ॥

পূর্বে আক্ষা কুপ হোতে

তুষ্কিহ পরিয়া হাতে

তখনে হৈ বরিয়াছি আক্ষি ।

তাক পাসরিলা তুষ্কি

দ্বিতীয় না জানি আক্ষি

যাবৎ কণ্ঠেত প্রাণ রাখি ॥

শশ্বিষ্ঠা আদি যত

সহচরী দশ শত

এ সকল জানহ তোক্ষার ।

তুষ্কি পরিণয় কৈলে পরে

যাইব আক্ষার ঘরে

দাসী হৈয়া সেবা করিবার ॥

দেবযানী-বাক্য শুনি

নৃপতি হৃদয়ে গণি

মনে ভাবে বিহা করিবার ।

যজীবর-সুত সেন

পদ বন্দে সঙ্কেতন

গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার ॥

চন্দনদাস মণ্ডলের মহাভারত ।

চন্দনদাস মণ্ডল পুরুষোত্তম মণ্ডলের পুত্র । ইনি নিজের যে বিবরণ
দিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।

কহিল চন্দন দাস করিয়া পয়াব ।
শুনিতে পবন ভক্তব জন্ম নাই আর ॥
সভার চরণে আমি নিবেদন করি ।
অল্পজ্ঞান হঞা জাতি কি বলে তেজ করি ॥
মূর্থমস্ত হই আমি জ্ঞান কিছু নাই ।
ভাল-মন্দ-বিচার মাত্র জানেন গোসাঞি ॥
আগরি কুলেতে জন্ম নিবেদন করি ।
পিতামহ নারায়ণ দত্ত কহিয়ে গোচরি ॥
পিতা পুরুষোত্তম দত্ত করি নিবেদন ।
আকুরোল গ্রামেতে বাস শুন সৰ্ব্বজন ॥
দত্ত পদ্ধতি মোদের কেহো নাই জানে ।
মণ্ডল বলিয়া দেশে বলে সৰ্ব্বজনে ॥
এই নিবেদন আমি করি সভার ঠাই ।
ভাল মন্দ দোষ মোর ক্ষমিবে সভাই ॥
শ্রীশিবরাম নন্দী পুথি লিখন করিল ।
পুথির রচনা-কালে সঙ্গতি আছিল ॥

যে পুথি হইতে নিজের অংশ উদ্ধৃত হইল তাহার হস্তলিপি ১৫৪৩
শকের (১৬৩১ খৃঃ) । “বাং ১০২৭ সাল । পুস্তক শ্রীগোপাল মণ্ডলের ॥”

প্রমীলার পুরে অর্জুন । প্রমীলার সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ।

অর্জুনের প্রমীলা-বিবাহ স্বীকার ।

তবেত প্রমীলা নারী হাতেতে দর্পণ করি
দেখে রামা আপনা বদন ।
হাতেতে চিরণী লৈয়া কুন্তলেতে ভিজাইয়া
করে রাণী কেশের মার্জনা ॥
মার্জনা করিয়া কেশে লোটন (১) বাঙ্কিল পাশে
তাছে দিল মুকুতার দাম ।

কপালে সিন্দূর পরি চন্দনের বিন্দু সারি
 মন্দ মন্দ পড়ে তার ঘাম ॥
 তিলফুল জিনি নাসা পীযুষ জিনিয়া ভাষা
 কহে বাক্য কোকিলের ধ্বনি ।
 নয়নে অঞ্জন নিল স্বর্ণ-সিঁতি ভালে দিল
 তায় শোভে মুকুতা-গাঁথনি ॥
 বক্ষেতে কাঁচুলি নিল মতি-হাব গলে দিল
 হাতে নিল সোণার কঙ্কণ ।
 নাসায় বেশর পরি তাহে মুকুতার খুবি
 ঝলমল করে অশ্রুক্ষণ ॥
 কসিয়া কোমর বান্ধে অতি মনোহর ছান্দে
 অস্ত্র বান্ধে বহু যত্ন করি ।
 জড়ির পটুকা আনি কাঁকালে বান্ধিল বাণী
 পটি টাঙ্গী বান্ধে তারোপবি ॥
 পীঠেতে বান্ধিল তুণ কৈল তায় বাণে পূর্ণ
 শেল শূল মুষল মুদগর ।
 ঝাটি ঝকড়া আনি বান্ধিলা প্রমীলা রাণী
 সাজ করি হইলা তৎপর ॥

সাজিয়া প্রমীলা রাণী বাহুগণে ডাকি আনি
 বলে বামা মধুর বচন ।
 সাজহ সকল জনে চল যাব পার্থ-বণে
 সভে গিয়া বাজাহ বাজন ॥
 শুনি প্রমীলার কথা ভূমে লোটাইয়া মাথা
 নিজ-গৃহে করিল গমন ।
 ঢাক ঢোল দামা আনি কাংস্ত করতাল বেণী
 বাজে বাহু ব্যাল্লিস বাজন ॥
 বাহু শুনি সেনাগণ চাপিয়া নিজ-বাহন
 চলে সভে রাজ-সন্নিধান ॥
 দেখিয়াত সৈন্তগণে প্রমীলা হরিষ মনে
 চলে নারী লৈয়া সৈন্তগণ ॥
 বাহির হইলা নারী ক্রুদ্ধচেস্তে পূজা করি
 সিংহনাদ করে নারীগণ ।

সিংহনাদ করি সবে কৃষ্ণ-পদ ভাবি তবে
বণ-মুখে করিল গমন ॥

দেখি বৃষকেতু বীরে প্রমীলার সমরে
আঙু হৈয়া করিলা গমন ।

দেখিলা সকল নারী অস্ত্রে সন্ডে তরাতরী
দেখি বীর হাসে ততক্ষণ ॥

তার হাশ্রু দেখি নারী মনে ক্রোধ বহু করি
তাবে সন্ডে রাখিল বেড়িয়া ।

বৃষকেতু মহাবীর সমরেতে মহাধীর
কহে বীর জয়ং হাসিয়া ॥

বৃষকেতুর অভিভাষণ ।

শুনগো প্রমীলা রাণী তোরে আমি কহি বাণী
তোব বল নহে ব্যবহার ।

তোব সঙ্গে মোর বণ নহে অতি শূশোভন
অশ্ব ছাড়ি দেহত আমাব ॥

এতক শুনিয়া বাণী বলেন প্রমীলা রাণী
শুন বীর আমাব বচনে ।

প্রমীলার উত্তর ।

যদি ঘোড়া নিবে তুমি বচনেক কহি আমি
ভূণ আনি করহ দশনে ॥

এত শুনি বৃষকেতু ক্রোধ হৈলা ধীর-কেতু
তারে বীর বলেন বচন ।

স্বভাব স্বী-জাতি তুমি তেঞি এত সহি আমি
এতক্ষণে নিতাঙ (১) জীবন ॥

এই মতে বোলাবুলি ছই জনে গালাগালি
হৈল তথা ঘোরতর রণ ।

অস্ত্রে অস্ত্র হানাহানি করিছেন বীরমণি
এই মত বিদ্বৈ ছই জন ॥

বৃষ ।

আর যত সৈন্ত ছিল যুখে যুখে বারি হৈল
গড়ে সৈন্ত নাহি লেখা যোথা ।

বৃষকেতু ক্রোধ করি বিদ্বৈছে প্রমীলা নারী
বিদ্বৈ বীর ঘোড়ার ছই পাণা ॥

পাখা বিক্ষে গেল ঘোড়া বণ হৈতে হৈল ধোড়া
 দেখি বাণী ভাবে মনে মন ।
 লক্ষ্মিতে প্রমীলা নাবী চটে অত্ৰ রথোপরি
 বিক্ষে বাণী কবিতা যতন ॥
 বাণে বাণ হানাহানি বলএ প্রমীলা বাণী
 দেখি বাণী ক্রোধ মনে করি ।
 একবাবে পাঁচ বাণ কবিতেন সন্ধান
 মারে বাণ বৃষের উপরি ॥

বাণ বাএ মহাবীর বাণে হৈলা অস্থির
 মুর্ছিত হইলা বীরবরে ।
 সৃজন সারথি তার দেখি মুর্ছাগত বীর
 বণ লৈয়া গেলো কথো দূরে ॥
 মেঘবর্ণ আদি করি রথী সব বিক্ষে নারী
 বিদ্ধিয়া কবিল জরজরে ।
 দেখিয়া অর্জুন বীর আইলেন সমর
 আসিয়া নিবাবে সভাকারে ॥
 পার্থেরে দেখিয়া বাণী হাসিছেন নিতম্বিনী
 এই স্বামী শিব দিল মোবে ।
 এত মনে ভাবি বাণী বন্দিল চরণখানি
 তবে বণ কবে দই বীরে ॥
 বাণে বাণ হানাহানি কবিছে প্রমীলা বাণী
 পার্থ-বাণ করয়ে সংহার ।
 নিবারিয়া পার্থ-বাণ বলে নারী হান হান
 নাচে বাণী রথের উপর ॥
 দেখিয়াত পার্থ-বীরে সর্প-বাণ মারে ভাবে
 আসি সর্প বেড়ে সৈন্তগণে ।
 দেখিয়া প্রমীলা নারী গরুড়-বাণ হাতে করি
 বিক্ষে বাণী করিয়া যতনে ॥
 আসিয়া গরুড়গণ নাগে কৈল ভক্ষণ
 দেখি পার্থ ক্রোধ মনে কৈল ।
 বরুণ-বাণ আনি বীর সাক্ষিলেন মহাবীর
 জলে সৈন্ত আসে সফল ॥

পার্থের সঙ্গে যুদ্ধ ।

দেখিয়া প্রমীলা নারী হাতে বায়ু-অস্ত্র করি
 বাণ এড়ি হাসে খল খল ।
 বায়ুবেগে বাণ যায় ঝড়ে সব জল খায়
 মুহূর্ত্তেকে নিবারিল জল ॥
 সব জল উড়াইল সৈন্তগণ প্রাণ পাল্য
 দেখি রামা হরষিত হন ।
 এক বারে পাঁচ বাণ করি রামা সন্ধান
 বিক্ষে রাণী করিয়া যতন ॥
 পার্থেরে মারিল নারী বাণ কাটিবারে নারি
 পার্থ-বীৰ অচেতন হৈল ।

পরিণয়ের ইচ্ছা ।

দেখিয়া প্রমীলা নারী বলে তারে ধীর ধীর
 শয্যা তেজি উঠ মহাবল ॥
 বলেতে নারিবে তুমি নিশ্চয় বলিএ আমি
 মোরে বিভা কর মহাবীরে ।
 পাণি-গ্রহণ কব্যা ঘোড়া লয়া যাহ ফির্যা
 তবে প্রাণ পাবে বীরবরে ॥
 ক্ষণেকে সম্বিং পায়্যা উঠে বীর গা তুলিয়া
 ক্রোধ করি, সস্ত্র নিল হাতে ।
 মারিব তোমাংরে আজি বলিছেন বীর গর্জি
 বাণ লৈয়া যুড়িল ধনুতে ॥
 হেন কালে দৈববাণী শুনি পার্থ বীরমণি
 উহারে না মার কদাচন ।
 জন্মিয়াত ঐ নারী ভজিয়াছে ত্রিপুরারি
 উহায় বর দিলা ত্রিলোচন ॥
 পার্থ পতি হব তোমার বর দিলা দিগম্বর
 তেজি তোরে বলিএ বচন ।
 উহারে লয়ে তুমি শুন শুহে বীরমণি
 তোমার স্ত্রী না যায় থগুন ॥
 স্ত্রী-হত্যা না কর তুমি বর দিল শূল-পাণি
 তোমার নারী প্রমীলা সুন্দরী ।
 দৈববাণী শুনি বীর মনে হৈলা স্ত্রীধর
 সাথে বীর অস্ত্রে সন্মরি ॥

হাসে বীর বলে বাণী শুনহ প্রমীলা রাণী
 তোরে বিভা করিব নিশ্চয় ।
 যজ্ঞ-মোর করে ব্রতী পঞ্চ সহোদরে
 এখন বিভা উচিত না হয় ॥
 যজ্ঞ সমাধান হব তোরে বিভা করিব
 এই বাক্য বলিএ তোমায়ে ।
 ইথে অল্পমত নাহি নিশ্চয় জানিহ তুঁহি
 এই বাক্য বৈল (১) পার্থ-বীরে ॥
 শুনিয়া প্রমীলা নাবী আনন্দিত রথোপরি
 কর-বোড়ে করিল প্রণাম ।
 সর্ব সৈন্ত লয়া রাণী নিজ-গৃহে সভা আসি
 সেই দিন করাল বিশ্রাম ॥
 এই প্রমীলার কথা অপূর্ণ পাঁচালি গাথা
 শুন ভাই হয়্য এক মন ।
 কৃষ্ণ-পদ-রেণু-আশে কহিল চন্দনদাসে
 ভজ ভাই অভয় চরণ ॥

অর্জুনের বিবাহ-
 বাক্য ।

বিশারদের বিরাট-পর্ব ।

মহাভাবতথানি সংস্কৃতামুযায়ী ঠিক অনুবাদ । যে পর্যন্ত পাঠ করা
 গেল তাহাতে নিজ কল্পিত কিছু দেখা গেল না ।

বিরাট-পর্বের পুণ্য-কথা অবধান ।
 ইচ্ছা অমুসারে কহি কর অবধান ॥
 বেদ বহি বাণ চন্দ্র শাকের প্রমাণে ।
 চৈত্র শুক্লদিনে পদ বিশারদে ভণে ॥
 অর্থাৎ ১৫৩৪ শক (১৬১২ খৃঃ) ।

নিম্নের অংশ রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত হবগোপাল দাসকৃষ্ণ মহাশয় সংগ্রহ
 করিয়াছেন ।

উত্তরের সহিত বৃহন্মলাবেশী অর্জুনের
কুরুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা ।

উত্তর বদতি (১) শুনিয়ক (২) মহাশয় ।

মুঞিতহ সারথি হইল নিশ্চয় ॥

যাক যুদ্ধিবার তুমি কব মনোরথ ।

তাহার উপরে আমি চালাইবো রথ ॥

এখন ঘুছিল আমার ভয় সবিরথ ।

* * * * *

অর্জুন বদতি প্রীত হইলো তোমার ।

এখনে দেখিবা তুমি প্রতাপ আমার ॥

ভৈরব বিমঙ্গ (৭) আনি করিবো সমরে ।

শত্রু-শূত্র-সমুদ্র মণিব দিব্য-শবে ॥

সম্প্রতিক বিলম্ব কবিবার নাঞি ফল ।

রথে তুলি দিন যত আশুধ সকল ॥

আর কথা কহি গুন রাজার কুমার ।

দেব-শাপে নপুংসক অজ্ঞাত বংসর ॥

নপুংসক হয় মোব তেজ হইছে হীন ।

বৃহন্মলা-বেশে আছিলো এত দিন ॥

অজ্ঞাত বংসর ঘুচি হইলাও প্রবীণ ।

অজ্ঞাত বংসর যাণ বোঁ ছয় দিন ॥

অজ্ঞাত বংসর আমার নানা ক্রেশ গেল ।

পূর্বের অর্জুনের বল ধর্ম্মে আনি দিল ॥

হর্যোধনে দিল আমার দ্বন্দ্ব যেমতে ।

কিছু ধায় আজি স্থজিব সংগ্রামিতে ॥

বুলিতে বুলিতে ক্রোধ বাড়িল সধন ।

হুই চক্ষু জলে যেন প্রচণ্ড হতশন ॥

যুদ্ধমুখে ক্রোধ হৈয়া মহাবীর ।

গাণ্ডীব ধরি তাঞে রথোতে হইলা স্থির ॥

ক্রোধ করিয়া তবে গাণ্ডীব ধরিল ।

রথ সহিতে যেন ভূমিকম্প হইল ॥

অর্জুনের ক্রোধ ও ধর্ম্ম ।

উত্তরক করিল আশ্বাস বচন ।
 উদ্ধারিষা নিব যত তোমার গোধান ॥
 রণে থাকি নগরক বাধিবো তোমাব ।
 মোর অঙ্গীকার আজি হৈবো এ প্রকার ॥
 ভুজ্জে হইবো মোহব যে দুর্জয় তোরণ ।
 রথ-ঘোষ হৈবো ঘন হৃদুভি-বাজন ॥
 অক্ষয় দুই টোন (১) আর রথ চিত্র দণ্ড ।
 এহি হৈব তাহার দুর্গতি যত দণ্ড ॥
 বিবিধ যুদ্ধে তাক করিবো রক্ষণ ।
 গাভ্রীবের গুণে তাক করিবো ক্ষেপণ ॥
 এহি মতে নগরক কবিবো রক্ষণ ।
 নিবর্তন কবিবো যতেকে গোধান ॥
 একারণ ভয় পবিহব ভূমিঞ্জয় ।
 এহি বাক্য বুলি মৌন হৈল ধনঞ্জয় ॥

উত্তর বদতি মোব নাহি কোন ভয় ।
 তোমার মহিমা শুনিয়াছো মহাশয় ॥
 যেমত বাসুদেব যেমত কেশব ।
 তোমাক সেমতে মুক্তি শুনিছো পাণ্ডব ॥
 কিন্তু একখানি মোর মনেব সংশয় ।
 চিস্তিয়া হৃদ্যতি তাব না পাণ্ড নির্যয় ॥
 গন্ধর্ক-রাজাক জিনি সুন্দর শরীর ।
 শূলপাণি দেব যেন তুমি মহাবীর ॥
 উত্তম লক্ষণ তোমার আছয় সকলে ।
 নপুংসক হৈলা তুমি কোন্ কর্মফলে ॥

উত্তরের প্রশ্ন ।

অর্জুন বদতি পূর্বে কয়াচি (২) তোমাক ।
 অহুষ্ঠ কহো কিছু শুনহ তাহাক ॥
 যখন গিয়াচি আমি স্বর্গের মাঝার ।
 নিবাত-কবচ জিনি আইল সুরপুর ॥
 অন্ন কাজে উর্ধ্বশী শপিল আমার ।
 বামব খণ্ডেয়া কৈল একয় বংসর ॥

অর্জুনের উত্তর ।

সেহি শাপ মুক্ত হইল আমার ।
আজি হনে আমার ঘুচিল অনুসার (১) ॥

উত্তর বদতি মোর মনের সংশয় ।
তোমার চরণে দৃঢ় হইলাম মহাশয় ॥
দেবতা সভাক মোর ভয় নাহি আর ।
সর্বথা সারথি মুক্তি হইলো তোমার ॥
গুরু-উপদেশে আমি রথ বাহিবাক ।
শিখিয়াছো যেমত দেখিবা তুমি তাক ॥
কৃষ্ণের দারুক যেন ইন্দ্রের মাতুলি ।
আমাক জানিবা সেহি অশিক্ষিত বুলি ॥
মহাবেগবস্ত হয় সকলে আমার ।
লক্ষিতে না পারে যাব চরণ সঞ্চার ॥
দক্ষিণ ভাগত এ যে দিবা হয় চয় ।
ইহাক স্ত্রীবি হেন জানিবা নিশ্চয় ॥
সুরঙ্গ তুরঙ্গ এ যে রহে বাম ভাগে ।
মেঘপুষ্প হেন এ যে চলে মহাবেগে ॥
মধ্যত নিহিত এ যে ছই তুরঙ্গম ।
ইহাক জানিবা সর্ব বলাহক সম ॥
তুয় অমুরূপ রথ এহি মোর মনে ।
এহি রথে যুদ্ধ কর কুরুবীর সনে ॥
বৈশম্পায়ন বোলে অনন্তরে ধনঞ্জয় ।
ভুজহস্তে দৃঢ় কৈল নিষ (২) বলেয়া ॥
ছই হস্তে পিঙ্গিল বিচিত্র ছই তুল ।
গাণ্ডীব ধনুর গুণে পরম উজ্জল ॥
মন্তকের বেণীবন্ধ খসায়্য বিশেষ ।
বসনে বেঁধন করি হৈল বীর-বেশ ॥
তবে পূর্ব-মুখ হইয়া পাণ্ডব-নন্দন ।
ইষ্ট-দেবতাক স্মরি করিল বন্দন ॥
হৃদয়েত চিহ্নিল দৈবকী-নন্দন ।
ধ্যান কৈল আপনার দিব্য অস্ত্রগণ ॥

যুদ্ধের উত্তোপ

(১) অভিলাপ-জনিত দুর্গতি ।

(২) বাণাধার = তুল ।

অনন্তরে অঙ্গগণ সমুথে আসিয়া ।
 আপনাক নিবেদিল রুতাজলি হইয়া ॥
 আইলো অঙ্গগণ তোমার কিঙ্কর ।
 আজ্ঞা কর বিপক্ষে করিয়ে সংহার ॥
 অনন্তরে নমস্কার করি ততক্ষণ ।
 করে পরশিয়া হেন বুলিল বচন ॥
 শুন অঙ্গগণ সমুচিত সময়ত ।
 প্রসন্ন হইবা আসি আমার মনত ॥
 তবে মনগত হই সবে অঙ্গগণ ।
 প্রসন্ন-বদনে তবে পাধুর নন্দন ॥
 গাণ্ডীবত গুণ দিল তবে বীৰ্য্য-বলে ।
 টঙ্কার করিল ধনঞ্জয় মহাবলে ॥

গাণ্ডীবের টঙ্কার হইল ভয়ঙ্কর ।
 পিনাক-টঙ্কার যেন কবিল শঙ্কর ॥
 পর্কতে পর্কতে যেন হইল প্রহার ।
 তেমতে গাণ্ডীব-নাদ হইল দুর্কার ॥
 আচম্বিতে হইল বজ্রপাত যেন ।
 শুনি চমৎকৃত হইল যত কুরুগণ ॥
 তবে পৃথিবীতে যেন পড়িল নির্ঘাত ।
 উদ্ধাপাত হইল বহিল খর বাত ॥
 উত্তর কুমার তবে বুলিল বচন ।
 তুমি একা বীর বহু বীর কুরুগণ ॥
 তারা সবে অঙ্গসম্বৃত পাগুর্গত (১) ।
 অঙ্গএ সংগ্রাম করিব কেন মত ॥
 একারণে ভয় যে লাগয়ে মোর মনে ।
 হেন শুনি হস্ত করি বুলিল অর্জুনে ॥

নাহি তোয় ভয় কথা শুন ভূমিঞ্জয় ।
 একাএ সংগ্রাম মুণ্ডি করিবো নিশ্চয় ॥
 ধার বাত্রা সময়ত তাইর বচনে ।
 ইন্দ্রাধন পাপিষ্ঠের মোচন-কারণে ॥

ଗନ୍ଧର୍ବ ସଭାକ ଆମି ଜିନିଲୋ ଯଥନ ।
 କାହାକ ସହାୟ ଆମି କରନିୋ ତଥନ ॥
 ନିବାତ-କବଚ ନାମେ ମହାଦୈତ୍ୟାଗ୍ନ ।
 କାଳକଞ୍ଚ ପୁନଃ ମୟ ଦାନବ ଭୁଞ୍ଜନ ॥
 ସବାକେ ଏକାଏ ଆମି ଜିନିଲୋ ଯଥନ ।
 କାହାକ ସହାୟ ଆମି କରନିୋ ତଥନ ॥
 ଧାନ୍ତବ-ଦାହନ-କାଳେ ଦେବ-ଦୈତ୍ୟାଗ୍ନେ ।
 ଭୟଙ୍କର-ସମର କରଲି ମୋର ସନେ ॥
 ଏକାଏ ସମର ଆମି କରଲିୋ ଯଥନ ।
 କାହାକ ସହାୟ ଆମି କରିଚି ତଥନ ॥
 ଧ୍ରୋପଦୀର ଅୟସ୍ବର ହୁଇଛେ ଯଥନ ।
 ମୋର ସନେ ସଂଗ୍ରାମ କରଲି ରାଜାଗ୍ନ ॥
 ଏକାଏ ଯୁଦ୍ଧତ ଆମି ଜିନିଲ ଯଥନ ।
 କାହାକ ସହାୟ ଆମି କରିଚି ତଥନ ॥
 ଶୁକ୍ର ଧ୍ରୋଣ କୃଷ୍ଣ କୃପ ବରୁଣ ପାବକ ।
 କୁବେର ଶିବକ ଯମବାଞ୍ଜ ବାସବକ ॥
 ଉପାସନା କରି ମୁଣ୍ଡି ପାହିଲ ଅସ୍ତ୍ରାଗ୍ନ ।
 ଏକାୟେ ସଂଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡି କରବ ଏଥନ ॥

ଶ୍ରୀନାଥ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ମହାଭାରତ ।

ଇନି କୋଚବିହାରେର ମହାରାଜ ପ୍ରାଣନାରାୟଣେର ଆଜ୍ଞାୟ ସମଗ୍ର
 ମହାଭାରତେର ପଞ୍ଚାମୁବାଦ ରଚନା କରେନ ।

ବହୁପୂର୍ଣ୍ଣେ ମହାରାଜା ପ୍ରାଣନାରାୟଣ ।
 ଜୟମ ଜୟୀଶ ଯାକ୍ ବୋଲେ ସର୍ବଜନ ॥
 ସେହି ଦିନ ମନ ଦେବ ଭୋଗେ ପୁରନ୍ଦର ।
 ବିଷ୍ଣୁସିଂହକୂଳ କୁମୁଦିନୀ ଦିବାକର ॥
 ଶ୍ରୀନାଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ଉପାସକ ତାର ।
 ଆମି ପର୍ବ ଜାବତେର ବଚିଲ ପନ୍ଥ ॥

মুঘল-পর্ব ।

হস্তিনা পুরীর রাজা হৈল ধর্মরায় ।
 পুত্রের অধিক করি পালয়ে প্রজায় ॥
 নানা ষস্ত্র নানা দান কৈল নৃপতি ।
 নৃত্য গীত নানা রঙ্গ কোতুক করে নিতি ॥
 লীলা বাণী বাজায় বাজায় শঙ্খনাদ ।
 পটহ (১) মৃদং বাজায় নাহি অবসাদ ॥
 নটীগণ নাট করে গায়নে গীত গায় ।
 শুনিলে মধুর ধ্বনি কোকিলে পলায় ॥
 শুনিয়া দ্রোণদীর আকুল হৈল মন ।
 পঞ্চ পুত্র দেবীর মনে হইল তখন ॥
 অচৈতন্ত হুয়া দেবী ভূমিতে পড়িল ।
 মুখে জল দিয়া সবে দেবীক তুলিল ॥
 ব্যস্ত হৈল বৃকোদর পঞ্চ সহোদর ।
 হা হা পুত্র বলি দেবী কান্দিল বিস্তর ॥
 বৃকোদর বোলে শোক কেন কর রাজ-বালা ।
 বৃকোদর দেখি কোপে বলিতে লাগিলা ॥

দ্রোণদীর শোক ।

সব লোক রাজা গুন সভার ভিতর ।
 না দেখিএ অভিমুখ্য এ পঞ্চ কুমার ॥
 ধিক্ খাউক বৃকোদর তোমার রাজ্যভার ।
 পুত্র বধ বৃদ্ধ বাপ মারিলে আমার ॥
 ধিক্ খাউক ধনরয় তোমার বাহুবল ।
 চক্র-বক্ষে জএস্ত্র আদি মারিলে সকল ॥
 অভিমুখ্য ঘটোৎকচ ইরারস্তু নাম ।
 মদিরাক পুত্র মৈল অতি অহুপাম ॥
 নির্বংশ হইল রাজ্য লইবার তরে ।
 কি কারণে জ্ঞাতি বধিলে বৃকোদরে ॥
 জ্ঞাতি বধ ইষ্ট মিত্র সব বধ করি ।
 কাক (২) লাগি শাসিলা রাজ্য হস্তিনা নগরী ॥
 ধন জন সঞ্চএ করি পুত্রের কারণ ।
 নির্বংশ হইলে ছয় নরকে গমন ॥

অশ্বখামার শিরোমণি ।

অস্ত্রায় সমরে বধিলে মোর স্মৃত ।
 অশ্বখামা বিজ হৈল মোথে (১) যমদূত ॥
 নিদ্রা যায় পুত্র মোর আপন মন্দিরে ।
 পাপিষ্ঠ অশ্বখামা আসি মোর পুত্র মারে ॥
 ধিক্ যাউক বুকোদর তোমার বাহুবল ।
 তোমা বিত্তমানে মৈল বান্ধব সকল ॥
 জ্ঞাতি বন্ধু পুত্র মারি বাজ্যের অভিলাষে ।
 ধিক্ ছার থাকুক তোমার জীবনের আশে ॥
 পুত্র-শোক ভীম মোর দহিল হৃদয় ।
 পুড়িব শরীর আমি গুন মহাশয় ॥
 কি কারণে প্রাণ ধরে বীর ধনঞ্জয় ।
 কি কারণে প্রাণ ধরে ধর্ম্মের তনয় ॥
 অশ্বখামা বীর মোব হৈল কালানল ।
 পুত্র-শোকে হৃভদ্রা বড়ই বিকল ॥
 অশ্বখামার শিরোমণি হাতে পাও যবে ।
 মোর হৃদয়ের তাপ পলাইবে তবে ॥
 যদিবা আমাক শ্রদ্ধা থাকয়ে তোমায় ।
 অশ্বখামার শিরোমণি দেখাহ আমায় ॥
 স্বামী যার জীয়ে তার মনোরথ হয় ।
 অশ্বখামার শিরোমণি আনি দেহ মহাশয় ॥
 নহে জ্ঞার বধ দিব তোমার উপর । (২)
 কহিলাম নিশ্চয় কথা গুন বুকোদর ॥
 দ্রোপদীর করুণা শুনিয়া ভীমসেন ।
 অগ্নির উপড়ে ঘৃত ঢালি দিল যেন ॥
 দর্প করে ভীমসেন গুনে যাজ্ঞসেনী ।
 আজি রণে কাটিব অশ্বখামার শিরোমণি ॥
 অশ্বখামার শিরোমণি আনিতে যবে নারো ।
 তবে ভীমসেন নাম অকারণে ধরো ॥
 এত বলি মহাকোপে শোষণে শরীর ।
 কালান্তক যম যেন বুকোদর বীর ॥

(১) মোকে, আমার প্রতি । (২) অশ্বখামার শিরশ্ছেদন
 করিয়া তাহার শিরোমণি আমাকে আনিয়া দাও, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ
 করিব এবং এই জ্ঞাহত্যার ভাগী তুমি হইবে ।

হৃষীক সারথি করি নিল বৃকোদর।
 রথ সাজায়ে অস্ত্র তাতে তোলে বহুতর ॥
 অস্থখামা বীর জান পৃথিবী-বিদিত।
 অস্ত্র অস্ত্রে জিনিতে নারিব কদাচিত ॥
 হৃষীক সারথি অস্ত্র তুলিল বহুতর।
 লক্ষকোট ধনুঃ গুণ বহু অস্ত্র আর ॥ (১)

বাসুদেব আচার্য্যের মহাভারত।

বাসুদেবের পরিচয় সম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায়—

শিবদেব ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্ততি।
 ভবানীর সেবা করি কৈল বসবতি ॥
 মৈথিল ব্রাহ্মণ তাকে জানিবা নিশ্চয়।
 কীরাম ঠাকুর হেন লোকত বোলয় ॥
 তার উপাসক এক ভ্রোতিষ ব্রাহ্মণ।
 বাসুদেব নাম তার কহে সর্বজন ॥

আর একটু পরিচয় এই নিম্নোক্ত অংশেই আছে। রঙ্গপুর হইতে
 শ্রীযুক্ত গোপাল দাসকুণ্ড মহাশয় ১৫০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি হইতে নিম্নের
 অংশ নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান।

স্বর্গারোহণ-পর্ব।

লিপির তারিখ পাওয়া যায় নাই। অক্ষর দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থখানির
 বয়স ১৫০ বৎসরের কম নহে। গ্রন্থখানি জীর্ণ।

সন্ন্যাসীর বেশ ধরি যায় পঞ্চ ভাই।
 তার পাছত যায় পাটেশ্বরী আই (২) ॥
 দ্রোণদী সহিতে পঞ্চ ভাই যায় বন।
 নগরীয়া লোকে দেখি করন্তু ক্রন্দন ॥

পরিজন ও প্রজাবৃন্দের
 বিলাপ।

(১) এই অংশ শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ড মহাশয় সংগ্রহ করিয়া
 দিয়াছেন। (২) মাক। এখানে দ্রোণদী।

ভৃত্য বহুগণ কান্দে অনেক নৃপতি ।
 আমাক ছাড়িয়া প্রভু যাও কোন ভিত্তি ॥
 নটে ভাটে ত্রাস্থণে কান্দন্ত (১) উচ্চ করি ।
 কি কারণে রাজ্যভার যাও পরিহারি ॥
 নারী সব কান্দে পাণ্ডবের মুখ চাই ।
 হস্তী ঘোড়া পদাতিক কান্দন্ত ঠাই ঠাই ॥
 অটবীর পক্ষী কান্দে বনে রাখোয়াল (২) ।
 তীর্থবনে কান্দে বেড়ি সন্ন্যাসী সকল ॥
 নদী তীর্থক্ষেত্র গ্রাম গৃহ বাহিরত ।
 গলা বান্দি কান্দে নর নারী সমস্ত শত ॥

যুধিষ্ঠিরের স্তম্ভ শোক ।

হে যুধিষ্ঠির বাপু যাহু কোন ঠাই ।
 নগরত রৈবৌ আমি কার মুখ চাই ॥
 দীর্ঘ-নাশা গোর-বর্ণ প্রসন্ন-বদন ।
 করি-কর-সম-বাহু মধুর-বচন ॥
 লক্ষেক নৃপতি যার চরণ সেবয় ।
 হেন যুধিষ্ঠির রাজা ভূমি-পায় (৩) যায় ॥
 হার তাড় স্বর্ণ বস্ত্র নুপুর কঙ্কন ।
 ইহা ক (৪) ছাড়িয়া লৈল মলিন-বসন ॥
 চন্দ্র সূর্য্য নাহি দেখে যার নথপাঁতি ।
 হেনয় দ্রৌপদী মাও যায় কোন ভিত্তি ॥
 পদ্মক অধিক যার চরণ কোমল ।
 হাটিতে কঙ্কাল হানে স্তন ছিরিকল (৫) ॥
 বিষ জিনি ওষ্ঠ ছুই মুখ স্খা কর ।
 অনিন্দিত ভুরু ছুই ধনু মদনর ॥
 মৃগাল-সদৃশ বাহু-গজেন্দ্র-গামিনী ।
 যাহার চরণ সেবে লক্ষেক কামিনী ॥
 ভূমি-পায় হাটি যায় রাজা পাটেশ্বরী ।
 হেন দ্রৌপদীক দেখিয়া কান্দে নর-নারী ॥

দ্রৌপদীকে লক্ষ্য
করিয়া ।

ভীমার্জুনের প্রতি ।

গজেন্দ্র সমান তত্ত্ব দুর্জনের কাল ।
 ধরণী কম্পয় যদি করয় আফাল ॥

- (১) ক্রন্দন করে । (২) রাখাল । (৩) পদতলে ।
 (৪) এই সমস্ত । (৫) শ্রীকল ।

হাজার হস্তীর বল যাহার গায়ত ।
 রত্ন-শালে কীচকক করিয়াছে হত ॥
 খাইতে না পাইলে একে তিলে যায় প্রাণ ।
 হেন ভীমসেন বাপু যায় কোন থান ॥
 হে ধনঞ্জয় বাপু যাহ কৈক (১) লাগি ।
 তোমার বিয়োগে হের হইলো বৈরাগী ॥
 ঘোর রণ করি তুমি শঙ্কর তুঘিলা ।
 বাহুব বলত সৰ্ব পৃথিবী শাসিলা ॥
 এবে মুনি বেশ ধরি যাও কোন ঠাই ।
 আমি গৰ্ব করিবো কাহার মুখ চাই ॥ (২)
 এহি বুলি প্রজাগণ কান্দে উচ্চ করি ।
 নকুলক দেখন্তে সকল যায় মরি ॥
 হে স্বভাবে তরুণ বাপু সুন্দর বদন ।
 নাবাশ্যত দেখি যেন রতির মদন ॥
 কি কারণে যায় তুমি রাজ্য-ডার ছাড়ি ।
 নকুল নকুল বুলি কান্দে ডাক পাড়ি ॥
 হে সহদেব বাপু যায় কোন ঠাই ।
 পণ্ডিত ত তোমার সমান কেহ নাই ॥

নকুল-সহদেবের প্রতি ।

পাণ্ডবের মুখ চাহি কান্দে প্রজাগণ ।
 'প্রজার ক্রন্দনে কান্দে ধর্মের নন্দন ॥
 নকুল সহদেব কান্দে ভীম ধনঞ্জয় ।
 লোকের ক্রন্দনে দাদা প্রাণ দগধয় ॥
 আউল ঝাউল কেশ বিবর্ণ-বদন ।
 আমার কারণে দাদা করিছে ক্রন্দন ॥
 ভূমিত পড়িয়া কান্দে কত নয়-নারী ।
 গড়াগড়ি পাড়ে কত ত্রুটি (৭) জ্ঞান হরি ॥
 আমার নিমিত্তে দাদা কি হুঃখ লোকের ।
 হাটিতে না পারি শোকে প্রাণ যায় হের ॥
 শোকে হুঃখে যায় বীরে পাণ্ডুর নন্দন ।
 গ্রীবা ভঙ্গ করি চাহে প্রজার বদন ॥

(১) কিসের ।

(২) আমার কাহাকে লইয়া গৰ্ব করিব ।

প্রজাণ কন্দন দেখি হাটিতে না পারে ।
 রাজার শরীর শোকে ঢলোপড়ো (১) করে ॥
 শুনিগোক (২) সভাসদ পদ ভারতের ।
 প্রাণীর কারণে দেখ কি দুঃখ ধর্মের ॥
 রাজ্য ছাড়ি গহাপথ করিল গমন ।
 হেন জানি বিষত (৩) না করিবা মন ॥
 ভায়া পুত্র বিষত না করিবা মন ।
 শীঘ্রগতি লৈয়ো সবে বিষ্ণুত শরণ ॥
 সংসার-সাগরে হরি-নাম-নৌকা সার ।
 যমের দ্তক টু (৪) দেখাই হৈয়ো পার ॥

রাম ঠাকুরের এক উপাসক ব্রাহ্মণ ।
 স্বর্গ-আরোহণ পদ করিল স্জন ॥
 নাম তার বাসুদেব গোবিন্দেব দাম ।
 বাসুদেব নৃপতির রাজ্যত বাস ॥
 তার সম মূঢ়মতি নাহি একজন ।
 গোষ্ঠি কুটুম্বক ছাড়ি করিলু ভ্রমণ ॥
 সাধুর চরণে পড়ি করহো কাকুতি ।
 মরণে জীবনে হোক কৃষ্ণেত ভকতি ॥
 এক নিবেদন করোঁ গুন সাধু ভাই ।
 কৃষ্ণের চরণ বিনে আর গতি নাই ॥
 হেন জানি কাম ক্রোধ এড়ি শীঘ্র করি ।
 সভাসদে উচ্চ করি বোল হরি হরি ॥

(১) ঢলোপড়ো = টলমল ।

(২) গোক ।

(৩) বিষয়ে = পার্থিব সামগ্রীতে ।

(৪) টু দেখাই = ফাঁকি দিয়া । ‘টু’ শব্দটা কতকটা ‘বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের’

নন্দরাম দাসের মহাভারত ।

কাশীরাম দাসের ভ্রাতা গদাধরবাবু পুত্র এই দ্রোণ-পর্ব রচনা করেন ।

রচনা-কাল ১৬৬০ খৃঃ ।

দ্রোণ-পর্ব ।

“অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” এবং দ্রোণের মৃত্যু ।

মুনি বলে মহাশয়

শুন রাজা জয়েজয়

হেন মতে পড়ে ভগদত্ত ।

দেখি রাজা দুর্যোধন

শোকেতে আকুল মন

আরোহণ কৈল গজমত্ত ॥

অশ্বখামা-হস্তী নাম

সংগ্রামেতে অমুপাম

অশ্বখামা-হস্তী ।

তার তুল্য নাহি গজবর ।

বর্ণে জিনি জলধর

ঈশা দন্ত সমসর

দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥

তাহে আরোহণ করি

দুর্যোধন অধিকারী

যথা আছে বীর বৃকোদর ।

হাতে গদা ঘোরতর

দুর্যোধন নৃপবর

ভীম সহ করিতে সমর ॥

দেখি ধাএ বৃকোদর

হাতে গদা ভয়ঙ্কর

শমন-সমান মহাবীর ।

মহাক্রোধে অঙ্গ কাঁপে

দশন ধরিয়া চাপে

বজ্রবৎ কঠিন শরীর ॥

গদা যেন কালদণ্ড

সৈন্ত করে লণ্ড ভণ্ড

ভীম ও দুর্যোধন ।

এক ঘায় মারে শত শত !

অশ্ব হস্তী পড়ে যত

লিখিতে না পারে এত

শত শত চূর্ণ করে রথ ॥

আনন্দিত বৃকোদর

যুদ্ধ করে ঘোরতর

বায়ুবৎ ফিরে মহাবীর ।

ক্রোধে ভয়ঙ্কর মূর্তি

যেন মত ভাঙ্গ দেখি

আনন্দিত রাজা যুধিষ্ঠির ॥

দেখি যত বোদ্ধগণ ভয়ে সশঙ্কিত মন
 সংগ্রাম হইল ঘোরতর ।
 তবে ক্রোধে বায়ু-স্বত দেখি যেন ঘম-দূত
 গদা প্রহারিল করি-মুণ্ডে ।
 হস্তীর পতন ।
 বজ্রাঘাতে যেন গিরি তেন মত পড়ে করী
 শরীর হইল খণ্ডে খণ্ডে ॥
 ভয়েতে কম্পিত মন এক লাফে হুর্ঘ্যোধন
 হস্তী ছাড়ি পড়িল ধরণী ।
 গদা করি দুই করে প্রহারিল বৃকোদরে
 বজ্রের সমান শব্দ শুনি ॥
 গদাঘাতে বৃকোদর ক্রোধে কাঁপে থর থর
 নিজ গদা ধরে দৃঢ় মুষ্টি ।
 হুর্ঘ্যেব সমান মূর্তি যুগান্তের সমবৃত্তি
 সংহার করিতে যেন সৃষ্টি ॥
 মহাক্রোধে বৃকোদর মারে গদা ঘোরতর
 হুর্ঘ্যোধন রাজার উপর ।
 হুর্ঘ্যোধনের গলায়ন ।
 গদাঘাতে হুর্ঘ্যোধন অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন
 পলাইল তেজিয়া সমর ॥

হুর্ঘ্যোধন ভঙ্গ দেখি বৃকোদর হৈল স্তম্ভী
 সংহারিল বহু সেনাগণ ।
 সৈন্ত হৈল্য অস্থির দেখি ক্রোধে দ্রোণ বীর
 শীঘ্রগতি আইল্যা তত্তক্ষণ ॥
 আকর্ণ পুরিয়া দ্রোণ রাখে দিব্য অস্ত্রগণ
 বিকিলেক ভীমের হৃদয় ।
 দ্রোণের বৃদ্ধ ।
 মুর্চ্ছিত হইল বীর অঙ্গেতে বহিছে নীর
 পলাইল পবন-তনয় ॥
 পলাইল ভীমসেন দেখি আনন্দিত দ্রোণ
 বাণ-বৃষ্টি করে মহাবীর ।
 শত শত সেনা পড়ে কদলী যেমন ঝড়ে
 বোদ্ধগণ হইল অস্থির ॥
 তবে ক্রোধে ধনঞ্জয় দেখি সৈন্ত অপচয়
 শীঘ্র আইল্যা দ্রোণের সমুখ ।

ক্রোধে করে বাণ-বৃষ্টি সংহারিতে যেন সৃষ্টি
দেখি দ্রোণ মনে ভাবে হুঃখ ॥
হেন কালে নারায়ণ ডাকি বৈল শুন দ্রোণ
যে বলিএ বচন আমার ।
অশ্বখামা পুত্র তব আজি হৈল্য পরাভব
ভীম-হস্তে হইল সংহার ॥

শ্রীকৃষ্ণের হলনা ।

এত শুনি দ্রোণ-বীর মনে হৈল্য অস্থির
অন্তরে হইল বড় ত্রাস ।
অশ্বখামা জন্ম যবে শূরবাণী হৈল্য তবে
চিরজীবী कहিলেন ব্যাস ॥
হুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে চন্দ্র হৃদ্য স্থান ছাড়ে
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি ।
অসম্ভব্য কথা হেন ব্যাসের বচন অস্ত
কতু আমি ইহা নাহি জানি ॥
এত ভাবি কহে দ্রোণ শুন প্রভু ভগবান্
তব মায়া বুঝিতে না পারি ।
পুত্রে ব্যাস দিল বর চারি যুগে অমর
তবে কেন হেন বল হরি ॥
পুনরপি কৃষ্ণ বৈল্য বৃকোদর সংহারিল
হয় নয় পুছ ভীমসেনে ।
মিথ্যা নাহি বলি আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
অশ্বখামা পড়ি গেল রণে ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য পুত্র-শোক হত-ধৈর্য্য
কহিবারে লাগিল সত্বর ।
তবে আমি সত্য জানি যদি কহেন আপনি
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুণ্ডর ॥

তবে প্রভু নারায়ণ कहিলেন ততক্ষণ
ধর্ম্মপুত্র ডাকি নিজ পাশ ।
অশ্বখামা-হত জানি কহ তুমি নৃপমণি
দ্রোণ কহে সত্য এই ভাব ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কহে ধর্ম্ম নৃপমণি
কেমতে কহিব মিথ্যা বাণী ।

যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলার
জন্তু আরোচনা ।

মোর বাক্য সত্য হেন জানি ॥

মিথ্যা কথা নারিব কহিতে।

নিবেদিলাম তোমার সাক্ষাতে ॥

যদি মোর হয় সৰ্কনাশ ।

महापाप घातकी विश्वास ॥

প্রকার (২) করিয়া কহ দ্রোণে ।

ইতি গল্প পড়ে গেল রণে ॥

তথাপিহ অধর্ম্য বিস্তর ।

উদ্ধারের বলহ উত্তর ॥

କହିତେ ନାଗିନୀ ତତକ୍ଷଣ ।

তব সত্যে হইল এমন ॥

কি করিল রাজা দুৰ্য্যোধন ।

এক শিশু করিল নিধন ॥

এই কথা স্বরূপ বচন ॥

পুনঃ পুনঃ এক শত বার ।

অশ্বখামা হত সারোদ্ধার ॥

(১) আ মার সমস্ত দ্রব্যো বন্ধ পতিত হউক; সকল নষ্ট হউক। (২) কোশল।

শুন দ্রোণ-ধনুর্ধরে আজিকার সমবে
মম হস্তে অশ্বখামা হত ।
কহিল স্বরূপ বাণী নিশ্চয় জানিহ তুমি
এই কথা নহে অল্প মত ॥
এত শুনি কহে দ্রোণ প্রত্যয় না হয় মন
তোমার বচনে বৃকোদর ।
হত যদি মোব পুত্র তবে আমি জানি সত্য
যদি কহে ধর্মের কুণ্ডর ॥
এত শুনি নারায়ণ হৈলা ক্রোধিত মন
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে ।
শুনি ধর্মের নন্দন হইলা হৃঃপিত মন
কহিলেন দ্রোণেব গোচরে ॥
অশ্বখামা হৈলা নাশ ইতি গজ সত্য ভাষ
জানি আমি স্বরূপ উত্তর ।
এত বলি যুধিষ্ঠির শুন প্রভু যজুর্বীৰ
তথাপিহ অদর্শ্য বিস্তর ॥
পুনরপি কহে দ্রোণ সত্য কহ হে রাজন
অশ্বখামা হইল বিনাশ ।
কহিল ধর্মের সূত অশ্বখামা হৈল্য হত
ইতি গজ সত্য এই ভাষ ॥
পুনঃ পুনঃ কহে দ্রোণ কহ ধর্মের নন্দন
এই কথা স্বরূপ উত্তর ।
লঘু শব্দে নৃপমণি কহে ইতি গজ বাণী
পুনঃ পুনঃ দ্রোণের গোচর ॥

যুধিষ্ঠিরের মুখে মিথ্যা
কথা ।

যুধিষ্ঠির মুখে শুনি সত্য হেন দ্রোণ জানি
পুত্র-শোকে হইলা আকুল ।
ধনু ধরি বামকরে কান্দে দ্রোণ-ধনুর্ধরে
লোহে (১) ভিজ্ঞে অঙ্গের ঢকুল ॥
পুত্র-শোকে দ্রোণাচার্য্য হইলেন হতধৈর্য্য
চেতন হরিল ধনুর্ধর ।
কণ্ঠ-ভলে ধনু রাখি কান্দে দ্রোণ হয়্যা হৃঃখী
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥

দ্রোণের শোক ।

হেন কালে গদাধর বৈল্য শুন ধনুর্ধর
 হের দেখ বীর ধনঞ্জয় ।
 কাল-সর্পে দংশে দ্রোণে ঝাট কাটি পাড় বাণে
 এই বেলা কুন্তীর তনয় ॥
 তবে পার্থ ধনুর্ধর বাণ এড়ে শীঘ্রতর
 সর্প বলি কাটে ধনুর্ধর ।
 কণ্ঠদেশে বিদ্ধে ধনু অস্থির হইল তনু
 তাহাতে পড়িয়া গেল দ্রোণ ॥
 রথেতে পড়িল দ্রোণ হেন কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন
 খড়্গা লয়া ধাইল সত্বর ।
 যেন ধায় মৃগপতি হেন মত শীঘ্রগতি
 উঠে গিয়া রথের উপর ॥
 কাটিল দ্রোণের শির ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর
 নিজ রথে আইলা ততক্ষণ ।

দ্রোণ-বধ ।

দ্রুপদ্যোথনের শোক ।

দ্রোণের নিধন দেখি দ্রুপদ্যোথন মহাভঃখী
 হাহাকার করেন রোদন ॥
 মহানাদে শব্দ করি কান্দে কুরু-অধিকাবী
 পড়ি গেল ধরণী উপর ।
 মহাশোকে রাজা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
 আকুল হইলা নৃপবর ॥
 ব্যাস-বিরচিত কথা ভারত-অপূর্ব-কথা
 ইহা বিনে সুখ নাহি আর ।

নন্দরামের প্রার্থনা ।

রক্ত-কোকিল-পদ ভক্তগণ-অনুগত
 অকিঞ্চন জনের আধার ॥
 নানারূপে অবতারি দৈত্যগণ স্কন্দ করি
 পাতকীর পরিভ্রাণ-হেতু ।
 এ ঘোর সংসার-মাঝে উদ্ধারিব দেবরাজে
 নিজ-নামে বান্ধি দিল সেতু ॥
 অভয় চরণ তোমার ভক্তি রহক মোর
 এই মাত্র মোর নিবেদন ।
 সংসার-সাগর-ঘোরে পরিভ্রাণ কর মোরে
 নন্দরাম দাস বিরচন ॥

সারল কবির মহাভারত ।

সারল উৎকলনিবাসী ছিলেন। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে ইহাকে শারণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ২০০ শত বৎসবেব হস্তলিপিত পুথি হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত হইল।

বিরাট-পর্ব ।

বিরাট-রাজ-সভায় পাণ্ডবগণের আগমন ।

পাণ্ডবদের বনবাসের শেষ বৎসর অজ্ঞাতভাবে যাপন করার প্রতিশ্রুতি ছিল। এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাট-রাজার সভায় আগমন করিতেছেন।

সভা দিয়া বসিয়াছে মৎস্ত-অধিপতি ।
পাত্র-মস্ত্রিগণ সব ব্রাহ্মণ-সংহতি ॥
চলিছেন যুধিষ্ঠির রাজার সভায় ।
দূরে হৈতে মৎস্ত-বাজা দেখিবারে পায় ॥
সভাসদগণে ডাকি কহিছে বচন ।
এইত পুরুষবর বটে কোন জন ॥
আজামূলম্বিত-ভূজ কন্দর্প-শরীর ।
করিবর জিনিয়া গমন অতি দীর ॥
হস্ত পদ সুকোমল অতি বিচক্ষণ ।
অমৃতভবে বৃষি এই ক্ষত্রিয়-স্বক্ষণ ॥
কিন্তু ব্রাহ্মণের বেশে আসিতেছে হেথায় ।
কখন কেহ কোন জনা দেখেছ এহায় ॥
মহারাজ চক্রবর্তী হব এই জন ।
ছদ্মরূপে আসিতেছে করিয়া বঞ্চন ॥
এতক বচন রাজা বলিতে বলিতে ।
নৃপ-সন্নিধানে ধর্ম আইলা ত্বরিতে ॥
রাজার নিকটে আসি ছই বাহু তুলি ।
দাণ্ডাইল সভামধ্যে জয়যুক্ত বলি ॥
প্রণমিঞা মৎস্ত-রাজা দিলেন আসন ।
কি নাম কিবা গোত্র জালা কি কারণ ॥

যুধিষ্ঠির ।

কন (১) কুলে উদ্ভব কেমন বংশে জন্ম ।
 কি কারণে আসিয়াছ কহ দেখি মর্শ্ব ॥
 তোমাতে দেখিঞা বড় তুষ্ট হইলাঙ আমি ।
 যে মাঁগিবে তাই দিব মাঁগি লেহ তুমি ॥

শুনিয়া রাজার বোল ধর্ম্মের নন্দন ।
 কহিতে লাগিল আমি জাতি যে ব্রাহ্মণ ॥
 বৈরাগ্য আমার গোত্র কঙ্ক ধরি নাম ।
 দ্যুতেতে নিপুণ আমি অতি অল্পপম ॥
 ছায় শাস্ত্রে পৌরাণিক সকলের জ্ঞাত ।
 প্রবাল মাগিকের মূল্য জানি ভাল মত ॥
 বিরাট বলেন আমি কহি তব আগে ।
 ব্রাহ্মণ হইবে তুমি মনে নাহি লাগে ॥
 ক্ষেত্রীর পালক-যোগ্য দেখি যে তোমার ।
 রাজ-চক্রবর্তী হবে বৃদ্ধি অভিপ্রায় ॥
 শুনিঞা ধর্ম্মের পুত্র কহে আর বার ।
 আমিহ ছিলাম সখা যুধিষ্ঠির রাজার ॥
 তাহাতে আমাতে ভেদ কিছু মাত্র নাঞি ।
 দ্যুতে হারি রাজ্য-চ্যুত হৈল পঞ্চ ভাই ॥
 শত্রু নিল রাজ্য ধন গেল বনবাসে ।
 তাহারে খুঁজিয়া আমি বুলি দেশে দেশে ॥
 তব নাম যশঃ শুণ শুনিঞা প্রবণে ।
 রূপা করি রাখ যদি থাকি তব স্থানে ॥

শুনিয়া আনন্দ বড় হৈল মৎস্ত-রাজ ।
 এমন মাহুবে আমার বড় কাষ ॥
 আমার সভাতে তুমি থাকহ গোসাঞি ।
 যেন আমি তেন তুমি ইথে অন্ত নাঞি ॥
 মোর যত পাত্র মন্ত্রী সেবিব তোমাতে ।
 তব প্রভু পণ কৈল সভার ভিতরে ॥
 ধর্ম্ম বলে শুন রাজা আমার বচন ।
 হবিষ্য-আহারী আমি ভূমেতে শয়ন ॥

কঙ্ক-নাম ধবিয়া রছিল যুদ্ধিষ্ঠির ।
 কথো ক্লেণে ছয়রূপে বৃকোদর বীর ॥
 হাতেতে করিয়া চাটু (১) মৃগপতি-গতি ।
 রাজার সভায় আসি হৈলা উপনীতি ॥
 আশীর্বাদ করিয়া দাণ্ডাল্য সভা-মাঝে ।
 জয়যুক্ত তোমার হউক মৎস্ত-বাজে ॥
 প্রণমিঞা বিবাট কহেন সবিনয়ে ।
 কিবা নাম কিবা গোত্র কহ পবিচরে ॥
 ভীমসেন বলে আমি হই স্থপকার ।
 বল্লভ বলিয়া নাম খাত যে আনাব ॥
 পাণ্ডবেব আশ্রয়ে ছিলাম চিরকাল ।
 বল্লভ আমাব নাম দিলা মহীপাল ॥
 আসিয়াছি তব নাম শ্রবণে শুনিঞা ।
 আমার গুণের কথা কহি বিবরিয়া ॥
 মল্ল-যুদ্ধে মোর সম নাহি এ ভারতে ।
 সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লকে পারি যে ধরিতে ॥
 শুনিঞা নৃপতি বলে শুনহ গোসাঞি ।
 যথোচিত বৃত্তি দিব শুন মোর ঠাঞি ॥
 মোর যত স্থপকার আছে দ্বিজমণি ।
 সভাকার উপরে প্রধান হবে তুমি ॥
 এত শুনি মৎস্ত-বাজা ভীমসেনে বলে ।
 নিযুক্ত করিলা তারে রত্নয়ের শালে ॥

ভীম ।

হেন মতে ভীমসেন বঞ্চিলা তথায় ।
 কথোক্ষণে আইলা পার্থ নপুংসক প্রায় ॥
 রাজহংস জিনি গতি গমন-মাধুরি ।
 ছই ভূজে সমহুত্রে হর্যো দীপ্তি করি ॥
 জ্বীলোকের মত করি পরিলা বসন ।
 ছয়রূপে সভা-মধ্যে করিলা গমন ॥
 নৃপতিকে সম্ভাবিয়া দাণ্ডাইল পাশে ।
 বিশ্বয় হইয়া রাজা তাহারে জিজ্ঞাসে ॥

অর্জুন ।

কহ কি কারণে আইলে কহ কিবা নাম ।
 দেখিয়া বিশ্বয় লাগে কথা তব ধাম ॥
 ছদ্মরূপ ধরিয়াছ হইয়া রমণী ।
 ভ্রম আচ্ছাদনে যেন থাকয়ে আগুনি ॥
 মেঘে যেন দিবাকর দেখি আচ্ছাদিত ।
 তেজে বীৰ্য্যে রূপে গুণে দেব-সম্ভবিত ॥
 কোন দেবতার পুত্র ছদ্মরূপ ধরি ।
 আইলে আমার কাছে বুঝিতে না পারি ॥

অর্জুন বলিল রাজা শুন সাবহিতে ।
 নৃত্য গীতে আমা সম নাহি পৃথিবীতে ॥
 বৃহন্নলা নাম মোর হৈল নপুংসক ।
 গীত বাজ তাল মান জানিয়ে নর্তক ॥
 রাজা বলে প্রবঞ্চনা না কর আমারে ।
 এ কণ্ঠের যোগ্য নহে মনে নাহি ধরে ॥
 অর্জুন বলেন রাজা মিথ্যা নাহি বলি ।
 পাণ্ডবের ভার্য্যা ছিল নামেতে পঞ্চালী ॥
 তাহার গায়ন ছিলাম বহুকাল অবধি ।
 পাণ্ডব বিপিনে গেলা সঙ্গেতে দ্রৌপদী ॥
 চিরকাল যথাস্থখে ছিলাম তথায় ।
 দেশে দেশে খুঁজিয়া বেড়াই তা সভায় ॥
 আইলাম তব কাছে নাম যশঃ শুনি ।
 মোরে যদি রাখ তবে হেথা থাকি আমি ॥
 এত শুনি কহেন বিরাট দণ্ডধারী ।
 উত্তরা নামেতে আছে আমার কুমারী ॥
 আর যত কল্যাণ আছে সকলে ।
 নৃত্য গীত সভাকে শিখায় কুতূহলে ॥
 এত বলি মন্ত্র-রাজা রাখিল তাহারে ।
 বৃহন্নলা হয় পার্থ রহে অন্তঃপুরে ॥

নকুল ।

কথো কণে নকুল অশ্ব-বৈদ্য হয় ।
 বিরাট-রাজার কাছে উত্তরিলা গিয়া ॥
 নৃপতিকে সম্ভাষিয়া দাণ্ডাল্য নিকটে ।
 সভামধ্যে দাণ্ডাইল করি করপুটে ॥

রাজা বলে কথা হৈতে আইলে মহাশয় ।
 কথাকারে যাবে তুমি কথায় আলয় ॥
 নকুল বলেন বাজা কহি সভাতলে ।
 অশ্বের চিকিৎসা রাজা আমি জানি ভালে ॥
 যে ঘোড়াকে রাখি আমি শুন মহীপাল ।
 বড়ই সুবুদ্ধি হয় না থাকে জঞ্জাল ॥
 অশ্ব বৈজ্ঞ হই আমি দামগ্রহি নাম ।
 এত কাস ছিন্ন আমি পাণ্ডবের স্থান ॥
 পাণ্ডবের অশ্বগণ পালিতাম আমি ।
 দেবলে হারিয়া তারা হৈল বনগামী ॥
 ভ্রাতৃ-সঙ্গে পাশা খেলি সর্বস্ব হারিল ।
 রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া না জানি কথা গেল ॥
 তা সভারে না পাইয়া মোরে হেন গতি ।
 তব গৃহে থাকি যদি রাখ নরপতি ॥
 নকুলের কথা শুনি আনন্দ রাজন ।
 মোর গৃহে থাকহ পালহ অশ্বগণ ॥
 যতেক অশ্বগণ আছএ আমার ।
 সকল-উপরে তোমার অধিকার ॥
 অশ্ব-শালে নকুল করিলা সমর্পণ ।
 অশ্ব-শালে মাত্রী-হৃত করয়ে বঞ্চন ॥

কথো কণে সহদেব গোয়ালী বেশেতে ।
 গো-পুচ্ছ-লোমের দড়ী বেড়িয়া কটিতে ॥
 যেন মত গোপগণ করে আশুসার ।
 সেই মত চলিয়াছে মাত্রীর কুমার ॥
 দূরে থাকি বিরাট করয়ে নিরীক্ষণ ।
 বিষয় হইয়া চাহে সভাসদ জন ॥
 হেন কালে মাত্রী-হৃত গোপ-বেশ ধরি ।
 নৃপতিকে সম্ভাষিয়া কহে ঘোড়করী ॥
 সহদেব বলে রাজা শুন মহাশয় ।
 এতদিন ছিন্ন আমি পাণ্ডব-আলয় ॥
 জাতি যে গোয়ালী আমি গাভী রক্ষা কবি ।
 তরীপাল বলিয়া সে নাম আমি ধরি ॥

সহদেব ।

পাণ্ডবের রাজ্য ধন হারিয়া পাশায় ।
 না জানিএ ভাৰ্য্যা সঙ্গে গেলেন কথায় ॥
 তব কাছে আমি আসিয়াছি শুন মহাশয় ।
 লোক-মুখে শুনিয়াছি তব পরিচয় ॥
 তোমার যে গাভীগণ আছএ বিস্তর ।
 তে কারণে আইলাঙ তোমার গোচর ॥
 আর এক মোর গুণ শুন দণ্ডধারী ।
 ভূত ভবিষ্যতি আমি গণিবারে পারি ॥
 যুধিষ্ঠির-নিকটে ছিলাম বহুদিন ।
 রাজ্য-চ্যুত হয়্যা তারা গেলেন বিপিন ॥

শুনিঞা বিরাট-রাজা আনন্দ অপার ।
 থাক তন্ত্রীপাল তুমি আমার গোচর ॥
 আমার গোধন রাখ মন-কুতূহলে ।
 প্রধান হইলে তুমি রাখাল সকলে ॥
 আশা পদ্ম দেখু আছে ভবনে আমার ।
 দশ লক্ষ বাগানে বাগানি করে যার ॥
 প্রথুনা নামেতে এক গাভী যে প্রচুর ।
 প্রথুনা গাভীর শত লক্ষ যে বাছুর ॥
 তিন লক্ষ বৃষ তার চারি লক্ষ গাই ।
 তাহা হৈতে আমার যে গরুর বাড়ি (১) নাঞি ॥
 এ সকল রক্ষা কর থাকি মোর পুরে ।
 এত শুনি সহদেব রহিলা তথাকারে ॥

দ্রৌপদী ।

এখানেতে যাক্সসেনী ছদ্মরূপ ধরি ।
 মুক্ত-কেশে বাড়লিনী (২) গমন মাধুরি ॥
 নগরের মধ্যে গিয়া দিলা দরশন ।
 দেখিবারে আইল নগরবাসী জন ॥
 আবাল যুবক বৃদ্ধ করে ধায়াধাঞি ।
 কেহ হুট কেহ শ্রেষ্ঠ লেখা জোখা নাঞি ॥
 দ্রৌপদীর অঙ্গখানি অতি সুকোমল ।
 ক্লেশ-দেহ হয়্যাছে অতি বড়ই দুর্বল ॥

(১) বাড়ি = বাড়া = প্রেষ্ঠ ।

(২) পাগলিনী ।

মুক্ত-কেশা উৰ্দ্ধ্বাঙ্গ মলিন বদন ।
 দেখি পরিহাস করে যত দৃষ্টগণ ॥
 কেহ বলে কথা হৈতে আইল বাউলিনী ।
 পরম রূপসী কার ঘরের কামিনী ॥
 কেহ অঙ্গে ধূলা দেই কেহ করে মানা ।
 কেহ বলে ছদ্মরূপে আইল কন জনা ॥
 বাউলিনী মত কৃষ্ণা নগরে বেড়ায় ।
 বিরাট-রাজার রাণী ছিলা বরকায় (১) ॥
 দাসী শুদ্ধা বসিয়াছে প্রাসাদ মন্দিবে ।
 হেন কালে দ্রোপদীকে পাল্য দেখিবারে ॥

সুদেষ্ণা পাঠায় দাসী দিলা আপনাব ।
 কেঁবা সে রূপসী ভ্রমে চন্দ্রের আকার ॥
 ত্বর করি আন গিয়া আমার সদনে ।
 প্রেমণী চলিয়া গেলা রাণীর বচনে ॥
 যেখানে ভ্রমেন কৃষ্ণা নগর-ভিতরে ।
 সুদেষ্ণার দাসী গিয়া বলে ধীরে ধীরে ॥
 শুন রূপবতী চল অতি শীঘ্রগামী ।
 রাজরাণী-নিকটে তরায় চল তুমি ॥
 শুনিয়া দ্রুপদমুতা বিলম্ব না কৈল ।
 প্রেমণীর সঙ্গে অন্তঃপুরে চলি গেল ॥
 কৈকে রাজার কথা সুদেষ্ণা সুন্দরী ।
 বিরাট-রাজার সেই হয় পাটেশ্বরী ॥
 জিজ্ঞাসিল কে তুমি ভ্রমহ একাকিনী ।
 অঙ্গরী কিন্নরী কিবা মাহুধী নাগিনী ॥
 হেন বেশ ধরিয়াছ না পারি বুঝিতে ।
 তোমার সন্থ রূপ না পাই দেখিতে ॥

শুনিলে পার্বতী কহে সুদেষ্ণা রাণীরে ।
 মোর পরিচয় রাণী কহি গো তোমারে ॥
 জাতি যে সৈরিন্দ্রী আমি হই বেশকারী ।
 চন্দন হাসিয়া মালা গাঁথিবারে পারি ॥

পূৰ্বেতে ছিলাও আমি ছারকা-ভুবনে ।
 বেশকারী আছিলো সত্যভামা সনে ॥
 আমার শীলতা সেই দ্রোপদী দেখিয়া ।
 সত্যভামার কাছে মোরে নিলেক মাগিয়া ॥
 বন্ধিলাও বহুদিন দ্রোপদীর সনে ।
 দ্যুতে হারি পতি সঙ্গে ক্লম্ভ গেল বনে ॥
 এই হেতু ভ্রমি আমি পাণ্ডবে খুঁজিঞা ।
 যদি তুমি রাখ মোরে কৃপাযিত হঞা ॥

শুনিঞা সুরদেয়া বলে শুন রূপবতী ।
 আমি স্থির হৈতে নারি হয়্য স্ত্রী-জাতি ॥
 তোমার সমান রূপ কথাহ না দেখি ।
 আপন কণ্টক কি করিব তোমা রাধি ॥
 মোর প্রাণ-নাথ যদি দেখএ তোমায় ।
 তোমা দেখি অনাদর করিব আমার ॥
 তে কারণে তোমা আমি নারিব রাখিতে ।
 শুনিয়া সৈরিন্ধরী বলে মধুর বাক্যেতে ॥
 আপন প্রকৃতি আমি তোমাবে সে কই ।
 নিশ্চয় জনিহ আমি সে রীতের নই ॥
 গন্ধ জনা গন্ধৰ্ব্ব আছে মোর স্বামী ।
 তাহা বিনে অশ্রু জনে নাহি জানি আমি ॥
 পাণ-চক্ষু মোর পানে চাহে বেই জন ।
 গন্ধৰ্ব্বের হাতে তার অবশ্য মরণ ॥
 আছুক রাজার দায় দেবতা আইলে ।
 অবশ্য তাহার মৃত্যু আমারে ইচ্ছিলে ॥
 সকল গন্ধৰ্ব্ব সেবে মোর স্বামিগণ ।
 দেব-দ্বিজ-ভক্ত তারা বিষ্ণু-পরায়ণ ॥
 না ছুঁব উচ্ছিষ্ট অন্ন না ছুঁব বরণ ।
 পুরুষের ঠাই না পাঠাবে কদাচন ॥

তিন কার্য্য অভয় যজ্ঞপি দেহ মোরে ।
 তবে ত বঞ্চনা আমি করি তব ঘরে ॥
 আর যে করিবে আজ্ঞা আমারে বধন ।
 পালিব তোমার আজ্ঞা করি প্রাণপণ ॥

স্তনিঞা স্তদেষা রাণী করিলা স্বীকার ।
 তবে মহাস্থখে থাক নিকটে আমার ॥
 এইরূপে যাজ্ঞসেনী তথায় রহিল ।
 সৈরিক্দীর বেশেতে স্তদেষা বশ হৈল ॥
 অস্তঃপুরে নারীগণ পাইলা বড় প্রীত ।
 সদাই থাকয়ে ক্লম্বা স্তদেষা-সহিত ॥
 পুষ্পমালা গাঁথি দেই চন্দন ঘসিয়া ।
 যখন যে বলে থাকে আজ্ঞাবর্তী হৈয়া ॥
 বড়ই সন্তোষ রাণী হইল তাহাতে ।
 তিল আধ না রহিলে না পাবে রহিতে ॥

কঙ্ক নামে যুধিষ্ঠির বিরাট-সভায় ।
 ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিচারেতে আছেন তথায় ॥
 করেন দেবল ক্রীড়া নৃপতির সনে ।
 মংস্ত-রাজ বড়ই সম্প্রীত পাইল মনে ॥
 ভীমসেন আছয়ে হইয়া সুপকার ।
 অমৃত-সিক্ত অন্ন রন্ধন বাহার ॥
 ভোজনে হইলা বশ রাজা-আদি করি ।
 ধনু যে বল্লভ দ্বিজ যাই বলি হারি ॥
 নপুংসক বেশে পার্থ হয়্যা বৃহন্নলা ।
 উত্তরাদি কন্যাগণে মোহিত করিলা ॥
 নৃত্য গীত তাল বাজে যত কন্যাগণে ।
 ধনঞ্জয়-গুণে বশ হইলা মগনে ॥
 আছএ নকুল অশ্বগণের পালনে ।
 দুষ্টপনা রোগ তারা কভু নাহি জানে ॥
 শস্ত্র-পূর্ণা ক্ষিতি হৈল সত্যবাদী লোক ।
 ধনবান্ প্রজা হৈল নাহি জানে শোক ॥
 বৃক্ষগণে ফল ফুল হইল বহুতর ।
 স্নগন্ধী শীতল বায়ু বহে নিরন্তর ॥
 এইরূপে ছয় জন আছএ অজ্ঞাতে ।
 পাণ্ডব বলিয়া কেহ না পারে লখিতে (১) ॥

পাণ্ডবগণে রাজ্যের
 কুশল ।

পুরুষের দশ দশা ইথে নাহি আন ।
 সভাকার সব দিন না যায় সমান ॥
 যে পাণ্ডব গোবিন্দেরে বাক্যেছে প্রেম-ভোমে ।
 হেন জন পরাধীন হয়্যা পর-ঘরে ॥
 সরস্বতী-চরণে ভাবিয়া একমন ।
 গাইল সারল কবি উৎকল-ব্রাহ্মণ ॥

কৃষ্ণানন্দ বসুর মহাভারত ।

কৃষ্ণানন্দ বসুর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই । যে পুথি হইতে
 এই অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহার হস্তলিপি বাৎ ১১৯৯ সনের (১৭৯১ খৃঃ) ।
 আমরা এই পুস্তকের রচনা সপ্তদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে করি ।

হরিনাম-মাহাত্ম্য ।

নারদের প্রেত-পুরে গমন ।

নারদের স্তব ।

দেবর্ষি নারদ বিখ্যাত জিভুবন ।
 বৈকুণ্ঠের দ্বারী কেহ না কৈল বারণ ॥
 উপনীত হৈল যথা লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
 কর-ষোড়ে প্রণমিঞা করয়ে স্তবন ॥
 জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ-ঈশ্বর ।
 জগত-নিবাস জয় জগতের পর ॥
 অপার মহিমা তোমার দিতে নারি সীমা ।
 শিষ্টকে পালন কর দুষ্টের গরিমা ॥
 স্বজন পালন তুমি সংহার-মুরতি ।
 অখিল-পালন জয় অখিলের পতি ॥
 নমো নমো দেব আদি-সংস্র-অবতার ।
 * * * বেদের উদ্ধার ॥
 নমো নমো অবতার নমো বজ্র-রূপ ।
 হিরণ্যাক্ষ-বিদারক পৃথিবী-উদ্ধারক ॥
 নমো ভৃগুপতি নমঃ ক্ষেত্রী-কুলান্তক ।
 নমঃ কুর্ক-অবতার নন্দাম-ধারিক ॥

নমস্তে মোহিনী-রূপ শঙ্কর-মোহিনী ।
নমো নমো জগৎপতি অখিলের মনি ॥
ছোট বড় জীব তুমি সর্বত্র ব্যাপক ।
নমস্তে মাধব নমঃ সংসার-পালক ॥

এইরূপে কৈল বহু স্তুতি মুনিবর ।
তুষ্ট হয়্যা আশিস করিলা দামোদর ॥
ধন্য ধন্য মহামুনি ব্রহ্মার কুমার ।
কোন্ হেতু হেথাকে তোমার আগুসার ॥
ভকত-অধীন আমি ভকত-জীবন ।
ভকতের ধন আমি ভকতের মন ॥
মনোময় রূপ আমি মন-অগোচর ।
কাহারে নির্ণয় নাই কারে ভিন্ন পর ॥
আত্মরূপে সর্ব-ভূতে আমার প্রকাশ ।
তে কারণে বিখ্যাত প্রকাশ ত্রিনিবাস ॥
আত্মরূপে মোর প্রতিমূর্তি সর্বভূতে ।
অন্ত জন চিন্তে মোরে না পারে বান্ধিতে ॥
ভকত-অধীন হই ভকতের সাথে ।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে বান্ধিতে ॥
ভকতের বাঞ্ছা পূর্ণ করি অমুকুণ ।
কহ মহামুনি আইলে কোন্ প্রয়োজন ॥
বর মাগ মহামুনি যেবা মনে লয় ।
যে বর মাগিবে তুমি দিব ত নিশ্চয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের ঐতি ।

এত শুনি হাসিয়া বলেন তপোধন ।
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
বর দিয়া ভাণ্ড (১) তুমি আপন কিস্তরে ।
তে কারণে গোবিন্দ মাগি যে পরিহারে (২) ॥
যদি বর দিবে তবে সেহ নারায়ণ ।
তব গুণ গাইরা যেন ভ্রমি অমুকুণ ॥
এক নিবেদন দেব শুনহ আমার ।
তোমার চুল্লভ নাম অগত-বিস্তার ॥
ইহার মহিমা দেব কহিবে আপনে ।
শুনিলে মনের ত্রাস্তি হইব খণ্ডনে ॥

এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ ।
 শমনের পুরী তুমি করহ গমন ॥
 মোর প্রতিমূর্তি তথা বন ধর্মরাজ ।
 হরিত গমনে বাহ তাহার সমাজ ॥
 নামের মহিমা তিহ কহিব যে আরণ
 তারে জিজ্ঞাসিলে ভ্রম ঋণ্ডিব তোমার ॥

বন-পুরীতে ।

এত শুনি আনন্দিত হৈলা তপোধন ।
 প্রণমিঞা চলি গেলা যমের ভবন ॥
 যমের বিচিত্র সভা না হয় বর্ণন ।
 নিবসয়ে তথা যে বতেক পূর্ণ জন ॥
 চতুর্ভুজ শ্যামমূর্তি দিব্য-কলেবর ।
 ধ্বজ-অঙ্গন-নেত্র সূর্য অধর ॥
 পীতবাস-পরিধান রাজীব-লোচন ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অতি সুশোভন ॥
 কনক-মুকুট মাথে শোভে অতিশয় ।
 মেঘের উপরে যেন সূর্যের উদয় ॥
 দেখিয়া বিস্ময় হইলা মহামুনিবর ।
 প্রণাম করিয়া স্তুতি করিল বিস্তর ॥
 স্তুতি-রসে প্রসন্ন হইলা মৃত্যু-পতি ।
 জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলে ঋষি-পতি ॥
 মুনি বলে আইলাম শুনহ কারণ ।
 কহিবে আমারে তুমি নাম নিরূপণ ॥
 এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যু-পতি ।
 পুরীর দক্ষিণ দ্বারে বাহ শীঘ্রগতি ॥
 হরিনাম-মহিমা পাইবে সেইখানে ।
 তবে সে মনের ভ্রান্তি হইব ঋণ্ডনে ॥
 এত শুনি হাসিয়া চলিলা তপোধন ।

বনরাজ ।

পুরীর দক্ষিণদিকে করিল গমন ॥
 দেখিল যমের দ্বার পানীর তাড়ন ।
 ক্রিষ্ণ-সারি সারি অদ্বৈত-গঠন ॥
 অসিদ্ধ মহাবন দেখে ভরদ্বার ।
 ক্রিষ্ণ-সারি সারি অদ্বৈত-গঠন ॥

কণ্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার ।
 তাহাতে পড়িয়া কেহ কান্দয়ে অপার ॥
 কোন খানে করে কারে পাশেতে বন্ধন ।
 লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আছে পাপিগণ ॥
 কোন খানে বিষ্ঠা-স্থলে ফেলে কথো জনে ।
 মন্তকে মুদগর-ঘাত করে দূতগণে ॥
 এই মত প্রকারে পীড়িত পাপিগণ ।
 দেখিয়া বিশ্বয়-চিত্ত হৈলা তপোধন ॥
 হরিনাম মাধব গোবিন্দ দামোদর ।
 এত বলি কর্ণে হাত দিল মুনিবর ॥
 এই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল ।
 শ্রুতমাত্র হৈতে নাম পাপ-মুক্ত হৈল ॥
 প্রেতমূর্ত্তি তেজিয়া হইল দিব্যকার ।
 দিব্য দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গ যায় ॥

নামের মাহাত্ম্য ।

দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত ।

দ্রোণ-পর্ব ।

বে, পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা প্রায় ২০০ বৎসরের
 প্রাচীন ।

অর্জুনের অভিমন্যু-বধ-বার্ত্তা শ্রবণ ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
 সংগ্রামেতে অভিমন্যু হইল নিধন ॥
 সংসপ্তকে থাকি তাহা শুনিল অর্জুন ।
 ক্রুদ্ধে চাহে কহিতে লাগিলা ততক্ষণ ॥
 অবধানে শুন হরি আমার বচন ।
 আজি যোর চিত্ত কেনে করে উচাটন ॥
 না জানি কি হইল আজি রাজা যুধিষ্ঠির ।
 হাহাকার করে কেন সব বোঝা বীর ॥
 হা হা অভিমন্যু বলি ডাকে বীরগণ ।
 সমরে হইল কিবা পুত্রের মরণ ॥

পূর্ব-মুচনা ।

প্রাণ স্থির নহে মোর কহিলাও তোমারে ।
 না জানি কি হৈল আজি শত্রুর ভিতরে ॥
 রথ চালাইয়া দেহ অতি শীঘ্রতর ।
 রাজারে দেখিয়া স্তম্ভ হব কলেবর ॥

কৃষ্ণ বৈল ধনঞ্জয় না গুণিহ রিষ্ট ।
 স্কুমার অভিমহ্য সভাকার ইষ্ট ॥
 এতেক বলিয়া প্রভু প্রবোধে অর্জুনে ।
 রথ চালাইয়া দিলা পবন-গমনে ॥
 শিবির-নিকট উত্তরিলা ধনঞ্জয় ।
 বিপরীত দেখি সব অমঙ্গলময় ॥
 অন্ধকার করিয়া বস্ত্রাছে সভায় ।
 হয়্যা আছে শোকাকুল সর্বজন তথায় ॥
 অর্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত ।
 মোরে দেখি সতে কেনে হয় একভিত ॥
 আজি যোদ্ধাগণ দেখি শোকাকুল মন ।
 ভূমেতে বস্ত্রাছে সতে তেজিয়া আসন ॥
 এ সব দেখিয়া মোর স্থির নহে মন ।
 কিসের কারণে কহ প্রভু নারায়ণ ॥

এতেক বলিয়া গেলা শিবির-ভিতরে ।
 রোদন করয়ে রাজা ধর্ম্মের কুমারে ॥
 অধোমুখ করিয়া বসিয়াছে সর্বজন ।
 অভিমহ্য নাহি দেখি কিসের কারণ ॥
 প্রাণের সদৃশ মোর অভিমহ্য বীর ।
 না দেখিয়া তারে মোর প্রাণ নহে স্থির ॥
 অর্জুন বলিল ভীম কহ বিবরণ ।
 অভিমহ্য নাহি দেখি কিসের কারণ ॥
 কোথা গেলা অভিমহ্য কহ বৃকোদর ।
 তারে না দেখিয়া মোর কাঁপিছে অন্তর ॥
 এতেক শুনিয়া বীর উত্তর না দিল ।
 অধোমুখ করি সতে বসিয়া রহিল ॥
 উত্তর না পাইয়া পার্থ শোকাকুল হৈল ।
 লোচনের জলে ডাসে অঙ্গের দ্রবুল ॥

রোদন করিয়া ভীম কহিল। তখন ।
 কি মতে কহিব অভিমত্যা মরণ ॥
 অস্ত্রায় সমব কৈল তষ্ট চর্যোধন ।
 সপ্তরথী বেড়ি পুস্ত্রে করিল নিধন ॥
 বাহুধার বদ্ধ কৈল সিদ্ধর তনয় ।
 কহিল তোমাতে ভাই শুন ধনঞ্জয় ॥
 ব্যাহে প্রবেশিতে নাহি পারে একজন ।
 মন দিয়া শুন ভাই সব বিবরণ ॥
 এতেক শুনিয়া তবে পার্থ ধমুর্ধর ।
 অভিমত্যা-শোকে বীর হইল কাতর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
 আপনে রচিল যাহা ব্যাস তপোধন ॥
 পয়ার প্রবন্ধেতে রচিলা তার দাসে ।
 সর্বলোকে কথা যেন শুনে অনায়াসে ॥

অনন্ত মিশ্রের মহাভারত ।

অনন্ত মিশ্রের পিতার নাম কৃষ্ণরাম মিশ্র । যে পুথি চট্টতে এই
 অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে (১৬২১ শকে) লিখিত হইয়া-
 ছিল । রচনা দেখিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই পুস্তক রচিত
 হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় ।

কৃষ্ণ-কর্তৃক ময়ূরধ্বজের পরীক্ষা ।

কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন, তাঁহার একমাত্র
 পুত্রকে এক ব্যাঘ্র আহাব করিতে উত্তত । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অতিশয়
 কাতরতায় ব্যাঘ্র তাহাকে মুক্তি দিতে স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু যদি সে
 মহারাজ ময়ূরধ্বজের অর্দ্ধদেহ আনিয়া দিতে পারে, তবেই সে মুক্তি
 পাইবে ।

প্রণিপাত করি আমি বলি বিস্তর ।
 তবে ব্যাঘ্র দিল মোরে কঠিন উত্তর ॥
 নৃপতি ময়ূরধ্বজ পুণ্যদেহ আনি ।
 তাহার অর্দ্ধেক অঙ্গ মোরে দেহ আনি ॥

এক আশি এক ভুজ চরণ বরান ।
 আনহ দক্ষিণ অঙ্গ মোর বিত্তমান ॥
 মুখ্য মহাদেবী-পুত্রে চিরিবে শরীর ।
 বেদনায় সকাতির নহে মহাবীর ॥ (১)
 পাঁচ রাজি রাখো মুঞি তোমার কুমার । (২)
 যদি অর্দ্ধ-অঙ্গ আমি দেহত রাজার ॥
 না পাইলে ছয় দিনে করিব ভক্ষণ ।
 এই ত আমার কথা শুনহ রাজন ॥

শুনিয়া বিপ্রে'র কথা হুষ্ট নৃপবর ।
 ধত্ব ধত্ব দেহ মোর জীবন সফল ॥
 কৃষ্ণ আমা বক্ষিয়া না দিলা দরশন ।
 দেহ-দান কৃষ্ণতে করিমু সমর্পণ ॥
 মেদ-মাংস-বিষ্ঠা-মূত্র-শিবা-চর্মময় ।
 অমেধ্য সকল দেহ কেহ শুচি নয় ॥
 প্রাণ গেলে মৃত দেহ স্রুজনে না রাখে ।
 হেন দেহ মাগে বিপ্র আমার সমুখে ॥
 রত্ন-ঘট করহ দেহ দ্বিজ রক্ষা করি ।
 ভূমেতে বসিলা সিংহাসন পরিহারি ॥
 গঙ্গাজল শিরে বিক্ষু-পাদোদক লইয়া ।
 শবীর-দান সঙ্কল্প করিল শুদ্ধ হইয়া ॥
 চন্দ্রধ্বজ পুত্র আমি রাণী কুমুদতী ।
 ব্রাহ্মণের কথা তারে কহেন নরপতি ॥
 দুঃখিতা হইয়া দেবী বলে কাকু বাণী ।
 অর্দ্ধ অঙ্গ আমি বটি শুন নৃপমণি ॥
 স্ত্রী-দেহ স্রুকোমল পুষ্ট রক্ত-মাংসে ।
 আমার শরীরে তৃপ্তি ব্যাঘ্র সবিশেষে ॥
 মোর দেহ দিয়া বিপ্র রাখ নরপতি ।
 পতিব্রতা ধর্ম নাম রাখিয়া নৃপতি ॥

কুমুদতীর প্রার্থনা ।

(১) পাটরাণীর পুত্র রাজার শরীর চিরিয়া ফেলিবে, সে সময়ে রাজা বেদনার কোন চিহ্ন প্রকাশ করিতে পারিবেন না ।

(২) তোমার পুত্রকে আমি পঞ্চ রাজি পর্য্যন্ত রক্ষা করিব, ইহার মধ্যে যদি ময়ূরধ্বজের দেহাৰ্দ্ধ আনিয়া দিতে পার, তবে তোমার পুত্রকে ফিরাইয়া দিব ।

মহাভারত—অনন্ত মিশ্র—১৭শ শতাব্দী ।

অৰ্দ্ধ অঙ্গ স্ত্রী-দেহ সৰ্ব শাস্ত্রে কর ।
মোর দেহ-দানে রাজার অৰ্দ্ধ অঙ্গ হয় ॥
তাম্রধ্বজ (১) বলে আমি যুবা মহাকায় ।
আমার শরীর দিয়া রাখহ রাজ্যায় ॥
রাজার অর্ধেক অঙ্গ দেহত শাৰ্দূল ।
আমি সৰ্ব অঙ্গ দিলে প্রীত বহুল ॥
যজ্ঞ-হেতু বাজার বক্ষায় দেহ মন ।
আমার শবীব দিয়া রাখহ ব্রাহ্মণ ॥
পিতৃ-যশঃ রত্ন দ্বিজ তিন বক্ষা দানে ।
ক্রমা ধন্য কব মোব পড়হ চরণে ॥
রাজা বলে কুমুদতী না হয় কাতর ।
পতি-ব্রতা ধর্ম্য তোব হয় সুগোচর ॥
তাম্রধ্বজ আনি তারে বলেন নরপতি ।
অভিষিক্ত হইয়া দিহ যজ্ঞ-কার্য্যে মতি ॥
অবিরত কৃষ্ণ-ভক্তি রাখিহ হৃদয় ।
দেহ দ্বিজ-কার্য্যে দিহ এইত সময় ॥
কাল-বাজে মায়া-ব্যাপ্তি ধম্ম হয় কৌণ ।
এত বড় লাভে কেন হয় শক্তি হীন ॥
জ্ঞান করি তাম্রধ্বজ রাণী কুমুদতী ।
নহিল কাতর হুহে রাজ-অহুমতি ॥
জ্ঞান করি বসিলা রাজা মহাকৃষ্ট মন ।
ধ্যান করি চিন্তে কৃষ্ণরূপে নিরঞ্জন ॥
পরম কারুণ্য জীউ শরীব-মণ্ডলে ।
নিরন্তর বিষ্ণু পাকেন সহশ্রেক-দলে ॥
স্থির চিন্তে মগ্ন তাহে হইয়া নরপতি ।
চিরিতে শরীর শীঘ্র দিলে অহুমতি ॥

চিরিতে লাগিলা ছুহে করাতের ঘাতে ।
ভ্রমিতে ভ্রমধ্যে শির চিরিয়া স্বরিতে ॥
নাসার উপরে মাত্র আসিতে করাত ।
বাম চক্ষে নৃপতির হয় অশ্রুপাত ॥

তাম্রধ্বজের ব

রাজদেহের ছেদ

অশ্রুপাত দেখি বিপ্র বলেন বচন ।
 আর কার্য্য নাহি দেহ চির কি কারণ ॥
 পূর্বে ব্যাঘ্র বলিল আমার গোচরে ।
 দেহ-দান-কালে রাজা হয়ত কাতরে ॥
 তবে ত দক্ষিণ অঙ্গে নাহি মোর কাষ ।
 শবীর-দান-কালে ক্রন্দন মহারাজ ॥
 শুনিয়া হাসিল রাজা বিপ্রের বচন ।
 শুন শুন দ্বিজবর মোর নিবেদন ॥
 চিরকাল এই দেহ রাখিল চেতনে ।
 সর্বদেহ সমর্পিব কৃষ্ণের চরণে ॥
 দ্বিজ-কার্য্যে সব্য-ভাগ কৃষ্ণার্পণ হয় ।
 বাম ভাগ ব্যর্থ হয় ব্রাহ্মণে না লয় ॥
 তেই বাম চক্ষুর জল পড়িত আমার ।
 হরিষ দক্ষিণ অঙ্গ পূণ্য করিবার ॥

ভগবানের জীতি ।

এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হইলা অস্তির ।
 চতুর্ভূজ রূপ হৈয়া ধরিলা তার শিব ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কোন্তভ দ্বিপতি ।
 জীবৎস-লাঞ্ছন অঙ্গে বনমালা-জ্যোতিঃ ॥
 পীতবাস পরিধান গকড় সহিত ।
 ব্যক্ত হইয়া শিখিধ্বজে ধরিলা ত্বরিত ॥
 নিজ রূপ ধরে নাথ পাইয়া ধনঞ্জয় ।
 ময়ূরধ্বজেরে কৃষ্ণ হইলা সদয় ॥
 রাজ্যে শিরেতে কৃষ্ণ দিলা পদ্ম-হাত ।
 ঘুচিল দারুণ রেখ করাতের ঘাত ॥
 কৃষ্ণের শরীর জিনে লক্ষ সূর্য্য-কর ।
 দৃষ্টিমাত্র জ্ঞান-শূন্য হয় নৃপবর ॥
 বাহু অভ্যস্তরে কৃষ্ণ চিস্তিয়া ধৈর্য্যানে ।
 সর্ব্ব ভ্রম দূর হৈল কৃষ্ণ-দরশনে ॥
 জয়মিনি ভারত কৃষ্ণ-ভক্তির নিদানে ।
 মিশ্র অনন্ত ভণে কৃষ্ণ আরাধনে ॥

রামচন্দ্র খাঁর মহাভারত ।

অশ্বমেধ-পর্ব ।

যে পুণি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করা হইল তাহা ১৬৯০ শকে (১৭১৮ খৃঃ) নকল কবা হইয়াছিল। রামচন্দ্র খাঁ জাতিতে ব্রাহ্মণ ও লগ্নব উপাধিযুক্ত ছিলেন। তাহাব বাড়ী জঙ্গীপুর ছিল। তাহাব পিতাব নাম মধুসূদন ও জননীৰ নাম পুণ্যবতী ছিল। ১৭১৪ শকে (১৭৩২ খৃঃ) এই গ্রন্থ শেষ হয়। “সে মুনি ভাগবতাস্ত্র মগুদশ শাকেন্দুবে। ব্রহ্মায়ে পুরাণমালোক্য প্রাকৃত কথা প্রচাবে॥” এই সঙ্কেতেৰ যে অর্থ গানবা বুঝিলাম তাহা দিলাম।

অশ্ব লইয়া অর্জুনের পূর্ব-প্রবেশ ও মাস্তলিক অনুষ্ঠান ।

দ্রুঘারী কহিছে ধর্মরাজের গোচর ।
যজ্ঞ-ঘোড়া সঙ্গে আলা পাথ-ধনুর্ধর ॥
ধর্মরাজ বলে আমি যাইব আপনি ।
হেন কালে কহিতে লাগিলা চক্রপাণি ॥
দীক্ষিত আছহ নহে যাইতে উচিত ।
আমি যায়া আনি ঘোড়া পার্শ্বের সহিত ॥
কহিয়াত শ্রীহরি আপনে চলিলা ।
রাজগণ মুনিগণ সংহতি লইলা ॥
মুনি-পত্নীগণ সঙ্গে দ্রোণদী আপনি ।
সর্বদেশের স্ত্রীগণ আইলা তখনি ॥
নৃত্য গীত বাস্ত বঙ্গে বড় কুতূহলে ।
কুন্তী রোহিণী আদি আইলা সকলে ॥
যুবক বালক বৃদ্ধ ঘরে না বহিল ।
থলু কর্ণ বধির কুজ শুনিএগ আইল ॥
অর্জুনেব সনে সভাব হইল মিলন ।
হেনই সময়ে হৈল পুষ্প-বরিষণ ॥

ব্রাহ্মণে পড়িছে বেদ আর স্ত্রী যত ।
দধি দ্ব্যত মধু ধাত্ত দূর্বা অক্ষত ॥

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৷

অৰ্জুনের মাথে সন্তে দিল আশীর্বাদ ।
 ধৰ্ম্মরাজের যজ্ঞ পূর্ণ তোমার প্রসাদ ॥
 বকদালব্য মুনি আছে যজ্ঞ-ঘোড়া কাছে ।
 সভাই চলিয়া গেলা যথা ধৰ্ম্ম আছে ॥
 ধৰ্ম্মরাজ-ব্যবহার সৰ্ব্ব রাজা দেখি ।
 আপনাকে নিন্দে সন্তে হৈএ হেট-মুখী ॥
 ধূপ ধুম উঠিলা গে উপর আকাশে ।
 অৰ্জুন আইলা তবে ধৰ্ম্মরাজ-পাশে ॥
 প্রণাম করিল পার্থ ধরণী লোটায়্যা ।
 দাণ্ডাইয়া রহে পার্থ বুকে হাত দিয়া ॥

যৌবনাশ্ব প্রণমিল ঘোড়ি চুই করে ।
 অমুশাস্ব প্রণমিল বিনয় বিস্তরে ॥
 নীলধ্বজ প্রণমিল মানবৃদ্ধ রাজা ।
 হংসধ্বজ প্রণমিল করএ প্রশংসা ॥
 চক্রহাস প্রণমিল হরি-কৃত পূজা ।
 বৃষকেতু প্রণমিল মহাপুণ্যতেজাঃ ॥
 বক্রবাহন প্রণমিল অৰ্জুন-নন্দন ।
 কৃষ্ণপুত্র প্রণমিল শাশ্ব মহাজন ॥
 প্রহ্লাদ আসিয়া কৈল চরণ-বন্দন ।
 মহাদেবপুত্র-রাজা মধুলবন ॥
 তার পুত্র প্রণমিল নাম ত লক্ষ্মণ ॥
 বীর ব্রহ্মা প্রণমিল অগ্নির স্বপুত্র ।
 কোল দিল ধৰ্ম্মরাজ বলেন মধুর ॥
 হুঃশীলার পুত্র নরোত্তম নারায়ণ ।
 যুধিষ্ঠিরে প্রণমিল আনন্দিত মন ॥
 মাত্ত অমাত্ত যত বয়োবৃদ্ধ রাজা ।
 ধৰ্ম্মরাজ করিলেন সভার ভক্তি-পূজা ॥

সকল রাজাকে কৈল অনেক আদর ।
 সকল কথ্যে নিযোজিল বীর বুকোদর ॥
 কুন্তী ঘেবী ধনঞ্জয় বৃষকেতু দেখি ।
 কোলো করি চুষ দিতে জলে ভাসে আধি

চন্দ্রহাস বীরব্রজা হংসধ্বজ সনে ।
 সর্ব্ব রাজা করিল সোসর (১) সম্ভাষণে ॥
 ধর্ম্মরাজ চলিল তবে মুনি সব লৈয়া ।
 সভাকৈতো (২) আগে করি বার পথ দিয়া ॥
 ত্রীগণ সঙ্গে রাজা করিল সম্ভাষণে ।
 আনন্দে পরমানন্দে বন্দে জনে জনে ॥
 ত্রীগণ সঙ্গে চলেন দ্রৌপদী সুন্দরী ।
 রাজগণ সঙ্গে চলেন শ্রীশ্রীভু হরি ॥
 কুশলিনী সত্যভামা যতেক যুবতী ।
 কৃষ্ণের সকল নারী কৃষ্ণের সংহতি ॥
 চন্দনের জলে কৈল পথের সেচন ।
 পড়িছে কল্যাণ-মন্ত্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥
 ধাতু দুর্বা মাথে দিয়া আশীর্বাদ দিল ।
 সভাই একত্র হৈয়া বজ্রহাম মাজিল ॥
 ব্রাহ্মণী দিব্য রূপ দিব্য বেশ ধরি ।
 সংহতি করি আনিল যত রাজ-নারী ॥

বেদের বিহিত তবে স্থান নির্ধারাইল ।
 চতুর্দিকে সারি সারি কমলী রোপিল ॥
 সকল মুনির শ্রেষ্ঠ বকদালব্য মুনি ।
 শাস্ত্র-নিরম-মত কৈল বৈদিকা ভঞ্জন ॥
 অষ্ট দুয়ার যজ্ঞের মণ্ডপ সাজাল্য ।
 পাণগ্রাম শিলা আর ক্রব আনিল ॥
 উদুখল মুবল যজ্ঞের সব সজ্জ ।
 সকল আনিয়া জড় কৈল ধর্ম্মরাজ ॥
 আচার্য্য হইলা ব্যাস বকদালব্য ব্রজা ।
 আর বত বত মুনি আলা পুণ্যকর্ম্ম ॥

কামদেব গৌতম আর মুনি পরাশর ।
 ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ কথোক সুন্দর ॥
 স্রমন্ত ভার্গব মুনি আরত কৌণ্ডিল্য ।
 মধুকর্ত্ত গালব আর সৌরভ প্রবীণ ॥

চণ্ডভান নীলকজ মূনি সেই ধীর ।
 নীলকণ্ঠ সুধাকণ্ঠ দুই মহাবীর ॥
 নারায়ণ বিশ্বামিত্র মধু চক্ৰভান ।
 সুধাজিৎ অভিমত্য় মহামতিমান ॥
 কার্ত্তিক অশ্বিনী-পুত্র মহামহামুনি ।
 একত্র হইল জড় বোল সহস্র মুনি ॥

মুনির ব্রাহ্মণীগণ তাহার সংহতি ।
 রাজগণ মহারাজরাণীর সংহতি ॥
 যত রাজা জড় হৈল কহিব সাক্ষাতে ।
 ছত্রিশ সহস্র রাজা যজ্ঞে উপস্থিতে ॥
 স্বস্তিবচন রক্ষা আর পড়ে মুনিগণ ।
 ব্রহ্মা অগ্নিমন্ত্রে কৈল ব্রাহ্মণ বরণ ॥
 প্রকাণ্ড পোলন্ত্য ধোম্য বিশ্বামিত্র ঋষি ।
 বায়ুভক্ষ মধুসূদন বিভাণ্ড তপস্বী ॥
 যজ্ঞ-রক্ষক রাজা এ সব করিল ।
 উচিত সকল বিপ্র সভাকে বরিল ॥
 নৃত্য গীত বাঁশ্য রঙ্গ কোতুক যেমনে ।
 ধর্ম্মরাজ বসিল নোতুন (১) সিংহাসনে ॥
 স্বদেশে বসতি ভাল গঙ্গা-আনে পুণ্যে ।
 জঙ্গীপুর সহর গ্রাম সর্বলোকে জানে ॥
 ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম লক্ষ্য পদ্ধতি ।
 মধুসূদন জনক জননী পুণ্যবতী ॥
 কিছু ভাব হৈল মন ।
 রামচন্দ্র খান কৈল কবিশ্ব রচন ॥

দ্বিজ কৃষ্ণরামের মহাভারত ।

অশ্বমেধ-পর্ব ।

যে পুণি হইতে এই অংশ গৃহীত হইল, তাহা বাঙ্গলা ১২০৮ সালের
(১৮০০ খৃষ্টাব্দের) লেখা ।

সহোদর সহিত নৃপতি যুধিষ্ঠির ।

কেমতে হইব যজ্ঞ ভাবএ অস্থির ॥

কৃষ্ণ-রূপ-গুণ মনে ভাবিতে ভাবিতে ।

কৃষ্ণের আগমন ।

গুরুড়ে চাপিয়া কৃষ্ণ আইলা ত্বরিতে ॥

কৃষ্ণ বলে দ্বারী শুন আমার বচন ।

রাজাকে জানাহ তব মোর আগমন ॥

হাত-ঘোড়ে বলে দ্বারী ধরি ছই পাএ ।

অভ্যন্তরে চল প্রভু আপন ইচ্ছাএ ॥

সবাক্ষবে তোমাকে স্মরণে (১) নরপতি ।

তোমা বিনে তাহার নাহি আন গতি ॥

পুনরপি গোবিন্দ বলিল তার তরে ।

আজ্ঞা বিহু না যুগ্মাষ বাইতে অভ্যন্তরে ॥

শুনিয়া ধাইল দ্বারী সত্বর গমনে ।

কৃষ্ণ-আগমন কহে নৃপতির স্থানে ॥

শুনিয়া আনন্দ বড় বাড়িল শরীরে ।

ভরিল লোচন ছই সুখ-অশ্রু-নীরে ॥

পুলকে পূরিল তম্বু কণ্টকিত গাএ ।

শীঘ্রগতি বাইতে মম্বর ছই পাএ ॥

আগে ভীম হইল অর্জুন তার পাছে ।

তার পাছে নৃপতি দ্রৌপদী তার কাছে ॥

সহদেব নকুল সহিত পঞ্চ ভাই ।

রাজ-দ্বারে আসিয়া দেখিল গোবিন্দাই ॥

প্রণাম করিল রাজা কৃষ্ণকে দেখিঞা ।

আনন্দ বাড়িল বড় আলিঙ্গন দিঞা ॥

ভীমসেন-অৰ্জুনকে দিঞা আলিঙ্গন ।
 হার-অভ্যন্তর গেলা কমল-লোচন ॥
 সহস্রের নকুল প্রণাম করে জয় ।
 দ্রৌপদী প্রণাম করে দেখি বহুরায় ॥
 অত্যন্ত প্রবেশি কৃষ্ণ স্বর্ণ-সিংহাসনে ।

হাসিঞা দ্রৌপদী কহে কৃষ্ণের চরণে ॥
 ধন্ত ধন্ত পাণ্ডব সার্থক চিত্তা করে ।
 স্মরণ করিতে যার আইলা চক্রধরে ॥
 ইষ্টদেব গোবিন্দ ভরসা সৰ্ব্বভাবে ।
 নিবেদন করে রাজা গোবিন্দের আগে ॥
 ভাগ্যবান্ নাঞি আর আমার সোসর ।
 সুহৃদ সম্পদ যার দ্বিধা-ঈশ্বর ॥
 যেহেতু করহ চিত্তা হঞা সজ্জনে ।
 সেই হো গোবিন্দ আইলা দেখো বিম্বমানে ॥
 লাজ ভয় ছাড়িয়া স্বরূপ কহ বাত ।
 কার্য-সিদ্ধি করিতে আইল অগম্যথ ॥
 রাজা বলে গোবিন্দ আমার আদি মূল ।
 রূপাতে নিশাতে আইলা দেখিলা ব্যাকুল ॥
 সবাকুরে নিধন করিল পাপ-ভর ।
 কোন্ কর্ম করিলে এত পাপ জন্ম হয় ॥
 শাস্ত্র-বিধি আসিলা কহিল বাসসদ্বনি ।
 অশ্রমেধ-যজ্ঞের কহিল মোকে বাণী ॥
 তুলিলু যজ্ঞের কথা করিতে ককর্ষণ (১) ।
 তোমা বিহু কোন কার্য না করি সাক্ষর ॥
 অনুগ্রহ আপনে আইলা গুণনিধি ।
 আগমনে তোমার হবেক সব সিদ্ধি ॥
 কৃষ্ণ বোলে নরপতি তুমি কৈলে মনে ।
 নিশাকালে এখানে আইলাও তে কারণে ॥
 অশ্রমেধ-যজ্ঞ আজি কি পুছ আমার ।
 অশ্রমেধ-যজ্ঞ আজি করণে না যায় ॥

পৃথিবীতে হর বেবা ইন্দ্রসম নূর ।
 সে পারে করিতে যজ্ঞ স্তন নৃপবর ॥
 ভূজ-বলে বিজয় করিতে পারে ক্ষিতি ।
 সে পারে করিতে যজ্ঞ স্তন নরপতি ॥
 একচ্ছত্রা পৃথিবী করিলা রত্নপতি ।
 পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে সুরপতি ॥
 রাবণাদি নিশাচর সবংশে মারিঞা ।
 যজ্ঞ কৈল অশ্বমেধ অসিপত্র হঞা ॥
 পবন-তনয় সঙ্গে ছাড়িল তুরঙ্গ ।
 মহাবল পরাক্রম রক্ষক লবণয় ॥
 যে যে দেশে রামের যজ্ঞের ঘোড়া যায় ।
 হনুমান দেখি কেহ নাহি কাড়ে রায় (১) ॥
 নানা দেশে তুরঙ্গ ভ্রমিল নয় মাসে ।
 মুক্তবতী গেল ঘোড়া সুরথের দেশে ॥
 প্রথর সুরথ রাজা অকাতর রণে ।
 বাঙ্কিল রামের ঘোড়া হনুমান সনে ॥
 শুনিঞা শ্রীরাম রাজা ক্রোধেতে আগুনি ।
 হস্তী অশ্ব বাজী সাজে আপনার বাহিনী ॥
 ভরত লক্ষণ দুই রামের সহোদর ।
 মুক্তবতী-পুরে গেলা সুরথের ঘর ॥
 প্রথর সুরথ রাজা সমরে নিঃশঙ্ক ।
 বন্দী কৈল ভরত রথের পাইল চক ॥
 ব্রতার্থ আছিল রাম গেলা মুক্তবতী ।
 রামের প্রথর যুদ্ধে হারিল নৃপতি ॥
 শ্রীরাম নিরস্ত্র কৈল সুরথের মান ।
 সঙ্গে ছাড়াইল সকল বন্দিয়ান ॥
 সগর করেন যজ্ঞ বড় প্রতিজ্ঞাশে ।
 ষাটি সহস্র পুত্র মরে ঘোড়ার উদ্দেশে ॥
 হরিশ্চন্দ্র রাজা কৈল পৃথিবী দিয়া দান ।
 বড় দুঃখ পাইল রাজা বড় অপমান ॥

এমত যজ্ঞের ফল নারিল সাধিবারে ।
এখন রাজার রথ আছে শূঁচাকারে ॥
মহামুজ্ঞ অশ্বমেধ মহাফল পায় ।
তে কারণে তাহাতে উৎপাত মহা হয় ॥

শ্রীকৃଷ୍ଣের রূপ ।

স্নশোভন শ্রীচরণে দেখিয়ে নখের কোণে
 লোম-কূপ চতুর্দশ পুরী ।
 মহিমা লাভ্য বেষ নিরূপণ করি শেষ
 কার শক্তি কহিবারে পারি ॥
 নব-ঘন-শ্রাম-তনু গজকর-সম জাহ্নু
 শ্রামল স্নন্দর কলেবর ।
 পীতাশ্বর পরিধান মকরন্দ করে পান
 পাদ-পদ্মে ভক্ত-ভ্রমর ॥
 আজ্ঞামূলধিত কর শঙ্খ-চক্র-গদাধর
 স্নশোভিত শোভে শতদলে ।
 সে চাঁদ-অধরে সাজে বিনোদ-মুরলী বাজে
 বন-মালা বিরাজিত গলে ॥
 অগুরু চন্দন অঙ্গে শোভে গোয়োচনা সঙ্গে
 তিলক চন্দন শোভে ভালে ।
 নস্তুকে মুকুট মণি সহস্র তপন জিনি
 কর্ণে শোভে মকর কুণ্ডলে ॥
 জয় প্রভু জগৎপতি মোরে কর অবগতি
 মোরে প্রভু হও কৃপাবান ।
 তোমার চরণ-পদ্ম হৃদয়ে করিয়া সন্ত
 চক্রবর্তী ত্রিলোচন গান ॥

রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত ।

রামেশ্বর নন্দী সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন । ত্রিপুরা জেলা
হইতে আমি এই কাব্যের প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন পুথি সংগ্রহ
করিয়াছি, তাহা এখন এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে আছে ।

আশ্রম-বর্ণন ।

স্থলপদ্ম মল্লিকা মাগতী বিরাজিত ।
লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত ॥
নানা জাতি বৃক্ষ লতা সব পুলকিত ।
ক্লৃষ্ণবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত ॥
পুষ্প-মধু-পানে মত্ত মধুকরগণ ।
নানা স্থানে উড়ে পড়ে অস্থির সঘন ॥
অন্ত্রেঅন্ত্রে বাদ করি সতত ঝঙ্কারে ।
যাহারে শুনিলে কাণে মুনি-মন হরে ॥
নানা জাতি পক্ষী নাদ করে স্থললিত ।
বৃক্ষ-মূলে থাকিয়া খঞ্জন করে নৃত্য ॥
কোকিল মধুর ধ্বনি সঘনে কুহরে ।
তৃষ্ণায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ বোলে ॥
ময়ূর পেখম ধরি নৃত্য করে তথি ।
আশ্রম দেখিয়া তুষ্ট হইল নৃপতি ॥

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাভারত ।

যে পুথি দেখিয়া এই অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা বাং ১২১২ সনে
(১৮০৪ খৃঃ) লিখিত । আমরা গ্রন্থকারকে অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক
বলিয়া অনুমান করি ।

কুশধ্বজের পালা ।

যযাতির নরমেধ-যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য স্রমস্ত-নামক
তর্কির মন্ত্রী একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অর্থলোভ দেখাইয়া তাঁহার অষ্টম বর্ষ-
বয়স্ক বালক কুশধ্বজকে বলিবরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত । দরিদ্র ব্রাহ্মণ

কুশধ্বজকে বিক্রয় কবা স্থির করিয়া তাঁহার তিন পুত্রকে মস্ত্রি-সন্নিধানে
আহ্বান করিয়া আনিতেছেন। খেলার সার্থীদিগকে প্রবেশ দিয়া
তিন শিশু মস্ত্রীর নিকট যাইতেছেন।

ব্রাহ্মণ ভিক্ষার গিয়াছিলেন যখন।
বুঝিবা অপূৰ্ণ কিছু দ্রব্য পায়্যাছেন ॥
তাহাই খাইতে ডাকেন চল শীঘ্র যাব।
মান পূজা কর্যা খেলায় আবার আসিব ॥
খেল ভাই তোমরা আমরা আসি গিয়া।
এত বলি তিন ভাই যান ধায়া ধায়া ॥

দুটি ভাই পাছু কুশধ্বজ আগুয়ান।
কি খাইতে ডাকেন পিতা পথ বায়া (১) যান ॥
দরিদ্রের ছেল্যার খাবারে নাই চিন্তে।
হোথা বাপ বজ্রাঘাত পেড্যাছে মাথাতে ॥
দেفته (২) পায় দ্বিজ তিন জন আসিছে।
হেট মাথা করিয়া বসিলা মস্ত্রী কাছে ॥
বাপের নিকটে গিয়া বৈসে তিন সূত।
সাত পাঁচ সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ ভাবে কত ॥

পিতার প্রার্থনা।

কুশধ্বজ পানে চায়্যা বলেন ঠাকুর।
তোমা হৈতে বাছা মোর হুঃখ যায় দূর ॥
পরিতে বসন নাই জল খাত্যে পাত্র।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগি কেবল শূন্য গাত্র ॥
বাচি নাই হুঃখের জালায় বাপু আর।
তুমি কৈলে ঘোচে বাছা দুর্গতি আমার ॥

কুশধ্বজ বলে পিতা আশ্চর্য্য কখন।
আট বৎসরের আমি তোমার নন্দন ॥
জ্যেষ্ঠ হইতে হইল নাই লাগে মোরে ধন।
আমা হৈতে স্নেহ থাক এ বড় আনন্দ ॥
শিশু কয় বিক্রয় করিতে পার তুমি।
প্রাণ দিলে স্নেহ থাক তাই করি আমি ॥

পুল্ল-মোহে মগন সিদ্ধান্ত দ্বিজ কর ।
 ধন লয়া বাছা তোমায় কর্যাছি বিক্রয় ॥
 কোটি কোটি স্বর্ণ পাইলাম বেচিয়া তোমাকে ।
 সুমন্তের সঙ্গে যাইতে হই অযোধ্যাকে ॥
 যজ্ঞ করে যযাতি রাজন্ অযোধ্যায় ।
 অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হইবে তোমায় ॥

কুশধ্বজের বিদায় গ্রহণ ।

ছাড়িয়া মায়ের হাতে কুশধ্বজ আইসে ।
 হতজ্ঞান ব্রাহ্মণী হইলা শোকাবেশে ॥
 মুদগর মন্তকে মারে হয় আত্মঘাতী ।
 কুশধ্বজ পিতাকে বুঝায় কর্যা স্তুতি ॥
 ষোড়-হাত কর্যা বোলে কিছু নাহি ভয় ।
 বিকায়্যাছি যাব আমি অগ্র মত নয় ॥
 বিদায় হইয়া যাই মাএ কর্যা শাস্ত ।
 অবশ্য যাইব আমি অযোধ্যা নিতান্ত ॥

এত শুনি পুনশ্চ ধরিয়া মাএ তোলে ।
 মুখে জল দিয়া শিশু হিত পথ বলে ॥
 বোধ মান (১) মাগো রোদন কর বৃথা ।
 বিক্রীত হয়্যাছি আমি বেচ্যাছেন পিতা ॥
 পূর্ব-কর্মের ফলভোগ করে যত নর ।
 স্বামি-সেবা কর্য না বলিহ হরক্ষর ॥
 ভক্তিভাবে স্বামী সেবে সেই পতিব্রতা ।
 স্বামী বিনে কেহ নাই সুখ-মোক্ষ-দাতা ॥
 লজিয়া স্বামীর বাক্য করে অগ্র কর্ম ।
 নরকস্থ হয় অন্তে ডোবে সব ধর্ম ॥
 ধন লয়া আমাকে বিক্রয় কৈল পিতা ।
 এ জন্তে সেবা না পাছে নাঞি কর মাতা ॥
 তবে ধর্ম নষ্ট হবেক বড়ই অখ্যাতি ।
 না পাবে জননী তবে মুক্তি-পদে গতি ॥
 প্রদক্ষিণ হইয়া প্রণাম করে মাকে ।
 লইল পদের ধূলা ধরিল মন্তকে ॥

মাতাকে প্রবোধ দান ।

২. চল পিতা অন্তঃপর কান্দুন মানে মা ।
 ভোগ করি গিয়া চল কৰ্ম্ম-ভোগ যা ॥
 তিন পুত্র আগে যায় ব্রাহ্মণ পশ্চাতে ।
 উত্তরিল ত্বরা পরে স্তম্ভ-সাক্ষাতে ॥
 এই নেয় মন্ত্রী বল্যা বলিল ব্রাহ্মণ ।
 আছাড় খায়্যা ভূমে পড়ে হয়্যা অচেতন ॥

খেলার সাথীদিগকে
 দাড়াইয়া করিয়া কুল-
 ধ্বজের বাতী ।

কুশধ্বজে ত্বরা পরে মন্ত্রী এস্তা ধরে ।
 মস্তকে করিয়া উঠে রথের উপরে ॥
 অন্তরীক্ষে চলে রথ বেগগতি যায় ।
 জনার্দন অর্জুন (১) ডাকেন উচ্চরায় ॥
 কোথা যাও কুশধ্বজ আর আসিবে নাই ।
 বনেতে সে সব খেলা পড়ে বৈল ভাই ॥
 কুশধ্বজ বলে ভাই জন্ম সারা সেই ।
 আমার কপালে বিধি লিখেছিল এই ॥
 এ জন্মের মত মোর খেলা ফুরাইল ।
 প্রবোধ করিহ ভাই মাতা পিতা রইল ॥
 কহিতে কহিতে রথ অন্তরীক্ষ চলে ।
 বশিষ্ঠের মত দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণে বলে ॥

মাতার শোক ও কুশধ্বজের রাজসভায় প্রবেশ ।

মুচ্ছা হৈয়া সিদ্ধাস্ত ব্রাহ্মণ পড়ে ভূঞে ।
 ছটি পুত্র ধর্যা লয়্যা জল দেই মুঞে ॥
 ধর্যা ধীরি ধীরি কর্যা লয়্যা যায় বাসে ।
 অজ্ঞান ব্রাহ্মণী পড়্যা অশ্রু-জলে ভাসে ॥
 আপনি ব্রাহ্মণ তারে তোলে ধর্যা হাতে ।
 মুখে জল দেই বলে বোধ নাই চিতে ॥
 কুড়্যা পানে চান কত স্বর্ণ পাইয়াছি ।
 আর দুই পুত্র আছে এত শোক কি ॥
 নীরব হল্যা ব্রাহ্মণী বচন নাঞি মানে ।
 দুই পুত্র ধর্যা লয়্যা দ্বিজ দিল কোলে ॥
 দেখ্যাশুভা ব্রাহ্মণী আনমন হইল কথ ।
 অন্তরীক্ষ-গতি হোথা মন্ত্রী যায় দ্রুত ॥

অযোধ্যা-নগরে যথা যযাতি রাজন ।
 আনিয়াছে কত রাজ্য কর্যা নিমন্ত্রণ ॥
 কত বীর কত ক্ষেত্রী পৃথিবীতে যে আছে ।
 অপূৰ্ণ কাহিনী শুয়া সভাই এত্ৰাছে ॥
 খাটায়ছে কত শত তাধু শামিয়ানা ।
 বস্ত্রাছে বেত্রাসনে বড় বড় জনা ॥
 হাঁড়ী চালু গাঠ্যায় বান্ধা দেখন হারা কত ।
 এত্ৰাছে কতক আর আন্ত্রে যুখে যুখে ॥
 বামদেব বশিষ্ঠাদি যত মুনিগণ ।
 অষ্টাদশ দিন যজ্ঞ করিছে রাজন ॥
 সেই দিন যজ্ঞে সেই মুনি-পুত্র চাই ।
 স্মৃত্য না আইসে কেন ভাবেন সবাই ॥
 যজ্ঞ-কুণ্ড-পাড়ে রাজা ফত উঠে বৈসে ।
 হেন কাল এত বলে মন্ত্রী প্রায় এন্তে ॥
 একটা ছাওরাল সঙ্গে অস্তরীক্ষ-পথে ।
 এই যে এলা সন্নিকটে মন্ত্রী বটে রথে ॥

ব্যাতির যজ্ঞ-সভা ।

শুনিঞা আনন্দ রাজা বলে নিজ-লোকে ।
 অগ্রসর আন গিয়া ব্রাহ্মণ-শিঙকে ॥
 এক বলিতে কত যায় ধায় ছুটাছুটা ।
 দেখ্তে পায় মন্ত্রী সাথে ব্রাহ্মণ শিঙটা ॥
 দেখিতে দেখিতে মন্ত্রী নিকটে নাশিল ।
 লোকারণ্য এড়ায়ে রাজার কাছে গেল ॥
 মুনি-পুত্র ভেট দিয়া ভূমে হৈল নত ।
 এই নেয় আট বৎসরের দ্বিজ-সুত ॥
 রাজা চায় লাজ পায় শিশু ছোট-মুড়ে ।
 অগ্নি-কুণ্ড দেখিয়া প্রণাম কর্যা পড়ে ॥
 ব্রাহ্মণেভ্যো নম বল্যা উঠিয়া দণ্ডায় ।
 কিবা গাঞি গোত্র সব বশিষ্ঠ সুধায় ॥
 ক্রমে ক্রমে বলে শিশু জ্ঞান বিচক্ষণ ।
 বশিষ্ঠ বলেন রাজা উত্তম ব্রাহ্মণ ॥
 রাজা কয় ভাল ভাল বজ্র হৈল সিদ্ধ ।
 সার্থক হইল যত ব্যর কৈল দত্ত ॥

দুঃশক্রের পরিত্র দান ।

যজ্ঞ হইলে জনক পাইব দিব্য-স্থান ।
ব্যাজ নাঞি বিগ্র-স্নতে করাও লগ্ন্য নান ॥

মান ।

পাই নৃপতির আজ্ঞা দূতগণ কর ।
স্নান করাইয়া আনি চল মহাশয় ॥
বিগ্র-স্নত বলে কেহ হও অগ্রসর ।
কোথা স্নান করিব কি জানি অবাস্তর ॥
রাজ-দূত বেষ্টিত করিয়া দ্বিজ-স্নতে ।
লগ্নে যায় সরোবরে স্নান করাইতে ॥
অন্দরের দ্বার রম্য স্থানেতে বসায় ।
আমলকী তৈল অঙ্গে হরিদ্রা মাথায় ॥
খসাএ অঙ্গের মলা তার পর বলে ।
স্নান কর গিয়া ঐ সরোবর-জলে ॥
সাতপাঁচ ভেব্যা কত উঠিয়া দণ্ডায় ।
স্নান কৈলে অগ্নি-কুণ্ডে ফেলিব আশায় ॥
আটুপাটু করে মন কেমন কেমন ।
কাতর হৈঞা হৃদে ডাকে লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
সাতপাঁচ ভাবে কত ধীরি ধীরি চলে ।
ছটফট করে প্রাণ নাশে গিয়া জলে ॥

সব্বটে বধুন্দন ।

সঙ্কল্প করিঞা স্নান করে পূৰ্ণ মুখে ।
ওহে কৃষ্ণ অনাথ-বান্ধব বল্যা ডাকে ॥
হেদে হে ব্রাহ্মণ্য-দেব পতিত-পাবন ।
প্রাণ-ভরে ডাকে তোমায় দ্বিজ অকিঞ্চন ॥
ভগবান্ কর রক্ষা ব্রাহ্মণ-ছাওয়ালে ।
বেদে তোমায় ভকত-বৎসল বল্যা বলে ॥
কি জানি ভক্তির ডাব শিশু অন্নমতি ।
প্রাণ যায় নিজ-গুণে রাখ রমা-পতি ॥
স্নান কর্যা পাড়কে আইল দ্বিজ-স্নত ।
পট্ট-বস্ত্র পরিতে যোগায় রাজ-দূত ॥
কুশধ্বজ বলে তাই কিসের বেশ আর ।
এখনি পুড়িয়া অঙ্গ হবে ছারখার ॥
কি কাব বিচিত্র বস্ত্রে বাধ নে ভাঙারে ।
হস্ত এক প্রমাণ কোপীন দেহ মোরে ॥

শুনিঞা শিঙর কথা দূতগণ শ্রবে ।
পবাইল পটু-বস্ত্র যত্ন কব্যা সভে ॥
যজ্ঞ-স্থলে চলে আগে পিছে দূতগণ ।
কুশধ্বজ পালা দ্বিজ ভণে শ্রীলক্ষ্মণ ॥

যজ্ঞাগ্নি-সমীপে কুশধ্বজের গমন ।

আছে পিছে রাজ-দূত মধ্যে কব্যা দ্বিজ-সুত
যজ্ঞ-স্থানে চলে অতি শীঘ্র ।
প্রভু দেব দামোদবে ডাকে শিশু উঠেঃস্বরে
পবাণে কাতব বড় ব্যগ্র ॥
উপনীত সভা-মাঝে ডাকে বাজা কুশধ্বজে
আসনে বসায় দক্ষিণাংশে ।
আভরণ নানা মতে পবাণ্য বিপ্রেব সূতে
ভূপতিব মতে যত আইসে ॥
পুষ্প-মালা নানা বন্ধ সর্কাদ্দে লেপিল গন্ধ
গুরু-পানে তবে চায় ভূপ ।
বেলা অপবাকু হয় বিলম্ব নাহিক সয়
আজ্ঞা কব করি কোন্ রূপ ॥
বশিষ্ঠ বলেন রাজা সমাপ্ত হইল পূজা
কর্ম্ম ক্রিয়া বাকী নাই আর ।
পূর্ণাহুতি বাকী মাত্র পড়িলে বিপ্রেব সূত
তবে বজ্র হয় সারোদ্ধার ॥

পূর্ণাহুতির আদেশ ।

গুরু-মুখে এত শুনা মিষ্টান্ন সামগ্রী এছা
কুশধ্বজে দিল রাজা খেতে ।
হাত দিয়া লাড়ে চাড়ে অগ্নি দেখ্যা প্রাণ উড়ে
হরি সদা ভাবে নিজ-চিত্তে ॥
জন্মিল উত্তম স্থলে যাই প্রভু অন্ন-কালে
সুখ-ভোগ কিছু না জানিল ।
পিতা মাতা বন্ধু ভাই এ সকল থেক্যা নাই
তোমার চরণ সার কৈল ॥
অশ্রু করে অপমান যায় মাতা-পিতার স্থান
সেই তার দোষাভ্যাস বুঝে ।

ভগবানের শরণ গ্রহণ ।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

মাতা পিতা নাঞি যার সে যায় রাজার দ্বার
দোষে শাস্তি গুণ হল্যে পূজে ॥
ধনাকাজ্ঞী হয়ে মোরে মা বাপ বিক্রয় করে
আশ্বাস করিতে নাঞি বন্ধু ।
মূল্য দিয়া রাজা নিল অগ্নি-কুণ্ডে উৎসর্গিল
এইবার রক্ষ দয়া-সিদ্ধ ॥

তব নামের মহন্ত থাকে রমা-নাথ রাখ মোকে
শিশু-মতি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ ।
সর্ব-ঘটে আছ রক্ষ কতি শীত কতি উষ্ণ
বুধ-মুখে শুভাছি পুরাণ ॥
পাপ ঘটে মনোনীত পুণ্য-স্থানে প্রজ্জলিত
এত পাপ কি কর্যাছি আমি ।
বুঝি পূর্ব পাতকে প্রকার করিয়া মোকে
পোড়াইবে অগ্নি-কুণ্ডে তুমি ॥
কর্যাছি যেমত ভাগ্য যা হয় তোমার যোগ্য
অধম-তারণ-নাম গেল ।
ত্রিযুত লক্ষণ বটে এত বল্যা শিশু উঠে
অগ্নি-কুণ্ডে প্রণাম করিল ॥

ভগবানের কৃপা ।

বিপ্র-সুত কুণ্ডের সমীপে দাঁড়ায় ।
লোকজন মনে করে পড়ে গিয়া প্রায় ॥
দেখাতে লোকের মনে পড়ে গেল ঠাট ।
বন-পশু নিয়া গোলে হলা যেন হাট ॥
ঐ কালে কুশধ্বজ ছুটি হাত তুলি ।
কান্দ্যা কান্দ্যা ডাকে প্রভু রক্ষ বনমালী ॥
যাই প্রভু এই কালে রাখ যদি রই ।
শুস্তে নাঞি পাও এই ডেকা ডেকা কই ॥
অন্তর্যামী ভগবান্ বলে সর্ব লোকে ।
এই ত উচ্চৈঃস্বরে আমি ডাকি হে তোমাকে ॥
বৈকল্য করিছে শিশু প্রাণেতে কাতর ।
গোলোকে থাকিয়া শুস্তে পান পরাংপর ॥

বদ্ব-সিংহাসনেতে শুভিরা ছিল হরি ।
 নিদ্রা গিয়াছিলে প্রভু লক্ষ্মী সমভিষাহারী ॥
 চমক্যা উঠে ভগবান্ তেজিঞা শয়ন ।
 গরুড় গরুড় ডাক ছাড়ে নারায়ণ ॥
 শয্যা তেজি গরুড়ে ডাকেন জগৎপতি ।
 নিদ্রা-ভঙ্গ কমলা-কান্তের হইল ইতি ॥
 কুতাঞ্জলি হয়্য রমা নাথ প্রতি কন ।
 কি দোষে উঠিলে প্রভু তেজিয়া শয়ন ॥
 ক্ষমা কর মোবে প্রভু অপরাধ কি বল ।
 কোমল শরীরে কি কঙ্কাল (১) বাজ্য ছিল ॥
 কৃষ্ণ কন কমলা তোমার নাহি দোষ ।
 বন্ধুস্থলে রাখি যারে তারে কিবা রোষ ॥
 অযোধ্যায় নরমেধ-যজ্ঞ করে বাজ্য ।
 বিপ্র-সুত উৎসর্গিয়া কৈল অগ্নি-পূজা ॥
 মা বাপ বেচ্যাছে শিশু বয়স বর্ষ অষ্ট ।
 অগ্নি-কুণ্ডে পড়ে প্রায় ব্রাহ্মণ হয় নষ্ট ॥
 মোর নাম ব্রহ্মণ্য-দেব জানে ত্রিজগতে ।
 রাখিতে ব্রাহ্মণ-শিশু শীঘ্র হলা যেতে ॥

শ্রীকৃষ্ণের শয্যাভ্যাগ ।

কমলা বলেন তবে আমি সঙ্গে যাব ।
 কিরূপে রাখহ দেখি কৌতুক দেখিব ॥
 গরুড় আছিল দ্বারে পৃষ্ঠ এস্তা পাতে ।
 লক্ষ্মী নারায়ণ জুঁহে চাপিলেন তাতে ॥
 বেগে যায় বনমালী গরুড়ে চাপিয়া ।
 যজ্ঞ-স্থানে সভা-তলে উত্তরিল গিয়া ॥
 অগ্নি-কুণ্ডে সপ্ত বার ফেরে বিপ্র সুত ।
 পড়িবারে যায় প্রায় হইয়া প্রগত ॥

এমন কালে ছুটি হাতে হরি ধরে তার ।
 শিশু চায় কৃষ্ণ-পানে লাগে চমৎকার ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চতুর্ভুজ-ধারী ।
 লক্ষ্মী সঙ্গে গরুড়াকূটে আপনি শ্রীহরি ॥

কৃপা ।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

শিশু-বধের বিধান
কাহার ।

চেয়া দেখ্যা চমৎকার হল্য মুচ্ছাগত ।
অচেতন হতজ্ঞান সভার লোক যত ॥
তার মধ্যে জ্ঞান মাত্র বশিষ্ঠ মূনির ।
দর্শন করেন রূপ চক্ষে বহে নীর ॥
চাহিয়া রাজার পানে কহে ভগবান্ ।
পোড়াইতে ব্রাহ্মণ-শিশু কে দিল বিধান ॥
ব্রহ্মস্বরূপ আমি দ্বিজ মোর কায় ।
একান্ত জানিন্ রাজা ভিন্ন নাই তায় ॥
অগ্নি-কুণ্ড কর্যা এথা পোড়াও ব্রাহ্মণে ।
আমার প্রাণ কান্দ্যা উঠে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥
কাহার বিধান পাইলে কৈলে হেন কীৰ্ত্তি ।
বল দেখি রাজা জানি তাহার পণ্ডিতী ॥
রাজা বলে পিতা শূন্তে স্বর্গ না পাইল ।
তার আজ্ঞা পায়্যা যজ্ঞ আরম্ভ করিল ॥
বিধান না দিল মোরে কোন মূনিবর ।
এত শুষ্ঠা হাষ্ঠা কৈল ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥
তোমার পিতায় স্বর্গ লয়া যাই আমি ।
বিপ্র-স্মৃতে বাড়ীকে বিদায় কর তুমি ॥
কুশধ্বজে অলঙ্কিতে উঠিলেন হরি ।
লয়া গেল নচব রাজায় স্বর্গপুরী ॥

শিশুর প্রতি আদর ।

বশিষ্ঠ গোমাঞি কুশধ্বজে কোলে করি ।
নাচেন সভার মধ্যে বলে হরি হরি ॥
ধন্য কুশধ্বজ বিপ্র-কূলেতে উৎপত্তি ।
অন্ন-কালে জিতেঙ্গিয় সাধু শুদ্ধ-মতি ॥
জন্মিয়া দ্বিজের কুল পবিত্র করিলে ।
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ তুমি জাতাছিলে ॥
আনন্দে নৃপতি বিপ্র-স্মৃতে করি কোলে ।
সভারে বিদায় দিয়া প্রবেশে মহলে ॥
রাজ-রাগীগণ যত দেখি বিপ্র-স্মৃত ।
নানা-ধন যৌতুক দিয়া হতেছে প্রণত ॥
কীর খণ্ড ছেনা পানা ভোজন করান ।
কুশধ্বজ পালা দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণে গান ॥

হর্ষমন হৈয়া ধন দেয় রাজরাণী ।
 কর্যা যত্ন রাখে রত্ন চতুর দ্বিজমণি ॥
 প্রণাম করি ত্বরাপরি বিদায় করে রাণী ।
 অর্থ পায় দ্রুত যায় যথা নৃপমণি ॥
 মহারাজ সিদ্ধ কায হইল তোমার ।
 যাব ঘর নরেশ্বর ব্যাজ নাহি আর ॥
 ষোড়-হাত নরনাথ কহে স্তুতি-ভাবে ।
 নিরবধি থাক যদি প্রীতি পাই তবে ॥
 নৃপমণি শুন বাণী কহি তব কাছে ।
 দিয়া মোরে শোকাতুরে মাতা পড়্যা আছে ।
 মস্ত্রি-বরে শীঘ্রতরে ডাকেন রাজন্ ।
 বেরা কর্যা রথ সাব্যা লয়া যাও ব্রাহ্মণ ॥
 অর্থ আনি নৃপমণি দেন দ্বিজবরে ।
 ভক্ষ্যদ্রব্য আনি সর্ব তোলে রথপরে ॥
 রাজা নিলা পদ-ধূলা বন্দিয়া সাদরে ।
 আনন্দিত বিপ্র-সুত নিজে আশিস্ করে ॥
 বশিষ্ঠেরে সমাদরে প্রণাম করিল ।
 বিপ্র-সুতে বশিষ্ঠেতে আলিঙ্গন হলো ॥
 রাজা বলে কুতূহলে শুন দ্বিজ-কথা ।
 তুমি আইলে কৃষ্ণ পাইলে স্বর্গে গেল পিতা ॥
 এইরূপ কহে ভূপ শুনে দ্বিজবর ।
 মন্ত্রী ডাকে ব্রাহ্মণকে আইস সত্বর ॥

বৃষাভিমুখে ।

রাজ-দূতে বিপ্র-সুতে লয় যত্ন করি ।
 দ্বিজ-পুত্র কর্যা ষোড় চাপে রথোপরি ॥
 কবার বাড়ি বাজী-পরি মাঝে বিপরীতে । (১)
 অনিল-তরে শীঘ্রতরে বেগে চলে রথে ॥
 রথ-খান মূর্ত্তিমান হয়ে চলে শীঘ্র ।
 ভয়-কৃত দ্বিজ-সুত কহে অতি ব্যগ্র ॥
 শুন মন্ত্রী অতি যত্ন কর অবধান ।
 পাবকেতে রই জীতে ইবে যায় প্রাণ ॥

(১) ষোড়ার উপর শঙ্করূপ চাবুক পড়িতে লাগিল ।

মন্ত্রী কয় নাহি ভয় শুন সবিশেষ ।
 দেখে চায়্যা স্থির হয়্যা ঐ বঙ্গদেশ ॥
 মন্ত্রী-বাক্য মানে শক্য দেখে দ্বিজবর ।
 আনন্দিত দ্বিজ-সুত প্রবেশে নগর ॥
 গ্রাম দেখি মনে সুখী বিপ্রে'র নন্দন ।
 ভাষা গীত বিরচিত বাঁড়ুঘ্যে লক্ষণ ॥

গ্রামবাসীদের আশঙ্কা ।

পুরবাসী লোক সব দেখে রথখান ।
 কি জানি আবার আইল নিতে কার প্রাণ ॥
 অহুমান করে সতে মনে মনে ভাবি ।
 পুনঃ কেন ফির্যা আইল ইহার কারণ কি ॥
 কেহ কেহ কুশধ্বজে দেখিবারে পান ।
 বিপদ-সাগরে বুঝি হরি কৈল ত্রাণ ॥
 কেহ বলে ভয় পাইয়া পলাইয়া আইল ।
 কেহ বলে ব্রাহ্মণ দেখ্যা রাজা ছাড়্যা দিল ॥
 কেহ বলে ব্রাহ্মণের বড় ফের হইল ।
 দিয়াছিল যত ধন পুনঃ নিতে আইল ॥
 কেহ কিছু ভাব করে বুঝিতে না পারে ।
 রথ এড়া উপস্থিত বিপ্রে'র ছয়া'রে ॥
 দেখিলেন রথোপরি বস্তাছে স্তম্ভ ।
 দৃষ্টিমাত্র সিদ্ধাস্তের বুদ্ধি হইল ত্রাস্ত ॥

পিতার ভয় ।

কুশধ্বজে দেখে ভয় পায় দ্বিজবর ।
 বিগলিত কেশে বিপ্রে'র পালাএ সত্তর ॥
 মনে দুঃখ অতিশয় ভাবেন ব্রাহ্মণ ।
 পলাইএ আইল বুঝি আমার নন্দন ॥
 যন্ত পূর্ণ হলো নাঞি রাজা ক্রোধমতি ।
 কোপে রাজা পাঠাইল স্তম্ভ সারথি ॥
 অর্থ দিয়া পুত্র লৈয়া গেল মন্ত্রি-বর ।
 অগ্নি দেখ্যা ভয় পায়্যা আইল কোঙর ॥
 সর্বনাশ উপস্থিত করিল নন্দন ।
 দেখা পাইলে প্রাণে বধ করিব রাজন ॥
 বতগুলি ধন দিয়া গিয়াছিল মোরে ।
 সকল গুটিয়া লৈয়া বাব মন্ত্রি-বরে ॥

ধন গেল প্রাণ যায় কি করিব আর ।
এ যন্ত্রণা কপালে বিধি লিখেন আমার ॥
রাজ্য ধর্যা লয়্যা যাবেক বধিবেক প্রাণে ।
শেষে এই দশা হলো লোভ কর্যা ধনে ॥

সাত পাঁচ ব্রাহ্মণ ভাবেন বস্তা এথা ।
ব্রাহ্মণী স্তনিল কুশধ্বজের বারতা ॥
স্বরাপরে ব্রাহ্মণী প্রাক্ষণে বেরাইল ।
শোকাকুলে অশ্রুজলে ভাসিয়া চলিল ॥
কোথা বাছা কুশধ্বজ ডাকেন ব্রাহ্মণী ।
তোমার বিহনে মোর দিবস রজনী ॥ (১)
দিবা রাত্রি জ্ঞান নাঞি একুই সমান ।
তোমার বিহনে মোর কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
কেমনে আছিলে বাছা আমারে ছাড়িয়া ।
কার বাছা কেবা কোথা গেছিল লইয়া ॥
কুশধ্বজ নিকটেতে দেখিল জননী ।
দ্রুততর রথে হৈতে নাছিল অমনি ॥
পদ-ধূলা মন্তকে বন্দিয়া কয় কথা ।
ভাই দুটী কোথা গেছেন কোথা গেছেন পিতা ॥
চুষন করিয়া মুখে করেন উত্তর ।
রোদন করিছে পুনঃ পুনঃ কল স্বর ॥

মাতার আনন্দ ।

সুমন্তু কহেন কথা করি ষোড় পাণি ।
তব পুত্র লও মাতা দিল নৃপমণি ॥
আর অর্থ রাখ মাতা দিলেন রাজনু ।
যজ্ঞ পূর্ণ করে এলেন তোমার নন্দন ॥
কোথা গেছেন দ্বিজবর ডাক স্বরাপরে ।
প্রণাম করিয়া যাই অযোধ্যা নগরে ॥
কেহ সমাচার গিয়া কহিল ব্রাহ্মণে ।
ডাকেন সুমন্তু তোমার আইস এই ক্ষণে ॥
ভীত হৈয়া ব্রাহ্মণ চলিল স্বরাপরি ।
অস্তরে ভাবেন মোরে রক্ষা কর হরি ॥

প্রত্যর্পিত ।

(১) তোমা ছাড়া আমার দিনগুলি রাত্রির জ্ঞান হইয়াছে ।

স্তম্ভ দেখিতে পান আইসেন ব্রাহ্মণ ।
 প্রণাম করিয়া মন্ত্রী বলেন বচন ॥
 লয় বিপ্র তব পুত্র পাঠাইল রাজন ।
 রথেতে আছরে আর বহুমূল্য ধন ॥
 তব পুত্র আগমনে যজ্ঞ হৈল সায় ।
 বিপ্র বয় ধন মন্ত্রী হইল বিদায় ॥
 হেন কালে পুত্র কোলে করিল ব্রাহ্মণ ।
 কুশধ্বজ বন্দে আপন পিতার চরণ ॥
 ধন সব বয়্যা লয়া রাখিল তখন ।
 হেন কালে আইল অর্জুন জনার্দন ॥
 অশ্রুজলে ভাসে তারা কুশধ্বজে কয় ।
 কেমনে পাইলে রক্ষা বিবরিয়া কয় ॥
 কুশধ্বজ বলে কথা সবে বসি শুন ।
 রাখিল বিপদে মোরে লক্ষী নারায়ণ ॥
 বিশেষ করিয়া কথা কহে দ্বিজ-হৃত ।
 শ্রীযুত লক্ষণ রটে বশিষ্ঠের মত ॥

ভাগবত ।

বঙ্গদেশে রামায়ণ ও মহাভারত অপেক্ষা ভাগবতের প্রাচীন অমুবাদই বেশী পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা বাঙ্গালীর শ্রীকৃষ্ণ-লীলার প্রীতি বৈকুণ্ঠ-বৃন্দা যাত্রা, বৈষ্ণবগণই যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্ট করিয়াছেন সে কথাও বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয়।

গুণরাজ খান মালাধর বসুর ভাগবত ।

কুলীন-গ্রামবাসী মালাধর বসু ১৩৯৪ শকে (১৪৭২ খৃঃ) ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের বঙ্গীয় অমুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃঃ) ইহা শেষ করেন। সম্ভবতঃ সামসুদ্দিন ইউসুফ সাহ (১৪৭৪ খৃঃ—১৪৮১ খৃঃ) কবিকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। রিয়াজাস সলতান্ গ্রন্থে ইহার সন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—“ইনি অতি নব-প্রকৃতি, ধার্মিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রজা-রঞ্জনের জন্ত ইহার সর্বদা ঐকান্তিক যত্ন ছিল।” এ দেশে একটা প্রবাদ আছে যে সম্রাট হুসেন সাহ ইহাকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে ভাগবত রচনার সময় সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই পুস্তকেই যখন গোড়েশ্বর-প্রদত্ত উপাধির কথা উল্লিখিত আছে, তখন আমরা পূর্কোক্ত প্রবাদের যথার্থ্য স্বীকার করিতে পারি না। এই ‘সময়’ সামসুদ্দিন ইউসুফ সাহের রাজত্বকালে পড়ে। সুতরাং ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ প্রভৃতি পুস্তকে আমরা যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কবির যে হুসেন সাহের সভায় বিদ্বান ছিলেন, তাহাও অসম্ভবিত হয়। হুসেন সাহ বাঙ্গালা ভাষার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, এবং মালাধর উক্তর কালে সম্ভবতঃ তাঁহার অমুগ্রহ-ভাজন হইয়াছিলেন। এই জন্তই হয়ত উক্ত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ।

গোষ্ঠ-লীলা ।

স্বজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে ।

বাছুর লইয়া যান যমুনার তীরে ॥

ভোজন করিয়া সবে সিন্ধা বাজাইয়া ।

পাছু বার শিশুগণ বংস ঢালাইয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও
সঙ্গীদের ক্রীড়া ।

একত্র হইয়া সবে যমুনার তীরে ।
নানাবিধ জল-ক্রীড়া করি ধীরে ধীরে ॥
কোথাহ মর্কট-শিশু লাফ দেই রঙ্গে ।
তেন মতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে ॥
চিত্র বিচিত্র গতি ময়ূরে নৃত্য করে ।
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে ॥
কতিহো কোকিল পাখী স্তম্বর নাম পূরে ।
তাহার সঙ্গে রাকাড়ে রাম দামোদরে ॥
কতিহো পক্ষগণ আকাশে উঠিয়া ।
তার ছায়া সঙ্গে বলে দুই ভাই ফিরিয়া ॥
কোথাহ বলে ফুল তুলিয়া মুরারি ।
কত গলে কত কাণে কত মাথে পরি ॥
তেন মতে বৃন্দাবনে বিহরে গোপাল ।
শ্রম ক্ষুধা পাইয়া কিছু বলে ছাওয়াল ॥

তাল খাইবার ইচ্ছা ।

শুনহ বলরাম শুনহ মুরারি ।
বনে কিছু না খাইলে চলিতে না পারি ॥
হেরি তাল বন এই দেখিল সম্মুখে ।
কংসের তাল-বন ধেমুক বীর রাখে ॥
ধেমুক মার যবে তবে খাইব তাল ।
তোমার মন লয় যদি চলহ গোপাল ॥
শুনিয়া ছাওয়ালের কথা হাসেন নারায়ণ ।
তাল খাইবারে চাহে সব শিশুগণ ॥
হাসিয়া নড়িলা কৃষ্ণ শিশুর কথা শুনি ।
তাল খাইবারে শিশু সঙ্গে যায় চক্রপাণি ॥
বালকের সঙ্গে তাল-বনে প্রবেশিল ।
তাল-গাছে গিয়া তবে বলাই চড়িল ॥
গাছে উঠি বলদেব তাল নাড়া দিল ।
যত ছিল পাকা তাল সকলি পড়িল ॥
আস্তে ব্যস্তে শিশু তাল কুড়াইয়া খাই ।
বালকের রঙ্গ দেখি হাসে গোবিন্দাই ॥
আর বার বলাই গিয়ে তালে নাড়া দিল ।
কাঁচা পাকা যত ছিল সকলি পড়িল ॥

গাছের মড়মড়ি দেখুক বীর শুনি ।
কে ভাঙ্গিল তাল বলি খাইল আপনি ॥
দূরে হইতে দেখে তাল পাড়য় বলাই ।
ব্রজ-ছাওয়াল তাল কুড়াইয়া খাই ॥

দেহুক বৈভ্য । ... ১৮

অক্রুরের দৌত্য ।

(ভৈরবী বাগ ।)

মিষ্ট মস্থ দধি নিয়া যমুনার তীরে ।
ছাওয়ালের সঙ্গে ভুঞ্জে দেব দামোদবে ॥
হেন মতে গেল তথা বরিষা সময় ।
হরষিত সর্বলোক শরৎ উদয় ॥
আকাশে নিখিল পথ নীরদ ঘুচিল ।
হরিষে বিমান যেন নিখিল হইল ॥
অগাধ জল-চর যেন না জানে টুটা (১) পানী ।
কুটুম্ব-পোষণে নর যেন হুংখ নাহি জানি ॥
দৃঢ় করিয়া আলি রুবক রাখে পানী ।
গোবিন্দ সেবিয়া যোগী যেন রাখয় পরাণী ॥
শরতের শীত তাপ চক্ষুমা করিল ।
গোবিন্দ পরশে যেন যোগী তুষ্ট হইল ॥
শরতের পুষ্প ফুটে স্নগন্ধী বায়ু বহে ।
বৃন্দাবনে বংশী বাজাএ নন্দের তনএ ॥
দেখি শুনি গোবিন্দাইর অঙ্কুর চরিত ।
শুনিয়া বংশীর নাদ যুবতী মোহিত ॥
মাথায় মগুর-পুচ্ছ কাণে পুষ্প করি ।
নর্তকের বেশ ক্রমঃ পরি রাঙ্গা ধড়ি ॥
ব্রজ-বনিতা সব দেখি মোহিত যায় ।
দেখিয়া সুন্দর কাহু গ্রাণ স্থির নয় ॥
মানুষ-শক্তি রূপ বর্ণিতে না পারি ।
কতক মোহন রূপ করয় মুরারি ॥

শরৎকাল

কৃষ্ণরূপ

নারদের নিবেদন ।

তথায় নারদ মুনি আসি কৃষ্ণের ঠাঞী ।
কংসের মন্ত্রণা যত কহিল তথায় ॥
ধেমতে মারিতে কংস বশুদেব বৈল ।
আমি হাতে ধরি তার মরণ রাখিল ॥
তোমরা দু ভাই নিতে পাঠাব অক্রুরে ।
অক্রুর পাঠায়ে হুঁহা নিব মধুপুরে ॥
ঝাট গিয়া মার গোসাঞী ছুট কংসরায় ।
বন্দী-শালে ছুঃখ পায় তোমার বাপ মার ॥
এতেক বলিল যবে নারদ মুনিবর ।
হাসিয়াত গদাধর দিলেন উত্তর ॥
আশ্রুক অক্রুর যাব মথুরা-নগরে ।
নল্ল-যুদ্ধ করিয়া ভেটাব নৃপবরে ॥
তবেত নারদ মুনি গেলা নিজ-ঘর ।
শিশু সঙ্গে লইয়া ক্রীড়া করে দামোদর ॥

অক্রুরের আনন্দ ।

রাজার আদেশে অক্রুর ঘরকে আসিয়া ।
কৌতুকে বঞ্চিল নিশি হরষিত হৈয়া ॥
কালিত দেখিব গোসাঞী শ্রীমধুসূদন ।
কোটি জন্মের পাপ সব হইব ধ্বংস ॥
এত মনে করি অক্রুর রজনী বঞ্চিল ।
প্রভাতে উঠিয়া অক্রুর গোকুল চলিল ॥
পথেতে চলিলা অক্রুর রথেতে চড়িয়া ।
কৃষ্ণ-দরশনে যায় হরষিত হৈয়া ॥
ভাল হৈল কংস বৈল কৃষ্ণ আনিবারে ।
তেঞী দেখিব আজি দেব গদাধরে ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ কত ভগ কৈল ।
তবুত নারায়ণ মূর্তি দেখিতে না পাইল ॥
সেই অগ্নিপ্রাণ প্রভু দেখিব গোকুলে ।
চরণ বন্দিয়া করিব জনম সকলে ॥
প্রণাম করিব গিয়া পড়িয়া শরীরে ।
অক্রুর বলিয়া আমি তুলিব গদাধরে ॥
হাতে ধরি জিজ্ঞাসিব দেব নারায়ণ ।
তখন আনিব আমি সফল জীবন ॥

পথেতে যাইতে অক্রুর অহুমান করি ।
 দিন অবশেষে পাইলা গোকুল নগরী ॥
 দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকেব (১) সঙ্গে ।
 হাসিতে খেলিতে শিলা বাজাইয়া বন্ধে ॥
 রথে হৈতে উলি (২) অক্রুর প্রণাম যে করি ।
 ভূমে লোটাইয়া কৃষ্ণের পায়ে ধরি ॥
 বন্দিল বলদেবে অক্রুব মহাশয় ।
 নন্দঘোষ যশোদাকে করিল বিনয় ॥
 নন্দ যশোদা তবে সন্তমে উঠিল ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া তারে বিনয় করিল ॥
 মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন ।
 জিজ্ঞাসিলা বার্তা কেন করিলে গমন ॥
 তবে অক্রুর বলে করিয়া বিনয় ।
 ধনুর্শ্যয় যজ্ঞ তথা করে কংসরায় ॥
 তে কারণে মোরে হেতা পাঠাইল সত্বর ।
 অতএব আইলাম আমি তোমা বরাবর ॥
 দশি হৃৎ ঘৃত লহ শকটে পুঁবিয়া ।
 সত্বেবে চলহ নন্দ রাজ-কর লৈয়া ॥

তুই পুত্র লহ নন্দ করিয়া সংহতি ।
 মল্ল-যুদ্ধ ছুঁইর দেখিবে নরপতি ॥
 মহাবল তোমার পুত্র শুনিয়া নৃপতি ।
 মল্ল-যুদ্ধ করাইবে মল্লের সংহতি ॥
 যুদ্ধ দেখিতে রাজার কোতুক বড় মনে ।
 তে কারণে আইলাম আমি তোমার সন্নে ॥
 রাজার আদেশ রাখ শুন নন্দঘোষ ।
 বিলম্ব না কর নন্দ চলহ সন্তোষ ॥
 অক্রুরের বচন শুনি নন্দ গোয়াল ।
 কি করিব আজ্ঞা কর নন্দগোপাল ॥

ভাল ভাল বলিয়া উঠিলা গদাধর ।
 করিবত মল্ল-যুদ্ধ ভেটিব নৃপবর ॥

দধি দুগ্ধ লহ নন্দ শকটে পুরিয়া ।
 ধনুর্ময় যজ্ঞ রাজার দেখিবত গিয়া ॥
 ইহা শুনি বৈল তবে সকল নগরে ।
 কর লহ যাব সবে রাজার দুয়ারে ॥
 কংসের আজ্ঞা হৈল যাইতে তথাকারে ।
 সংহতি করিয়া লহ রাম দামোদরে ॥
 কংসের আরতি আনি দিল পাত্রবরে ।
 যজ্ঞে যাবে দুই ভাই রাম দামোদরে ॥

কৃষ্ণের মথুরা গমনের
 কথা শুনিয়া শ্রীমতীর
 ধৈর্য ।

এত বোল বৈল নন্দ সব বিত্তমানে ।
 শুনিল শ্রীমতী কৃষ্ণ-মথুরা-গমনে ॥
 এত শুনি গোপীগণ হৈল অচেতন ।
 লাজ ভয় দূরে করি করিল ক্রন্দন ॥
 অনেক ভাগ্যের ফলে জন্ম হইল গোকুলে ।
 তে কারণে সঙ্গ পাইল নন্দের গোপালে ॥
 হেন নিধি যায় সখী আমার ছাড়িয়া ।
 কত ধন পাব সখী জীবন রাখিয়া ॥
 প্রাণের প্রাণনাথ মোরে যায়ত এড়িয়া ।
 তিলেক না জীব সখী কামু না দেখিয়া ॥
 যে কামু দেখিতে সখী নিমিষ নাই করি ।
 আখির আড়াল হৈলে নিমিষেক মরি ॥
 তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে কত যুগ মানি ।
 রাত্রি দিন কৃষ্ণ বিনে অণু নাহি জানি ॥
 গুরু গর্বিত দেখি ভয় না করিল ।
 জাতি ভয় লাজ কুল সকল ত্যজিল ॥
 কি করিব দর দ্বার স্বামী বন্ধুজন ।
 আর না দেখিব সখী শ্রীমধুসূদন ॥
 যখন মথুরা কৃষ্ণ করিবে গমন ।
 ধরিয়া রাখিব সখী কমল-লোচন ॥
 যদি গুরুজনা লাজ দিবেক আমারে ।
 সকল ত্যজিব সখী জীৱন্ত শরীরে ॥
 অহুমান করি সব গোপী গেলা ঘরে ।
 সুসজ্জা রহিলা সবে কৃষ্ণ রহাবাসে ॥

রজনী প্রভাত হৈল অক্রুর উঠিয়া ।

মথুরা গমন ।

রান তর্পণ কৈল যমুনায়া গিয়া ॥

নন্দঘোষ হয়ে অক্রুর কবিল গমন ।

সংহতি করিয়া নিঃরাম নাবাগণ ॥

দধি দুগ্ধ যত নন্দ আয়োজন কবি ।

কব দিতে যায় নন্দ মথুরা গবী ॥

বাম কৃষ্ণ লয়ে নন্দ চড়ে গিয়া রথে ।

দাণ্ডাইয়া যুবতীগণ কান্দে সুই পথে ॥

দেখিল অক্রুর লয়ে যায় চক্রপাণি ।

কৈদে কৈদে গোপীগণ পড়িল ববলী ॥

অক্রুর বলিয়া নাম কোন পাণী থুইল ।

তোমাকে (১) অধিক ক্রুর কোথা না দেখিল ॥

জগতের নাথ গোসাক্ষী আছিল এগাই ।

সবার প্রাণ হরি লয়ে যাও সে কানাই ॥

আজি শূন্ত হৈল মোর গোকুল নগরী ।

গোকুলের রত্ন কৃষ্ণ যায় মধুপুরী ॥

আজি শূন্ত হৈল মোর বসেব বৃন্দাবন ।

শিশু-সঙ্গে কেবা আর বাখিবে গোদন ॥

অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী ।

সব স্মৃথ নিল বিধি দিয়া দুঃখরাশি ॥

আব না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে ।

আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে ॥

আর না দেখিব সখী সে চাঁদ-বদন ।

আর না করিব সখী সে মুখ চুষন ॥

আর না যাইব সখী কল্পতরু-তলে ।

আর কানু-সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে ॥ (২)

কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে
গোপীগণের শোক ।

(১) তোমা হইতে ।

(২) “কৈছনে বায়ব যমুনা-তীর ।

কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটির ॥

সখীগণ সহ যৈছে কয়ল ফুলধেরি ।

কৈছনে জীবন তাহি নেহারি ॥”

বিদ্যাপতি ।

শিয়র না দিব আর কানাইর হাতে ।
 নানা ফুল আর কৃষ্ণ না পরাবেন মাথে ॥
 আর না দিবেন কৃষ্ণ চর্কণ-তাশুল ।
 কামুর বিহনে গোপী কাঁদিয়া ব্যাকুল ॥
 কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাষ ।
 কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাভ ॥
 অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে ।
 কামু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥

কা সনে করিব ক্রীড়া যমুনার কূলে ।
 কে আর ঘুচাবে সখী বিরহ আকূলে ॥
 কেমনে ধরিব প্রাণ কামু না দেখিয়া ।
 রথে চড়ি যান কৃষ্ণ না চান ফিরিয়া ॥
 মথুরা গেলেন কৃষ্ণ না আসিবে হেথা ।
 নানা রূপে যুবতীগণ নিবসয়ে তথা ॥
 তাহা সনে ক্রীড়া যবে করিব মুরারি ।
 পাসরিব আমি সবা আমি বনচারী ॥ (১)

যত দূর যায় অক্রুর কানাক্রী লইয়া ।
 তত দূর চাহে গোপী একদৃষ্টি হৈয়া ॥
 না দেখিয়া রথখান ধূলা মাত্র দেখি ।
 চাহিতে চাহিতে গোপী না নিমিষে আখি ॥

কৃষ্ণ অরিয়া কান্দে সব গোপনারী ।
 রাম কৃষ্ণ লৈয়া অক্রুর যায় মধুপুরী ॥
 মধ্যাহ্ন সময়ে গেলা যমুনার কূলে ।
 স্নান করে গিয়া অক্রুর যমুনার জলে ॥
 জলের ভিতরে দেখে রাম দামোদরে ।
 দেখিল কোতুক বড় আনন্দ অন্তরে ॥
 অনন্ত-মূর্তি রাম দেখে সহস্র-মন্তকে ।
 চারি ভিতে করে স্তুতি সব নাগলোকে ॥

অলমধ্যে অনন্তরূপী
 বলদেব ও চতুর্ভুজ
 কৃষ্ণ এবং জলে স্থলে
 রামকৃষ্ণ দর্শন ।

(১) আমরা (বৃন্দা-বনবাসিনী), নাগরিকাদের সঙ্গ লাভ করিয়া
 কৃষ্ণ আমাদের তুলিয়া যাইবেন ।

কেয়ুর কুণ্ডল হার সহস্র ফণা ধবে ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখি গদাধরে ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী দেবী দেখে হৈ পাশে ।
 ছুই ভাই দেখি অক্লুর মনে মনে হাসে ॥
 কূলে ছিল রাম কৃষ্ণ কেমনে আইল এথা ।
 কূলে আসি দেখে বাম কৃষ্ণ আছে তথা ॥
 পুনরপি গলে নামি দেখে ছুই জনে ।
 অদ্বুত দেখিয়া অক্লুর ভাবে মনে মনে ॥
 আজি পুণ্য-প্রভাত কিব পোহাইল মোরে ।
 চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিলাম গদাধরে ॥
 কোটি জন্মের পাপ মোব খণ্ডিল বন্ধন ।
 আমায়ে সদয় হৈলা দেব নাবাষণ ॥
 স্নান সমাপিয়া (১) তবে অক্লুর চলিল ।
 কৃষ্ণ মনে রথে চড়ি মথুরা আইল ॥

স্নান আদ্য গোপ যত থাকি মথুরা নিকটে ।
 পিণ্ডপ করিয়া আছে বহিয়া শকটে ॥
 তেন কালে অক্লুর আসি বলিল তাহারে ।
 বাসা করি বহ আজি আমার মন্দিরে ॥
 আইস আইস মোর ঘর রাম দামোদর ।
 পদ-বজ্র দিয়া শুদ্ধ কব মোব ঘর ॥
 তোমাব পদ-বজ্র-গঙ্গা ত্রৈলোক্য ভিতরে ।
 মূর্ত্তি-পদ পায় তথায় সেই জন মরে ॥
 হেনই চরণ গোসাঞী আশ্রুক মোর ঘবে ।
 সবাকবে পবিত্র আমা কর দামোদরে ॥

অক্লুরের আর্ঘ্যনা ।

তবে গোবিন্দাই বৈল তার হাতে ধরি ।
 রাজা সম্ভাষিয়া যাব তোমার নগরী ॥
 আমি উতরিব আজি বমা এক স্থানে ।
 প্রভাতে চলিব সব বাজা সম্ভাষণে ॥
 কোতুক আমাব আছে মনেব ভিতরে ।
 ঘরে ঘরে ফিরিব আজি মথুরা ভিতরে ॥

অক্রুরের রাজ-সভায়
বার্তা প্রদান ।

এত বলি রাম কৃষ্ণ যান রাজ-পথে ।
কংসের ঠাকুরী যান অক্রুর চড়ি নিজ রথে ॥
প্রণতি করিয়া বলে শুন নৃপবর ।
আনিলত নন্দবোষ রাম গদাধর ॥
রাজ-কর লয়ে আজি রহিল নগরে ।
কালি প্রভাতে আসিব সাক্ষাৎ তোমারে ॥
রাজাকে বলিয়া অক্রুর গেলা নিজ-ঘর ।
বালক সঙ্গতি হেথা খেলে দামোদর ॥

কত দূরে রজক দেখি নন্দের নন্দন ।
বলিল পরিতে দেহ উত্তম বসন ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল হাসিতে লাগিল ।
কেনরে পাপিষ্ঠ গোপ হেন বোল বল ॥
ধরতর বড় রাজা কংস নৃপবর ।
তার বস্ত্র পাখালি (১) আমি তার অমুচর ॥
বনে থাক দেখু রাখ না বুঝহ কথা ।
মরণকে ভয় নাহি হেন কহ কথা ॥
পথ ছাড়ি পলা (২) ঝাঁট নন্দের কুমার ।
এখন শুনিলে তোর নাহিক নিস্তার ॥
পুনরপি হেন কথা না কহিও আব ।
বস্ত্র লয়ে যাই আমি রাজার দুয়ার ॥
বজ্রকের বোলে কৃষ্ণের হস্ত উপজিল ।
বাড়ে ধাক্কা মারি তার বস্ত্র কাড়ি নিল ॥
চুলে ধরিয়া তার মারিল আছাড় ।
ঠায় প্রাণ ছাড়ে তার চূর্ণ হৈল হাড় ॥

নগরে প্রবেশ ও রজক-
বধ ।

নগর ঢুকিতে কৃষ্ণ রজক মারিল ।
দেখিয়া সকল লোক ত্রাস-যুক্ত হৈল ॥
আর যত অমুচর চাপড়ে মারিয়া ।
লইল সকল বস্ত্র গোবিন্দ কাড়িয়া ॥
কোন কোন ভাল বস্ত্র পরিধান কৈল ।
ছাওয়ালে (৩) কতক দিয়া নগরে ফেলিল ॥

(১) প্রক্ষালন করি ।

(২) পলাইয়া যাও ।

(৩) শিঙগণকে ।

নগরিয়া লোক সব বস্ত্র কুড়াইল ।
 তা দেখিয়া রাম কৃষ্ণ হাসিতে লাগিল ॥
 দূত গিয়া জানাইল কংস নৃপবরে ।
 রজক মারিয়া বস্ত্র লৈল গদাধরে ॥
 শুনিয়াত কংস রাজা গুণে পরমাদ ।
 অবনী লোটায় কাঁদে ভরিয়া বিষাদ ॥
 হরির চরণে গুণরাজ খান ভণে ।
 পুনরপি জন্ম নহে চিন্তা নারায়ণে ॥

সিন্ধুড়া রাগ ।

বস্ত্র লয়ে বেশ করে রাম দামোদর ।
 কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর ॥
 কত দূরে মালাকাবে দেখি গদাধবে ।
 স্নগন্ধি-কুসুম-মালা দেহত আমারে ॥
 আমা হৈতে অনেক ভাল হইবে তোমাৰ ।
 বলিয়া বসিল পাশে নন্দের কুমাৰ ॥
 দেখিয়াত মালাকাব সম্মুখে উঠিয়া ।
 পূজিলত দুই ভাই পাণ্ড অৰ্য্য দিয়া ॥
 গন্ধ পুষ্প মালা দিল উত্তম বসন ।
 নানা ভোগ তাখুল দিয়া পুজিল দুই জন ॥
 তুষ্ট হয়ে বর তাৰে দিলা গদাধর ।
 নানা সুখ ভুঞ্জিবে মালী সংসার ভিতর ॥
 উত্তম জাতি হৈল মালী গোবিন্দেব বরে ।
 সৰ্বলোক খায় জল মালাকাব ঘরে ॥
 হরিষে বব দিয়া গেলা মালাকারে ।
 রাজ-পথে চলি যায় মথুরা নগরে ॥

মালাকারের প্রতি
 কৃপা ।

নানা রঙ্গে চলি যান বালকের সঙ্গে ।
 দেখিয়া কুঞ্জী নারী বড় পাইল রঙ্গে ॥
 তিন ঠাঞী বন্ধা দেখি হস্ত উপজিল ।
 কার নারী কিবা নাম কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল ॥
 কৃষ্ণেব বচন শুনি কুঞ্জী একমনে ।
 হাসিতে হাসিতে বলে গোবিন্দ-চরণে ॥

কুজা-বিলন ।

কুজ-বিলোপ ।

মথুরায় ঐশ্বর্য ।

ত্রিবন্ধা নাম মোর কংস-অমুচরী ।
 গন্ধ-চন্দন যোগাই কুঙ্কম কস্তুরী ॥
 যোগান লইয়া যাই কংসের দুয়ারে ।
 কি আজ্ঞা করহ মোরে নন্দের কুমারে ॥
 কন্দর্প সমান দেখি তোমরা দুই জন ।
 তোমাকেত ভাল সাজে এ গন্ধ-চন্দন ॥
 লেহত সকল গন্ধ রাম দামোদরে ।
 যে করুক কংস রাজা তারে নাহি ডরে ॥
 এতেক বলিয়া গন্ধ গোবিন্দেরে দিল ।
 হাসিয়াত দুই ভাই সকলি পরিল ॥
 শ্রামল সুন্দর কৃষ্ণ কুঙ্কম পরিল ।
 নীলমেঘে শক্র-ধনু যেমন সাজিল ॥
 স্কটিকের বর্ণ বলাই কস্তুরী পরিল ।
 কৈলাস-শিখরে যেন কালিমা দেখিল ॥
 গন্ধ পরিয়া তুষ্ট হইল মুবারি ।
 খণ্ডিল কুজা হৈল ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥

কুঞ্জী মেলানি দিয়া বাম দামোদর ।
 কোতুকে ভ্রমিয়ে বলেন সকল নগব ॥
 স্কটিকেব ঘব সব মুকুতার ঝারা ।
 নেতের পতাকা উড়ে সুবর্ণের ধারা ॥
 সুধাকব নির্মিত ঘর স্কটিকের চাল ।
 বিচিত্র বিচিত্র বৃক্ষ দেখিতে বিশাল ॥
 নানা বৃক্ষ দেখে সব বাধান পাথরে ।
 গুয়া নারিকেল শোভে দুয়ারে দুয়ারে ॥
 নানা বর্ণে বিচিত্র কংসের মধুপুরী ।
 স্বর্গে শোভা করে যেন ইন্দ্রের নগরী ॥
 মন্দ মন্দ গতি চলে নন্দের নন্দন ।
 কংসকে দেখিতে চলে মথুরা ভুবন ॥
 শিশুগণ সঙ্গে যায় দেব বনমালা ।
 রাজপথে ঘাইতে করিল নানা কেলি ॥

ধনুর্ধর বজ্র তবে দেখিল কত দূরে ।
 বজ্র করে বিজ্ঞপণ রাখয়ে কিহরে ॥

দেখি দেখি বলি কৃষ্ণ করেন প্রবেশ ।
 কার যজ্ঞ কর দ্বিজ কহ উপদেশ ॥
 হেন অদ্ভুত ধনু ধরে কোন জন ।
 বাম হাতে ধরিয়া হাঁহাতে দেয় গুণ ॥
 তাহার বচনে কৃষ্ণ করিল সন্নিধান ।
 বাম হাতে ধরি কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান ॥
 আকর্ষণ পুরিয়া কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান ।
 দশ দিক্ শব্দ হৈল ভাঙ্গিল ধনুখান ॥
 মথুরার লোক সব পরমাদ গুণি ।
 কর্ণে তালা লাগিল ভাই কিছুই না শুনি ॥
 যত বক্ষক ছিল যত অনুচর ।
 ধনুকের বাড়িতে জীবন লৈল তাব ॥
 পলাইয়া যায় দূত কংস-বরাবরে ।
 ধনুক ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ চলে ধীরে ধীরে ॥

ধনুর্ভঙ্গ ।

দিন অস্ত গেল হৈল নিশি প্রবেশে ।
 বাসা কবিতে যান নন্দবোধেব পাশে ॥
 নগর নিকটে ভাল পুষ্পের উজ্জান ।
 বিশ্রাম করিল নন্দ সেই রম্য স্থান ॥
 মিলিলত গিয়া রাম কৃষ্ণ দুই ভাই ।
 ভগ্ন্য দ্রব্য খাইয়া কিছু স্থখে নিদ্রা যাই ॥

দিনান্তে রাম-কৃষ্ণের
 বিশ্রাম ।

হেথা কংস নৃপবর দূত-সুখে শুনি ।
 কত কন্ম কৈল কৃষ্ণ মনে মনে গুণি ॥
 নিদ্রা না হয় তার মরণ নিকটে ।
 অসুখ অন্তত স্বপ্ন দেখিল সঙ্কটে ॥
 স্বপ্নেতে অমঙ্গল দেখে নরপতি ।
 রাজা মালা পরিয়াছে সকল যুবতী ॥
 চতুর্দিকে দেখে হয় রক্ত বরিষণ ।
 ভয়ে চমকিত রাজা শয়নে আগরণ ॥
 ত্রাসযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চিল রজনী ।
 প্রভাতে উদয় করি উঠে দিনমণি ॥
 মল্লযুদ্ধ করিতে রাজা দিলেন আদেশ ।
 ডাক দিয়া আনিল পাত্র মিত্র বহু দেশ ॥

কংসের দুষ্টিতা ও
 দুঃখ-বর্ণন ।

ভৈরব রাগ ।

মহুয়া ও কংসের
আদেশ ।

দেখিব সকল লোক মঞ্চতে বসিয়া ।
বন্দুকের দৈবকীরে আন ডাক দিয়া ॥
এক মঞ্চ বসিয়া দেখুক পুত্রের মরণ ।
হস্তী ঘোড়া রথ আন করিয়া সাজন ॥
কুবলয় (১) হস্তী রাখ মধ্য দুয়ারে ।
আসিতে নন্দের পুত্র দস্তে যেন মাবে ।
তথা যদি নাহি মরে সেই ছই জন ।
মল্লযুদ্ধ করাইয়া বধিব জীবন ॥
আদেশিয়া সর্বজনে মঞ্চের উপরে ।
অস্ত্র লয়ে উঠে তাহে কংস নৃপবরে ॥

রাজদ্বারে হস্তি-সমীপে
নর্তক-বেশধারী রাম-
কৃষ্ণ ।

তথা রাম কৃষ্ণ তবে প্রভাতে উঠিয়া ।
যমুনার কূলে স্নান আচরিল গিয়া ॥
নানা অলঙ্কার পরি উত্তম বসন ।
নৃত্যকেব বেশ ধরি করিল গমন ॥
ছাওয়াল সংহতি তবে নড়িলা ছুই ভাই ।
কর লৈয়া গেল নন্দ কংস-রাজার ঠাঞী ॥
কর লয়ে আদেশ তবে দিল নৃপবর ।
মল্লযুদ্ধ দেখে উঠি মঞ্চের উপর ॥
হেথা পশ্চাতে যান রাম দামোদরে ।
হাসিতে হাসিতে যান রাজার দুয়ারে ॥
দ্বারের মধ্যেতে হস্তী আড় হয়ে রয় ।
যাইতে না পারে কৃষ্ণ মাছতেরে কয় ॥
পথ ছাড়িয়া দেহ রাজার ঠাই যাই ।
পথ ছাড়ি না দিলে তোমার গতি নাই ॥
কৃষিল মাছত শুনি কৃষ্ণের বচনে ।
হস্তী হাঁকারিল কৃষ্ণ মারিবার কারণে ॥
কৃষিয়া আইল হস্তী কৃষ্ণ মারিবারে ।
লাফ দিয়া পাছু লেজ ধরে গদাধরে ॥
দস্তে ধরিতে শব্দ বিপরীত করে ।
শুণে বেড়ি মারিবারে যায় দামোদরে ॥

কুবলয়-হস্তিবধ ।

দন্ত এড়ি গোবিন্দাই শুণ্ড চাপি ধরি ।
 শুণ্ড তুলিতে নাহে বুলে ঢাক ভাঙবি ॥
 বড় শব্দ কবি হস্তী ভূমে দন্ত নাহি ।
 টানিয়া ছিড়িল শুণ্ড দেন শ্রীহরি ।
 লক্ষ দিয়া চড়িয়া সেই হস্তীৰ উপরে ।
 সেই ভবে গেল হস্তী যমের ভ্রমারে ॥
 তাব দন্ত উপাধিলা নিল ছই ভাই ।
 সেই দন্তে মাচ্ছত মানি বন-ঘবে পাঠাই ।

হস্তি-সনে মাচ্ছত মাবিল গদাধরে ।
 হস্তি-দন্ত কাঁদে কবি সাক্ষাল ভিতরে ॥
 হস্তী মাচ্ছত বহু গাণিল সকল শবীরে ।
 একেত সুন্দর কয় অধিক রূপ পবে ॥
 হাসিতে থেলিতে ছহে কবিল গমন ।
 সেই বেলা নানা মুর্ছি পবে নাবায়ণ ॥
 মল্ল সপ দেখে যেন ব্যাঘ্রের সমান ।
 ধার্মিক বাজাগণ দেখে সুন্দর সেই কান (১) ।
 স্ত্রীগণ দেখে যেন অভিনব মদন ।
 নন্দ আদি গোপ সব দেখে শিশুগণ ॥
 ছুট বাজাগণ দেখে যেন দণ্ড কাল (২) ।
 বসুদেবকে দেখান কোলের ছাওয়াল ।
 প্রাণ নিঃশ্বাস আঁইসে দেখে ক-সবাপ ।
 যজুবংশ বৃষ্ণিবংশ দেখেন তথায় ॥
 কুলের প্রদীপ যোব সুন্দর কানাকী ।
 এমন অদ্ভুত আমি কভু দেখি নাই ॥
 বিবিধ প্রকারে রূপ দোঁখি পুৰীজন
 মথুরা হইতে এই কবিল গমন ।

১. ক্ষমভায় পৃথক পৃথক
 বজ্রি বশীকৃষ্ণের পৃথক
 রূপ দর্শন ।

গদ্যবগণের রামকৃষ্ণ-
 নীল বাদ্যগকখন ।

বসুদেব খুঁইল পরে নন্দবোধ-ববে ।
 যশোদাব কোলে আনি ভাঙিল বাজাবে ।
 পূতনা রাক্ষসী এই কবিল নিপন ।
 তৃণাবর্ত মারি কৈল শকট ভঞ্জন ॥

যমল অর্জুন হই বৃক্ষ যে তাজিয়া ।
 বৎসক মারিল এই গোষ্ঠ মাঝে নিয়া ॥
 অঘাসুৰ মারি এই বক বধ কৈল ।
 ধেনুক মারিয়া বনে তাল যে খাইল ॥
 দাবায়ি ভক্ষণ এই কৈল শিশুকালে ।
 প্রলম্ব মারিয়া গরু রাখিল গোপালে ॥
 যমুনা হইতে এই কালী ঘুচাইল ।
 পর্বত ধরিয়া এই গোকুল বাখিল ॥
 অরিষ্ট কেশীকে এই করিল নিধন ।
 সর্পে হৈতে নন্দে এই কবিল বিমোচন ॥
 গোপবধু লয়ে ক্রীড়া কৈল গদাধরে ।
 নিধন করিল এই ন্যাম অস্তবে ॥
 মথুরা প্রবেশে এই বৎসক মারিল ।
 কুঞ্জী স্তম্ভরী করি (১) ধনুক ভাঙ্গিল ॥
 কুবলয় হস্তী মারি মধ্য ছয়ায়ে ।
 এত কৰ্ম করি ছুহে সাঙ্ক্কাইল (২) ভিতরে ॥
 এ কথা কহিতে হৈল মহা গণ্ডগোল ।
 নানা বাণ্ড বাণ্ডে কেহ না শুনয়ে বোল ॥

মেঘ মল্লার ।

তবেত চান্দ্র (৩) আসি সন্টার ভিতরে ।
 বোল ছই চাবি বলিল নন্দের কুমারে ॥
 বনে থাক গরু রাখ নন্দের ছাওয়াল ।
 মল্লযুদ্ধ শুনি বড় হরিষ অন্তর ॥
 রাজাকে সন্তোষ পূজা করে সর্বক্ষণ ।
 বাজা সুখী হৈলে ভালবাসি সর্বজন ॥
 মল্লের যুদ্ধ রাজা দেখিব কোতুর্কে ।
 তোমা হুহার সনে যুদ্ধ বড় পাব সুখে ॥
 অসজ্জা কবিয়া মল্ল-যুদ্ধ কর আসি ।
 কোতুক দেখিবে লোক মঞ্চ-সন্টার বসি ॥

রাজসভায় চান্দ্রের
 প্রবেশ ও কৃকের প্রতি
 উক্তি ।

-
- (১) কুজাকে সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া । (২) প্রবেশ করিল ।
 (৩) কংসের মল্ল-বীর ।

শুনিয়া চানুর বোল হাসে গদাধর ।

কাল (১) উদ্দেশে কৃষ্ণ তারে দিলেন উত্তর ॥

যেই পূজা হয় সেই করে রাজস্বৰ্গ ।

করিবত মল্লযুদ্ধ নহিব বিযুধ ॥

কৃষ্ণের প্রত্যাশিত ।

কিছু এক বোল বলি শুন মহাশয় ।

যেই জনা মাগে যুদ্ধ তাহা দিতে হয় ॥

আমিত ছাওয়াল তুমি হও মহাশয় ।

তুমি আমি হুই যুদ্ধ সমকক্ষ নয় ॥

শুনিয়া কৃষ্ণের বোল বলে হেসে বাণী ।

চানুরের পুনরুক্তি ।

ভালই ছাওয়াল তুমি নন্দের পোখানি (২) ॥

শিশু-ক্রীড়ায় মারিলে তুমি বড় বড় বীরে ।

সহস্র-বল হস্তী তুমি মারিলে ছয়ারে ॥

তুমি যদি ছাওয়াল হও নন্দেব কুমার ।

তোমাকে অধিক বল কেবা আছে আর ॥

না করিহ মায়া কিছু নন্দের নন্দন ।

তুমি আমি মুষ্টিক বলাই এই চারি জন ॥ (৩)

চানুর বচনে হাসে নন্দের নন্দন ।

মল্লযুদ্ধে ক্রীড়কের
সম্মতি ও যুদ্ধ ।

তোমার মনে আছে যদি কর এসে রণ ॥

দূত কাছ করি তবে বাঁধিল মুরারি ।

বাছ পসারিয়া হুই জনে যুদ্ধ কবি ॥

গোবিন্দ চানুর বীবে হৈল মহারণ ।

হাহাকার করি তবে বলে সর্সজন ॥

হের দেখ রাম কৃষ্ণ কোমল শরীর ।

হের দেখ বজ্র অস্ত্র আর হুই বীর ॥

হেনই অস্ত্রায় যুদ্ধ না দেখি কোথায় ।

বীর-সঙ্গে ছাওয়াল যুঝয়ে মাথায় ॥

রাজা হয়ে হেন করে কে আর বুঝাব ।

হেথা থাকিলে পাপ হয় চল ঘর যাব ॥

অস্ত্রায় যুদ্ধে উপস্থিত
ব্যক্তিগণের মনঃক্লেশ ।

(১) কালের = যুতুর ।

(২) পুত্র । (৩) তুমি, আমি, মুষ্টিক মল্ল, এবং বলদেব এই

চারি জন ।

বল্লদেব দৈবকী পুত্রের মুখ চাই ।
 হাহাকার করিয়া চিন্তেন গোবিন্দাই ॥
 না জানি পুত্রের বল মনে মনে গুণি ।
 কেমনে মল্লের ঠাঞী বাচিবে পরাণি ॥

চান্দুর-বধ ।

বাপ মায়ের চিন্তা দেখি শ্রীমধুসূদন ।
 শত্রু মারিবারে মন কৈল নাবায়ণ ॥
 নানা মত প্রকাষে মহাবল কৈল ।
 আচম্বিতে কোলে তার কৃষ্ণ সান্ধাইল ।
 দুই পায় ধরি তার আছারিয়া মাঝি ।
 বাম হাত দিয়া তার গলা চাপি ধরি ॥
 ডাহিন হাতে মুটুকি মারি ভাঙ্গিল দশন ।
 মুখে নাকে বস্ত্র পড়ে ঘোর দরশন ॥
 দেখিয়াত চমৎকার সর্বজনৈ কৈল ।
 বালক হইয়া কৃষ্ণ মহাবল কৈল ॥
 মহাবীর চান্দুর সেই বা সহি ।
 কৃষ্ণ ফেলাইয়া বলে আভি যাবে কহি ॥
 ধরিয়া কৃষ্ণের চুল মুটুকিত মাঝে ।
 কুপিয়া কানাই পুনঃ ধরিল তাহাবে ॥
 মধ্যদেশ ধরি তাবে আছাড়িয়া মারি ।
 প্রাণ ছাড়িয়া চান্দুর গেল ধমপুৰী ॥

মুটুক-বধ ।

মুটুক বল্লদেবে হইল মহাবল ।
 চান্দুর সহিত যেন কৈল নাবায়ণ ॥
 বলাই সহিত মুটুক মহাবল কৈল ।
 পড়িলা মুটুক তবে বলাই বসিল ॥
 চাপনের ভরে ছুট মারিল অন্তরে ।
 জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে ॥

অপরূপ মল্ল বধ -
 ৩ কংসের ভীতি
 ও আদেশ ।

চান্দুর মুটুক তবে মরিল দুই জনে ।
 আর মল্ল ডাকি কংস আনিল ততক্ষণে ॥
 যত মল্ল আনিল সবাব বধিল জীবন ।
 প্রাণ লয়ে পলাইল যত মল্লগণ ॥
 দেখিয়াত কংস রাজা চিহ্নিল অন্তরে ।
 ছুট দূর কর আজ্ঞা করিল নৃপবরে ॥

মল্লার রাগ ।

শুন শুন বীর-ভাগ আমার বচন ।
 সভা হৈতে বাহির করহ ছই জন ॥
 নন্দঘোষ বাহিব কবি লহ কারাগারে ।
 মাঝিয়া সকল ধন লহত উহাবে ॥
 বসুদেব দৈবকী ছই জনাকে লইয়া ।
 মাথা কাটি ফেল লক্ষ্য শ্মশান-ভূমে গিয়া ॥
 উগ্রসেন বাপে লহ মাথা কাটিবাবে ।
 বাপ হয়ে প্রাণহিংসা কবয়ে আমারে ॥
 ঘুচাহ বাসনা সব কিছু নাহি কাষ ।
 মরণ নিকটে ছেন বলে কংসবাজ ॥

কংসেব বচন শুনি কৃষ্ণ মনেতে চিন্তিল ।
 সবাকৈ মাঝিতে তুষ্ট তবে আজ্ঞা দিল ॥
 এক দাঁকে উঠে কৃষ্ণ নৃগেব উপবে ।
 য়েই নৃগে বাদরাছে কংস নৃপববে ॥
 কৃষ্ণ দেখি কংস বাজা সত্বে উঠিল ।
 সাক্ষাতেতে যম যেন ধবিতে আইল ॥
 খাণ্ডা বাহিরে ঘুরয়ে নৃপবর ।
 মত্ত সিংহ প্রায় যেন কাঁপে গদাধর ॥
 বাম হাত দিয়া তাব গলা চাপি ধরি ।
 ডাহিন হাতে খাণ্ডা কাড়ি লইলা ত্রিহরি ॥
 নৃগ হৈতে পড়ে বাজা ভূমেব উপর ।
 লাফ দিয়া বৃকে তাব বসিল গদাধর ॥
 সংসারেব ভব-হৈল সকল শরীরে ।
 সেই ভবে মরিল বাজা তুষ্ট কংসাসুরে ॥

কৃষ্ণের মকারোহণ ও
 কংস-বধ ।

হাহাকার হৈল তবে অশুর সমাজে ।
 হরষিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে ॥
 বসুদেব দৈবকী নন্দ আদি যত ।
 খুচিল সবার ভয় হৈল হরষিত ॥
 কংসের বন্ধু বান্ধব ছিল যত ভাই ।
 ভায়ের মরণে যুদ্ধে আইল তথায় ॥

অশুরের হাহাকার ও
 সজ্জনগণের আনন্দ ও
 কংসের বংশ-নাশ ।

সবাকৈ মারিল তথা রাম গদাধরে ।
 জলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পুড়ি মরে ॥
 সবংশে মরিল কংস দেখে সর্কজনে ।
 জয় জয় শব্দ কৈল যত দেবগণে ॥
 স্তন স্তন ওহে ভাই স্তন একমনে ।
 কংসের মরণ গুণরাজ খান ভণে ॥

মাধবাচার্য্যের ভাগবত ।

মাধবাচার্য্য চৈতন্যদেবের শ্রালক এবং তাঁহার টোলার ছাত্র । ইনি চৈতন্যদেবের নামেই তদীয় ভাগবতের অনুবাদ উৎসর্গ করেন । ইনি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বাঙ্গে বিত্তমান ছিলেন ।

তৃণাবর্ত-বধ ।

গোকুল নগরে বড় গভীর নিশ্বনে ।
 চৌদিকে চাপিয়া হৈল ধূলি বরিষণে ॥
 মুহূর্ত্তেকে তিমির ঘোর বড় ভয়ঙ্কর ।
 পুরিল নয়ন নাহি চিনি আশ্বপর ॥
 কংস-নিযোজিত বীর নাম তৃণাবর্ত ।
 বায়ুভূত হৈয়া আশ্রয় যেন চক্রাবর্ত ॥
 মায়াবী অশুর হরি জানিঞা তখনে ।
 পরম-আনন্দ-মনে উঠিলা গগনে ॥
 পুত্র না দেখিয়া বাণী হৈলা অচেতন ।
 ভূমি লোটাইয়া হুঃখে করিছে ক্রন্দন ॥
 কোথায় উড়াইয়া শিশু লইল বাতাসে ।
 আরে দ্বারুণ বিধি করিলি নৈরাশে ॥
 সেইত ক্রন্দন শুনি যত পুরজনে ।
 অধিক হইল হুঃখ শুনিয়া শ্রবণে ॥
 হেনঞি সময়ে কোঁতুকে বহুবর ।
 রিপু-গলা চাপিয়া হইলা বিষঙ্কর ॥
 সহিতে নাশিয়া ভয় হইলা ফাঁকর ।
 রিপু-গলা চাপিয়া পড়ি শিলার উপর ॥

ছাড়িল জীবন পাপ মায়াবী অম্বর ।
শিলার উপরে পড়ি অম্বরে কৈল চুর ॥
বুকের উপর শিশু খেলায় নির্ভয় ।
কহে দ্বিজ মাধব কংসেব নাহি জয় ॥

কৃষ্ণের বাল্য-লীলা ।

ঘরের গোময় ঝাটি বন্ধন বাড়ন পরিপাটি
সভে থাকি আপনার কায়ে ।
না জানি কেমন ছলে আসিয়া হেনপ্রি কালে
প্রবেশ করএ গৃহ-মাঝে ॥
যত ভাঙ সারি সারি দ্ব্যত দধি ননী পূরি
শিকার উপবে রাখি দুবে ।
হাতে যদি নাহি পাএ উপায় স্থজিয়া থাএ
শিশু নহে বড়ই চতুবে (১) ॥
গুনগো যশোদা-রাণি অপরূপ কাহিনী
শঠ বড় তোমাব কুমাবে ।
তিমির-মন্দির ঘন মণিময় আভরণ-
সন্ধান গোরস সব চোরে ॥
ঠাক্রি ঠাক্রি ৭-বি দিঠি অনিঞা উঠল পিঠি
তরুপরি উদুখল সারে ।
শিল পাথর দেয় তথি ঘন ঘন লোক চাহি
বাহি বাহি উঠয়ে উপরে ॥
যেই বস্তু যেই থানে সব জানে অম্বুজানে
বন্ধন-ঘরে পাচিকার আগে ।
স্ববলিত ধারা গলে বদন মেলিয়া তলে
উদর পুরয়ে সার ভাগে ॥
কেহো বা দেখিতে পাএ দূরে পলাইয়া যায়
অবশেষে পড়ে উভ ধারে ।
এ সব দেখিয়া কুড়ি বাদ করি ভাঙ্গে হাঁড়ী
ক্ষীর নবনীতে ঘর পুরে ॥

যশোদার নিকট পুর-
বাসিনী গোপীগণের
কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনা ।

(১) শিশুর মত নহে, অত্যন্ত চতুর ব্যক্তির মত ।

প্রতি ঘরে ঘরে ফিরি গোরস করিয়া চুরি
 মানাইতে নারিএ কখন ।
 এখন তোমার কাছে সাধু যেন বসিয়াছে
 বিচারিয়া করহ দমন ॥
 মায়ের সমুখে বাণী লজ্জা পাএ চক্রপাণি
 ভয়ে আশি করে ছল ছল ।
 দেখিয়া পুস্ত্রের মুখ হৃদয়ে লাগিল দুঃখ
 হাসি মিথ্যা করিল সকল ॥
 না লাগিল আদ্যশ (১) হরি মনে মনে হাস
 গোপিকা চলিলা নিজ বাসে ।
 কলিয়ুগে চৈতন্য প্রেমরসে কৈল ধন
 দ্বিজ মাধব রস ভাষে ॥

কুঙ্কর মুখ-মধ্যে যশোদার
 ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন ।

শিশুগণ সঙ্গে হরি খেলে হরষিত ।
 মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল সভার বিদিত ॥
 বলভদ্র আশ্ব করি সব সহচর ।
 যশোদার ঠাঞি গিয়া কহিল সত্তর ॥
 শুনিঞা যশোদা পুত্রে আনে করে ধরি ।
 আশি পাকল করি বাক্য বলে ক্রোধ করি ।
 আরে কান্ন কি লাগিয়া মৃত্তিকা খাইলে ;
 দধি দুগ্ধ থাকিতে মাটিতে মিঠা পাইলে ॥
 বলিতে লাগিল ক্রুদ্ধ সভয় নয়ন ।
 মৃত্তিকা খাইল হেন বলে কোন্ জন ॥
 রাণী বলে তোমার যতেক সঙ্গ-ভাই ।
 আপনি বলাই বলে তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
 এ বোল শুনিঞা ত্রাসে বোলে গোবিন্দাই ।
 মিথ্যাবাদ দেয় আমি মাটি নাহি খাই ॥
 কই মাটি খাইল হের মুখ দেখ মা ।
 রাণী বলে সত্য যদি তুমি কর হাঁ ॥
 বদন মেলিল প্রভু জগৎ-আধার ।
 তথির ভিতরে রাণী দেখিল সংসার ॥

কুঙ্কর মুখ-মধ্যে যশোদার
 ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন ।

একদিন রাণী যশোদা জননী
 প্রভাতে কোতুক বিধি ।
 নিজ-দাসী যত গৃহকর্মে রত
 আপনি মথয়ে দধি ॥
 ক্ষৌম পরিধান ঘন পাশ-টান
 বর্ষমুখী কুচ দোলে ।
 কর-বিগলিত মালতী-মণ্ডিত
 কুণ্ডল চারু বিলোলে ॥
 দেখি বনমালী ছাড় ছাড় বলি
 ধরিল মস্থন-দড়ি ।
 স্তন দিতে পুতে দুগ্ধ উথলিতে
 রাণী ধাএ হবি এড়ি ॥
 পেট নাহি ভরে কোপে দস্ত দারে
 কম্পিত বিষ-অধরে ।
 ভাণ্ড ভাঙ্গি ননী ধাএ চক্রপাণি
 কথো লইয়া যায় দূবে ॥

বাল্য-লীলা ।

হরি উদুখল উপবে বসিয়া ।
 মবকট ছাএ সেই ননী ধাএ
 ত্রাসে পথ-পানে চাহিয়া ॥
 দুগ্ধ ওলাইয়া যশোদা আসিয়া
 পুত্রকর্ষ দেখি হাসে ।
 দূরে দেখি হরি হাতে নড়ি করি
 ধাএ মারিবার আশে ॥
 যারে যোগি-জনে না পাষ দেখানে
 তারে ধাএ ব্রজনারী ।
 কত কত জন্ম কৈল শুভ কর্ষ
 কেবা বলিবারে পাবি ॥

হরি দেখিয়া হাতে বাড়ি ।
 উদুখল ভয়ে ছাড়িয়া পলাএ
 তথায় সাজিল বাড়ি ॥
 মস্ত করিকুল জিনি মহাবল
 আশু যায় রড়ারড়ি ।

গুরুতর শ্রোণি- ভয়ে মনগামী
 পাছে যায় খেদা তাড়ি ॥
 মুকত কবরী পুষ্প পড়ে ঝরি
 সঘনে নিশ্বাস বয় ।
 ঘামে তিতি গেল সর্ব কলেবর
 তবু লাগি নাহি পায় ॥

মাএ পোএ দুঃখ উৎকটে ।
 ক্লপাব সাগর সেই ষড়্ধবর
 আপনি হইলা নিকটে ॥
 লাগ পাইয়া রাণী কবে ধরি আনি
 ভয় দেখাইল তাবে ।
 বাহ নাড়ি ঝাড়ি তোলে পাড়ে বাড়ি
 কেবল উত্তম সারে ॥
 নীল কমলদল- সম আখি-যুগল
 কবে কচালয়ে (১) তারে ।
 হৈলা ত্রাসযুত দেখি নিজ স্নত
 টুসি বাও নাহি মাঝে ॥

রাণী ফেলাইয়া হাতের বাড়ি ।
 আর কস্ম হেন নাহি কবে যেন
 বান্ধিতে আনিল দড়ি ॥
 পুত্রভাবে তায় বান্ধে যশোদায়
 উদ্বল কটিতটে ।
 যত ছিল দড়ি বেড়ি কুড়ি কুড়ি
 হই অঙ্গুলি নাহি আটে ॥

রঙ্গে বঞ্চে মনে মনে কান্ন ।
 শত শত পাশে এক বেড় না আইসে
 কপট-বালক তম্ব ॥
 সব গোপীগণ হাসে মনে মন
 ঘর-মুখে রাণী ধাএ ।

উদ্বলের সঙ্গে বন্ধন ।

হবিষ-বিন্দু- বিষাদ-হৃদয়
দণ্ড-বাড়ি লৈয়া যায় ॥
শ্রমে ঘর্ম্ম গলে কম্পে কলেবরে
মুক্ত কবরী ভারী ।
ঘন বহে শ্বাস কবিতা প্রয়াস
স্বত বান্ধিবারে নাবি ॥

উদুখলে বান্ধি হরি গুণ্য নন্দ ব্রজনারী
খাকিলা আপন গৃহ-কামে ।
কুবের কুমাব হুই মুনি-শাপে বৃক্ষ হুই
যমল অর্জুন তারা নামে ॥
দেখি তার সেই থানে চিন্তিয়া চাহিল মনে
মুনিব বচন সত্য কাষে ।
ধীবে ধীবে যত্নবায় বিহবে মাএব ভয়
প্রবেশ করিল তাব মাঝে ॥
একত্রেতে হুই মূলে বান্ধা হরি উদুখলে
তেবছ (১) হইয়া বহে গোড়ে ।
দিল এক টান হরি প্রচণ্ড শব্দ কবি
যমল অর্জুন ভাঙ্গি পড়ে ॥
মুনি-শাপ-বিমোচন তাজে বৃক্ষ হুই জন
সিদ্ধ পুরুষ বিত্তমানে ।
দণ্ডবৎ কায় ক্ষিতি লোটাইয়া করে স্তুতি
প্রভুর চরণ সন্নিধানে ॥

যমল-অর্জুন উদ্ধার ।

যমল-অর্জুনের স্তুতি ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর আদি পুরুষবর
বিশ্বরূপ এক আধার ।
স্থল স্থল সত্ত্ব বজঃ পবন কারণ অজ (২)
কে বুঝিব তোমার বিহার ॥
তুমি ভগবান্ পতি হের করো প্রণতি
পরম সদ্গুণ ব্রহ্মস্বর ।
যুগে যুগে অবতার অংশরূপে রূপা সার
ইবে তুমি আপনি নিশ্চয় ॥

বিশ্বের মঙ্গলধারী রিপুকুল-ক্ষয়কারী
বহুদেব-সুত যত্নপতি ।
মুণ্ডি তব ভূত্য-সুত ইবে হও পরিচিত
নারদের প্রসাদে মুক্তি ॥
ভারাবতারণে হরি যাইব গোকুল পুরী
তবে হব শাপ-বিমোচন ।
তোমার রূপার হেতু তরিবারে পাপসেতু
ইবে দেখি তোমার চরণ ॥
সবংশে পবিত্র মোর দেখিয়া চরণ তোর
জানিল করুণাময় তুমি ।
আর কিছু নাহি দায় এই মাগো তুমি পায়
জন্মে জন্মে দাস হব আমি ॥
চৈতন্ত-চরণ-ধন সার করি আভরণ
দ্বিজ মাধব রস গানে ।
শ্রীযুত ঠাকুর পণ্ডিত তিহৌঁ হন সুবিদিত
সোই এই রস ভাল জানে ॥

গোচারণের মাঠে ।

নিশি-অবশেষ-স্বপ্নে নিপিনে ভোজন মনে
যাব যেই নিজ পবিধানে ।
বৎস বাল সন্তচর বাঁশী আদি তৎপর
প্রবোধে বিশাল চাক্ষুসানে ॥

চলিলা দাদব বায় বৎস রাধিবারে ।

শ্রাম সন্দেহ ভয় পৃথিজে গোক্ষুণ্ণ রেণু
ইন্দীবর প্রবাসে সেরে ।
ভানিলা বিধাতার প্রসঙ্গ (১) বাক্যক সম
বৎস ইন্দব দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ ।
কাক্সে শিক্ষা বেধব নিখান পূবে
বন্ধে বন্ধে চলিলা বোগানে ॥
অসংখ্য গাভীর গাল সহস্র অবধি বাল
যাব যেই নিজ পরিমিতে ।

করিয়া একই যুত হরষিত নন্দমুত
 হৈ হৈ সব চারি ভিতে ॥
 কাচ কাঞ্চন বেড়ি মণি মুকুতার জড়ি
 অঙ্গে অঙ্গে সহজ ভূষণে ।
 সুল্লস বনের ফুল বিকশিত বকুল
 পাছে ধায় কোতুকে মোহনে ॥
 শিঙ্গা বেত্র বেণু ধন পরিহরি জনে জন
 দেখিয়া সমুখে ফেলি ধায় ।
 কেহ দূরে লৈয়া যাই হাসি হাসি পুনঃ দেই
 মাধব হরষেতে গায় ॥

আগে আগে ধায় কৃষ্ণ বন দেখিবারে ।
 পাছে যায় শিশু সব ছুঁইবার তরে ॥
 মুঞি আগে আগে যাও শিশুকরে ধরি ।
 এ সব কোতুক করে বিহরে ত্রিহরি ॥
 কেহ পুনঃ পুরে কেহ বাজায় বিবাণ ।
 কেহ পিকরব করি গায় নানা গান ॥
 পাখীর ছায়ায় কেহ যায় হংস বাড়ি (?) ।
 কেহ বকরূপ হৈয়া যায় গুড়িগুড়ি ॥
 ময়ূর-পেখমে কেহ নাচে উল্লাসিত ।
 মরকটে ধরি কেহ টানে মনোনীত ॥
 তার সঙ্গে কেহ সঙ্গে দেই লাঁফ ।
 কেহ ভেক হৈয়া সলিলে দেই ঝাঁপ ॥
 বৃক্ষপল্লব ছায়া দেখি ঘন হাসে ।
 সর্বজন্তু রব করি (১) বুলে শুনি বাসে ॥

ময়ূরের পাথে চুড় বহু কুম্ভ ফুল
 ধাতু রঞ্জিত কলেবরে ।
 কোটি কেঁটি কাম জিনিঞা লাবণ্য ধাম
 সুরঙ্গ অধরে বেণু পুরে ॥
 হত অঙ্গর যিপু বরিষে নীরস বপু
 দেখাইল সব সহচরে ।

আনন্দিত অমুগত গায় মধুর গীত
 তাহার পীরিতি অমুসারে ॥
 কেহ বেণু কেহ শৃঙ্গ পূরএ পরম রঙ্গ
 ধাওত গাওত ব্রজ গোষ্ঠে ।
 বিজ মাধব গানে গোপিনী বেড়িল কানে
 নয়ন আনন্দ উৎকটে ॥

শিশু সঙ্গে রঙ্গে মজিল চিত ।
 চরণে চলিল পাল চারি ভিত ॥
 পাঁলটি চাহি নাহি এক গাই ।
 দণ্ডপাণি রণে চাহি বেড়াই ॥
 গোষ্ঠের মাঝে রহি বনমালী ।
 আয় আয় ডাকে ধ্বলী কালী ॥ ৫ ॥
 মেঘ-গভীর মনোহর বাণী ।
 হাষাববে ধেমু ধাইল শুনি ॥
 পৃষ্ঠে সারি সারি পুচ্ছ এক বয়নে ।
 দস্ত স্বষ্টি (১) তৃণ উর্দ্ধ শ্রবণে ॥
 গো গোপ লইয়া বনমালী ।
 আপন স্থখে করে নানা কেলি ॥
 হামা হবে গাভী ফুকরে শুনি ।
 কোতুকে দেখে দেব চক্রপাণি ॥
 হংস সারস শারী শুক পিকে ।
 উপহাসে নাচে গায় অধিকে ॥
 সিংহ ব্যাঘ্ররূপ ফুকরে আগে ।
 ভয় দেখায় পাছু শিশুভাগে ॥
 দ্বিজ মাধব কহে বালকেলি ।
 চৈতন্ত ঠাকুর রসগুণশালী ॥

ধেমুক বধ ।

এই সব কুতূহলে শ্রমযুত হৈয়া ।
 বৃক্ষতলে বলভদ্র থাকেন শুতিয়া (২) ॥
 এক বালকের উরু করিয়া শিয়র ।
 আপনে চরণ চাপে নন্দের স্তনর ॥

(১) ঘর্ষণ করিয়া = রোমস্থান করিতে করিতে । (২) শয়ন করিয়া ।

জনে জনে ব্রজশিশু সব বিস্তমানে ।
কুহ্মনে রচিত করে লৈয়া ধেনুবানে ॥
তবে তাহা সভা লৈয়া দেব গোবিন্দাই ।
নবীন পল্লব-শয্যা বচিল তথাই ॥
শ্রবণ করিল প্রভু ব্রজবাল-সঙ্গে ।
কেহ কেহ চরণ জাঁতিছে (১) রঙ্গে রঙ্গে ॥
কেহ পাশে বসিয়া মধুর গীত গায় ।
কেহ কেহ নব পল্লবেব দেয় বাঘ ॥
শ্রীদাম সুদাম কৃষ্ণ-স্তোক-নাম লেখা ।
এই সব বালক কৃষ্ণের প্রাণসখা ॥

বালকগণের তাল-
ভঙ্গের আঁকাঙ্কি ।

বলিতে লাগিল তাবা বলভদ্র-হাগে ।
এক বাক্য বলি ভাই যদি মনে লাগে ॥
কথো দূরে আছে এক মহাতাল-বন ।
বড়ই প্রসিদ্ধ তাল কহে সর্বজন ॥
বড় বড় ফল তার দেখিতে সুন্দর ।
অমৃত-সমান স্বাদ ধরে বহুতর ॥
পাকিয়া পাকিয়া যেই হয় পবিণত ।
সেই সেই থসিয়া পড়য়ে অবিদিত ॥
তাহার আমোদে আমোদিত সেই বন ।
বড়ই লুবধ মন না যায় ধরণ ॥
ধেনুক নামেতে অস্ত্রব গন্ধর্ব্ব আকার ।
আহুয়ে রক্ষক সেই লইয়া পবিবার ॥
একে একে বল বীৰ্য্য জগতে বিদিত ।
তার তরে প্রাণী মাত্রে না যায় সেই ভিত ॥
কহিল তোমাৰে শুন ভুট্টের নিধনে ।
চল যাই ফল খাই যদি লয় মনে ॥
শুনিয়া কোতুকে মহাবীর হলধর ।
ভকত-পীরিতি হেতু ধাইল সত্বর ॥
বনে প্রবেশিল যেন মন্ত করিবর ।
গাছ নাড়া দিয়া তাল পাড়িল বিস্তর ॥

ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡିଆ (୧) ତାଳ ପଢ଼େ ଘରଘର ।
 ଘରଘର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଧାଇଁଲ ଅନ୍ଧର ॥
 କେ ରେ କେ ରେ ବାଲି ବେଗେ ଧାଇଁଲ ଧେନ୍ତୁକ ।
 ଲେଖା ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ ବତ ଧାଇଁଲ ଅନ୍ଧର ॥
 କୁରୁର ଆକ୍ଷେପେ ମହୀ କରେ ଟଳମଳ ।
 ହାବର ଶ୍ରମ ଧତ କାଁପିଛେ ସକଳ ॥
 ଆସିଲା ଦେଖିଲି ସେହି ହଳୀ (୨) ମହାବୀରେ ।
 ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଶ୍ବାସ ବହେ କମ୍ପିତ ଶରୀରେ ॥
 ଉଚ୍ଚ ନାଦ କରିয়া ପାହର ଘୁଇଁ ପାୟ ।
 ବୁକେ ଏକ ଲାଠି ମାରି ବେଗେ ପାଛ ଘାୟ ॥
 ପୁନରାପି ରାଗମୁଖେ ଆସିଲେ ଗର୍ଜିଆ ।
 ତାହା ଦେଖି ବଳଭଦ୍ର ଫିରିଲ ହାସିଆ ॥
 ବାମ କରେ ଧରିଆ ପାହର ଘୁଇଁ ପାୟ ।
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କରି ବାର କଥା (୩) ଫିରାଇଲ ତାୟ ॥
 ଆଛାଡ଼ି ଫେଲିଲ ଏକ ତାଳର ଉପରେ ।
 ଭାଙ୍ଗିଲା ପଢ଼ିଲ ଗାଢ଼ ସେହି ମହାଭରେ ॥
 ଠେକାଠେକି ତାଳବନ ପଢ଼େ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ।
 ପଢ଼ିଲ ଧେନ୍ତୁକ ସବ ଶିଶୁ ହେଲ ରଞ୍ଜିତ ॥
 ଧେନ୍ତୁକ-ନିଧନ ଦେଖି ଯତ ଦୈତ୍ୟଗଣ ।
 ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଧାଏଁ କରିଆ ଗର୍ଜନ ॥
 କୁଡ଼ୁହଲେ ଘୁଇଁ ଭାଉଁ ଦେଖି ରିପୁଭାଗେ ।
 ଠେକେ (୪) ଧରି ଧରି ଫେଲେ ତାଳ ଗାଢ଼ର ଆଗେ ॥
 ମରିଲ ଅନ୍ଧର ସବ ଭାଙ୍ଗେ ତାଳ-ବନ ।
 ଏକାକାର ହେଲା ମହୀ ରହିଲ ତଥନ ॥
 କାଳ କାଳ ଅନ୍ଧରଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ-ବରଣ ।
 ଆକାଶେ ହେଲ ଯେନ ନବୋଦିତ ସ୍ବନ ॥
 ଆକାଶେ ଥାକିଲା ହରବିତ୍ତ ଦେବଗଣ ।
 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାମେ କରେ ପୁଷ୍ପ ବରଣ ॥
 କୌତୁକେ ବାଳକ ସବ ହିଛିଆ ବାଛିଆ ।
 ଗଳ୍ପଗୋଷ୍ଠେ ଧାଇଁଲ ତାଳ ଉଦର ଭରିଆ ॥

(୧) ହାଣ୍ଡିର ମତନ ବଡ଼ ବଡ଼ ।

(୨) ହଳଧର = ବଳରାମ ।

(୩) କତେକ ବାର ।

(୪) ପଦେ ।

সেইদিন অবধি বন হইল নির্ভয় ।
গতাগতি করে লোক আপন ইচ্ছায় ॥
শুনিঞা বিপক্ষ কংস বড়ই চিন্তিত ।
অহর্নিশি তিল এক না পায় পীরিত (১) ॥

ধেমুক বধিয়া হৃলধরে ।
তাল খাওয়াইল সব সহচরে ॥
দিবস বুঝিয়া অবসানে ।
চলিলা বালক রাম কানে ॥
যতচান্দ চাঁচর-কুন্তল শ্রামতমু ।
বদন প্রসন্ন হাসিত মন্দবেগু ॥
সঙ্গে সব শিশু পশুগণ ।
আগে আগে চালাএ গোধন ॥
ঘন শিঙ্গা পুরে জনে জন ।
নৃত্য গীত বরজ মিলন ॥
গোষ্ঠে হইতে আইল বনমালী ।
শুনিঞা গোপিনী উত্তরোলী (২) ॥
ধাঙত সব গোপীগণ ।
পিয়-রূপ বিরহ-মোচন ॥
প্রেমে জননী আলিঙ্গনে ।
করাইল স্নান ভোজনে ॥
আনন্দে গোবিন্দ নন্দবাসে ।
দ্বিজ মাধব রস ভাষে ॥

কবিচন্দ্রের ভাগবত ।

এই কবির বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১১৪—১১৬ পৃষ্ঠায়
দ্রষ্টব্য । নিম্নের অংশগুলি ১০৬১ বাং (৬৫৩ খৃঃ) সনের হস্তলিখিত
পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল ।

রুক্মিণীর রূপ-বর্ণন ।

সখীর ধরিয়া কর রুক্মিণী বার্যায় (১) ।
রুক্মিণী দেখিয়া সন্তে অতি মোহ পায় ॥
কি কব রূপের সীমা ভুবনমোহিনী ।
সিংহ-মধ্যা বিশ্ব-ওষ্ঠী বিদ্যাং-বরণী ॥
চাঁচর চিকুরে দিব্য বাকিগাছে ধোঁপা ।
মল্লিকা মালতী বেড়া পৃষ্ঠে দোলে ঝাঁপা ॥
কপালে সিন্দূর-বিন্দু চন্দনের রেখা ।
জলধর-কোলে যেন চাঁদ দিল দেখা ॥
নয়নে কাজল কাম ভুরু চাপ বাণে ।
চাহিয়া চেনন হরে কে বাঁচে পরাণে ॥
চরণে যাবক (২) রেখা বাজন নৃপূর ।
চলিতে পঞ্চম গতি বাজে স্তম্ভুর ॥

রুক্মিণী-হরণ-কালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

শিশুপালের ক্রোধোক্তি ।

রুক্মিণীর সঙ্গে শিশুপালের বিবাহের কথা স্থির ছিল ; কিন্তু রুক্মিণী
শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি গোপনে শ্রীকৃষ্ণের
নিকট লিপি প্রেরণ করেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া যান । সেইরূপ
করিলে, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীসহ রথাক্রম দেখিয়া ভৎসনা
করিতেছেন ।

পলায় যতেক সেনা পায়্যা পরাজয় ।
পুরোধা (৩) ব্রাহ্মণ তবে শিশুপালে কর ॥
দৈবেতে সকল হয় দূর কর তাপ ।
সভাই কালের বশ রাজা তোর বাপ ॥

চুঃখ শোক ভোগাভোগ ভাগ্যে সব করে ।
 দেশে সাত বিভা দিব চল বাপু ঘরে ॥
 আর না আসিব আমি বিদর্ভ নগরে ॥
 শিশুপাল প্রবোধিয়া মর্দাবীর বলে ।
 রণভেবী দামামা দগড় কবতালে ॥
 এক অক্ষৌহিনী বীর সেনা লগ্না সাথে ।
 ধনুর্কণ থকা চর্য লগ্না চাপে রয়ে ॥
 অতি বেগে বায়ুপথে রথখান যাব ।
 কক্ষিণী সমেত কৃষ্ণে দেখিবাবে পাব ॥
 ওরে ছুই ভুই তুই পালাইবি কোথা ।
 গুচাব সকল গরু কাটি হোব মাথা ॥
 বিধি বাম নিকট নবণ হোব পাব ।
 মেত যজ্ঞেব ঘত কাকে লগ্না দায় ॥
 প্রাণ বাঁচাইবি যদি ছাড়্যা যাবে বেটা ।
 ধনু ফেল্যা পালা ছুই দাঁতে কর্যা কুটা ॥
 সমব বিষম বড় ফেট্রী বিনে নয় ।
 বনে বনে শিশু সঙ্গে গরু চবা নয় ॥
 যশোদার ঠাঞি তথা যত শান্তি পাতো ।
 গোয়ালান ঘরে ননী চুবি কর্যা থাতো ॥
 খাইয়া গোপের অন্ন অহঙ্কার বড় ।
 মোর কাছে ওরে মুঢ় অহঙ্কার ছাড় ॥
 গোপের হবে ভাব বয়্যা কান্ধ তর্যাছে পূর ।
 গোপের মায়াব কাছে তুমি বড়ট অম্বর (১) ॥
 না বুঝিয়া লোক সব ভক্তি কবে তোরে ।
 দেবাস্থব নরে কেবা মায়া কায়ে করে ॥
 এই মত গোবিন্দে দেই কত গালি ।
 কক্ষিণীরে উপবোধ কবে বনমালী ॥
 কৃষ্ণ কহে বাব বাব নিন্দা কর মোরে ।
 তোর ভগিনী মোব সঙ্গে সুনরে পামরে ॥
 জন্মে জন্মে কক্ষিণীর আমি সে ভীবনে ।
 হোর বোলে শিশুপালে ভজিব কেমনে ॥
 গোপীদের কথা সব তুঞি কেমনে জানিবি ।
 অজ্ঞান পামব তুঞি মোরে কি চিনিবি ॥

কৃষ্ণকে ভৎসনা ।

শ্যামদাসের ভাগবত ।

গোবিন্দ-মঙ্গল ।

এই গ্রন্থকার তিন শত বৎসরের উজ্জ্বল জীবিত ছিলেন ।
মেদিনীপুর জেলার কেদারখণ্ড পরগণার হরিহরপুর গ্রামে ইহার জন্ম ।
এই গ্রাম মেদিনীপুর হইতে ১৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত । এখানে কবির
বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন । দ্ব্যর্থী শ্যামদাস কায়স্থ ছিলেন এবং
ইহার অনুবাদিত সমগ্র ভাগবতের পুথি বিগ্রহরূপে পূজা পাইয়া থাকে ।
কবির বংশায়গণ গুরুগিরি করিয়া থাকেন ; ইহাদের উপাধি ‘অধিকারী’ ।
ত্রিযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় এই পুস্তক ১৮০৮ শকে প্রকাশ করেন ।

কালিয়-দমন ।

শুকদেব বলে বাণী শুন নৃপ-চূড়ামণি
চিত্ত নিবেশিয়া হরি-কথা ।
ভুবন-মঙ্গল নাম পদাই আনন্দ-ধাম
পতিত-পদ্মপদ-দাতা ॥
সে প্রভু পরম রঙ্গে ব্রজশিশুগণ সঙ্গে
গোষ্ঠ-ক্রীড়া করেন কাননে ।
শিশু যত সঙ্গে ছিল তৃষ্ণায় আকুল হৈল
চলে সবে জল অন্বেষণে ॥
নিকুঞ্জে না নীর পেয়ে সর্ব শিশু গেল খেয়ে
যে দিকে আছ এ কালিন্দী ।
মহাহ্রদ উচ্চ তট কালিন্দ-কূল-ঘাট
নীর না পরশে স্রব মুনি ॥
দৈবের সে নিবন্ধন খণ্ডিবেক কোন্ জন
শিশু সব সেই ঘাটে গেল ।
তৃষ্ণায় আকুল হৈয়া জল পান কৈল গিয়া
কূলে উঠি বালক চলিল ॥
কালিন্দীর কূলে গিয়া যেখে স্তম্ভ বিনোদিয়া
গরল বহিছে শিশুগণ ।

বিব জল-পানে বালক-
পণের মুহুরী ।

দেখিয়া বিন্দয়-মতি অধিল ভুবনপতি
 মধু-দৃষ্টে করে নিবীক্ষণ ॥
 কৃষ্ণের অমিয়া-দিঠে বালক সকল উঠে
 কাঁচা ঘুমে যেন জীয়াইল ।
 উঠিয়া চৌদিকে চাই আলস্বে ছাড়িল হাই
 আশি মেলি গোবিন্দে দেখিল ॥
 জীয়ায়ে বালক-গণে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল মনে
 হেন জল আছে বমনায় ।
 গবল জলেব মাঝে উজ্জয় ভুজঙ্গ আছে
 নীল মথো না বাধিব প্রাণ ॥
 দেবতা কিলব নব দশ দিক্ চবাচল
 কেচ না শব্দে জলপান ।
 দৈত্য দলিবাব ভাব হইবাছি অলপ
 ভার্যাবতারণে ভগবান্ ॥
 এতেক ভাবিয়া মনে লজ্জিব বালক মনে
 সঙ্গে করি লয়ে গেল ঘণে
 গোবিন্দ-মঙ্গল পোখা ভুবন তুর্লভ কথা
 শ্রীমুখ (১) নন্দন গায় সাত ॥

শুন নৃপমণি বাণ-কাহিনী
 কৃষ্ণের বালক-খেলা ।
 জীয়ায় বালকে ঐড়ায় কোতুকে
 সে দিন মন্দিরে গেলা ॥
 বজ্রনী-প্রভাতে ব্রহ্মশি শু সাপে
 সাজিয়া সুন্দর শ্রাম ।
 ধেমু লয়ে বনে গেল শিশু সনে
 গৃহে রাধি বলরাম ॥
 শিশু সঙ্গে কামু পরে শিঙ্গা বেণু
 আগে চালাইয়া পাল ।
 ক্রীড়া অনুসারে বালিন্দী-কিনারে
 দিহবে নন্দ-দুলাল ॥

সুকোমল ভূণে চরে গাভীগণে
 যমুনা-পুলিন-বনে ।
 শিশু সঙ্গে করি চলিলা মুরারি
 কালি দলিবার মনে ॥

কালিন্দীৰ কূলে কদম্বের মূলে
 উপনীত শ্রাম রায় ।
 কদম্ব উপর উঠি গদাধর
 কালিরহ পানে চার ।
 কালি দলিবাৰে ভাবিল অন্তরে
 কালিয়া-সুন্দর হবি ।
 কদম্বের ডালে কদম্ব কুতূহলে
 দিগন্ত দীপ্তির পবি ॥
 কদম্ব চিকণ কালিয়া বরণ
 তাহে নানা মণিহাব ।
 কত দিলে মুখ মনোহর
 নাশ করে অন্ধকার ॥
 পুরাণ-চর শুনহ বাজন
 কহি যে তোমার স্থানে ।
 গোবিন্দ-নন্দন কাক্যা (১) কেবল
 শ্রীমুখ-নন্দন গানে ॥

কালির হৃদে কৃষ্ণ ।

শুন রাজা পরিক্রিত কহি যে তোমায়ে ।
 কদম্বের অংগডালে চড়ে নটবরে ॥
 চরণ নাট্য কৃষ্ণ দোলায় সুধীর ।
 তাণ্ডব ক্রীড়ায় কৃষ্ণ পরম শরীর ॥
 নাচিতে ন চিতে কৃষ্ণ মাঝে এক লীলা ।
 কোতুকে এড়িল কালিদহে দিয়া বাঁপ ॥
 কমল-কেশ মথ্যে রহে শ্রামরায় ।
 মন্থ্য বলি সে ভুজঙ্গগণ খায় ॥
 কমল-কেশ নাচে সুন্দর গোপাল ।
 আসিয়া কৃষ্ণে বেড়ে ভুজঙ্গম-জাল ॥

কেহ অঙ্গে বেড়ে কেহ করয়ে দংশন ।
দস্ত ভাঙ্গি দস্তহত কত নাগগণ ॥
কোন সর্প মৈল কেহ তেয়াগিল জ্ঞান ।
রাজারে কহিতে কেহ করিল প্রয়াণ ॥

শুন শুন কালিয় ভুজঙ্গ-অধিকারী ।
নিবেদন করি রাজা তোমা বরাবরি ॥
এক গোটা মনুষ্য আসিয়া আচম্বিতে ।
কমল-কেশর মধ্যে নাচে মনোরথে ॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল যত কমলের বন ।
তাহার প্রতাপ রাজা না যায় সহন ॥
তার যত মর্শ্বস্থানে (১) দংশন করিহু ।
কিঞ্চিৎ তাহার চর্ম ভেদিতে নারিহু ॥
মণি উখড়িল (২) হের দেখে বিস্ময়মান ।
দস্তহত হৈল কেহ ভাজিল পরাণ ॥
কুলিশ জিনিয়া যেন শরীর তাহার ।
যত নাগগণেরে লাগিল চমৎকার ॥
এত শুনি কালিয় ক্রোধিত হইয়া ধায় ।
গোবিন্দ-মঙ্গল ছুঃখী শ্যামদাস গায় ॥

দূতের বচন শুনি কোপযুক্ত ফণীমণি
সাজিল কালিয় বিষধর ।
আজ্ঞা দিল নাগগণে চলে সবে ততক্ষণে
শঙ্খচূড় কুমুদ প্রথর ॥
নোল পীত চন্দ্রছটা ককট কালিয় বেটা
অষ্ট নাগ সঙ্গে করি ধায় ।
কালিয় সহস্র যুগু অগ্নি যেন অগ্নে তুণ্ড
গরল উদ্গারে রসনায় ॥
শ্বাস ঘন-স্কন্ধকার বিবে দিশে অন্ধকার
ছকুল ঘনুনা যুড়ি ধায় ।

(১) আয়ুর্বেদ মতে মনুষ্যদেহে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থান আছে,
তাহাতে আঘাত করিলে মনুষ্যের প্রাণ-রক্ষা কঠিন হয় ।

(২) খুলিয়া পড়িল (?)

কমল-কেশর মাঝে দেখি নটবর রাজে
 বিষ ছাড়ে গোবিন্দের গায় ॥
 কৃষ্ণেব লাগিল রঙ্গ ভুজঙ্গে জড়িত অঙ্গ
 দমন করিতে চুষ্ট কালি ।
 শ্রানতনু সুধাময় জীব-ভয় তরে তায়
 ভুবন-পাবন বনমালী ॥
 তারে কি করিবে ফণী কোতুকে গোকুলমণি
 সর্প মধ্যে রহে না রাখণে ।

কৃষ্ণ-অদর্শনে বালক-
 গুণের ক্রন্দন ।

না দেখি বালক যত হৈল যেন মৃত্যুবত
 কান্দে সবে গোবিন্দের গুণে ॥
 ওহে প্রাণবদ্ধ শ্রাম আজি বিধি হৈল বাম
 গোপপুত্রে হেন লখি (১) মনে ।
 হেন বুদ্ধি দিল কেবা 'অনাথ করিয়া সবা
 কালিদহে ঝাঁপ দিলে কেনে ॥
 তোমার গুণের কথা ভাবিতে মরমে ব্যথা
 মরিব তোমারে না দেখিয়া ।
 নন্দ আদি যশোমতী হইবেক আত্মঘাতী
 কেমনে সে বাকিবেক হিয়া ॥
 আশা সবা লয়ে সঙ্গে বনে কে আসিবে বঙ্গে
 ক্ষুধায় কে দিবে অন্ন পানী ।
 দেখা দিয়া রাখ প্রাণ হেদে হে সুন্দর কান
 যশোদা-জীবন যাহুমণি ॥
 আজ তোমা না দেখিলে পশিব কালিন্দী-জলে
 ওই কালি খাউক সবারে ।
 কান্দে গোবিন্দের মোহে সর্বাক্র তিতিল লোহে
 গড়াগড়ি যায় নদীতীরে ॥

গোবৎস ও অপর পশু-
 পক্ষীর কাতরতা ।

না দেখিয়া কালা কামু তৃণমুখে কান্দে ধেমু
 বাছুরি না করে পরপান ।
 কালিদহে কৃষ্ণ দেখি উভমুখে কান্দে পাখী
 বন জন্তু না ধরে পরাণ ॥

তরু লতা আদি ভূগ জল ত্যজি কান্দে মীন
কালিন্দী কাতর অতিশয় ।
দেখিয়া কৃষ্ণের রীতি ব্রহ্মা আদি সুরপতি
কান্দে দেব আকুল হৃদয় ॥
দশ দিক্ চরাচর কান্দে হৈয়া সকাতির
দয়ানিধি গোবিন্দের গুণে ।

দেবগণের ক্রন্দন ।

গোকুল নগরে ওথা পড়িল প্রমাদ-কথা
অমঙ্গল দেখে গোপগণে ॥
হুঃখী শ্যামদাস কয় শুনিলে জনম নয়
এই কথা ভুবন-পাবন ।
শুনহ সংসার সূত্রে নান গুণ গাও মুখে
কলি ভবে পাবে উদ্ধরণ ॥

গোকুলে অমঙ্গল ।

আজ কেন চঞ্চল মন ।
না জানি কি হৈল বনে হুঃখিনী-জীবন ॥ ধূয়া ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমাতে ।
অমঙ্গল দেখে লোক গোকুল নগরে ॥
'উদ্ধাপাত দিবসে উদয় ধুমচর ।
স্বধনে অঙ্গার-বৃষ্টি চতুর্দিকে হয় ॥
নন্দের মন্দির বেড়ি রক্ত বরিষণ ।
প্রাচীরে উলূক বৈসে দেখে সর্কজন ॥
যশোদার মুখে মুখে কাক ডাকে ডাক ।
নগরে ক্রন্দন করে শিবা ঝাঁকে ঝাঁক ॥
কুকুর ক্রন্দন-গীত গায় সেই কালে ।
দিনে খসি পড়ে তারা অবনী-মণ্ডলে ॥
হেন অমঙ্গল দেখি নন্দ যশোমতী ।
গোপগণে ডাকি নন্দ করেন যুক্তি ॥
শুন গোপগণ কেন দেখি হেন রিষ্টি ।
গোকুল নগরে আজি রক্তাঙ্গার বৃষ্টি ॥
শৃগাল কুকুর কান্দে নগর ভিতরে ।
দিবসে নক্ষত্র পড়ে ধরণী উপরে ॥
হেন অমঙ্গল আমি না দেখি কখন ।
কহিলা যে কিছু পূর্বে গর্গ তপোধন ॥

হৃদয় কম্পে মোর বিদরে পীড়াণ ।
 না জানি কান্নুর বনে কিবা অকল্যাণ ॥
 কান্দিয়া বিকল নন্দ যশোদা রমণী ।
 রোহিণী স্নানরী আদি যতেক গোপিনী ॥
 বলরামে কোলে করি কান্দে ব্রজনাথ ।
 কৃষ্ণের কি ঠেল বলে গোকূলে উৎপাত ॥

অনন্ত পুঙ্খ বল্যা (১) ভাবিল হৃদয় ।
 অন্তরে জানিয়া তব গোপগণে কর ॥
 চল সবে যাব বনে কৃষ্ণ-অধেষণে ।
 দৈত্য দানব বৃষি কৃষ্ণে পাইয়া বনে ॥
 একক দেখিয়া কৃষ্ণে আমি নাই সন্দেহ ।
 প্রবৃত্ত হয়েছি সবে ঘোর রণ-রঙ্গে ॥
 না কর বিলম্ব চল শীঘ্রগতি ধরে ।
 মন্দিরে আনিব কৃষ্ণ তন্মাস করিয়ে ॥

অনন্ত-বচনে নন্দ আছারী সকল (২) ।
 রামে আগে করি চলে হৃদয় বিকল ॥
 লোহেতে পুর্ণিত আশি পথ নাহি দেখে ।
 কৃষ্ণের লাগিয়া তারা মহা মনোহুঃখে ॥
 কোন্ পথে গেল কান্নুর কহ বলরাম ।
 কোথা গেল পাব পুত্র নব ঘন-শ্রাম ॥
 বলরাম বলে সন্তে স্থির কর প্রাণ ।
 এখনি পাইব কৃষ্ণ কমলনয়ন ॥
 বলরাম বলে কান্নুর গেছে এই পথে ।
 বাছুরী বালক ক্ষেপে গেছে যুখে যুখে ॥
 সুকোমল ভূণে চন্নি গেছে বৎস গাঞ্জি ।
 নাদ মূত্র পড়িয়াছে দেখ ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি ॥
 হের দেখ কৃষ্ণপদ ধরণী উপর ।
 ধবজবজ্রাঙ্কুশাঘ্রজ-চিহ্ন মনোহর ॥
 এই পথে গেছে কৃষ্ণ ইথে অস্ত্র নাই ।
 চলিল গোয়ালী সব সেই পথ বাই ॥

যাইতে দেখিল কত দূরে দেখুপাল ।
 যমুনার তটে পড়ি কান্দিছে ছাওয়াল ॥
 সবে মেলি গেল তবে কদম্বের তলে ।
 দেখিল কালিয়া কৃষ্ণ কালিন্দীর জলে ॥
 দেখিল দিরাছে কৃষ্ণ কালিদহে ঝাঁপ ।
 ভূমিতলে পড়ি নন্দ যশোদা বিলাপ ॥
 ধন্ত গুণ পরীক্ষিত ভাগবত বাণী ।
 হুঃখী শ্যামদাসে পার কর তরঙ্গিনী ॥

কালিদহে কৃষ্ণ না দেখি যশোমতী চন্দ্রমুখী
 যেন বজ্রাঘাত পড়ে শিরে ।
 ধরণীতে পড়ি কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
 তমু তিতে নয়নের নীরে ॥
 আরে বাছা যাচরায় অনাথ করিয়া মায়
 জলে ঝাঁপ দিলি কার বোলে ।
 কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে ভেট পাব (১)
 প্রাণ পুড়ে ক্ষণে না দেখিলে ॥
 অনেক কামনা করি আরাধিয়া হরগৌরী
 তোমা পুত্র পাইয়াছি কোলে ।
 আজি বিধি ভেল বাম আমায় এড়িয়া শ্রাম
 ঝাঁপ দিলে কালিন্দীর জলে ॥
 পাপিষ্ঠ কংসের দূত আইসে যায় শত শত
 তোমায়ে সে বৈরি ভাব করি ।
 দৈত্য-দানবগণে প্রকারে বধিলে বনে
 তাল ভোগে (২) দেখুক সংহারি ॥
 গুণনিধি যাহ মোর বদন-চন্দ্রমা তোর
 এ তিন ভুবন আলো করে ।
 তিলে না দেখিলে কাহু ধরিতে না পারি তমু
 আজি বিধি বাম হৈল মোরে ॥
 তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ বুক বিদরিয়া জান
 নয়নে না পাই দেখিবারে ।

যশোদার বিলাপ

(১) দেখা পাব ।

(২) তাল শুষ্ক উপলক্ষে ।

পাপ প্রাণে কিবা কায পশিব কালিন্দী-মাঝ
ঐ কালি খাউক আমারে ॥

নন্দের শোক ।

কান্দে নন্দ ব্রজনাথ শিরে মারে করাঘাত
কোথা গেল পুত্র যাহুনি ।
তোমার গুণের কথা ভাবিতে অন্তরে ব্যথা
তব শোকে ত্যজিব পরাণি ॥
শিশুকাল হৈতে যত গুণ সে স্মরিব কত
নানা কৰ্ম করিলে গোকুলে ।
পুতনা শকট ভূণ ভাঙ্গিলে যমলাঙ্কুশ
বৎস বক বিপিনে বধিলে ॥
হুঙ্কর অঘার ঠাঞি এড়াইলে গোবিন্দাই
বিক্রমে বিশাল যাছ মোর ।
গর্গমুনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল
মরিব না দেখি মুখ তোর ॥

অপরাপর গোপ-গোপী
ও রাধিকার শোক ।

গোপ গোপী আদি যত সবে হৈল মৃত্যুবত
রাধিকার কাকুতি অপার ।
সাধ করিয়াছি মনে মরিব তোমার সনে
না বঞ্চিত নন্দের কুমার ॥
গোধন লইয়া বনে যাও আইস শিশুসনে
দেখিয়া উষত (১) বাসি মনে ।
রূপে গুণে অমুপম তুমি রসময় শ্রাম
নিরাশ না কর গোপীগণে ॥
গোপ গোপী আদি শিশু কৃষ্ণগুণে কান্দে পশু
ফণি-মধ্যে দেখিয়া গোপালে ।
তবে নন্দ যশোমতী নিরূপণ করে যুক্তি
ঔপ দিব যমুনার জলে ॥

ইহা দেখি হলপাণি অনন্ত-মহিমা-মণি
অন্তর্যামী পুরুষ প্রধান ।

ইক্ষিত বৃক্ষা মনে প্রবোধে গোয়লাগণে
 ওন সবৈ স্থিৰ কব প্রাণ ॥
 কালিয়ে দমন কবি এখনি আসিবে হরি
 কুলে বসি দেখে সৰ্বজন ।
 গোপ গোপী প্রবোধিয়া গোবিন্দ বদন চাইয়া
 বলরাম ডাকে ঘনে ঘন ॥
 হেদেহে দয়াল হরি আকুল গোঁকুল পুৰী
 মৃতকল্প নন্দ যশোমতী ।
 শীঘ্র আসি দেহ দেখা গোপ গোপী কব রক্ষা
 মায়া পবিত্র যত্নপতি ॥
 অখিল ভুবনপতি বলা বোলে অবগতি
 গোপগণে কাতব দেখিয়া ।
 চুঃখী শ্যামদাস গানে ঠেলি ফেলে ফণিগণে
 কালিমুণ্ডে চড়ে বিনোদিয়া ॥

বলদেবের আশাস-
 দান ।

গোকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল ।
 ঠেলিয়া ফেলিল যত ভুজঙ্গম-জাল ॥
 কেবল কুলিশ-অঙ্গ কমল-লোচন ।
 শরীর পাড়িল ছিড়ি পড়ে নাগগণ ॥
 কালিয় প্রবল খল জন্ম অহুসারে ।
 অনেক দংশন কৈল কৃষ্ণ-কলেবরে ॥
 অমিয়-সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময় ।
 বজ্র-অঙ্গ ঠেকি দন্ত খণ্ড খণ্ড হয় ॥
 কালির বদন দিয়া বিষ রক্ত পড়ে ।
 কৌতুক করিয়া কৃষ্ণ তার মুণ্ডে চড়ে ॥
 গুরুতর ভার কৃষ্ণ কালির উপরে ।
 চক্রাকার হইয়া কালি জলমধ্যে ফিরে ॥
 কালির সহস্র মুণ্ডে ফণা পসারিয়া ।
 মুণ্ডে মুণ্ডে নাচে রঙ্গে শ্যাম বিনোদিয়া ॥
 চুঃখী শ্যাম বলে কৃপাময় যত্নসার ।
 কৃষ্ণ-মুখ দেখি গোপ গোপী প্রাণ পায় ॥

কালিয়-মস্তকে কৃষ্ণ ।

কৃষ্ণ-সম্মুখীন আনন্দ ।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

কালিয়-নিগ্রহ ।

কালির উপর নাচে গদাধর
 পরম আনন্দ স্থখে ।
 ঝলকিত তম্বু নটবর কাহ্নু
 মুরলী বাজায় মুখে ॥
 যশোমতী নন্দ দেখিয়া গোবিন্দ
 আনন্দ বাড়িল মনে ।
 গোপ-গোপীগণ মুখ দরশন
 মধুর মঙ্গল-গানে ॥
 তবে ফণীমণি গুরু ভার গণি
 মণি উথড়িল শিরে ।
 নাকে মুখে লাল নিকলে গরল
 জলে চক্রাকার ফিরে ॥
 প্রভু-পদ-ভরে ডুবিতে না পারে
 পলাইতে নাহি পারে ।
 পতিতপাবন ছষ্ট-নিবারণ
 না ছাড়ে গোবিন্দ তারে ॥
 কালিয় চঞ্চল সদয় বিকল
 বল বুদ্ধি দূরে গেল ।
 মৃতবৎ কালি- দেখি বনমালী
 কিঞ্চিৎ উল্লাস ভেল ॥

নাগপত্নীগণের কৃষ্ণ-
আরাধনা ।

কালির রমণী কৃষ্ণপত্নীরণী
 শুনিল এ সব-বাণী ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য থালী রত্ন-দীপ জ্বলি
 দিব্য পদ্ম-মালা আনি ॥
 নাগ-নারী যত- গতি করি ক্রান্ত
 বেড়িয়া গোবিন্দ-চাঁদে ।
 ও পদ পূজিয়া প্রণতি করিয়া
 চরণে পড়িয়া কান্দে ॥
 করি প্রণিপাত হৈয়া বোড়-হাত
 স্তুতি করে নাগ-রাণী ।
 গোবিন্দ-চরণে হৃৎসী ভ্রাম-ভরণে
 গোবিন্দ-মঙ্গল-বাণী ॥

রাধিকার বারমাশ্রা ।

ভাদ্রমাসে হরিজন্ম ভূভাব-ভাবণে ।
 ভব বিরিকির ভাব করিতে পালনে ॥
 ভাগ্যবন্ত নন্দ-গৃহে দেখি গ্রাম বায় ।
 ভাব কৈলু ভজিব কৃষ্ণের বান্ধা পায় ।
 উদ্ধব, ভবম ভাঙ্গিল । (১)
 ভকত-বংশল হবি মথুরায় বহিল ॥

আম্বিনে অম্বিকা-পূজা এই তিন পূবে ।
 আমবা আবোপি গট বনুনাব তীব্রে ॥
 অথগু শ্রীকল-দল অগুরু চন্দনে ।
 অনেক আবতি কৈলু গৌরী নিলোচনে ॥
 উদ্ধব, অনেক ভাগ্যেব ফলে ।
 অঘব হরিয়া আজ্ঞা দিলা গোপীকুলে ॥

কাঙ্কিতে কলশক-মূলে চিত্তামণি ।
 কুঞ্জকীড়া-কৌতুক কহিতে নাহি জানি ॥
 কত বঙ্গ জানে কল্য কিশোর শবীর ।
 কষ্ট দিলে যেন দহে কমল শিশিৰ ॥
 উদ্ধব হে, কহ কি কবি উপায় ।
 কমললোচন কৃষ্ণ রূপা কবে যায় ॥

মার্গেতে গহন বনে প্রিয়াব বিচ্ছেদে ।
 আকুল হইয়া বুলি শোক গদগদে ॥
 আপনি আপনা গুণে প্রিয়া দিলা দেখা ।
 অনঙ্গ-সাগরে ত আমবা পান্ন রক্ষা ॥
 উদ্ধব, আব কি গোকুলে ।
 আশা পূর্ণ কবি কিবা দেখিব গোপালে ॥

গৌষে প্রবল নীত পবন প্রবলে ।
 পাতিয়া পঙ্কজপত্র গুতি মহীতলে ॥
 প্রভুর পীরিতি প্রেম মনে মনে গণি ।
 প্রতি বোলে পুড়ে মোবে পাপ ননদিনী ॥

(১) আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল, কৃষ্ণ আসিলেন না ।

উদ্ধব, প্রিয়া-গুণনিধি ।

পাইনু পরশমণি বিড়ম্বিল বিধি ॥

মাথেতে মাধব সঙ্গে এ মণি-মন্দিবে ।

মহারঙ্গে রমিব মানস নিরন্তরে ॥

মাধবী মল্লিকা লতাকুঞ্জের ভিতরে ।

মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে ॥

উদ্ধব, মরিহে বুঝিয়া ।

মনে করি মরিব মাধব স্মরণিয়া (১) ॥

ফাঙ্কনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে ।

ফাণ্ড খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে ॥

ফুলের দোলায় দোলে শ্রাম নটরায় ।

ফাণ্ড মাবে গোপিনী মঙ্গল-গীত গায় ॥

উদ্ধব, ফাটিয়া যায় হিয়া ।

ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্রাম স্মরণিয়া ॥

চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু ।

সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বন্ধু ॥

চিত্ত নিবাবিব কত বিবহ-ব্যথায় ।

চিত্তা যেন দহে দেহ বসন্তের বায় ॥

উদ্ধব, চিত্ত ছল ছল করে ।

চঞ্চল চড়ই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে ॥

বৈশাখে বিষের বাণে মলয়ের রাঙ্গ ।

বিরহী বিকল করে কোকিলের রাগে (২) ॥

বাসা ভাঙ্গি বল্লকী করিব-তোয়ে-দুর ।

বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর ॥

উদ্ধব হে, বিস্মরণ নয় ।

বৃক্ষেতে-বিষের শেল বাহির না-হয় ॥

জ্যৈষ্ঠেতে যমুনা-জলে যাদব-সংহতি ।

জল-কেলি করে রঙ্গে যতক যুবতী ॥

জল ফেলি মোরে গোপী গোপালের গায় ।
 যৌবন-চুম্বন-ধন যাচে যুহরায় ॥
 উদ্ধব, যত হুঃখ উঠে মনে-।
 জীয়ন্ত থাকিতে মরা গোবিন্দ-বিহনে ॥

আষাঢ়ে আঙ্গিনা বসে আছিহু শুতিয়া ।
 আমার শিয়রে আসি শ্রাম বিনোদিয়া ॥
 আলিঙ্গন দেই মুখে ব্লাইয়া হাত ।
 উঠিয়া আকুল হৈলু কোথা প্রাণনাথ ॥
 উদ্ধব, অনেক যুহণা ।
 অধিক আশেব দোষে এত বিড়ম্বনা ॥

শ্রাবণে সরস রস বববা বিপুলে ।
 সরসিজ বিকশিত ষট্পদ হিল্লোলে ॥
 সুখ বৈভব সব গেল শ্রাম সঙ্গে ।
 ঞ্জরি ঞ্জরি কান্দি এ ভব-তরঙ্গে ॥
 হুঃখী শ্রামদাস গায় ।
 চিত্ত দৃঢ়াইলে গোপী পাবে শ্রাম রায় ॥

রঘুনাথের ভাগবত ।

কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী ।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, মহাপ্রভুর সামসময়িক ব্যক্তি । কৃষ্ণদাস
 কবিরাজের চৈতন্ত-চরিতামৃত, কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদেশ প্রভৃতি
 পুস্তকে এই অনুবাদের উল্লেখ আছে । সাহিত্য-পরিষৎ এই পুস্তকখানি
 প্রকাশ করিয়াছেন ।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বংশীবাদনের প্রভাব ।

বাম বাহু ধরি বাম কপোল-মণ্ডলে-।
 ললিত চলিত-ক্রম মুরলী অধরে ॥
 বেণু-রন্ধে বিলোলিত কোমল অঙ্গুলি ।
 যখনে বাজান বেণু শ্রীল বনমালী ॥
 সিদ্ধ-বধুগণ তার সঙ্গে সিদ্ধগণ ।
 নুহি পড়য়ে রহে হয়ে অচেতন ॥

বিগলিত নিবীৰক কামে বিমোহিতা ।
 লাজে ভয়ে ব্যাকুলিতা সিদ্ধেব বনিতা ॥
 জন জন গোপী আব বড় অদ্ভুত ।
 কবয়ে মোহন লীলা সদা নন্দস্থত ॥
 অচল তড়িত তুণ উবে হার হাসে ।
 ভ্যাস্ত জনাব দুঃখ কটাক্ষে বিনাশে ॥
 এখন বাঙ্গায় বেণু ঐ বৃন্দাবনে ।
 যুখে যুখে মুগা রুষ মিলয়ে গোধনে ॥
 শ্রবণ তুলিয়া দস্তে তুণ ধরি রহে ।
 চিত্রের পুতলী যেন প্রভু-মুখ চাহে ॥
 নব দল নম্র চঞ্জিকা চারু কেশ ।
 বিচিত্র পল্লবে চারু ধবে মন্দ বেশ ॥
 যখনে মুকুন্দ বেণু বাজায় মধুব ।
 তখনে সকল নদীর গতি হয় দূব ॥
 হবিয়া চব্বৎ-বেণু আনিবে পবনে ।
 এই মনে ভাবিয়া থাকরে নদীগণে ॥
 শিশুগণে নিজগুণ গায় চাবিপাশে ।
 পনে বনে বিহাব কবয়ে নটবেশে ॥
 নান পবি যবে বেণু ডাকে বড় মনে ।
 তখনে প্রাণির ধর্ম হয় তরুগণে ॥
 নকাতুতে বৈসে হবি প্রভু দয়াময় ।
 নতাবলী প্রকট কবিল অতিশয় ।
 প্রেমভবে প্রাণিত নবু ধাবা বচে ।
 ভক্তেব লক্ষণ ধরি তরু লতা বহে ॥
 দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমালে ।
 অলিকুল বেণুরব করে অনকূলে ॥
 মোহন তিলক বেণু পূরয়ে সন্ধানে ।
 হংস গারস আসি মিলয়ে তখনে ॥
 জলচর বেণুরবে হঞা বিমোহিত ।
 সরোবর তেজিঞা দাওয়া চারিভিত ॥

হৃদিত নয়ন করে চিত্ত সমাধান ।

নিশেষে রহে কক্ষ করিয়া ধ্যান ॥

শুন ব্রজবধু আর বিচিত্র কথনে ।
 রাম কৃষ্ণ রহে তথা তট-উপবনে ॥
 বেণুরবে ত্রিজগৎ করে হরষিত ।
 তখনে মেঘের গতি মন্দ গরজিত ॥
 ঈশ্বর-লক্ষণ জানি কেহ কোন মতে ।
 মন্দ মন্দ গরজে গগন সাবহিতে (১) ॥
 ছায়া করি ছত্র ধরে পুষ্প বরিষণ ।
 এমন মেঘের ধর্ম দেখিল তখন ॥
 শুন হে যশোদা তুমি পুণ্যবতী নারী ।
 তোমার পুণ্যের কথা কহিতে না পারি ॥
 ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণকমলে ।
 যখন বেড়ায় কৃষ্ণ গোকুল-মণ্ডলে ॥
 তখনে দেখিয়ে তার রূপ মনোহর ।
 আমি সব তখনে না জানি নিজ পব ॥
 বসন ভূষণ কেশ তখনে পাসরি ।
 কেবল থাকয়ে যেন বৃক্ষ ভাব ধরি ॥
 নব দল তুলসী ললিত বেশ ধরি ।
 মনে করি গোদন গণয়ে বনমালী ॥
 অহুচর বালকের কান্ধে বাম হাত ।
 তখনে মোহন বেণু বাজান গোপীনাথ ॥

বেণুনাদে বিমোহিতা বনের হরিণী ।
 পতি স্নত তেজিয়া সেবয়ে যত্নমণি ॥
 ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি স্নত দয়া ।
 হেন প্রভু বিহরে গোপালরূপ হঞা ॥
 কুন্দ কুসুম দাম স্তললিত বেশ ।
 ব্রজশিশু মাঝে নটবর স্থবীকেশ ॥
 যখনে তোমার পুত্র করিয়া বিহার ।
 হয়য়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার ॥
 যখনে মলয় বায়ু বহে স্তম্ভীতল ।
 চৌদিকে বেড়িয়া রহে গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
 কেহ নাচে কেহ গীত স্তম্ভুর গায় ।
 হেন অপরূপ লীলা করে যত্ন রায় ॥

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

দেবকী জঠরে বিজরাজ উৎপন্ন ।
 ওহি গোপকুলে আসি-হইলা উপপন্ন ॥
 মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল ।
 কনক-কুণ্ডল গলে দোলে বনমালা ॥
 বয়ান কমলবর পূর্ণ শশধর ।
 গোকুলের দীনভাপ (১) হরিল-সফল ॥
 এইরূপে গোপীজগৎ কৃষ্ণগুণ গায় ।
 গীত অমুবন্ধ করি দ্বিবস-গোষ্ঠায় ॥
 কৃষ্ণ বিনে গোপীসবে না দেখিল আন ।
 গোপীনাথে নিম্নোজ্বল তনু মন প্রাণ ॥
 কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয় ।
 ক্ষণ এক যুগ মত কৃষ্ণ বিনে হয় ॥
 এই গোপী-গীত যেরা ভক্তিভাবে শুনে ।
 প্রেম ভক্তি বাড়ে তার পুণ্য দিনে-দিনে ॥
 জ্ঞান গুরু গঙ্গাধর ধীর শিরোমণি ।
 ভাগবত আচার্যের প্রেম-তরঙ্গিনী ॥

রামকান্তের ভাগবত ।

দশম স্কন্ধ ।

কবি রামকান্ত দ্বিজের ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত ।
 কবির নিবাস পূর্বে রাজসাহী জেলার গুড়নই গ্রামে ছিল; তৎপরে তিনি
 রঙ্গপুরের ব্রাহ্মণীপুণ্ডা গ্রামে আসিয়া বাস করেন । ইনি গুড়নইর মৈত্র-
 কুলোদ্ভব । ইনি ভাগবতাচার্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, স্মৃতরাং
 ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বা শেষভাগে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন ।
 এই পুস্তকখানি রঙ্গপুরে শ্রীযুক্ত গোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের নিকট আছে,
 তিনি আমাকে নিম্নের অংশ নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন ।

কৃষ্ণের অন্তর্দান ও
 গাঙ্গীশের মুচ্ছা ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাংঘায়ে ।
 অন্তর্দান করি-হুকি গোলা বিজ্ঞান্যে ।
 না দেখিয়া গোপীশের মুচ্ছা পড়ি ।
 মজিল রমণী-সর-এ প্রোক-সাপক-

(১) দৈত্য ও সত্যাপ ।

নিজ পতি হারা হৈয়া যেন মৃগীগণ ।
 তরাসে পড়িল তারা হরিয়া চেতন ॥
 যেক্রমে করিলা হরি বিহার-বিলাস ।
 যেন গতি যেন লীলা যেন মন্য হাস ॥
 সেহি সেহি চমিত্র করয়ে ব্রজনারী ।
 সেহি অবলম্বনে রহিলা চিত্ত ধরি ॥
 কৃষ্ণরূপে আপনে ভাবিল ব্রজরামা ।
 সেহি লীলা করি গোপী পাসরে আপমা ॥
 সব গোপী মিলিয়া গোপাল-গুণ গায় ।
 বনে বনে ব্রজনারী চাহিয়া বেড়ায় ॥

উনমত্ত হৈয়া গোপী পুছে গোপীগণে ।
 তোরা কি দেখ্যাছ যাইতে নন্দের নন্দনে ॥
 কহ কহ তরুগণ দেখিলে কিরূপ ।
 আমাকে কহিবে তুমি করিয়া স্বরূপ ॥
 শুনহ অশ্বথ বট কহ সাবধানে ।
 প্রাণ হরি নন্দসুত গেলা এহি বনে ॥
 কহ কুরুবক তরু পলাশ অশোক ।
 কহ রে কেতকীগণ কহ রে চম্পক ॥
 গোপীগণে পুছে তোরা দেখেছ এ পথে ।
 বলরাম অগ্রজ সহজে অনুমত্তে ॥
 নারী-দর্প হরে তার এহি সে বড়াই ।
 সহজেই শিশুবুদ্ধি চপল কানাই ॥
 শুন হে মালতী মালী শুন জাতি য্থী ।
 এ পথে গেলেন হরি করিয়া পীরিতি ॥
 শুন হে কদম্ব চূত পলাশ পিয়াল ।
 কহরে কুবিন্দ নিম্ব তমাল মন্দার ॥
 যমুনার তীরে তোরা বৈস তীর্থবাসী ।
 ছঃখিনী গোপিকাগণে তোমাকে জিজ্ঞাসি ॥

গোপীগণের আশ্র-
 বিম্বতি ।

ধন্য তীর্থবাসী সবে কর পরহিত ।
 কহ কৃষ্ণ-উপদেশ স্থির হোক চিত ॥
 কহ রে পৃথিবী তুমি কোন তপ কৈলে ।
 গোবিন্দ-চরণের চিহ্ন হৃদয়ে ধরিলে ॥

প্লবিত হৈলা তরু-লতা-লোমাবলী ।
 কোন তপ কৈলে তুমি কহিতে না পারি ॥
 কহ রে হরিণীগণ পুছে ব্রজনারী ।
 সখী সঙ্গে যাইতে দেখাছ বংশীধারী ॥
 চপল বঞ্জন কি সকল হৈল তোরে ।
 সফল জনম তোর হৈল পশুকুলে ॥
 সে রূপ দেখিলে তুমি সে নন্দের নন্দন ।
 কহ উপদেশ কথা শুন মৃগীগণ ॥
 কহ দেখি তরুগণ পুছিয়ে তোমারে ।
 তোরা কি দেখিলে যাইতে সে নন্দকুমারে ॥

ফুল ফলে নম্র হৈয়া কৈলা পরণাম ।
 সাধু সাধু বলি হরি কৈলে কি বাধান ॥
 কৃষ্ণ দরশন চিহ্ন দেখিল বিদিত্তে ।
 কলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেলা এহি পথে ॥
 অভাগিনী গোপনারী করিয়ে জিজ্ঞাসে ।
 স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ উপদেশে ॥
 এহি মতে তরু লতা পুছিয়া বেড়ায় ।
 বৃন্দাবনে ফিরে গোপী পাগলিনী প্রায় ॥
 ধরিতে না পারে চিন্তা না রহে জীবন ।
 উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কত জন ॥
 কত কত কন্দ্র কৃষ্ণ কৈল অবতারে ।
 গোপীগণ যেই যেই লীলারূপ ধরে ॥
 রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল রসময় ।
 শুনিলে দূরিত খণ্ডে হরে ভব-ভয় ॥
 গুরুপদে করি মতি দীন হীন ভ্রান্ত ।
 বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকান্ত ॥

গৌরান্ধ দাসের ভাগবত ।

মউরধ্বজের পালা ।

পুথির হস্তলিপি ১৬৯০ শকের (১৭৬৮ খৃঃ) ।

সত্যভামার দক্ষিণাস্বরূপ কৃষ্ণকে প্রদান এবং

রুক্মিণীর চেষ্টায় নারদমুনির হস্ত

হইতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধার ।

মুনির বচনে তুমি তেজি আভরণ ।

হইলে তপস্বিবেশ দৈবকীনন্দন ॥

হাতেতে করিলে বীণা কান্দে মৃগছালা ।

পাছে পাছে যাও যেন সরাসীব চেলা ॥

দেখিয়া তোমাব বেশ কান্দে সর্পজন ।

দ্বারকা-নিবাসী সব করএ ক্রন্দন ॥

তোমাতে লইয়া নারদমুনি যায় ।

বিষম্বদন হইয়া সত্যভামা চায় ॥

শ্রীকৃষ্ণকে, দক্ষিণাস্বরূপ
পাইয়া নারদের কৃষ্ণ-সহ
যাত্রা ।

ঘন পড়ে ঘন উঠে বাতুলের প্রায় ।

দুই হাতে আঙুলিয়া মুনিরে রহায় (১) ॥

না চাহিয়ে ব্রত না চাহিয়ে ফল তার ।

বাহুড়িয়া প্রাণনাথ দেহত আমার ॥

মুনি বলে সত্যভামা সত্যে ভ্রষ্ট হইলে ।

সম্ভাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলে ॥

এখনে বলিলে ব্রতে নাই প্রয়োজন ।

দান লৈয়া ফির্যা দিব কিসের কারণ ॥

তবে সত্যভামা দেবী কি কৰ্ম্ম করিল ।

রুক্মিণী দেবীৰ কাছে উপনীত হৈল ॥

প্রকার বিশেষ করি কহিল লক্ষ্মীকে ।

সকলে চলিয়া আইলা গোবিন্দ-সম্মুখে ॥

জানিঞা রুক্মিণী দেবী তথাই আইল ।

সত্যভামার তরে তবে অনেক ভর্জিল (২) ॥

রুক্মিণীর পরামর্শ-গ্রহণ ।

লক্ষী সত্যভামা হরি তিন জনে দেখা ।
কত মায়া জান প্রভু অর্জুনের সখা ॥
কণেক অন্তরে প্রভু দূর কৈলে মায়া ।
মায়া ত্যাগ কৈলে প্রভু কল্মশী দেখিয়া ॥

লজ্জা পেয়ে সত্যভামা নাহি তোলে মাথা ।
তবেত কল্মশী দেবী কহিলেন কথা ॥
যাও যাও সত্যভামা মুনি বরাবরে ।
ধন দিয়া রাখ যায়া প্রভু দামোদরে ॥
ত্বরান্বিত সত্যভামা মুনিস্থানে আসি ।
পাএ ধরি শান্তাইল (১) নারদ মহাশয়ি ॥
তোমা স্থানে নিবেদিয়ে শুন মুনিবর ।
কৃষ্ণ সম তুল্য রত্ন নেহত সত্ত্বর ॥

তবেত নারদ মুনি কহিল তাহারে ।
সত্য কর সমতুল্য ধন দিবে মোরে ॥
তোমার মায়ায় দেবী স্থির নাহি হৈল ।
তৌল করি দিব ধন সত্য যে করিল ॥
তবেত নারদ মুনি আইল ফিরিয়া ।
মুনি বলে ধন পাল্যে দিবত ফিরিয়া ॥
সে সকল কথা প্রভু তোমার মায়াতে ।
অসীম তোমার মায়া কে পারে জানিতে ॥
তবে সত্যভামা দেবী তরাজু (২) আনিল ।
তার এক দিকে প্রভু তোমা বসাইল ॥
আর দিকে আনি দিল ভাণ্ডারের ধন ।
সেই ধন নহিল তবে তোমার সমান ॥
রত্নাকর স্থানে ধন আনিল চাহিঞা ।
তথাপি সমান নহে সেই ধন দিয়া ॥
কুবেরের ঠাঞি গিয়া ধন চাহি আনে ।
তোমার মায়াতে সে নহিল সমানে ॥

(১) শান্ত করিল ।

(২) তরাজু = তোলদণ্ড । যথা, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে—মুরারী-শীল
প্রসঙ্গে “হরপী তরাজু করি হাতে” ।

বিস্ময় ভাবিয়া দেবী রহে সত্যভামা ।
 রুক্ষিণী জানেন কিছু তোমার মহিমা ॥
 কহিল রুক্ষিণী দেবী সত্যভামা তরে ।
 তুলসী মঞ্জরী দেহ ধনের ভিতরে ॥
 তবে সত্যভামা দেবী তুলসী আনিয়া ।
 দিলেন মঞ্জরী তবে ধনে মিশাইয়া ॥
 রুক্ষিণী জানেত প্রভু আপন অন্তরে ।
 আপন মায়ায় ধন হৈল বরাবরে ॥
 তবেত নারদ মুনি নিবারণ হৈয়া ।
 গেলেন আপন পুরী ধন রত্ন লৈয়া ॥

নরহরি দাসের ভাগবত ।

কেশব-মঙ্গল ।

শ্রীনরহরি দাস কর্তৃক অনুদিত । দেড়শত বৎসরের পুথি হইতে উদ্ধৃত
 হইল । পুথি খানি ৬১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ।

বলরাম কর্তৃক প্রলম্ব-বধ ও শ্রীকৃষ্ণের
 দাবাশ্রি-নিবারণ ।

কেহ কেহ বলে ভাই গোষ্ঠে কি যাইব ।
 যে দেখি যে কোন দিন পরাণ হারাব ॥
 ছিদাম সুবল বলে কি বলিস ভাই ।
 কি ভয় সঙ্গেতে যার কানাই বলাই ॥
 কত কত উপদ্রব হয় দিনে দিনে ।
 কি করিতে পাবে ভাই কানাক্ষের গুণে ॥
 কানু সঙ্গে গোষ্ঠে মাঠে যে আনন্দ পাই ।
 ঘরেতে থাকিলে সে আনন্দ পাই নাই ॥
 কেহ যদি গোষ্ঠে যেতে মুখ মোড় (১) ভাই ।
 বলাই দোহাই তোরে বলাই দোহাই ॥

বালকগণের ভরসা ।

বলাইএর ভয় ।

বালক বলিষ্ঠ বলরাম মহাশয় ।
অপরাধ কৈলে তারে লান্ধলে তাড়ায় ॥
লান্ধল ঘুরিতে ভয়ে ভীত সব শিশু ।
সত্বরে সে করে রাম আত্মা কৈলে কিছু ॥
হাটয়ে বলাই যদি দোহাই পড়িল ।
সত্বরেতে শিশুগণ সভাই সাজিল ॥
মাতা কাছে বিদায় হইয়া রাম কান্না ।
গোষ্ঠেতে গমন সবে কৈল লয়া ধেনু ।
যমুনা-পুলিনে দিল পাল (১) পাঠাইয়ে ।
বচিল বিনোদ-খেলা কানাই লইয়ে ॥

কংসের আশঙ্কা ।

হেথা পাপ পুণ্যের শঙ্কস সর্বথা ।
দিনে দিনে শুনে কানাকণ্ঠেব গুণ-কথা ॥
নিত নিত সন্তোষাঠায় কানাই মাঝিতে ।
যে যায় সে নানা রস নাতির কোন মতে ॥
গোদালা দ্বারা পশু প্রভৃতির পরাক্রম ।
সাম্রাজ্য-মাদ্যে বলাই কালিয়-দমন ॥
গোদালায় সকল কথা লাগে চমৎকার ।
না জানি গোদালা-সুত কি করে এবার ॥
নিজ ব্যতীত শাসিলান অমর নগর ।
বালকের হাতে মোব মরে যত চর ॥
পরাক্রমে মারে কিবা আছে কিছু গুণ ।
এতাদৃশ হৃদয়ে মোর লাগিয়াছে যুগ ॥

কংসের বিষয় দেখি প্রলম্ব অস্তুর ।
গর্জ করি কহে কেন ভাব এত দূর ॥
মোরে আজ্ঞা দেহ রাজা না ভাব হত্যাশ ।
যাক গিয়ে গোপসুতে করিব বিনাশ ॥
প্রহর প্রতাপ দেখি কহে নৃপমণি ।
চেনে না শুনি কার্য সাধিলে সে জানি ॥
প্রদাদ কবিল রাজা প্রশংসি প্রলম্ব ।
নপে প্রণমিঞা পাপ যায় অবিলম্বে ॥

যথায় খেলেন কৃষ্ণ সখার সহিত ।
গোপবেশ ধরি পাপ তথা উপনীত ॥

চূড়া ধড়া গুজ্জাহাব কনকভূষণ ।
হাসি হাসি পাচুনি ঘুঘাঘ ঘনে ঘন ॥
লখিতে না পারে ক্রমেষ সব অন্তর ।
বুঝিতে পারিলা সব বাম দামোদর ॥
রাম শ্রাম ছইজন করে ঠারাঠারি (১) ।
খেলা-ছলে বিনাশ করিব এই অরি ॥
হাত ধরাধরি করি দৌহে চলি যায় ।
খেলিতে খেলিতে গেল ভাণ্ডার তলায় ॥
দেও দেখি দেওয়ারিব (২) হৃদয় হরষ ।
সব সহচর মেলি কবে পরামর্শ ॥
না জানি কেমন খেলা খেলিব সে আজি ।
খেলারসে পবাক্রম কার কত বৃদ্ধি ॥
কেহ কেহ বলে ভাই খেলিব কি খেলা ।
খেলিব গেদুয়া (৩) আজি কহে নন্দবাল ॥

গোপবেশধারী প্রলব ।

ভাল ভাল বলিয়ে সভাই সায় দিখ ।
বনফুল তুলি সভে গেদুয়া বানাল ॥
এস এস যুটে যুটে লহ সব খেলি ।
লুফিব ফুলের গেদু সব খেলি মেলি ॥
খেলিব গেদুয়া ভাই আগে কর পণ ।
কান্দে করি বহিবেক হাবিবে যে জন ॥
যার খেলি (৪) এই গেদু লুফিতে নারিবে ।
লুফিতে নারিলে তারা সভাই হারিবে ॥
রাম শ্রাম প্রধান হইল ছই জন ।
ফলনাম রাখা রাখি করে শিশুগণ ॥
বাটি বাটি শিশুগণ লইল সব যুথে ।
আপনি অন্তরে নিল ব্রজরাজস্বতে ॥

গেদুয়া খেলা ।

- (১) পরম্পরের প্রতি চক্ষুর ইঙ্গিত । (২) দৈত্য দেখিয়া দৈত্যারির ।
(৩) ফুলের বল তৈয়ার করিয়া তাহা উর্কে ছুঁড়িয়া পুনরায় ধরা ।
(৪) খেলার সাথী ।

দাড়াইয়ে শিশুগণ হয় দুই ভাগে ।
 ছিদাম হইল খেলি বলরাম-দিগে ॥
 মহাস্থখে শিশুগণ আরঙিল খেলা ।
 ফুল গেদুলিয়া সন্তে খেলিতে লাগিলা ॥
 খেলিতে খেলিতে খেলা ভাবে ভগবান ।
 ভক্তের নিকটে আমি নহি বলবান ॥
 আমিহ জিনিলে মোর হারিবে ছিদাম ।
 অশুর পায়ণ্ড কি বহিবে বলরাম ॥
 মোর অংশ বলরাম কিন্তু হয় জ্যেষ্ঠ ।
 সৰ্বথা আমার ভক্ত আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ ॥

ইহা ভাবি খেলায় হারিল কৃষ্ণচন্দ ।
 বলাএর খেলিগণ পরম আনন্দ ॥
 জিনিলাম খেলায় আমাদিগে কর কান্ধে ।
 ধড়া আঁটি দাঁড়াইল চাপিবার ছান্দে ॥
 ভাবের অধীন প্রভু যাও বলিহারি ।
 ছিদামেরে কান্ধ পাতি দিলেন শ্রীহরি ॥
 লহ লহ হাসি হাসি কহেন ডাকিয়া ।
 হারিলাম হারিলাম ভাই কান্ধে চাপাসিয়া (১) ॥
 কান্ধ-কান্ধে আরোহণ কবিল ছিদাম ।
 অশুরের কান্ধে আরোহিল বলরাম ॥
 আর সব শিশু দেখি নিজ নিজ জুটি ।
 কান্ধে চাপিবার তরে করে ছুটাছুটি ॥
 কত দূর বহিবার করিল নিয়ম ।
 কান্ধে করি বেগে তথা করিল গমন ॥
 কিবা সন্দ (২) ভাব ভাব সখা শিশুগণ ।
 না জানে যশোদা-সুত পূর্ণ সনাতন ॥
 তাহাদের ভাবে প্রভু রস যদি নয় ।
 গোয়াল-ছাওয়ালে কেন কান্ধে করি বয় ॥

নিয়ম পর্য্যন্ত গিয়া নাছিল সস্তাই ।
 অশুরের কান্ধে চড়ি ঠাকুর বলাই ॥

অঙ্গুরের মুরতি যেন মেঘের বরণ ।
 তরুণের বলরাম চাঁদের কিরণ ॥
 বলাএ লইয়ে কান্ধে হরিষে অঙ্গুর ।
 মায়া করি অন্তরীক্ষে উঠে কত দূর ॥
 তাহা দেখি বলভদ্র মানিল বিস্ময় ।
 কোথাকারে লয়ে যায় অঙ্গুর দুর্জয় ॥
 তবেত কারণ সব জানি হলধারী ।
 গুরু ভর দিল নিজ-পরাক্রম করি ॥
 ক্রোধেতে কম্পিত তনু কম্পে ওষ্ঠাধর ।
 মারিল মুষ্টিকাঘাত মস্তক-উপর ॥
 শূন্তে অকস্মাৎ শব্দ হৈল বিপরীত ।
 পর্কত উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥
 পড়িল অবনীতলে অঙ্গুর হরন্ত ।
 হেটেতে অঙ্গুর পড়ে উপরে অনন্ত ॥
 বলভদ্র হাতেতে মরিল পাপাঙ্গুর ।
 তাহা দেখি জয় জয় উঠে সুরপুর ॥
 মববা (১) কুসুম বৃষ্টি করে ঝরঝর ।
 নানা মত বাণ নৃত্য জুড়িল অমর ॥
 অঙ্গুর-পতন দেখি গোয়ালা-তনয় ।
 মুরতি দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময় ॥
 বলাএ-প্রশংসা শিশু কবে পুনঃ পুনঃ ।
 জগৎ ব্যাপক হৈল ছতাইএর গুণ ॥

অলংকার মাঝ ও যত্ন ।

তবে ব্রজ-শিশু বাম-দানোদব-সঙ্গে ।
 দ্বিধা বিহাব করে পরম আনন্দে ॥
 নিদাঘ-সময়ে তথা ভাস্কর প্রবন ।
 সজার বদনে বহে ঘন ঘর্ষজল ॥
 ভ্রমণ করয়ে শিশু কাননের মাঝে ।
 নটগণ মধ্যে ভাল শোভে নটরাজে ॥
 পর্কত উপরে বহে পর্কতের ঝরা । *
 সে স্থানেতে বারি অতি স্নিগ্ধ পবা ॥

দাবাড়ি ।

কি দ্বিগুণে শুধিব ভাই তোমাদের ধার ।
বিষম সঙ্কটে প্রাণ দিলি কত বার ॥
কি গুণ জানিস কামু কি গুণ জানিস ।
বিষম বিপদ নাশ কি করে কবিস ॥

সব সখাগণ সঙ্গে কানাই বলাই ।
গোবৎস লষ্টএ নিজ নিকেতনে যাই ॥
হেরি ব্রজগোপীগণ পাইল পদানন্দ ।
কুমুদ প্রকাশ ঘেন নিবস্থিগে চন্দ ॥
নিমিষ অন্তর হৈলে কত যুগ বাসে ।
দিনায়বে দরশনে বহে রসানন্দ ॥
কৃষ্ণ-পাদ পদ্ম গোপী-আখি লুকাইল ।
অনিমিষে পানে নাড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥
নিজ নিজ ঘবে সব গেল শিশুগণ ।
সমাদরে যশোদা লইল বাছানন ॥
কীর সব ননী আদি পাণ্ডু দ্রব্য যত ।
গোপালে পাওয়াব রাণী হয়্যা আনন্দিত ॥

পদ প্রত্যাগমন ।

প্রলম্ব-নিধন আব দাবান্নি-বাবণ ।
নিজ নিজ মা বাপ কহিল শিশুগণ ॥
সুকুমান গোপ-গোপী শিশু-বাক্য শুনি ।
যশোদা-রোহিণী-স্নতে দেবতুল্য মানি ।
হেন মতে ব্রজবাসী কৃষ্ণলীলা-রসে ।
বাড়য়ে আনন্দ সব দিবসে দিবসে ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব চরণ অভিলাষে ।
কৃষ্ণ-লীলামৃত দাস নরহরি ভাষে ॥

স্বাত্ম-বর্ণন ।

নিদাঘ হইল গত ববিষা আইসে ॥
রবিকর-জাপেতে তাপিত অষ্টমাস ।
তাপ দূবে গেল হৈল মেঘের প্রকাশ ॥
ঘন ঘন সঘনেতে মেঘের গর্জন ।
দমকে দামিনী হৃদয় বরিষণ ॥

ধারাধর-বরিষণে ধরা ভেল সুখী ।
 সন্তোষে সর্কণা নৃত্য করে সব শিখী ॥
 কশকল করি ভেক করে কোলাহল ।
 বেদগান-বক্তা যেন বিদ্বান্ সকল ॥
 তরু লতা তাপেতে তাপিত ছিল দৈন্ত ।
 পুনঃ প্রীতি পাইল পশব পরিপূর্ণ ॥
 মৃত্তিকা হইতে উঠিল বহু তৃণ ।
 ব্যাপক হইয়া নিবারিল পদচিহ্ন ॥
 পুরিল তড়াগ কূপ দিঘা সরোবর ।
 নদ-নদীগণ স্রোত বহে পবনর ॥
 গুরুপক্ষাঘাত ভেল কমল প্রকাশ ।
 জলচরগণ ভেল পরম উল্লাস ॥
 তংস বক শারী শুক ডাচক ডাহকা ।
 কলরব করিয়া বেড়ায় সব পাখী ।
 কৃষিগণ কৃষিকন্ম করয়ে কৌতুকে ।
 শস্তাদি রোপিয়া জল বান্ধি বান্ধি বাপে ॥
 কখন বা মেঘাকারে গরজে গগন ।
 কখন বা ঝড় বৃষ্টি প্রকাশে কখন ॥
 বাণিজ্যের গণ করে বাণিজ্য ভরসা ।
 বিহঙ্গম বিহঙ্গমী আসি করে বাসা ॥

বরিষার গোষ্ঠে কৃষ্ণ চরায় গোধন ।
 অবিরত জলধারে ভীত দেখুগণ ॥
 তিতরে গোধন অতি ছুঃখ নাহি তার ।
 ঠাঞি ঠাঞি-চরি চরি উদর ভরয় ॥
 সঞ্চিত জলধর বখন বরিষয় ।
 পর্কত-গুহার কৃষ্ণ শিশু-সঙ্গে রয় ॥
 ধবলী কিরার মেঘ হইল এসয় ।
 পাবাণ ঘুচিয়া কতু খান দধি অয় ॥
 এহঁ মত গোষ্ঠলীলা দিবসে দিবসে ।
 সকালেতে যান পুনঃ আইগে দিবশেষে ॥
 গোবৎস চরান স্বপ্নে মূন্দর বৃত্তি ।
 দেখ সব আদিক হইল হৃদয়ভী ॥

পাকিল দেখুইর আমি প্রকুর কানন ।
পল্লব-সংযুক্ত সব তরু-লতাগণ ॥

হেন মতে নন্দিত কবেন বিলাস ।
শবৎ ঋতু আসি পুনঃ হইল প্রকাশ ॥
মন্দ মন্দ বরিষণ করে ধারাদর ।
কতু নিষ্ফলে গরজে গবগব ॥

* * * *

কুসিগণ জল বান্ধি বাথে চারিভিত ॥
সিদ্ধ সমাগম সব নন্দনদী জল ।
তবঙ্গে বহিছে সব শব্দ কোলাহল ॥
প্রসন্ন গগনে চক্রেজ্যোতির প্রকাশ ।
তারাগণ প্রস্ফুটিত যুড়িঞ আকাশ ॥
সুখদ শবৎ ঋতু সর্ব-সুখোদর ।
সর্ব মনোরথ-সিদ্ধি বান্ধি সুনিশ্বাস
সমাসা পেশী করে তাঁ' পদাটন ।
বিন্দুশে বাণিজ্যে চলে দাপু মহাজন ।
দেশাচারী মনে গানে উঠে ইন্দ্রধ্বজ ।
শুদ্ধ পুরুষ সব সাধে নিজ ক্রাব ॥
ঋতুগণ পেসন্ন এ বড় কণ্ঠ মর ।
গোলোকের নাথ সদা যত্নাবতরয় ।
যে ব্রজে জন্মিতে ইচ্ছা প্রজ্ঞাদি দেবতা
প্রসন্ন হইবে ঋতু কোন্ তুচ্ছ কথা ॥
ধন্য ধন্য বৃন্দাবন ত্রিজগৎ-সার ।
যাহাতে করেন কৃষ্ণ প্রকট বিহার ॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম বন্দিরে মাথায় ।
কেশব-মঙ্গল দাস নরহরি গায় ॥

কুসিগী ।

পরীক্ষিত বলে শুন শুক তপোধন ।
কিরূপে করিল কৃষ্ণ কুসিগী-হরণ ॥
শুকদেব বলে শুন উত্তরা-কুমার ।
ভীষকের বাক্য শুনি করী হুয়াচার ॥

দ্বন্দ্বীর কুব্জি ।

গোপালেয়ে ভগিনী দিব এ বড় সজ্ঞাপ ।
 জরাসন্ধ সহ কৈলা কুমন্ত্রণা পাপ ॥
 পিতৃ-বাক্য রাগি যদি কুল-ধর্ম্ম ক্ষয় ।
 তারে না কহিয়া কর হিত যেনা হয় ॥
 পুনঃ সব নৃপগণে নিমন্ত্রি আনিগ ।
 দাম্বোধ-পুস্ত্রে লিখি দূতে পাঠাইল ॥
 শিশুপালে আন হেথা ববসজ্জা করি ।
 বিভা দিব ভগিনী মোর রুক্মিণী সুন্দরী ॥
 কালি বঞ্চিত (১) পরশু হইব অধিবাসে ।
 পত্র পড়ি দাম্বোধ পরম হরিষে ॥
 শিশুপাল-চিত্তে বড় বাড়িল কোণল ।
 রুক্মি-সহ কুটুম্বিতা এ বড় মঙ্গল ॥
 পরম আনন্দে করে বিভা আয়োজন ।
 হেথায় ভীষ্মক-পুরে গুনহ কণন ॥

হেথায় ভীষ্মক-পুরে ভীষ্মক-গনয় ।
 পরম উল্লাস-মনে আনি নৃপচয় ॥
 নৃত্য গীত বাগ্য করে বাজার বাজন ।
 নৃপগণ-সেবায় নিযুক্ত সেবগণ ॥
 মহা-কোলাহলধ্বনি সকল নগরে ।
 ধাত্রীগণে আজ্ঞা কৈলা ভীষ্মক-কুমারে ॥
 দাহ রুক্মিণীর কর অঙ্গ স্নানাদিন ।
 লহ সর্কাসে পরাহ আভরণ ॥
 কল্লি-আজ্ঞামাত্রে ধাত্রী চলিল তুরিতে ।
 রুক্মিণীর অঙ্গ কৈল ভূষায় ভূষিতে ॥

তা দেখি রুক্মিণী দেবী পরম উল্লাসী ।
 বুঝি শুভ দিন যে উদয় হইল আসি ॥
 হর-পার্বতীর আজ্ঞা হইল উদয় ।
 কতকণে পাব কৃষ্ণ-চরণ অন্তর ॥
 না জানে রুক্মিণী দেবী ভেরের মন্ত্রণা ।
 আপন স্বভাবে সদা আনন্দে মগনা ॥
 কৃষ্ণের মহিমা-গুণ-সখীগণে কয় ।
 দেখিবে আমার কৃষ্ণ কত হরাদয় ॥

রুক্মিণীর কৃষ্ণপূজা ।

জগতমোহন রূপ পীতাম্বরধারী ।
রসের রসিক মোর রসিক মুরারি ॥
শুনি সব সখীবৃন্দ আনন্দেতে ভাসি ।
তুমি প্রাণনাথ পাবে মোরা হব দাসী ॥
হেন মতে রহে সব পরম হরিশে ।
শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-আলাপন-রসে ॥

তথা এক সখী কহে কহিতে ডরাই ।
কৃষ্ণকথা চিরকাল শুনি তব ঠাইঞে ॥
এই বড় সাধ ছিল আমাদের মনে ।
কৃষ্ণের সহিতে তোমা নিরখি-নয়নে ॥
আজি সে শুনিলাম কথা শেল বাজে বৃকে ।
তব ভাঞি শিশুপালে দিবেক তোমাকে ॥
তোমার পিতার বাক্য করিয়া লজ্জিত ।
বর আনিবারে কুম্বী পাঠাল্য তুরিত ॥
এ কথা শুনিঞা মাত্র দেবী হরিপ্রিয়া ।
ছিন্ন কদলীর প্রায় পড়ে লোটাইয়া ॥
কি বলিলে কি বলিলে সখি কি বলিলে ।
বাক্য শুনি প্রাণ মোব উঠে জলে জলে ॥
বৃথা হৈল যত সব করিলাম ভাবনা ।
হর-গৌরী মোরে কি করিল প্রতারণা ॥
যদি না পাইব আমি কৃষ্ণ রসরাজ ।
তবে আর ছার প্রাণ রাখিয়া কি কাষ ॥
অগ্নি প্রবেশিব কিম্বা বিব করি পান ।
ইহা বলি হরিপ্রিয়া হইল অজ্ঞান ॥
কুম্বিনী-হরণ-কথা শুনিতে আনন্দ ।
নরহরি দাস কহে ভাবি ক্রামচন্দ ॥

কুম্বাব ।

তবে দেবী হরিপ্রিয়া পড়ে অচেতন্ত হইয়া
গড়ি যায় অবনী-মণ্ডলে ।
হেম অঙ্গ কমলিনী তমু প্রায় ফুল জিনি
দেখি সখী ভালে অশ্রুজলে ॥
যে কছিল সংবাদ তারে কহে কটুবাদ
কেহে হেন কহিলে বচন ।

সখীগণের বিলাপ ।

কৃষ্ণনাম ।

ইবে কি করিব মোরা ঈশ্বরী হইলু হারা
 কেমনেতে করাব চেতন ॥
 কেহ বলে শুন বানী যাহার কারণে ধনী
 তার নাম কহ কর্ণমূলে ।
 করি এই মন্ত্রণা যত সব বরাঙ্গণা
 শ্রবণেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
 শুনিলে প্রভুর নাম দেহে সঞ্চারিল প্রাণ
 উঠে ধনী ছাড়ি হৃদহার ।
 উন্নত বাউলি যেন চমকি নেহারি পুনঃ
 নেত্রে বারি বহে অনিবার ॥

প্রবোধ-দান ।

এক সখী কোলে করি বসি কহে ধীবি ধীরি
 কেনে হেন হইলে উন্নত ।
 ললাটে লিখন যাহা কে ষড়্ভুজে পারে তাহা
 তুমিত জানহ সব তথ্য ॥
 কে না পূজে দেবী দেবা উত্তম না বাঞ্ছে কেবা
 তাহে কৃষ্ণ জগত-বল্লভ ।
 অখিলজনার ভর্তা ব্রহ্মাণ্ডের এক কন্ডা
 তারে প্রাপ্তি অতি সে দুর্লভ ॥
 তুমি যদি হয় তার জন্মে জন্মে অধিকার
 থাকিলে শ্রীকৃষ্ণধনে পাবে ।
 নহে যত কব আশ লোকে হয় উপহাস
 সতে মাত্র জীবন হারাবে ॥

কল্পিত বিলাপ ।

শুনি প্রিয়-সখী-কথা কহেন ভীষক-সুতা
 গদগদ, বচন সুসার ।
 আমি কৃষ্ণ-পদ-দাসী নহি অগ্র অভিলাষী
 তবে কেন পড়ে আত্মস্তর (১) ॥
 মোর মন কৃষ্ণ চায় পিতা বৈল দিব তার
 বর দিলা মহেশ পার্শ্বতী ।
 ইথে যদি হৈল অগ্র বুঝিলাম সব শৃঙ্খ
 প্রাণ রাখি এ কোন চরিত ॥

সখী কহে স্তবদনা কর ইবে স্তম্ভগা
অচেতনে থাকিলে কি হবে ।
নরহরি কহে সার যে যাহার সে তাহার
যজ্ঞ হবি কাকে কোথা পাবে ॥

তবে দেবী হরিপ্রিয়া সখী সব ছেরি ।
স্থির হয়্যা নিবারিল নয়নের বারি ॥
কি করি কি করি সহি কি করি উপায় ।
কেমনে পাইব আমি প্রভু ঞ্চাম রায় ॥
এ পক্ষেতে পিতা মোর না দিল সম্মতি ।
কুম্ভগা কৈল মোর ভাঞ্চারি দুষ্টমতি ॥
কালি বঞ্চারি প্রস্তু হইব অধিবাস ।
এ সব তদন্ত না জানিল শ্রীনিবাস ॥
হেন উপকারী মোর কেহ যদি হয় ।
প্রভুর নিকটে সব সমাচার কর ॥
সংবাদ পাইলে যদি প্রভু না আইসে ।
মনেতে আছয়ে বাহা করিব তা শেষে ॥
এ সব ভাবিয়া দেবী হৃদয়ের মাঝে ।
গোপ্তেতে (১) আনিল ডাকি পুরোহিত দ্বিজ ॥
দ্বিজবরে দেখি দেবী কৈলা দণ্ডবৎ ।
দ্বিজ বলে হউ তব পূর্ণ মনোরথ ॥
কল্পিণী কহে আলীকান করহ আমার ।
কিন্তু এক নিবেদন করি তব পাশ ॥
মোরে কিনি লয়ে এক কর উপকার ।
চিরদিন দাসী হয়্যা রহিব তোমার ॥
দ্বিজ কহে কেন মাতা কহ অহুচিত ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব ত্বরিত ॥
কৃপা যদি কৈলে দ্বিজ দ্বারিকাতে যাহ ।
মোর নিবেদন এই শ্রীকৃষ্ণে জানাহ ॥

কল্পিণীর দূত-প্রেরণ ।

শ্রীদ্ব এক পত্র দেবী লিখিলা গোপ্তেতে ।
স্বস্তি হের প্রাণনাথ নমো অগংগতে ॥

কল্পিণীর পত্র ।

জনম অবধি আমি তুয়া অমুগতা ।
 তুয়া পদ বিনে চিত্ত নহে বিচলিতা ॥
 দুই ভাঞ্জে দিতে চাহে শিশু মহীপালে ।
 নৃপগণে আসিবারে আনিতে পাঠালে ॥
 কিন্তু যদি দাসী প্রতি থাকে অমুগ্রহ ।
 আমার মুখের কানী আসিয়া মুছাহ ॥
 বিভা পূর্বে চণ্ডীপূজা আছে কুলক্রম ।
 সেই কালে দিব নৃপবৃন্দে সেরম ॥
 ইহা নিবেদন কৈলাম চরণ-রাজীবে ।
 যা জান তা কর প্রভু হা প্রাণবল্লভে ॥

লিপি করি পত্র দিলা ব্রাহ্মণের কবে ।
 বিবরিয়া কহিল সকল সমাচারে ॥
 চলিল ব্রাহ্মণ তবে পবনের গতি ।
 বহু কষ্টে উত্তরিলা পুরী দ্বারাবতী ॥
 দ্বারেতে নিবেদন নাই ব্রাহ্মণ ঘাইতে ।
 অবহিত গেল দ্বিজ কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
 দ্বিজে দেখি ঠাকুর (১) হইল অতি ব্যস্ত ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য আসন বতনে করি গুপ্ত ॥
 আহা মরি কিবা প্রভুর মহিমা প্রচুর ।
 বিপ্র-পদ ধোত করে আপনি ঠাকুর ॥
 নানা উপহারে দ্বিজে করাল্য ভোজন ।
 আচমন করি কৈল মুখের শোধন ॥

কুশল-জিজ্ঞাসা ।

বহু পালকে দ্বিজ শয়ন করিলা ।
 পদ দ্বারি দ্বারি প্রভু পুছিতে লাগিলা ॥
 কহ কহ দ্বিজবর কুশল বারতা ।
 কি কারণে আইলে নিবাস তব কোথা ॥
 দ্বিজ কহে বাস মোর ভীষ্মক-নগরে ।
 রুক্মিণীর দূত হৈয়া আইলু হেথাকারে ॥
 এই লেহ রুক্মিণীর আছে এক লিপি ।
 পত্র লয়ে বন্ধেতে বুলাএ বহুপতি ॥

অন্তর্ধানী ভগবান্ কি না জানেন তথ্য ।
লিপি খুলি পত্র পড়ি জানিল সমস্ত ॥

পুনঃ জিজ্ঞাসেন দ্বিজ কহ দেখি শুনি ।
কি কথা কহিয়াছেন ভীষ্মক-নন্দিনী ॥
ব্রাহ্মণ কহেন হরি কর অবধান ।
তুয়া বিনে কুন্সিগীর ব্যাকুল পরাণ ॥
তদন্তু কহিতে সব নহে অবকাশ ।
আজি গোধূলিতে তার হবে অধিবাস ॥
যে দেখিছি তাহার তোমাতে অমুরাগ ।
ত্ববা কর শরীর না করে যেন ত্যাগ ॥

কুন্সিগীর কথা জ্ঞাপন ।

ঠাকুর কহেন শুন বিপ্র সর্কারাধ্য ।
মোর প্রাণপ্রিয়া লবে ইহা কার সাধ্য ॥
চল চল দ্বিজবর হয় অগ্রগামী ।
অতি ব্যস্তে ভীষ্মক-নগরে যাব আমি ॥
কুন্সিগীরে কবে বহু আশ্বাস করিয়া ।
জনমে জনমে মোর তেহু প্রাণপ্রিয়া ॥
হরগৌরী পূজার্তনে কুন্সিগী যাইবে ।
দেখিবে নুপতিগণ হরে লব তবে ॥
তোমার বিলম্ব আর নহে কদাচন ।
কুন্সিগীরে গিয়া তথা কহ বিবরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস বাণী ।

দাক্ষকে আজ্ঞা কৈল প্রভু জগৎপতি ।
রথসজ্জা করি শীঘ্র যোগায় সারথি ॥
রথে আরোহিয়ে প্রভু চলিল একল ।
কৃষ্ণ-অধেবণ-হেতু রাম মহাবল ॥
দ্বারীকে কহিল কিছু জ্ঞানাহ তদন্তু ।
দ্বারী কহে কি জানিব তোমাদের অন্ত ॥
এক দ্বিজবর সহ কহে ভগবান্ ।
পাঁচ সাতবার শুনি কুন্সিগীর নাম ॥
এই শত্রু বচন শুনিছি আধো আঁধো ।
কারে আশ্বাসিলা প্রভু কারে কৈলা ক্রোধ ॥
বলাই কহেন কথা বুলিলাম সর্ব ।
কুন্সিগী-কারণে ভাই গেছেন বৈদর্ভ ॥

কুন্সিগীর উদ্দেশ্যে যাত্রা ।

তথায় বিপক্ষগণ নৃপতি-সমাজ ।
সৈন্ত-ছাড়া গেল একা ভাল নহে কায ॥
রথ গজ বাহিনী লইয়া কিছু কিছু ।
সহায়-কারণে রাম চলে পাছু পাছু ॥
শ্রীশঙ্কর-চরণ-পদ্ম ভরসা কেবল ।
কহে নরহরি দাস মনে কুতূহল ॥

কলিঙ্গের আশা ও
আশঙ্কা ।

হেথায় ভীষ্মক-সুতা বসি নিজ-বাসে ।
গদগদ স্বরে নিজ সখীরে জিজ্ঞাসে ॥
দেখ দেখি সখি পথ করি নিরীক্ষণ ।
কত দূরে আইসে মোর অমাত্য ব্রাহ্মণ ॥
সখী কহে পথমধ্যে নাহি চলে দৃষ্ট ।
কলিঙ্গী কহেন তবে না আইল কৃষ্ণ ॥
আমি সর্বগুণহীনা হই কুরুপিণী ।
ব্রাহ্মার দুর্লভ হরি জগতের মণি ॥
আমাধিক কত শত বাঞ্ছে দাসী হৈতে ।
হেন প্রভুর পদ আমি পাইব কেমনে ॥
কিবা দ্বিজ বাইতে নারিল দ্বারাবর্তী ।
আমার সংবাদ না পাইল যত্নপতি ॥
পাঁচ সাত ভাবি দেবীর চিত্ত নহে স্থির ।
ঝরঝর যুগল-নয়নে বহে নীর ॥
সঘনে নিশ্বাস বহে মুখ শুষ্ক প্রায় ।
ছটকট করে প্রাণ পথ পানে চায় ॥
কত কহে হে গো সখি এ ছিল করমে ।
কৃষ্ণ-দাসী হইয়া বসিব অন্ত-বাসে ॥
দে গো অগ্নি জ্বলে পাপদেহ করি ত্যাগ ।
এ জ্বয়ে না পাব অন্ত জ্বয়ে পাব লাগ ॥
কৃষ্ণ লাগি কমলার ভাবনা প্রচুর ।
হেন কালে উপনীত ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥
তথাই গোপেতে হরি রহিল প্রকারে ।
কলিঙ্গী-নিকটে শীঘ্র আইল বিজয়ের ॥

জ্বয়ে দেখি বিদুরথী পুছে সকাঙ্ক্ষরে ।
কহ দেখি মোর প্রাণনাথ কত দূরে ॥

আইল কিম্বা না আইল না কবে চাতুরী।
 দ্বিজ কহে না চিন্তিহ আইলেন হরি ॥
 তব পত্র লয়ে হরি বুলাইলা অঙ্গে।
 তব নাম করি ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥
 প্রাণপ্রিয়া বলি তোমায় কৈল সম্বোধন।
 কহে মোর প্রিয়া লবে হেন কোন জন ॥
 মোরে যে আদর কৈল বসুদেব স্তত।
 এক মুখে কি কহিব সে শব্দ অদ্ভুত ॥

হৃদয়বাদ।

তদন্তরে কহিছেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
 বৈস আমি যবে যাই আছি শ্রান্তাতুর ॥
 দেবী কহে নিবেদন গুনহ গোসাঞি।
 কি ধন তোমাবে দিব কাছে হেন নাঞি ॥
 আনন্দ-সমুদ্রে মোরে করিলে মগনা।
 নিতান্ত জানিহ তুমি হইলাম কেনা ॥
 ইহা বলি প্রণাম করিল দ্বিজ-পায়।
 দুঃখিত হইয়া দ্বিজ নিজালয়ে যায় ॥
 পথে পথে যায় দ্বিজ ভাবে মনে মন।
 কেবল করিলা কুস্মিনী কথায় তোষণ ॥
 যেমন উদ্বেগ আমি নাশিলুঁ তাহার।
 কিছু না করিলা রাজকন্তা ব্যবহার ॥
 ধনার্থী ব্রাহ্মণ কিছু না পাইল ধন।
 মনোদ্বৈগে চলি গেলা আপন ভবন ॥

নিরীক্ষণ করি দ্বিজ আপন আশ্রয়।
 প্রাচীর প্রভৃতি সব দেখে স্বর্ণময় ॥
 তবে নিজ ভাৰ্য্যারে করয়ে নিরীক্ষণ।
 পট্টাঙ্ঘর পরিধান রত্ন-বিভূষণ ॥
 সালঙ্কারা নাসীগণ আজ্ঞা মাত্র খাটে।
 তা দেখি ভাবেন দ্বিজ মনের সম্পূটে ॥
 অসম্ভব দেখি দ্বিজ লুপ্ত হয়ে রয়।
 দিব্য জ্ঞান হৃদয়েতে হইল উদয় ॥
 ভীষক-তনয়া দেবী আপনি কমলা।
 কৃপা করি তেহ বৃদ্ধি প্রসন্ন হইলা ॥

ব্রাহ্মণের পুরস্কার।

দ্বিজকুলে জন্ম মাত্র হই অচেতন ।
 দেখি তুনি জানি তবে স্থির নহে মন ॥
 কটাক্ষেতে ব্রহ্মপদ দিতে গেই পাবে ।
 পুরী স্বর্ণময় হবে কি বিগ্ন তাবে ॥
 হইল বিক্রীতা মোবে করিলেন দেবী ।
 তাহাতে সম্পদ সব দেখিলাম ভাবি ॥
 কিন্তু আমি মূৰ্খ ধন হইলুঁ মূঢ় মন ।
 ভক্তিভাবে না বাঞ্ছিত তাহান চরণ ॥
 তবে দ্বিজ ব্যাঘ্র তাবে কোন সমাদরে ।
 গবম আনন্দে দ্বিজ আদরে নিহবে ॥

হেথা দেবী ভীষ্মক তনয়া হবি-প্রিয়া ।
 সৰ্বদা মাছয়ে কৃষ্ণ-গত-চিত্ত হয়্যা ॥
 ভীষ্মক-তনয় ডাকি বৈরা ধা গৌরনে ।
 কক্ষিণীবে লহ হব-পার্বতী হানে ॥
 সংবাদ পাইলা গেই আইলা শিশুপালে ।
 পূজা অন্তে অধিবাস কৈল তৎকালে ॥
 আস্তা মানে ধাত্রী চলে গন্ধি-স্নায় ।
 শ্রীগুরু-চরণে দাস নবহবি কব ॥

পূজার পথ ।

ধাত্রী বলে বাজকছা কব বেশভাষ ।
 দেবার্চনা অন্তে হইব অধিবাস ॥
 ভূষায় ভূষিত হইয়া সখীগণ মাথে ।
 চলিল কক্ষিণী হর-পার্বতী পুজিতে ॥
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শ উপচারে ।
 কনলা-দেবী পুজিলেন পার্বতী-শঙ্করে ॥
 পূজা-শেষে কক্ষিণী দেবী করয়ে প্রার্থনা ।
 অধিস্টিতা হইলেন ত্রিলোচন ত্রিলোচনা ॥
 দৌড়ে বর দিলা পূর্ণ হইব বাঞ্ছিত ।
 প্রণমিঞা গৃহে দেবী চলিলা ত্বরিত ॥
 হেথা সব নৃপগণ সমাজ করিয়া ।
 নানা রাজ-আভরণ অন্তে ভূষিয়া ॥
 তেন কালে সেই পথে চলে মহাদেবী ।
 আচম্বিতে হইল যেন কোটি উজ্জ-ছবি ।

হর-পার্বতী-পূজা ।

কবিতার রূপ ।

রূপ হেরি ভূপগণে লাগে চমৎকার ।
 আপনি কমলা রূপের উপমা কি তার ॥
 টাচর চিকুরে বেণী ফণী-বিনিন্দিতা ।
 তাহে হেম ঝরি ঝাপা প্রবাল মুকুতা ॥
 দলিত অগ্নন পুনঃ রঞ্জিত কববী ।
 হেমশিখী তাহাতে মুকুতা সাবি সারি ॥
 চারুনেত্র কুরঙ্গিণী হেরিএ পাগল ।
 নাসা তিল-কুমুম মুকুতা ঝলমল ॥
 দশন দাড়িষ তার কিবা মুক্তাপাতি ।
 সুবদনা অকলঙ্ক শশধব-জ্যোতিঃ ॥
 কঙ্কণে শোভে কত মণি আভরণ ।
 তাহার শোভায় যেন উদয় কিরণ ॥
 পঙ্কজ-মৃণাল জিনি বাহু স্তম্ভন ।
 বাজুবন্দ তাড় চুড়ি কঙ্কণ শোভন ॥
 অঙ্গুলি চম্পক-কলি অঙ্গুরী জড়িত ।
 করিকুন্ত জিনি উরু বক্ষোজ শোভিত ॥
 নিবিড় নিতম্বে পট্টাঘর ঝলমলি ।
 তথি সূত্র ঘণ্টা আদি সহিত ত্রিবলি ॥
 কিবা সে মাধুরী উরু রজ্জ-বিনিন্দিত ।
 যুগ্ম র নুপুর বন্ধ রাজ-পুরোহিত ॥
 শ্রীচরণে শোভে দিব্য শোভিত আলতা ।
 অঙ্গের সৌরভে সর্ক-নাসিকা মোহিতা ॥
 মধুপান-লোভে অলি যুখে যুখে ধায় ।
 হেরি নুপগণ কহে কিম্বাচর্য্য হয় ॥
 না দেখি না শুনি কভু একরূপ মাধুরী ।
 যে অঙ্গে লাগএ দৃষ্টি অজ্ঞেতে (১) না হেরি ॥

ভীষ্মক রাজ্যে সতে ধন্য ধন্য বলে ।
 হেথায় ভীষ্মক-গৃহে আনন্দ উথলে ॥
 মনে ভাবে যা কর হে প্রভু জগৎপতি ।
 কঙ্কণ-জ্যোতিষ মোর যেন বাঞ্ছা অতি ॥

(১) সেই অঙ্গেই দৃষ্টি বদ্ধ হইয়া থাকে, অতএব অঙ্গে দৃষ্টি পড়িবার
 অবসর হয় না ।

ভীষ্মকের ঐক্যলাগন-
বার্তা প্রবণ ॥

রহিল অস্তরে শেল যুত্ব ইবে ভাল ।
হেন মতে নৃপ-কাছে চারি দণ্ড গেল ॥
নৃপ-কাছে তখন কহিছে একজন ।
আর কি চিন্তহ আইল দৈবকী-নন্দন ॥
বাক্য শুনি নৃপতি আনন্দে মাতোয়াল ।
বড় আরাধনে গোপ্তে পুঞ্জিল গোপাল ॥

রুক্মিণীর সকাঁতর
প্রার্থনা ।

হেথা শিশুপাল আইলা বরসজ্জা করি ।
নৃত্য গীত বাজ অতি শোলাহল সারি ॥
তা দেখি রুক্মিণী দেবী হৃদয়ে কাতরা ।
হা প্রাণ-বল্লভ মোরে বিশ্বরিলে পারা ॥
এই ক্ষণে আসি কর মহত্ব প্রচার ।
দেখুক দুঃখতি সব বিক্রম তোমার ॥

হরণ ।

হেন কালে বিমানে আইলা কৃষ্ণচন্দ ।
কমলার নাসায় প্রবেশে অঙ্গ-গন্ধ ॥
ভাবিলা রুক্মিণী দেবী আইলা প্রাণনাথ ।
পরম সানন্দে উর্দ্ধ কৈল সবা (১) হাত ॥
উর্দ্ধ পথে থাকি ভগবান্ অলক্ষিতে ।
কমলার হাতে ধরি তুলি নিল রথে ॥
সভা শূন্য হইল সভে ব্যগ্র হইয়া ফেরে ।
কিবা হৈল রাজকন্তা কেবা নিল হরে ॥
রুক্মিণী বন্দিলা পদ পাইয়া মাধব ।
সভা-মাঝে উঠিল বিবম কলরব ॥
কেহ বলে উর্দ্ধ পথে কেবা নিল হরি ।
কেহ বলে সাজ সাজ চোরে আনি ধরি ॥
সভা-মাঝে করে চুরি এত গর্ক কার ।
তারে ধরি করিব বিহিত প্রতিকার ॥

রুক্মী কহে শুন সম্মত নৃপতিমণ্ডলী ।
কোন্ দৃষ্ট আসি মোর কূলে দিল কালী ॥
বিলম্ব না কর শীঘ্র করহ সাজন ।
আজ্ঞা মাত্রে অগ্রে ধার অনেক বাহন ॥

জরাসন্ধ কহে শুন আর কেবা হবে ।
 নবনী-চোরার কার্য জানিলাম ইবে ॥
 গোপনারী সঙ্গে সদা করিত বিহার ।
 অস্ত্রাবধি না ঘুচিল স্বভাব তাহার ॥
 স্বভাব যাহার যেই না হয় খণ্ডন ।
 জানে নাই এখানে সব কালান্তের যম ॥
 বেড়েছে বৃকের পাটা করে ননী চুরি ।
 আজি ভাদ্রি দিব তার সব ভারিভুরি ॥
 এত বলি ছুটে পক্ষ্মণ সবাহনে ।
 শীঘ্রগতি ধায় হস্তে করি শরাসনে ॥
 রুক্মিণী-হরণ-কথা অতি সুমধুর ।
 শ্রবণে আনন্দ হয় কলুষ আদি দূর ॥
 শ্রীমদ্ভাগবত-কথা ব্যাসের বর্ণিত ।
 কহে নরহরি দাস শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥

রামগণের বৃদ্ধ-বাতা ।

শুকদেব-স্থানে পুছে উত্তরা তনয় ।
 কি কন্ম করিলা তবে ছুটে পক্ষচয় ॥
 রুক্মিণী সহিত কি করিলা ভগবান্ ।
 কহ কহ মুনিরাজ না কর বিশ্রাম ॥
 মুনি কহে পরীক্ষিত করহ শ্রবণ ।
 কৃষ্ণ-পাশে ধায় যত বিপক্ষের গণ ॥
 ছুটের দমন লাগি চিস্তিলা ঠাকুর ।
 কৃষ্ণেরে ঘেরিল সৈন্য হয়্যা শতপূৰ্ব ॥
 রথ গজ তুরঙ্গেতে যোদ্ধাপতিগণ ।
 ধনু টঙ্কারিয়া করে বাণ নিক্ষেপণ ॥
 মার মার ধর ধর এই মাত্র ধ্বনি ।
 কেহ কৃষ্ণে গর্জিয়া কহেন কটু বাণী ॥
 মনেতে করেছ লয়ে যাব রাজ-স্বতা ।
 আজি বড় তব পর পড়িল বিতথা (১) ॥
 যদি মনে বাঞ্ছা কর আপন কল্যাণ ।
 কস্তা রাখি গ্রাণ লয়ে দেহ ভঙ্গিয়ান ॥

ছুট্ গণ-চিত্ত-বাক্য শুনিয়া শ্রীহরি ।
 মারিতে আইল সন্তে ধমুর্কাণ ধরি ॥
 কুপিরা করিল সন্তে বাণের প্রকাশ ।
 অগণিত বাণে বাণে ছাইল আকাশ ॥
 মেঘ-বন্নিবণ তুল্য বন্নিবয়ে বাণ ।
 তা দেখি ভীষ্মক-মুতা কম্পিত পরাণ ॥
 ক্লিষ্টগী কাতর দেখি করেন আশ্বাস ।
 কিবা হেতু প্রাণপ্রিয়ে ভাবিছ তরাস ॥
 দেখিবে আপনি দুষ্টে তিল এক বাদে ।
 আমি করে না হিংসিব বিনা অপরাধে ॥
 এমন সময়ে হলধারী সসৈন্তেতে ।
 আসি উপনীত হৈল শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাতে ॥
 দেখিল বিপক্ষগণ ক্রোধে মারে বাণ ।
 ক্রোধে ছই নেত্র যেন অরুণ-সমান ॥
 লাম্বল ঘুরায় আর মুঘল ফিরায় ।
 অবহেলা-রূপে গদা মারে সৈন্ত গায় ॥
 একে তো বলাই তাহে মারে গদাবাড়ি ।
 রাশি রাশি ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥
 যার অঙ্গে ঠেকে গদা সেই তেজে প্রাণ ।
 বড় বড় রথী পড়ে অশ্ব গজ যান ॥
 গদাঘাতে কোটি কোটি রথ হৈল চূর্ণ ।
 করিবর অশ্বমুণ্ড হৈল ছিন্ন ভিন্ন ।
 হস্ত পদ কাটা কার পড়ে রাশি রাশি ।
 বহিছে শোণিত-নদী সব যায় ভাসি ॥
 দস্তবক্র জরাসন্ধ মহা-পরাক্রম ।
 অনেক করিল যুদ্ধ বৃথা হৈল শ্রম ॥
 ষতেক নৃপতিগণ সৈন্ত-কাটা হৈয়া ।
 বিদূর্ভ-নগরে গেলা রণে ভঙ্গ দিয়া ॥
 যথা শিশুপাল আছে হাতে বান্ধা স্তত ।
 দস্তবক্র জরাসন্ধ তথা উপনীত ॥
 শিশুপালে কহে ফিরি বাহ নিজালয় ।
 দুঃখ না ভাবিছ মনে হারি পরাজয় ॥
 কখন সংগ্রাম জিনি কখন বা হারি ।
 ইহাতে শ্রবুড়ি লোক শোচন-না করি ॥

বলাইএত বৃত্ত ।

বিপক্ষ রাজগণের
পলায়ন ।

শিশুপালকে প্রবোধ-
দান ও রাজগণের
মনস্তাপ ।

সপ্তদশবার হারিলাম কৃষ্ণ-হাতে ।
 তবু একবার তারে না পারি জিনিতে ॥
 তোমার কারণে যুদ্ধে হারিলাম সভাই ।
 তবু দণ্ড দিব কভু লাগ যদি পাই ॥
 কিন্তু এই তাপ জাগে হৃদয়-মন্দিরে ।
 কত্না লৈল বসু-সুত (১) যেতে হলো ফিরে ॥
 কত্না বলে কত্না লয় ত্রৈলোক্য-মোহিনী ।
 বিধির লিখন নাই ইথে অমুমানি ॥
 শুনি দামুঘোষ-সুত হৈল মৃত্যুপ্রায় ।
 নাহি চাহে কারু পানে অধোমুখে রয় ॥

শুনিয়া ভীষ্মক বাজা নাচে ঘুবি ফিবি ।
 সত্য সত্য কৃষ্ণ মোর বাঞ্ছা-সিদ্ধকাবী ॥
 তবে ত ভীষ্মক-সুত কৃষ্ণী মতি মন্দ ।
 শুনিল রণেতে ভঙ্গ দিল নৃপবৃন্দ ॥
 মোর ভগিনী লয়ে যায় গোয়ালা-নন্দনে ।
 এ দুঃখ সহ্য নাকি হয় মোর প্রাণে ॥
 শুনহ নৃপতিগণ প্রতিজ্ঞা আমাব ।
 রণে না জিনিলে দেশে না আসিব আর ॥
 যদি কৃষ্ণে জিনি ভগিনী আনিবারে পারি ।
 তবে নিজ-রাজ্যে আসি হব দণ্ডধারী ॥
 রণে চলে কৃষ্ণী এক অফোহিনী দলে ।
 করিএ গভীর সজ্জা মার মার বলে ॥
 ক্রোধবলে গিয়ে করে বাণ-বরিষণ ।
 বিক্রিতে কৃষ্ণের অঙ্গ চোক চোক বাণ ॥
 কৃষ্ণে মারিবারে কবে বাণ-বরিষণ ।
 লীলায় গোবিন্দ করে বাণ-নিবারণ ॥
 বহু পরাক্রম করি করিছে সংগ্রাম ।
 তা দেখি হাসেন দুই কৃষ্ণ বলরাম ॥
 কৃষ্ণে মারিবারে যদি মনের প্রয়াস ।
 একত্রে ধমুকে বাণ যুড়িল পকাশ ॥

রাজার আদর্শ ।

কৃষ্ণীর প্রতিজ্ঞা ।

কৃষ্ণীর বৃদ্ধ ।

দশ দশ অশ্বপরে দশ সারথিরে ।
 লাগালেকে দশ দশ কৃষ্ণের উপরে ॥
 অবলীলারূপে হরি বাণ সম্বরিতা ।
 রুম্মীর করেব ধনু ফেলিল কাটিয়া ॥
 পুনঃ পুনঃ লয় ধনু কাটে দামোদর ।
 দেখিয়া ভীষ্মক-সুত হইল ফাফর ॥
 শেল শূল জাঠা জাঠা পরিষ পট্টীস ।
 যত নিক্ষিপএ রুম্মী কাটে জগদীশ ॥
 পুনর্বার কৈল হরি বাণ অবতীর্ণ ।
 তুরঙ্গ সারথি মৈল রথ হৈল চূর্ণ ॥
 বিরথি হইয়া বীর নাথি ভূমিতলে ।
 খড়্গা লয়ে করে ধরি রণ করি বোলে ॥
 রুম্মিণী-হরণ-কথা শুনিতে উল্লাস ।
 শ্রীগুরু-চরণে কহে নরহরি দাস ॥

রথ অশ্ব সারথি বিহীন ধনুর্ধ্বাণ ।
 তথাপি ভীষ্মক-সুত ক্রোধেতে অজ্ঞান ॥
 খড়্গা ধরি যায় রথ অশ্ব কাটিবারে ।
 তা দেখি গোবিন্দ তখন কুপিল অন্তরে ॥

মারিব মারিব বলি করে লইল বাণ ।
 তা দেখি ভীষ্মক-সুতা কম্পিত পরাণ ॥
 সকাতরে কৃষ্ণে কহে ধরিয়া চরণ ।
 না বধ না বধ প্রভু ভৈরবের জীবন ॥
 যদি দ্রষ্টমতি তবু মোর সহোদর ।
 প্রিয়-বাক্যে নিধন না কৈল দামোদর ॥
 অসি চন্দ্র কাটি তারে বাকি নাগপাশে ।
 ধূলাবাণেতে তার মুঁড়াইল কেশে ॥

রুম্মীর আশ-রক্ষা ।

হেন কালে আইল তথা রেবতীরমণ ।
 কৃষ্ণেরে গর্জিয়া কিছু কহেন বচন ॥
 তুমি গোবিন্দ একি দেখি তব জ্ঞান ।
 নুতন কুইষে এক কর অসম্মান ॥

একে ত ভীষ্মক-সুত রণেতে পারগ ।
 পুনঃ সম্বন্ধেতে হৈল তোমার স্থালক ॥
 সুস্ত করি দিল রাম ভীষ্মক-কুমারে ।
 যাহ নিজালয় দুঃখ না ভাব অন্তরে ॥
 বরঞ্চ মরণ ভাল ছিল কৃষ্ণ-বাণে ।
 মরণ অধিক হইল শ্রীরাম তোষণে ॥
 রুক্মী-সঙ্গে ছিল এক অক্ষৌহিণী সেনা ।
 কৃষ্ণ সব বিনাশিল নাহি এক জনা ॥
 কেবল একক রুক্মী লজ্জায় আতুর ।
 প্রতিজ্ঞা নিমিত্তে নাই গেলা নিজ পুর ॥
 বসতি করিল গিয়া ভোজকট দেশে ।
 এখানেতে জয় হৈয়ে রাম হৃষীকেশে ॥
 রণজয়ী বাণ্ড বাঞ্জে কৃষ্ণ জয় জয় ।
 রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ চলে নিজালয় ॥
 নৃপতি সকল গেল নিজ নিজ পুরে ।
 শিশুপাল গেল যেন চোর যায় ঘরে ॥
 যত যত্নদল-সঙ্গে প্রবেশিল পুরী ।
 চরণে শরণ মাগে দাস নরহরি ॥

কবিশেখরের কৃষ্ণ-মঙ্গল ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপিকাগণের বিলাপ ও কৃষ্ণ-অন্বেষণ ।

এতক বিলাপ করি বিরহ-সন্তাপে ।
 সব তরু লতা দেখি পুছয়ে প্রলাপে ॥
 জাতী ঘুঁই মালতী সেউতি মালী কুলে ।
 বিরহিণী গোপীরে কি হাস নানা ছান্দে ॥
 হের একে একে করি সভার (১) বন্দন ।
 কহ কে দেখিলা মোর নন্দের নন্দন ॥
 মাধবী তুলসী সহ তোমারে সুধাই ।
 তোমা সভা অগোচর না বাব কানাই ॥

তরুলতার নিকটে
 প্রথ ।

পূরব দেখিঞা রাখ লই যশোমান ।
কান্দিয়া অভাগী গোপী মাগে জীউ দান ॥
হেন বোলে সেই এক মাধবীর তলে ।
লক্ষণে চিনিল প্রভুর চরণ-কমলে ॥

কৃষ্ণপদ-চিহ্ন দর্শন ।

প্রাণ পাইল করি পদচিহ্ন ভালে ।
দেখিতে না দেখে কেহো লোহের হিলোলে ॥
কৃষ্ণপদ-চিহ্ন ভালে সব গোপীজনে ।
লোটাঞা লোটাঞা কলন্দ শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে ॥
সে হেন কেশের রাশি ধূলাএ ধূসরে ।
গাএর বসন কেহো ভালে না সখরে ॥
সেই চবণের চিহ্ন কৃষ্ণ হেন মানি ।
বিরহে বিদহে গোপী বর্ষে চাটু বাণী ॥
অভাগী গোপীবৈ দয়া করিলে কি লাগি ।
কি দেখি আপনে এত হইলে নিরপেখি (১) ॥
তুহি দেব-ভূজি গোপিনী বনচারী ।
তাহে দৌহে নেহা (২) যেন চাঁদ চকোরী ॥
ইথে পাএ পাএ গোপী তার হাত যাটি ।
বিচারিতে হোমাকে কোথাহ নাহি আঁটি ॥
দয়া দেখি গোপীরে মোর সহ দোষ ।
ভাঙ্গিতে পারিলে নাহি ভাঙ্গি মধুকোষ ॥
এত নানা বিমাদ করিঞা গোপনাবী ।
প্রাণপণে যায় কাছপদ অতুসারি ॥
স্বর্ণ ভূমিতে নানা কুসুম-পরাগে ।
তাহে মকরন্দ-বিন্দু রহে লাগে লাগে ॥
তাহার উপরে শোভে কৃষ্ণের চরণে ।
রসের সাগর যেন কমলের বনে ॥

রাধামাধব-বিলন-কুঞ্জ ।

তবে সন্ডে উত্তরিলা সেহ কুঞ্জ ঘরে ।
রাধিকা মাধব বধা করিল বিহারে ॥
ঠাঞি ঠাঞি দেখিলা বিরহ-উপচারে ।
দেখিঞা নবীন নানা কেলি পরচারে ॥

হরিশ বিবাদে গোপী পড়িলা পাথারে ॥
 রাধার-সোহাগ-কথা সভাই বাধানে ।
 নিখাস ছাড়িয়া গোপী বসিলা গোপনে ॥
 কহে কবিশেখর বিরহ অবতার ।
 গরবে (১) না পাই কভু নন্দের কুমার ॥
 গোপাল-বিজয়-কথা শুনিতে মধুর ।
 বিরহ-নিকটে কৃষ্ণ রহে ভাবপুর ॥

কেহো যবে কোথাএ শুনিল পিক রাএ ।
 কৃষ্ণ-বেণুধ্বনি বলি দ্বরিতায় ধাএ ॥
 পিক দেখি নিখাস ছাড়িয়া পুছে বাত ।
 এ পথে দেখিলে যাত্যা (২) মোর প্রাণনাথ ॥
 তোমা হেন শ্রাবল মধুর দরশনে ।
 তোমা হেন বনপ্রিয় মধুর বচনে ॥
 তুমি যেন মধুমত্ত অরুণ-নয়নে ।
 গোপীর পরাণ নিঞা রহো কোন বনে ॥
 হেন বেলে (৩) কথো দূরে দেখিল মধু তমালে ।
 মলয়-পবনে ঘন পল্লব চকলে ॥
 তাহে কুহরব শুনি হেন অনুমানে ।
 দয়ার গোপীরে প্রভু দেই হাতসানে ॥ *
 এত আশে গোপী ধাএ বিরহের জ্বালে ।
 আলিঙ্গন দিঞা দেখি তরুণ তমালে ॥
 হতাশ হইঞা গোপী পড়ে ভূমিতলে ।
 আসপাশ ভাসি গেল লোহের হিল্লোলে ॥
 রূপের উপমা নাহি গুণের নাহি সীমা ।
 পহিল যৌবন তাহে অতুল মহিমা ॥
 রসিক-মুকুটমণি নাগর-শেখর ।
 তিন লোকে ছল্লভ সহজ মনোহর ॥
 এত দেখি শুনি তাহে বাড়াইল মেহা ।
 না দেখিল স্বর পর না দেখিল দেহা ॥
 কারে কিবা দোর দিব কর মধ্যে আই ।
 হেম মতে না পাইল সে হেন কানাকি ॥

(১) অহংকার দ্বারা ।

(২) বাইতে ।

(৩) বেলে = বেলায় = সময়ে ।

কিবা মনে পড়িল সে কাহুর চরণ ।
 হেন হুঃখ উঠে ঝাঁট হউক মরণ ॥
 আলতা-রসে রাজল মুহু পদতলে ।
 পুলক কণ্টক ভরে না দিএ পয়োধরে ॥
 সে হেন চরণ একেশ্বর ভ্রমে বনে ।
 হুঃখের উপরে হুঃখ সহিব কেমনে ॥
 না জীব না জীব সখি কাহুর বিরহে ।
 জানিল পরাণ আধ তিলেক না রহে ॥
 এত বলি গোপীজন ভূম ঢলি পড়ে ।
 আপন আহতি দিল বিরহ অনলে ॥

প্রেমের পরীক্ষা ।

তরুণ করুণাময় দেব গোপী রাএ ।
 কালা দূরে ত্রিভঙ্গ মধুর বেণু বাএ ॥
 প্রেমের অধীন কৃষ্ণ পরখিল প্রেম ।
 কষ্টপাথরে যেন কষি নিল হেম ॥
 গোপাল-বিজয়-মাঝে এই বোল বড় ।
 বিনি না দ্রবিলে ধাতু নাহি হয় ঘোড় ॥
 আবতি-ইক্ষন জালে বিবহ-অনলে ।
 ছান সোণা খাওইঞা শুদ্ধ কর জালে ॥
 দৃঢ় প্রেম-সোহাগে ঝালিহ ভাল মতে ।
 তবে সে যুড়িহ কৃষ্ণ মনের সহিতে ॥
 মন্দ সূবর্ণে কতু ঘোড় নাহি রহে ।
 রায় শেখর তাহে দেখিল কথা কহে ॥

হরিদাসের মুকুন্দ-মঙ্গল ।

প্রায় ২০০ বৎসরের একখানি প্রাচীন গুণি হইতে উদ্ধৃত ।

শ্রীকৃষ্ণের বন-বিহার ।

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র জগন্ত-জীবন ।
 কানন-ভোজন লাগি করিলেম মন ॥
 শিক্কা-রবে সঙ্গী সবে সঙ্গিতে ডাকিয়া ।
 বার্যাইল বন হৈতে বৎস সব লয়া ॥

শুনিঞা শিকার রব জয় জয় বলি ।
 চলিলা রাখাল সব হৈঞা কুতূহলী ॥
 শিকাএ ভরিয়া নিল বহু উপহার ।
 মুরলী বিষণ বেত্র বেণু বীণা আর ॥
 সহস্র অধিক বংস একেক শিশুব ।
 চালাইঞা চলে বনে আনন্দ প্রচুর ॥
 অসংখ্য কৃষ্ণের বংস সঙ্গে মিশাইল ।
 অর্কুদ অর্কুদ বংস সঙ্গে মিলি নিল ॥
 চন্দ্রমণ্ডল হেন বংসের বরণ ।
 ক্ষুর-ধূলি উড়ি উড়ি ঢাকিল গগন ॥
 সহস্র সহস্র শিশু মেলি কবিঞা ।
 মদনমোহন চলে বাছুব লইঞা ॥
 নীল পীত বাঙ্গা ধলা মনোহর অঙ্গ ।
 বিনোদ বাখাল সব করে নানা রঙ্গ ॥
 চরান বাছুব সতে করেন বিহার ।
 কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বলে বার বার ॥

নানা ফুল ফুটিয়া আছএ বৃন্দাবনে ।
 তুলিয়া সভার বেশ করে শিশুগণে ॥
 মাএ পরাইল রত্ন মুকুতার হার ।
 আর কত আভরণ সুবর্ণ বিকার ॥
 তাহার উপর পরস্পর শিশু মেলি ।
 নবীন পল্লব ফুল ফল তুলি তুলি ॥
 চুড়ায় চম্পক কেলিকদম্বের কলি ।
 শ্রবণে পরিল সতে নবীন মঞ্জরী ॥
 নানা ফুল গাঁথিঞা পরিল বনমালা ।
 মদনমোহন-রূপে বন কৈল আলা ॥
 অঙ্গের সৌরভ পায়্যা ধাএ মত্ত অলি ।
 নব বেশে সখা সঙ্গে কৃষ্ণ করে কেলি ॥
 শিকাদি করেন চুরি শিশু পরস্পরে ।
 দেখিলে ফেলিয়া দেয় অতি দূরতরে ॥
 কৃষ্ণ যদি ঘাব বন-শোভা দেখিবারে ।
 বালাক সকল হেথা করেন বিচারে ॥

কে আঙ ছুঁইতে পারে ইহা বলি ধাএ ।
 আমি আঙ ছোঁব বলি কেহো ধায়া ধাএ ॥
 বেণুবাত্ত করে কেহ কেহো শিঙ্গারব ।
 ভুঙ্গ সনে গান করে কেহ শিশু সব ॥
 বকরূপ হৈয়া কেহ করএ গমন ।

* * * *

ময়ূরের বেশ ধরি কেহো কেহো নাচে ।
 নটবর রঙ্গে কেহ নাচে কাছে কাছে ॥
 বানর বালক গাছ উপর বসিঞা ।
 উলমিছে (১) কেহো কেহো লাজুল ধরিয়া ॥
 লাজুল ধরিয়া কেহ গাছ-পর যায় ।
 বানরের মুখ করি তারে আলিকায় (২) ॥
 লাফালাফি করে কেহো বানরের সনে ।
 অন্ন শ্রোতে ঝাঁপ দেয় ভেকের সমানে ॥
 নিজ-চ্ছায়া দেখি ভঙ্গী করে তাব সনে ।
 প্রতিশব্দ শুনি শব্দ করে ঘনে ঘনে ॥
 কৃষ্ণ সনে কেহো কেহো হাতাহাতি করি ।
 নাচে গাএ শিশু সব আপনা পাসরি ॥

৪৪

দৈবকীনন্দনের গোপাল-বিজয় ।

দৈবকীনন্দন সিংহের উপাধি ছিল “কবিশেখর” । ইহার পিতার নাম চতুর্ভূজ এবং মাতার নাম হরীবতী । ইনি “গোপাল-চরিত” নামক মহাকাব্য, “কীর্তনামৃত” নামক সংগীতমালা এবং “গোপাল-বিজয়” নামক নাটক রচনা করেন । গোপাল-বিজয়ে তিনি ভাগবত-বহির্ভূত অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া নিজে কমা

তাহিরাছেন। (১) গোপাল-বিজয় প্রাচীন সাহিত্যে সম্মানিত স্থান
পাইবার যোগ্য। যে পুথি হইতে নিম্নের অংশ নকল করা হইল তাহা
১৭০১ শকের (১৭৭৯ খৃঃ) লিখিত।

গ্রন্থ-সূচনা ।

একে একে দেবতার কত নিব নাম ।

মঙ্গলাচরণ ।

নাৰায়ণ-চরণে আমার পরণাম ॥

এক স্তব্ধে যেন নানা অলঙ্কার ।

তেন নারায়ণ শব্দে অবতার ॥

প্রসঙ্গে কহিব বেদ পুরাণের সাব ।

পণ্ডিত মূৰখে সব বুদ্ধি বিচার ॥

যেন সব নদ নদী সমুদ্রে যায় ।

তেন সব দেব-পূজা নাৰায়ণে পায় ॥

মূৰখের ঠাঞি সব শ্লোক বিফল ।

বান্ধবের হাতে যেন বুনা নাবিকেল ॥

জ্ঞান না থাকিলে সব বুঝে পাষণ্ড ।

বিনি দণ্ডে কি কবিব সেট ইন্দুদণ্ড ॥

সহজেই কলিকালে মূৰখ অপাব ।

পণ্ডিত জনেব হব বিবল প্রচাব ॥

(১) “আর একখানি দোষ না লবে আমার ।

পুরাণের অতিরেক লিখিব অপার ॥

অবিচারে আমাতে না দিও দোষ-ভার ।

স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমার ॥

তবে মহাকাব্য কৈল গোপাল-চরিত ।

তবে কৈল গোপালের কীর্তনামৃত ॥

গোপীনাথ-বিজয় নাটক কৈল আর ।

তমু গোপাবেশে মন না পূরে আমার ॥

তবেই পাঁচালী করি গোপাল-বিজয়ে ।

বৈষ্ণবের পদরেণু করিয়া হৃদয়ে ॥

সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন ।

শ্রীকৃষ্ণেশ্বর নাম বলে সর্বজন ॥

বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হরাবতী ।

কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুল শীল জাতি ॥”

কলিযুগ ।

কলিতে বিতায় ছুই (১) বাটার অহঙ্কার ।
 পুথিতে অভ্যাস করে ধন অর্জিবার ॥
 সব পব ভাবিয়া আপন নাম করে ।
 নানা পরকাষে পোষে নিজ পরিবারে ॥
 হেন মত কলিকালে পণ্ডিতের ব্যবহার ।
 নরদেহ ধরি যেন বলে অহঙ্কার ॥
 লোক রঞ্জিবারে করে আচার বিচার ।
 মনস্তৃষ্ণি নাহিক আটোপ (২) মাত্র সার ॥
 একেতে অধিকার নাহি তার বিচার ।
 বুঝিয়া মরম অর্থ করি ব্যবহার ॥

প্রাকৃত ভাষার শুণ্ডাণ্ড ।

লৌকিক (৩) বলিয়া না করিহ উপহাসে ।
 লৌকিক মস্ত্রে সিদ্ধ সাপেব বিষ নাশে ॥
 তেন (৪) কলি-বিষ নাশে লৌকিক কীর্তনে ।
 নাম দেব করিবা নিকট পরণামে ॥
 পণ্ডিত সব যত পঢ়ে ভাগবত পুরাণে ।
 কেবা না বুঝে লোক লৌকিক আখ্যান ॥
 সে অর্থ বুঝিতে ফল পাই বা না পাই ।
 সেই সব বিচার বুঝ তার ঠাঞি ॥
 যে জন পণ্ডিত বলি ধরে অহঙ্কারে ।
 পুরাণ ভাগবত তার আছে ভারে ভারে ॥
 যে জনার অধিক নাহিক বিপত্তি ।
 গোপাল-চরণে তার থাকুক ভক্তি ॥
 ভাবাদোষ না বাছে ভাবনা (৫) মাত্র জানে ।
 রসের বচন ছই রহিয়া বাথানে ॥
 কিবা মোর হেন যারা আছে শুণবন্ধে ।
 তার লাগি করিব পাচালী প্রবন্ধে ॥
 ভাবকের পরায়ণ যোগীর সব রস ।
 রসিক জনের যেন মুর্ত্তিমান্ রস ॥

-
- (১) দ্বিগুণ । (২) গর্ভ ।
 (৩) লৌকিক (প্রাকৃত) ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিলাম, বলিয়া
 উপহাস করিও না । (৪) সেই প্রকার ।
 (৫) যিনি শুধু ভাব মাত্র পরিগ্রহ করেন ।

ইহলোকে পরলোকে হিত উপদেশ ।
 গোপালদেবের কেলি কোতুক বিশেষ ॥
 বিষয়ীর প্রাণধন বৈরাগীর ফল ।
 বৈষ্ণব জনের ভাণ্ড সভার সকল ॥
 পদ দুই শুনিলে মরম নাহি পাই ।
 কি রস চিনির কোণা জিহ্বায় ছোয়াই ॥
 রসিক জনেই জানে রসের চাতুরী ।
 জিহ্বা বিনি কোন অঙ্গ না লয়ে মাধুরী ॥
 যাকে যার অভিলিঙ্গি সেসি (১) তারে ভায়ে ।
 পল্লব ছাড়িয়া উষ্ট্র কণ্টক চিবায়ে ॥
 সব কালে সম্পদে কোথায়ও নাহি যায় ।
 সকল মধুরে কেহো কিছু নাহি পায় ॥
 সব ভাল ফুলে মালা নাহি গাঁথে মালী ।
 সর্বক্ষণ মধুর না কুরুলে কোহিলি ॥ (২)
 সকল মধুরে এক ঠাঞি নাহি সিধি ।
 অমৃত উগারি বিষ উগারে পয়োধি ॥
 হেন মতে দোষ গুণ দেখিয়া সংসারে ।
 দোষ আচ্ছাদিয়া গুণ করিবে প্রচারে ॥

মথুরা-বর্ণন ।

অচ্ছিন্ন মথুরা-পুরী নাম মনোহর ।
 বাহার তুলনা নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
 মরকত-মণিতে বান্ধিল ঘাট বাট ।
 সুবর্ণ-রচিত ঘর রত্নের কপাট ॥
 চূড়ার কলসে পরশিল শশধরে ।
 মেঘের বিভ্রাম-ধাম রজত প্রাচীরে ॥
 সুগন্ধি কুন্তম বলি যার নাম আছে ।
 সে সব রোপিল আবাসের কাছে কাছে ॥
 ঝটিকে বান্ধিল কেলি-সরোবর কাছে ।
 মালিকে রাখিল পারিজাত গাছে গাছে ॥

কংসের রাজধানী ।

(১) তাহা সে তাহাকে ।

(২) সর্বদা কোকিল কুহরিলে তাহা মধুর হয় না ।

কেতকী-কুসুম-ধূলি দেখিয়ে নগরে ।
 যে অঙ্গে দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার ।
 না জানি বিধাতা জানে কত পরকার ॥
 না দেখিল গায়ে বিনি স্নগন্ধি-চন্দনে ।
 কর্পূর তাহুল বিনি না দেখি বদনে ॥
 স্নগন্ধি-কুসুম বিনি না দেখিএ কেশে ।
 মদন সহিত কিছু না দেখি বিশেষে ॥
 সন্তোষে স্তম্ভর আরো মনোহর ভাতি ।
 বিনি না পুছিলে কারো না জানিএ জাতি ॥ (১)

রজনীতে ভয় কিছু নাহি পুরজনে ।
 হাতে ধনু নগরে জাগএ পাঁচ বাণে (২) ॥
 পথের দোপাশে সারি সারি রামকলা ।
 লম্বা হেম-কলস উপরে জয়মালা ॥
 কোতুকে নাগরী সব দেখে চন্দ্রসারে ।
 মদনে পাতিল যেন চান্দ্রের পসারে ॥
 যবে সে রাবণ যেন হএ দশমুখ ।
 তবে কিছু অমুভই মথুরার সুখ ॥
 হাটে কলরব শুনি হেন লয় মনে ।
 পুনরপি কেবা করে পয়োধি মথনে ॥
 ব্রহ্মাতে যতক মনে করিবারে নারে ।
 তত্ব অন্ত নাই সব একেক পসারে ॥
 যেখানে পসরা লোক তার কাছে কাছে ।
 মধুরে বেটিয়ে (৩) যেন মধুমাছি আছে ॥
 জন-কলরবে কেহো কারো না শুনে বচনে ।
 আধরে লেখিয়া দেই যার যেই কামে ॥
 মথুরা-মহিমা কেহো কহিতে না জানি ।
 কংসরাজার যেই খানে রাজধানী ॥

কংস-ভয়ে দেবগণের
 হরহরা ।

ব্রহ্মাএ যাহার ডরে অপমাণা করে ।
 মহেশ যাহার ডরে ভিক্ষুক আচরে ॥

(১) সর্বপ্রণীত পরম্পরের প্রতি ব্যমহার দর্শনে কোন পার্থক্য বুঝা যায়না । (২) কামদেব । (৩) বেটীয়া ।

ইন্দ্র সে যাহার ডরে স্তম্ভক-শিখরে ।
 দশদিগ ভালিতে সহস্র আখি ধরে ॥
 যমের মহিষ বৃষ মহেশের নিঞা (১) ।
 কুবেরের ধন আনে শকট ভরিঞা ॥
 দান-পরিবাদ-ভয়ে বলি রসাতলে ।
 মাথার মণির ভয়ে বাহুকি পাতালে ॥
 যাহার প্রতাপ-তাপে সমুদ্র শুষিল ।
 নিজ মদ-গর্জজলে পুনঃ তা পুরিল ॥
 তেঞি সে আশ্বিনো নাহি হয় জল শুধি (২) ।
 সন্তেঞি মলিন জল দেখিএ জলধি ॥ -
 কংসরাজ-ভয়ে বন্দি যথাবিধি জলে ।
 বিনি ধূমে অগ্নি জ্বলয়ে ঘরে ঘরে ॥
 অগ্নির যাতনা কহিতে না যুয়ায় ।
 যেই যেন মত বলে তেন মত হয় ॥
 কুসুম-পতন-ভয়ে যার উপবনে ।
 চামরের বায় বিনি বহয়ে পবনে ॥
 সর্বকাল সুপূর্ণ উজএ শশধরে ।
 দেবে হো না খায় অংশ কংসরাজ-ভয়ে ॥
 যার বন্দি জল নয়নাঙ্গন জলে ।
 আজিহো যমুনা বলি রহে ক্রিতি-তলে ॥
 উচারিল জলনিধি যার মথনের ভয়ে ।
 হইয়া শরণাগত পরিখা বোলায়ে ॥
 হিমালয় ধবল যাহার যশোরায়ে ।
 যার বশ বশ্ববিন্দু কীরোদ বোলায়ে ॥
 যার বল প্রতাপে পৃথিবী টলবলে ।
 তাহার তুলনা দেউক মন বাউলে ॥

কথার হাতের শব্দ দর্পণেতে দেখি ।
 কংসের কথা শুনিলে আনের কথা লেখি ॥
 আর কি কহিব যার বধের কারণ ।
 অজ্ঞ হঞা গর্ভবাস কৈল নারায়ণ ॥

গোপাল-বিজয় নর শুন মনোহরে ।
 বিনি নায়ে পার হবে সংসার-সাগরে ॥
 কহে কবিশেখর সংসার পরিহরি ।
 মথুরার লোক দেখে আপন আধি ভরি ॥

অভিরাম দাসের গোবিন্দ বিজয় ।

(রচনা-কাল সপ্তদশ শতাব্দী ।)

২০০ বৎসরের উর্দ্ধ কালের প্রাচীন পুথি হইতে নকল করা হইল ।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক দাবাগ্নি-নিবারণ ।

দাবাগ্নি ।

এমন শ্রীবৃন্দাবন যমুনার মাঠে ।
 রাম কাম প্রতাহ চরান দেখু গোটে ॥
 তপ্তানিল সঘর্ষ নিদ্রাঘ-ঋতু কাল ।
 চরায় গোধন যত গোবিন্দ গোপাল ॥
 দক্ষিণ আবর্তে বায়ু বহে সেই বনে ।
 আচম্বিতে দবদাহন জন্মিল কাননে ॥
 চারিদিকে দাবানল পুড়ি ধায় ।
 মধ্যে গোপাল সব গোধন চরায় ॥
 প্রতাপ প্রচণ্ড অগ্নি বড়ই বিপাক ।
 প্রাণ-ভয়ে বন-জন্তু ধাএ কত লক্ষ ॥
 ব্যাল দৃষ্টি মর্কট মহিষ ঋক সৈল্য ।
 ত্রাসে ধায় উভে পুচ্ছে সভয় বৈকুল্য ॥
 উর্দ্ধ-মাথে উত্ত হাতে কৃষ্ণ পানে চাঞা ।
 মুখে না নিঃসরে কথা কাঁদে দূরে রঞা ॥

শিউরিগের সকাतर
 প্রাৰ্ধনা ।

কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ অগ্নি লএ প্রাণ ।
 ঠাকুর কৃষ্ণ মোর কর পরিপ্রাণ ॥
 যত যত গোপ-লিঙ্গ দেখু লাখে লাখ ।
 পালাইতে পথ নাই পড়িল বিপাক ॥
 চারিদিকে বেড়ার অগ্নি পালাইতে নাঞি ।
 এবার কেনে ভাই রাখিবে কানাকি ॥

বিষ জল খাঞা প্রাণ গেল সভাকার ।
 না জানি কেমন মস্তে করিলে উদ্ধার ॥
 অজাগর গরাসিলেক তাহে জীয়াইলে ।
 এবার বিষম ভাই সঙ্কটে পড়িলে ॥
 চারিদিকে অনল-পর্কত ভয়ঙ্কর ।
 পালাইতে পথ নাই পড়িল পাথর ॥
 এত দিনে অনলে পুড়িয়া প্রাণ যায় ।
 তোমা বিনে গতি নাই না দেখি উপায় ॥
 অনলে পুড়িয়া মরি নাই দুঃখ হৃদি ।
 তোমা হেন আর নাথ না মিলাব বিধি ॥
 না জানি কানাই ভাই কিবা মায়া জানে ।
 ঐ গুণে পুড়্যা মরি না পুড়ি আগুনে ॥
 আমরা পুড়িঞা মরি তার নাঞি দায় ।
 পাছে আগুনের আভা লাগে তোমার গায় ॥

কি জানে বনের পশু পীরিতি কি বুঝে ।
 তবে কেনে তোমার পীরিতে মন মজে ॥
 হের দেখে ধেমু সব বাচ্ছা লঞা কোলে ।
 তোমা পানে চাঞা সব কান্দিছে আকুলে ॥
 তের দেখে বন-জন্তু উভ মুখ হঞা ।
 কান্দিছে সকল পশু তোমার মুখ চাঞা ॥
 মরি মরি কান্না ভাই তারে নাঞি যাই ।
 মইলে (১) তোমার লাগ পাছে নাঞি পাই ॥
 অনেক জনম তপ কর্যাছিলু দেখি ।
 তোমা হেন ঠাকুর পাইল এই তার সাধী ॥
 যে হোক সে হোক কৃষ্ণ আমা সভাকার ।
 তুমি মেনে প্রাণ লঞা যাহ আপনার ॥
 নন্দ-বশোদার প্রাণ গোকুলের চান্দা ।
 সভাকার প্রাণ তোমার ঠাঞি বান্দা ॥
 বলিতে বলিতে কান্না আইলা নিকট ।
 তরাসে বরজ-শিশু করে ছটফট ॥

বন-সাহিত্য-পরিচয় ।

শিঙুর কাতর বেধি কমললোচন ।
লাক দিরা কাঁপ দিল অনলে তখন ॥

ধরিঞা অনল কৃষ্ণ করিল অঙ্গনি ।
পাশক করিল পান দেব বনমালী ॥
নির্ঝর হইল অগ্নি নির্ঝল সকল ।
অমর-মণ্ডলে হৈল গোবিন্দ-মঙ্গল ॥
অনিঃসর-বচন (১) হইল গোপ-শিত ।
আনন্দে সিক্ত হৈল কুননের পত ॥
তৃপ্ত হৈল গগনে বরষা নির্ঝর
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে নিরন্তর ॥
গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানে ।
গোবিন্দ-বিজয় অভিরাম দাস ভণে ॥

প্রলম্বের উদ্ভোগ ।

কৃষ্ণের মহিমা-কথা গোপাল বাগকে ।
প্রতি বরে বরে কহে গোকুলের লোকে ॥
তুনিঞা আশ্চর্য্য কথা সভার বিস্তর ।
মহুয়া-শরীর কৃষ্ণ কহাচিৎ নর ॥
এমন বিবম অগ্নি কেবা করে পান ।
কাহার সাহস তাই এমন বদান ॥

কসের বৃত্তান্ত ।

দাবান্নি-মোক্ষণ কথা শুনি রাজা কংস ।
কণে কণে সচকিত ভোজ্যরাজ-বৎস ॥
জামিল নিকট মুকুট নাহিক অস্তথা ।
কি আর সাধিব কাণ্ড করি কব কথা ॥
আপনার কুল-পরাক্রম বলবানে ।
অর কৈল অরাজিক সফ সাঙ্গনে ॥
হেন রাজ-চক্রবর্তী কংস নাম ধরি ।
রহিল এ স্থানে মনে গোপ-হারে মরি ॥
বিহু বিহু আশ্রয় হইল অসুরেরে ।
বিহু মোর পায়খিন পুত্রকলসেরে ॥

যত কৈল প্রকষণে তেঁও দে নিপথে ।
অপমৃত্যু হয় কিনা তেঁও তোর হাতে ॥
এতেক শ্রুতিবিগ্রহা বড় জানিলে অদ্বৈত ।
দেখিয়া সবজ্ঞে পুনঃ দিব দর্শন ॥

হেনকালে প্রলম্ব টাঠিল যো ডহাতে ।
অবধান নরপতি কি হেতু মন ব্যভে ॥
শুনিলে তোমার ভয় শত্রু পায় আশ ।
কার ভয় এ জগতে আমি যার দাস ॥
পাইলে আদেশ ঘাই গোকুল-নগরী ।
অবহেলে মারিব সাধিয়া দিব বৈরি (১) ॥
শত্রু মারিবারে বল বুদ্ধি ছই চাক্রি ।
মহাবলবান্ হৈলে শত্রুকে না পাই ॥
যার বুদ্ধি আছে তাহে বলবান্ গণি ।
নির্বুদ্ধি-জন্য বল কভু না বাধানি ॥
আজি মোরে প্রসাদ করহ কংসাসুর ।
কৃষ্ণেরে মারিয়া ভয় দিব তিন পুত্র ॥
প্রলম্ব-আরম্ভ-দম্ভ শুনি কংসরাজ ।
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে কৈল তার পূজা ॥
যামিনী জাগিয়া ছষ্ট রহে নিকেতনে ।
কৃষ্ণ-ভাবে রহে রাত্রি পোহায় কেমনে ॥
মৃত্যুকালে যে পুরুষে যে ভাবনা উঠে !
পুনর্জন্মে সে জনার সেই রূপ ঘটে ॥
গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ পানে ।
গোবিন্দ-বিজয় অভিরাট দাস গানে ॥

(১) শত্রুতা সাধন করিব ।

নরসিংহ দাসের হংস-দূত ।

(রচনা-কাল খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী ।

রঘুনাথ দাস ভাগবত অবলম্বনে সংস্কৃত হংসদূত প্রণয়ন করেন ।
নরসিংহ দাস তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন ।

শ্রীকৃষ্ণ-শূন্য বৃন্দাবন ।

এই মত দঢ়াইয়া (১) সব গোপীগণে ।
ধীরে ধীরে যান সত্তে সেই বৃন্দাবনে ॥
যমুনার তীরে গেলা সব সখীগণে ।
সেই স্থানে শিশু বৎস দেখিল নয়নে ॥
কোন শিশু ভায়া বলি ডাকে উত্তরায় ।
কেহ কেহ কৃষ্ণের মহিমা-গুণ গায় ॥
হাষারব করে কেহ দন্তে তৃণ করি ।
তা দেখিয়া আকুল হইলা ব্রজনারী ॥
সেই বন ছাড়ি গেলা নীপ- (২) তরুতলে ।
শূন্য দেখি সেই স্থান আপনা পাসরে ॥

সে স্থানে বসিয়া গোপী করে অনুমানে ।
এই থানে দেখিলাম রূপ বিকাল বিহানে ॥
পদের উপরে পদ ত্রিভঙ্গ হইয়া ।
আর না শুনিব বাঁশী জলেতে আসিয়া ॥
পীত-ধড়া পরিধান গলে বনমালা ।
সেই নীপ-তরুতলে কে হরিল কালা ॥
শিখিপুচ্ছ চূড়ে তার উড়ে মন্দ বার ।
বিধি নিদারুণ হইয়া থুইল মথুরায় ॥
ধিক্ ধিক্ বাউক মোর এ ছার জীবনে ।
পীরিতি এমন হবে আনিব কেমনে ॥
এই মত গোপী সব ভাবে কৃষ্ণ-কথা ।
কদম্বের তলে আসি পাইল বড় ব্যথা ॥
সেই স্থান ছাড়ি যান অনেক বতনে ।
কুঞ্জবনে যায়্যা তবে দিল দরশনে ॥
সেই সে বনের কথা कहনে না যায় ।
তাহাতে বসন্তকাল হইল উদয় ॥

গোপিকাগণের বিরহ ।

হংসদূত-কথা ভাই কেবল বিরহের শোকে ।
দাস গোস্বামী ইথে করিলেন শ্লোকে ॥

সেই শ্রাম বন্ধু বিহু বনবাসী হইল ।
হৃদয়ে জাগিছে সেই শ্রাম-রূপগুণ ॥
মধুমাংস পেয়ে তরুগণ বিকশিত ।
নূতন পল্লবে বন অতি স্নশোভিত ॥
কাঞ্চন পলাশ ফুল নানা জাতি যুঁথী ।
চম্পক নাগেশ্বর অপর পুষ্প নানা জাতি ॥
নানা জাতি পুষ্পে বন হইয়া বিকশিত ।
ভ্রমর বুলয়ে তাথে হয়্যা আনন্দিত ॥
সকল বিরহিগণ হইয়া নন্দবান্ ।
মন্দ মন্দ মকরন্দ সদা করে পান ॥
মলয় পবন বহে অতি স্নানীতলে ।
নানা পুষ্পে অলিগণ মধু খাওয়া বুলে ॥
দেখি সখীগণ সব করি অমুমানে ।
এক কথা কহি সখি যদি লয় মনে ॥
হেন কালে ভৃঙ্গ উঠি অথ বনে গেল ।
অকস্মাৎ আসি তথা মেঘ উপজিল ॥
তাহা দেখি ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে ।
ছহে ছহা প্রেমে মাতি আপনা পাসরে ॥
ময়ূরের নৃত্য দেখি বলে গোপীগণে ।
বিরহ বাঢ়ল গোপীর কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥
হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ বড় নিদারুণ ।
তোমার কারণে মোরা ফিরি বনে বন ॥
আমরা অবলা জাতি তাহে বিরহিনী ।
তোমার বিচ্ছেদে দেহে না রহে পরাগী ॥
মেঘের বরণ দেখি কান্দে গোপীগণ ।
চক্ষু মেলি না দেখিব কালিয়া-বরণ ॥

হেন কালে কোকিলের শব্দ আর্চিতে ।
শুনিঞা রাধিকা দেখি হইল মুচ্ছিতে ॥
চতুর্দিকে বেড়ি সখী আকুলিত হৈয়া ।
কেহো অল আনি দিছে মুখেতে ঢালিয়া ॥

বাধা বাধা কবি কবে কবে কবে কবে ।
 কেহ বলে পাঠিব পাঠিব পাঠিব পাঠিব ॥
 অশ্রু চন্দন চন্দন চন্দন চন্দন ॥
 পদ্মপত্রের কারি কবে কবে কবে কবে ॥
 ললিতা বসিলা তাবে কবে কবে কবিয়া ।
 কেহ বা দেখে তার কণ্ঠে হাত দিয়া ॥
 দিকি দিকি কবে কণ্ঠে হাস মাত্র আছে ।
 কেহ বা বাতাস কবে বহিয়া পাব কাহ্নে ॥
 সতত আছিল বাকি বিবর্তিত হইয়া ।
 কুকার্য করিল মোক্ষ বনেতে আসিয়া ।
 একে সে নিরুজ্জ্বল হইয়া কবিদের ধ্যানি ।
 ভাষাতে কেনে পুণ্য হবে বিবর্তিত ॥
 বিধি কৈল অবলা যে তাহে কবে কবে ॥
 কবেব বিচ্ছেদে মোক্ষ হইয়া হেন পাঠ ॥
 এই মতে মোক্ষ পদে চৌদিকে দেখিয়া ।
 একদৃষ্টে বহু সবে বাই মগ্নে দিয়া ॥
 ললিতা ইঙ্গিত কৈল সব দর্শন ॥
 একখানি কুড়া পাব কবে নিশ্চয় ॥
 তাহাব আদেশে কান্দে অশ্রু বহিতে ।
 নিবনাত্তা কুড়া সব ছাইল পদ্মপাতে ॥
 পদ্মপাতের শব্দ তাহে শোনাইয়া ।
 পুষ্প আচ্ছাদনেতে পাখি বাই লইয়া ।

পদ্মপত্রের শব্দ

তবেত ললিতা উক্তি কবিলা গমন ।
 যমুনার তীরে গিয়া দিলা দর্শন ॥
 দাড়াইয়া যমুনার তবঙ্গ দেখিতে ।
 হেন কালে তবঙ্গ আচ্ছাদিত আচ্ছিতে ॥
 অতি মনোহর কপ পদেতে সন্দর্ভ ।
 সেই মুখে আচ্ছাদিত সন্দর্ভ হইব ॥
 আসি উদ্ভাটনা সত পদে সন্মুখে ।
 যমুনার জল দেখি পদে সন্মুখে ॥

হংস-দর্শন।

কুড়া এক নিবনাত্তা

তাহে আইলাও শোয়াইয়া

সব সখী খুঁজা তার পাশে ।

জল নিতে আইলাঙ আমি আসি দেখা দিলে তুমি
বিরহিণীর পূর্ক অভিলারে ॥
ব্রহ্মার বাহন তুমি তোরি নিবেদিয়ে আমি
কৃপা করি করহ আরতি ।
হৃৎধের বারতা লয়া কহগা শ্রামেরে যায়া
বনবাসী হৈল কুলবতী ॥
তোমা সঙ্গে প্রীতি করি যত গোপ-কিশোরী
কুল শীল সব তিয়াগিয়া ।
সুধাইবে যতন করি কি দোষে ছাড়িলে হবি
দেখা দেহ বারেক আসিয়া ॥

যেখানে যে কৈল লীলা বালকেব সঙ্গে খেলা
তাহা দেখি ফিরে গোপীগণ ।
যেঞি তোমা মনে পড়ে ধৈর্য ধরিতে নাহে
হেন বুঝি হারাই জীবন ॥
সেই সে শরৎশশী সদাই থাকিয়ে বসি
তোমা রূপ করিএ ধ্যানে ।
বিষম পীরিতি করি বধিলে আতীর নারী
অপযশঃ হইল ভুবনে ॥
মলিন বদন সদা কিবা রাত্রি কিবা দিবা
ফিরে তারা আকুলিত হৈয়া ।
তুমি নিদারুণ হলে গোপীগণে পাসরিলে
সুখে আছ মথুরা আসিয়া ॥

সংবাদ-প্রদান ।

মনের যে হৃৎ যত তাহা বা কহিব কত
কহিতে মরমে লাগে ব্যথা ।
পীরিতে ছাড়িলে ঘব তহু হইল জরজর
ভাবিতে গুণিতে গুণ-কথা ॥
বার মাসের যত হৃৎ কহিতে বিদরে বুক
গুমরি গুমরি উঠে প্রাণ ।
বিধি কৈল অবলা তাহে সহে এত আলা
পীরিতি বিষম বলবান্ ॥
বিরহ-যাতনা-কথা হংসে কহে শ্রীললিতা
আপনার বিরহ-কারণ ॥

জনম গোড়াব স্মৃথে কখন না পাব হুঃখে
 একে একে শুন বিবরণ ॥
 কুলের আমরা নারী প্রাণ কি ধরিতে পারি
 শ্রাম বন্ধুর না শুনি বচন ।
 ললিতা কহেন শুন শুন ভাই সৰ্বজন
 নরসিংহ দাস বিরচন ॥

গোপিকার বারমাসী ।

কহিয় কান্ধবে হংস কহিয় কান্ধুরে ।
 অভাগিনী গোপী তাব মনে নাহি স্মরে ॥
 শুন হংসবর তোরে করি নিবেদন ।
 বার মাসের স্মৃথ হুঃখ করহ শ্রবণ ॥
 পাইল অগ্রাণ মাসে নবীন পীরিতি ।
 কাত্যায়নী ব্রত করি পাইল কৃষ্ণপতি ॥
 একে একে গোপীগণ বন্দিল চরণ ॥
 সেই মাসেতে হইল প্রেমের অঙ্কুর ।
 এত কি জানিব হুঃখ দিবেক অঙ্কুর ॥

আইল পৌষ মাস হিমের প্রভাবে ।
 শীত বলি নাহি জানি কৃষ্ণের উন্মাদে ॥
 সখী চারি পাঁচ মেলি কাখে কুস্ত করি ।
 যমুনায় ভরিতাণ্ড জল চাঁদ-মুখ হেরি ॥
 জলকেলি গতাগতি করি ঐ ছলে ।
 সখী সব হইতাণ্ড জড় কদম্বের তলে ॥
 শীত বলি না জানিতাণ্ড শ্রাম সঙ্গ বয়্যা ।
 এই পৌষে মরে তারা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
 একে সে বিরহ-জ্বালা হিম করে তার ।
 কহির শ্রামেয়ে তারা বড় হুঃখ পায় ॥

মাঘ মাসে থাকিতাণ্ড নামান কোতুকে ।
 আপনি হইয়া দানী রহিত রাজপথে ॥
 শ্রাম সঙ্গ মাঘ মাসে রহিতাণ্ড বসিয়া ।
 দধি ছন্দ দ্বুত বোল পসরা সাজিয়া ॥
 অই ছলে কুকে বেড়ি রহিতাম বসিয়া ।
 কত রসকথা কুক-কহিত হাসিয়া ॥

কীর ছানা নবনী দিতাঙ চাঁদ-সুখে ।
 এই রূপে বিহার করিতাঙ নানা সুখে ॥
 এই মাঘ মাসেতে কান্দিরে দিবা নিশি ।
 আর না শুনিব বাঁশী কদম্বতলে আসি ॥
 সুখদ কদম্বতলা কালিন্দীর কুল ।
 প্রাণনাথ বিনে দেখি আকার গোকুল ॥

সেই সে ফাগুন মাসে সখী সব সঙ্গে ।
 দিবা নিশি নাহি জানি থাকি নানা সঙ্গে ॥
 সেই শ্রাম বন্ধুরে বেড়িয়া গোপীগণে ।
 আবির কুসুম চুয়া সুগন্ধি চন্দনে ॥
 দোলনীতে বসাইয়া দোলায় শ্রাম রায় ।
 কোন কোন গোপী অঙ্গে চামর ঢুলায় ॥
 বীণা আদি নানা বস্তু করিয়া স্তুতান ।
 আনন্দে মাতিয়া গোপী কৃষ্ণগুণ গান ॥
 সে সব সুখের দিন ইবে গেল দূরে ।
 কান্দনেতে কিবা করে শ্রাম মধুপুরে ॥
 সেই সব লীলারস যেঞি মনে পড়ে ।
 নিভান অনল যেন ফুক দিয়া জালে ॥

মধু মাসের কথা কি কহিব আর ।
 এই ত দ্বাদশ বনে করিতাঙ বিহার ॥
 নানা পুষ্প বিকশিত বসন্ত-সময় ।
 নবীন পল্লব তরু নব্রবান্ হয় ॥
 মধুমাসে মন্ত ভৃঙ্গ কোকিলের ধ্বনি ।
 শ্রাম সঙ্গ বিনে আর কিছুই না জানি ॥
 নানা ফুল তুলি মালা গাথিতাঙ সদাই ।
 ইবে মালা কারে দিব কৃষ্ণ হেথা নাঞি ॥
 তখন ছিল মধু মাস ইবে পাপ হল্য ।
 কৃষ্ণ বিনে মধুমাস কান্দি গোড়াইল ॥
 এই সব কথা হংস কহির তাহারে ।
 বিরহিণী রাধা পোড়ে বিরহ-অনলে ॥

বৈশাখের তাপ অঙ্গে সহ্য নাহি যায় ।
 অশ্রু চন্দন আদি দিয়ে শ্রাম গায় ॥

কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করি যমুনার জলে ।
 পদ্ম-উৎপল-মালা দিতাও তার গলে ॥
 ছই চারি সখী কৃষ্ণ কোলেতে করিঞা ।
 গম্ভীর যমুনা জলে দিখাও ভাসাইয়া ॥
 আড়ি ডুড়ি (১) খায় গোপী মনে ভয় পায়া ।
 পুনরপি যান কৃষ্ণ দয়াবান্ হইয়া ॥
 জনে জনে তোলে গোপী বাহতে ধরিয়া ।
 সাতারিয়া যান কৃষ্ণ কোতুক করিয়া ॥
 এই রূপে গ্রীষ্মকালে করি ভ্রমকেলি ।
 কৃষ্ণের বিহনে মোরা জল নাহি হেরি ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের স্রুথ এইত কাননে ।
 নানা ফল আদি কৃষ্ণে করাখ্যাম ভক্ষণে ॥
 নারেন্দ্র ছোলেন্দ্র টাবা আর নারিকেল ।
 আপনি গোপীর মুখে দিখেন সকল ॥
 সেট জ্যৈষ্ঠ মাসে মোরা ফল পানে চায়া ।
 হেট মুখে রহি মোরা মরণে মরিয়া ॥

আইল আষাঢ় মাস বরিষা-উদয় ।
 সদা থাকি কৃষ্ণ সঙ্গে নাহি কোন ভয় ॥
 নব মেঘ আচ্ছাদিয়া সদা হয় জল ।
 গোবর্দ্ধনের গুহাতে নিশ্চাণ কৈল ঘর ॥
 মনোহর শয্যাতে শয়ন গুণমণি ।
 চৌদিকে বেড়িয়া রহে সকল গোপিনী ॥
 কেহ বা বাতাস করে কেহ চাপে গা ।
 তাহুল বোগার কেহ চাপি রাঙ্গা পা ॥
 এ সব স্রুথেতে গোপী বঞ্চিত হইল ।
 আনন্ড সত্তা তেরাগিরা প্রাণনাথ গেল ॥
 আষাঢ়ের মেঘ দেখি মনে করি হৃৎখ ।
 যেমেরে দারুণ বিধি ফুটাইলি স্রুথ ॥

প্রাবণ মাসেতে সব সখীগণ সঙ্গে ।
 দোলনীতে বসাইয়া বোলায় লানা সঙ্গে ॥

কখন গোপিকা বৈসে কতু শ্রাম রায় ।
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী পঙ্করস গায় ॥
সেইত শ্রাবণ মাসে শোকেতে নিদান ।
আমা সভার প্রাণ হর্যা লয়া গেল শ্রাম ॥

ভাদ্র মাসের সুখ কি কহিব আর ।
যমুনার তীরে নাথ করিতাও বিহার ॥
একদিন মোরা সব করি অমুমান ।
বড়াই প্রমাণ করি সাধি নিজ কাম ॥
মাধবী তরুর তলে লয়া গুণমণি ।
সদাই আনন্দে থাকি কিছুই না জানি ॥
সেইত ভাদ্র মাস পাপ হৈল মোরে ।
সব সুখ দূরে গেল ক্লম নাই ঘরে ॥

আইল আশ্বিন মাস শরৎ সময় ।
একদিন বিকে যাই তেজি কুলভর ॥
রাধা আদি গোপী বড়াই সন্তোষে করিয়া ।
যমুনার কূলে সভে উত্তরিল গিয়া ॥
যমুনা গভীর দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে ।
চল চল অগো সহ ফির্যা যাই ঘরে ॥
গোষ্ঠে থাকি ক্লমচক্রে জানিলা কারণ ।
নৌকা লঞা গোষ্ঠ হতে দিলা দরশন ॥
একে একে গোপীরে যমুনা কৈল পার ।
আমা সভা দয়া করি হৈলা কর্ণধার ॥
এমন পীরিতি ওরে সেই গেলা ছাড়ি ।
শূন্ত হৈল ব্রজের অভাগী গোপনারী ॥

যমুনার জলে বাত্যা বেঞি মনে পড়ে ।
এ সব সংবাদ হংস কহিও বন্ধুরে ॥
আইল কার্তিক মাস পূণ্যের সময় ।
শরৎ পূর্ণিমাশী হইল উদয় ॥
বৃন্দাবনের নিকটে অতি রম্যস্থানে ।
সুরলীতে ডাকে শ্রাম ধরি রাধা নামে ॥
রহিতে না পারি ঘরে গেলাও সেই স্থানে ।
একে একে অক হৈলাও সব গোপীগণে ॥

১. বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয় ।

শ্রামরূপ হেরি আখি পাঁলটীতে নারি।
 আনন্দে ফিরিয়া বুলি সব গোপীগণে ॥
 এক গোপী এক ক্লৃষ্ণ হৈলা সেই স্থানে ।
 রাস আদি লীলা করে করি আলিঙ্গনে ॥

*

অবলার সঙ্গে প্রেম অধিক বাড়িয়া ।
 তাহারে উচিত নহে গেলেন ছাড়িয়া ॥
 হুকুল ছাড়িয়া মোরা লইলুঁ শরণ ।
 তাহারে সঁপিলা মোরা এ রূপ-যৌবন ॥
 অনাথিনী হইলুঁ মোরা প্রাণনাথ বিহু ।
 বিরহিণী হইয়া ফিরি লইয়া শুধা তম্বু ॥
 নিশি গেলে চন্দ্র যেন হয়ত মলিন ।
 ক্লৃষ্ণবিনে তেমতি ফিরিয়ে গোপীগণ ॥
 জল গেলে হয় যেন মীনের মরণ ।
 ক্লৃষ্ণ বিহু তেমতি হইল গোপীজন ॥
 প্রাণ গেলে হংস হে শরীরে কিবা করে ।
 গৃহস্থ ছাড়িলে যেন শূন্য হয় ঘরে ॥
 এই তাপে বনবাসী কহিবে সকল ।
 তোমার কারণে গোপী সদাই বিকল ॥
 হংসদূত ইতিহাস গোপীর বচন ।
 নরসিংহ দাস কহে শুন সৰ্ব্বজন ॥

শুন হংস কি দোবে ছাড়িলা গুণমণি ।
 কহিতে সে সব কথা উঠয়ে আশুনি ॥
 কেলি-কদম্ব গাছ আছে সারি সারি ।
 মল্লিকা মালতী বুঁধী নানা আদি করি ॥
 রাস বিহারেতে মত্ত হৈলা সখীগণে ।
 অঙ্গের বসন খসি পড়ে সেই স্থানে ॥

কৃষ্ণে বেড়ি নৃত্য করি ছিলা গোপীগণে ।
 সেই নৃত্যে নন্দবান্ হইলা ভরুগণে ॥
 বেই বুকে-হেলান দিয়া ছিলা চন্দ্রাবলী ।
 শুদ্ধ লভা দেখি তবে দেখিবে সাতলি (১) ॥

আর সব সখীগণ ছিলা যত জনে ।
কৃষ্ণের বরণ বৃক্ষ দেখিবে সেই স্থানে ॥

দেখিবে পুতনা রাক্ষসীকে সেই স্থানে ।
পুষ্পের সৌরভে আমোদিত হয় ঘ্রাণে ॥
দেখিবে কৃষ্ণের পদচিহ্ন মনোহর ।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-রেখা তাহার উপর ॥
তার পিছে রাই-পদ দেখিবে মন দিয়া ।
আর সব গোপীগণ চৌদিকে বেড়িয়া ॥
মধুপানে মত্ত হৈয়া গুঞ্জরে ভ্রমর ।
কোকিলের ধ্বনি তথা হয় নিরন্তর ॥
শুন হংসবর তোমায় কি কহিব আমি ।
ক্লণেক বিশ্রাম করি শীঘ্র যাবে তুমি ॥
সতত বহয়ে তাথে মলয় পবন ।
দেখি পাসরিবে তবে যত পরিশ্রম ॥

হংসের পথ নির্ণয় ।

অতি সে নিগূঢ় স্থল কহিল তোমায় ।
বসন্ত-বাতাস তাহে বহয়ে সদায় ॥
আপন মনের কথা কহিল যে আমি ।
বুঝিয়া করিবে কার্য চতুর বট তুমি ॥
অনেক যতনে যাবে সেই বন ছাড়ি ।
তাহা বই দেখিবে আভীর-(১) বৃন্দ-নারী ॥
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলে দিবানিশি ।
কৃষ্ণ বিনে তাহার মগ্নি মুখশশী ॥
নন্দ যশোদা আদি দেখিবে সেই স্থানে ।
রামকৃষ্ণ বিনে তারা অস্ত্র নাহি জানে ॥
নিরবধি থাকে তারা পথ পানে চায়্যা ।
কবে আর দেখিব কৃষ্ণ নয়ন ভরিয়া ॥
দেখিবে সে নন্দরাণী আছে দাণ্ডাইয়া ।
অস্থিচর্শ্ব-সার তার কৃষ্ণের লাগিয়া ॥
দেখিতে না পায় রাণী নয়নের জলে ।
ক্লণে কত বার ডাকে কানাই কত দূরে ॥

আর তাহে রোহিণী ছাড়িল ব্রজপুরে ।
 দ্বিগুণ বাড়িল শোক নিবাসিতে নারে ॥
 তা সভারে দেখিয়া কহিবে প্রিয়বানী ।
 কৃষ্ণের সংবাদ গো আনিয়া দিব আমি ॥

সেই বন ছাড়িয়া যাইবে অশ্রু বনে ।
 যেখানে বালক সঙ্গে কর্যাছেন ভোজনে ॥
 সেখানে মলয়-পত্র আছএ পড়িয়া ।
 দ্বিজপত্নী-স্থানে অন্ন স্ত্রীনিলা মাগিয়া ॥
 তবেত যাইহ তুমি সেই বন ছাড়ি ।
 তার পরে দেখিবে গোপের পূর্ববাড়ী ॥
 সপ্ত দিবস ইন্দ্র ঝড় বৃষ্টি কৈল ।
 তখির কারণে নন্দীশ্বরে বাড়ী কৈল ॥
 এইত পথের দিশা ললিতা কহিল ।
 হংসদূত-ইতিহাস নৃসিংহ রচিল ॥

অচ্যুত দাসের কৃষ্ণ-লীলা ।

এই গ্রন্থের একখানি মাত্র খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে । উহাতে
 ৪—১৫২ পত্র (প্রত্যেক পত্রে ২ পৃষ্ঠা, স্মৃতরাং মোট ২৯৮ পৃষ্ঠা) পর্য্যন্ত
 আছে । পুথি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন হইবে ।

অক্রুরের আগমন ।

একদিন অক্রুর নামেতে এক জন ।
 ব্রজেরে (১) আইল করি রথ আরোহণ ॥
 ব্রজগতি নন্দেরে দিলেন রাজ-লিখা ।
 নিরোধার্থ্য করিঞা নিলেন সেই সখা ॥
 কহিল কি ভাগ্য আজি হইল আমারে ।
 অনেক দিনেতে তোমা দেখি মোর ঘরে ॥
 চরণ পাখাল আসুন মহাশয় ।
 তবেত পুছিব আমি কার্য্যের নিলয় ॥
 ধন্ত ধন্ত আমার এইত ব্রজপুরে ।
 পবিত্র হইলু আজি দেখিঞা তোমারে ॥

অক্রুর-বর্ণনে নন্দের
 আদর্শ ।

ইহা বলি নন্দবোষ পত্র আউল্লাইল (১) ।
 পড়িয়া মনের তাপে মুর্ছিত হইল ॥
 কি কি বোল বলিয়া ধাইল সর্বজনি ।
 চেতন করান নন্দ সতে পুছে বাণী ॥
 ডাকিয়া কহেন নন্দ শুনহ অক্রুরে ।
 নরসানি (২) কাটারি দিয়া মার আগে মোরে ॥
 তবে হই শিশু লইয়া যাহ তুমি ।
 নিশ্চয় জানিল ইবে মজিলাও আমি ॥
 যশোদা শুনিঞা ধায় আউদড় চুলে ।
 কে লব আমার শিশু অভাগ্য কপালে ॥
 ক্রোধ দৃষ্টি অক্রুরেরে চাহেন যশোমতী ।
 তুমি ছার নিতে চাহ আমার ত্রীপতি ॥
 তোর কংসরাজা মোর কি করিতে পারে ।
 অধিক হইলে না থাকিমু ব্রজপুরে ॥
 আমার দুঃখের ধন সেই রাম কাহ্ন ।
 কি কার্য তাহার সঙ্গে মাঠে রাখে ধেমু ॥

যশোদা ও নন্দর
 পরিচয় ।

আর যত গোকুলে আছিল ব্রজবাল ।
 অক্রুরে দেখিয়া আইল তৎকাল ॥
 কহো তুমি মোর সখা নিঞা যাবে কোথা ।
 না করিহ সাধ মনে মোরা আছোঁ এথা ॥
 তবেত অক্রুরে মোরা কৈলু কাকুবানী ।
 না লইহ মথুরারে মোর চক্রপাণি ॥
 তোমার প্রশংসা মোরা শুনিলু বহুতে ।
 এই নিবেদন করি তোমার পদেতে ॥

বালকগণের কাকুতি ।

গোষ্ঠ হইতে রামকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন ।

সেইত হুশঙ্ক জনি অক্রুর শুনিল ।
 প্রেমিতে গদগদ হইঞা দেখিতে চলিল ॥
 সন্মানে গলিত ধারা ছইত চক্ষুতে ।
 কম্পিত শরীর হইঞা না পারে চলিতে ॥

(১) (কংসের পত্র) খুলিল । (২) এক প্রকার কাটারির
 মাঘ । প্রাচীন কোন কোন পুথিতে “নরসিংহ কাটারি” পাওয়া গিয়াছে ।

রামকৃষ্ণ-দর্শনে
অক্রুরের পরম
আনন্দ ।

পড়িঞা গড়িঞা গিঞা রহে কথো দূরে ।
দেখে রাম কৃষ্ণ দুই বালক ভিতরে ॥
সর্ষাঙ্গে গোথুর (১) রেণু পুরিছে ছহার ।
হেরিঞা অক্রুর মনে করিল বিচার ॥
কেবল পতিত হেতু জন্ম ক্ষিতিলে ।
দণ্ডবৎ করে পড়ি হইয়া কুতূহলে ॥
দেখিয়া অক্রুর কৃষ্ণ তোলে কর ধরি ।
আলিঙ্গন দিতে হুহে বহু প্রেম-বারি ॥
আনন্দ-সাগরেতে হুহে নুড়ে সেই থানে ।
বালক সকল দেখি চাহে ঘনে ঘনে ॥
এইরূপে রাম কৃষ্ণ অক্রুরে লইঞা ।
গৃহেতে প্রবেশ করে অচ্যুত ভাবিঞা ॥

নন্দের কথা ।

কানাই বড় রঙ্গিঞা নাগর ।
মথুরা যাবেন মনে প্রফুল্ল বিস্তর ॥ ধূয়া ॥
তবেত গোধন সর্ষ তোলাইঞা ঘরেতে ।
বসিলা নন্দের কোলে হাসিতে হাসিতে ॥
দেখিল বিমনা মাতা পিতা দুই জনে ।
পুছিল কি বোল আজি দেখি হেন মনে ॥
সঘন চিস্তিত আজি দেখি সর্ষলোকে ।
ইহার কারণ পিতা কহ একে একে ॥
শোকেতে আকুল নন্দ নাহি ক্ষুরে বাগী ।
সঘন নিশ্বাস বহে আকুল পরাণী ॥
বদন ধরিঞা কৃষ্ণ কহে পুনঃ পুনঃ ।
কহ কহ পিতা তুমি ইহার কারণ ॥
কান্দিঞা কান্দিঞা নন্দ কহেন কৃষ্ণেরে ।
রাজ-আজ্ঞা লইঞা আজি আইল অক্রুরে ॥
তোমা ছাড়া যাইতে রাজা লিখিল যতনে ।
ধনুর্ময় যজ্ঞ তথা করিল আরম্ভণে ॥
হাট বাট নগর করিল পুরদ্বারে ।
সুবর্ণ-কলস স্থাপে দুয়ারে দুয়ারে ॥

নেত পাট দিয়া সর্ব্ব ধর আচ্ছাদনে ।
 এমন কখন বাপু না শুনিল কাণে ॥
 ঘরে ঘরে পতাকা বান্ধিল শত শত ।
 এমন না কৈল কেহ রাজা হৈল যত ॥
 সেইত কুটিল-বুদ্ধি জানি সর্ব্ব দিনে ।
 এইত নিমিত্তে তাপী হইলু বড় মনে ॥
 আর এক কথা মুক্তি কহিলু অক্রুরে ।
 সেইত হইল বড় মনের ভিতরে ॥
 চান্দ্র মুষ্টিক নামে হুই মহাবলে ।
 থুইল আপন কাছে সেই কুটুহলে ॥

রাম কৃষ্ণ কহে পিতা না কর বিচাবে ।
 ধনুশ্চর যজ্ঞ চল যাই দেখিবারে ॥
 তাহার কুটিল বুদ্ধি নাহি কোন ভয় ।
 ত্রৈলোক্য আমার বশ জানিহ নিশ্চয় ॥
 সকল গোকুলে তুমি দেহত ঘোষণা ।
 কালি চল যাব দেখা করি সর্ব্বজনা ॥
 দধি দুগ্ধ স্নাত ক্ষীর লহ ভাব শত ।
 সতে মেলি চল যাব ব্রজে আছি যত ॥
 নন্দ বলেন শুন বাপু না যাইহ তথারে ।
 লুকাইয়া খোব তোমা চল অন্তরে ॥
 আমি সভাকার প্রাণ তোরা হুই ভাই ।
 কোন বিষ হইলে মোরা মরিব সভাই ॥
 দধি দুগ্ধ স্নাত ক্ষীর আর রাজকর ।
 তোমা বিনে যাও পাছে বাজার গোচর ।
 তবে যদি তোমা দোহা চাহে পুনর্বার ।
 তখন যে জান তাহা করিহ বিচার ॥

রামকৃষ্ণের মধুরাগমনে
 ইচ্ছা ও উদ্ভোগ ।

রাম কৃষ্ণ কহে কিছু না করিহ মনে ।
 সর্ব্বথা যাইব মোরা রাজ-দরশনে ॥
 তবেত জানিল নন্দ বচন নিশ্চয় ।
 অবশ্য যাইব কৃষ্ণ যজ্ঞ ধনুশ্চর ॥
 ডাকিয়া বাইতি রাজ্যে দিলেক ঘোষণা ।
 কালি যাব, কর লইয়া আইস সর্ব্বজনা ॥

রাম কৃষ্ণ আদি করি যত ব্রজহুতে ।
 বিহানে মথুরা চল ব্রজে আছে যতে ॥
 এইত রাজার আজ্ঞা পড় আসি সন্তে ।
 সন্তে মুদ্রা দিবে সেই যেবা যরে রবে ॥
 আর এক ভার দধি নিবে যরে যরে ।
 এইত নন্দের আজ্ঞা তোমা সভাকারে ॥
 এইরূপে ঘোষণা দিলেন ব্রজপতি ।
 ব্যাকুলী হইলু শুনি যতেক যুবতী ॥
 কহিলু ব্রাহ্মণী এই কৃষ্ণের ইচ্ছাতে ।
 বাজিল সভাকার মন মথুরা যাইতে ॥
 ডাকিঞা অচ্যুত দাস কহে কৃষ্ণপদে ।
 অনুক্ষণ থাকি যেন তোমার আমোদে ॥

কেমনে রাখিব কৃষ্ণ কহ মোরে সার ।
 মধুপুরী গেলে কৃষ্ণ না আসিব আর ॥
 তবেত ব্রাহ্মণী সব শুনি কৃষ্ণলীলা ।
 পুনরপি কৃষ্ণেরে পুছেন রসকলা ॥
 কহ গোপী প্রিয়া যদি জানিলে নিশ্চয় ।
 মথুরা বাইব কৃষ্ণ যজ্ঞ ধর্ম্মর ॥
 তবেত কেমনে তোরা ধরিবি পরাণে ।
 অবশ্য কহিবি তাহা শুনিব শ্রবণে ॥
 গোপী কহে শুন ঠাকুরাণী কহি সার ।
 ওকথা স্মধাইহ না করি নমস্কার ॥
 যেমনে সে নিশি দিশি বকিলু আমার ।
 কহিতে মরিব সন্তে না পুছ তোমরা ॥
 আমার শক্তি নাই তাহাত কহিতে ।
 স্মধাএ যে গোপী ছিল তাহার পীরিতে ॥
 তবে সেই গোপী-কর ধরিল ব্রাহ্মণী ।
 কহ কহ গোপী তুমি কৃষ্ণের কাহিনী ॥
 হরিবে সেইত গোপী হইঞা লাগুনান ।
 কহিতে লাগিলা কথা পরম সন্ধান ॥

ব্রাহ্মণীর নিকট গোপীর
 অবস্থা বর্ণন ।

যখন শুনিব কৃষ্ণ যাব মথুরায় ।
 সেইরূপে সর্ব সখী পড়িল অস্তরে ॥

করুণা করিঞা মোরা কান্দি জনে জনে ।
কোন গোপী মূরছিঞা হয় অচেতনে ॥
কোন গোপী ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় ।-
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ বলি কান্দে উভরায় ॥
কোন গোপী বলে চল রহি গিয়া পথে
ধরিঞা রাখিব কৃষ্ণ মথুরা যাইতে ॥
কোন গোপী বলে তারে কেননে রাখিব ।
রথে চড়াইঞা কৃষ্ণ অকুরে লইঞা যাব ॥
সেইত পাপিষ্ঠ অকুর কংস-অমুচরে ।
করুণা করিঞা সবে বলিব তাহারে ॥
চরণে ধরিব তার লজ্জা তেরাগিয়া ।
দাসী হইলু তোমার মোরা বাহ কৃষ্ণ থুঞা ॥
তবে যদি সেই কথা না শুনে অকুরে ।
গলাতে কাটারি দিয়া মরিব সত্বরে ॥

এইরূপে সর্ব গোপী হৃদে করি মনে ।
নিশি জাগরণ করি শ্রীকৃষ্ণে ধৈর্যানে ॥
এবেত সুসজ্জ হইঞা সর্ব গোপনারী ।
পথেত রহিল গিঞা এইত বিচারি ॥
কহিল অচ্যুতদাস শুনহ গোপিনী ।
নিজে মথুরার পথে যান চক্রপাণি ॥

তনিঞা ব্রাহ্মণী বাণী * কৃষ্ণের চরিত্র-ধ্বনি
হৃদি মধ্যে হইল আনন্দী ।
ধরিঞা গোপীর করে পুনঃ কহে কহ মোরে
তোমার চরণ মোরা বন্দি ॥
গোপী কহে ঠাকুরাণী এইত অধোগ্য বাণী
তব দাসী আমরা সর্বজনৈ ।
না বলিহ এই কথা মনেড়ে পাইল ব্যথা
বড় তাপ হইল এ-বচনে ॥
জবে আলি দ্বিজনারী গোপিকারে কোলে করি
এই বোলে না কর বিচার ।
সুখার্জ দরিদ্র বেন সেইরূপে মোর মন
ধাইবারে চাহে ধারাবার ॥

গোপ-বালকগণের
সঙ্গ।

শুনি এইরূপ কথা মনেতে খুঁচল ব্যথা
 প্রেমেতে পুরিল ছই আশি ।
 ব্রাহ্মণী-চরণ-খুলি শিরে লইল গোপনারী
 কৃষ্ণ-গুণ কহে হইএল সুখী ॥
 তবেত প্রভাত-কালে সকল বালক মেলে
 আইল সতে নন্দের ছুরারে ।
 সাজিআ বিবিধ বেশ উভছান্দে বাকি কেশ
 শিখিপুচ্ছ তাহার মাখে ধরে ॥
 নব নব গুণী-হার চৌদিকে বেষ্টিত তার
 দেখিতে সুন্দর সেই শোভা ।
 কপালে তিলক ধরে সেই পূর্ণ ইন্দুবরে
 দামিনী জিনিএল যার আভা ॥
 কজ্জল লইল রঙ্গে মৃগমদ তার সঙ্গে
 সুবাসিত শোভিত সুসারে ।
 ধ্বজ-সুগল নয়ন নাচএ তাহার হেন
 সেইরূপ দেখি আশিবরে ॥
 প্রবণে রতন-ঝুরি মাণিক খিচনি সারি
 অপক্লপ সেই সব নিশ্চরণে ।
 গলাতে পরিল হার অমূল্য রতন-সার
 প্রশংসা করএ জনে জনে ॥
 সর্বদে চন্দন-গন্ধে লেপিল গোপ-নারীবৃন্দে
 আনন্দিত পুরিছে সৌরভে ।
 সেইত স্বচ্ছন্দগতি দেখিএল অবনীপতি
 আলিঙ্গন দিল ধরি সতে ॥
 তবে হইল কুতূহলি সকল বালক মেলি
 রাজাএ বিবিধ বাক্য-সারে ।
 কিরি কিরি যবে যবে নাচএ রাজালগনে
 হরির বাইতে মথুরারে ॥
 কেহো শিলা বেগু বার মধুর শব্দেতে গার
 কেহ বংশী বাজায় সুনাদে ।
 কেহো ভাবে বশ হইএল মন্দিরা পাখাজু (১) লইএল
 ভূবে কেহো ককোর আদোষে ॥

কোন শিশু অবহেলে কাংশু-বান্ধ করতালে
নাচে কেহো উভবাহ করি ।
কোন গোপনারী আগে বাক্সি মাথার পাগে
সঘনে বলিছে হরি হরি ॥

তবে দধি ভার কত আনিল গোপাল যত
রাখিল নন্দের আগ্নিনাতে ।
দ্বুত আনি বারাবার হিরণ্য-কিরণ-পারা
দেখি কৃষ্ণ হইলা হরষিতে ॥
ডাকিঞা নন্দেরে তবে কহেন গোলোক-সারে
এই দ্বুত রাজযোগ্য হয় ।
বস্ত্র অলঙ্কার ধনে ইবে সৰ্ব্ব গোপগণে
ভূষা কর আমার ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা নন্দ শুনি বস্ত্র অলঙ্কার আনি
দিল সন্তে প্রশংসা করিঞা ।
ধন্য তোরা গোপ পুরে যেন দ্বুত কর ভারে
এত দিন না জানি থাকিঞা ॥
হরষিত গোপগণে পাইঞা বসন ধনে
নাচে সন্তে আনন্দিত হঞা ।
হরি হরি ঘন ঘন ডাকিছে রাখালগণ
প্রেম-জলে নরন পুরিঞা ॥
এইরূপে কৃপানিধি বিহরিল নানাবিধি
আপনি সান্তিতে কৈল মন ।
কহিল অচ্যুতদাসে কৃষ্ণ-পদ অভিলাষে
কেন ভক্ত হইঞা সচেতন ॥

কেন সজনি গৌ কানাই মথুরা বাইবেন নিশ্চয় ।
নিজ প্রাণ রাখিতে মোরে হইল সংশয় ॥ যুগ ॥

তবেত সাজিলা কৃষ্ণ পরম হরিবে ।
তাইহা শুনিহ সন্তে কহিব বিশেষে ॥
পরিল মেতের খড়্গ হেমের বরণে ।
ভানুসিংহের অঙ্গ করিল শোভনে

ক্ষুদ্র ষটিক! তাহে বাকিল আমোদে ।
 চলিতে বাজএ নানা যন্ত্রের শব্দে ॥
 তবেত বাকিল চুড়া কপালে টানিঞা ।
 অগন্ধি-কুম্ম-দাম তাহাতে বেড়িঞা ॥
 তাহার মূলেতে মণি-মাণিকের পাতি ।
 রবির কিরণ হেন দেখি সেই জ্যোতিঃ ॥
 তবেত দিলেন মস্ত শিখি-চাঁদ মাঝে ।
 সঘনে উড়িছে বার অধিক বিরাজে ॥
 ললাটে তিলক দীর্ঘ অতি মনোহর ।
 নাসিকা পর্যন্ত শোভা দেখিতে স্নন্দর ॥
 তাহার মধ্যেতে বিন্দু চান্দ্রের কিরণে ।
 না জানি সে কিবা নিধি কহিলু চরণে ॥
 মকর-কুণ্ডল কর্ণে করে দোলমাল ।
 মদনমোহন বেশ সাজিলা গোপাল ॥
 কণ্ঠে কোমল-মণি দিল রক্তে তুলি ।
 ঘনশ্রাব মেঘে যেন চমকে বিজলী ॥
 আর নানাবর্ণ ফুলে গাঁথি এক মালা ।
 কোতুকে ধরিল অঙ্গে সেই প্রাণ-কালী ॥
 কুঙ্কম-চন্দন-গন্ধ লেপিল শ্রীঅঙ্গে ।
 ভুবনে তুলনা নাই সেই শোভা সঙ্গে ॥
 করেতে কঙ্কণ চন্দ্র রতন জড়িতে ।
 পরিল নাগর কাম্বু মধুরা বাইতে ॥
 চরণে নুপুর পিঙ্কি নাচে পাক দিঞা ।
 তাই বলরাম বলে কাঁট সাজ গিয়া ॥
 কহিলু ব্রাহ্মণী এই কৃষ্ণের সাজনে ।
 অমূল্য সেই রূপ পড়ে মোর মনে ॥
 তাবিঞা অচ্যুতদাস কহে সেই শোভা ।
 উজ্জ্বল লোক সেই কৃষ্ণ-আভা ॥

রাজারাম দত্তের ভাগবত ।

এই পুস্তকের অনেক প্রাচীন পুথি আমরা দেখিয়াছি। “শ্রীরামপ্রসাদ দেব”র হস্তলিখিত একখানি পুথি সোসাইটির লাইব্রেরীর জন্ত আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সেখানি ১৭০৭ শকের (১৭৮৫ খৃঃ) লিখিত। ১২৩৭ বাৎ সনের (১৮২৯ খৃঃ) হস্তলিখিত একখানি পুথি হইতে নিম্নের অংশ নকল করা হইল।

দণ্ডীরাজ্যের উপাখ্যান ।

উর্ধ্বশী চুর্কাসার শাপে ঘোটকী হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ঘোটকী দিবাভাগে শাপগ্রস্ত থাকিত, কিন্তু নিশাগমে স্বদেহ প্রাপ্ত হইত। অবন্তীর দণ্ডীরাজ্য এই ঘোটকী লাভ করেন। নিশাকালে ঘোটকী উর্ধ্বশী হইয়া রাজ্যের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিত। নারদ কৃষ্ণকে এই সংবাদ প্রদান করেন। কৃষ্ণ দণ্ডীরাজ্যের নিকট ঘোটকীটি চাহিয়া পাঠান। নানা প্রকার প্রীতিশূচক বাক্য এবং ভয়-প্রদর্শন উভয়ই তুল্যরূপ উপেক্ষা করিয়া দণ্ডী কৃষ্ণের অমুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দণ্ডী একপাশে অবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিজকে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ঘুরিতেছেন। পরবর্তী প্রসঙ্গ নিম্নের বিবরণে দৃষ্ট হইবে।

অশ্বতে চড়িয়া রাজ্য করিল গমন ।

আপনার রক্ষা হেতু সত্যের কারণ ॥

প্রথমেতে গেল রাজ্য সমুদ্রের স্থানে ।

দণ্ডীকে দেখিয়া রাজ্য জিজ্ঞাসে আপনে ॥

কি কারণে আইলে রাজ্য কহ বিবরণে ।

রাজ্য বলে সিদ্ধরাজ করি নিবেদনে ॥

এই তুরঙ্গিনী আমি পাইয়াছি বনে ।

নিভৃতে রাখিয়াছিলাম কেহ নাহি জানে ॥

নারদ কহিল গিয়া কৃষ্ণ-বিশ্বমানে ।

* * * *

দূত পাঠাইল কৃষ্ণ নিতে তুরঙ্গিনী ।

যুড়ী না পাক্সা কোষ কৈল চক্রপাণি ॥

বলেতে অধিনী নিতে চাহে নারায়ণ ।

অশ্বএব এসেছি আমি লইতে শরণ ॥

সমুদ্রের অলম্বতি ।

এমত রাজার বাক্য সমুদ্র শুনিয়া ।
কহিতে লাগিল সিদ্ধ রাজা সখোদ্বিয়া ॥
শুন রাজা তুমি না করিলে ভাল কৰ্ম্ম ।
কৃষ্ণের সহিত বাদ বড়ই অধৰ্ম্ম ॥

সেই প্রভু নারায়ণ ত্রিভুবন-পতি ।
তার সনে বৈরিভাব বড়ই কুমতি ॥
দেখহ পৃথিবী-ভার দূর করিবারে ।
যুগে যুগে হয় প্রভু কত অবতারে ॥
সত্যযুগে ছিল দৈত্য হিরণ্যকশিপু ।
নরসিংহ-রূপে প্রভু হৈল তার রিপু ॥
নখে বিদারিয়া প্রভু করিল বিদার ।
সীতা মহানবী রাম করিল উদ্ধার ॥
তাহাতে পাইলাম আমি হুঃখ অতিশয় (১) ।
অস্ত্রাপি সে সব কথা মনেতে আছয় ॥
পৃথিবীর দৈত্য কৃষ্ণ করিতে সংহার ।
সেই রিপু যজ্ঞবংশে হৈল অবতার ॥
কুবুদ্ধি হয়্যাছে তব শুন নরপতি ।
অশ্ব লাগি বৈরিভাব তাহার সংহতি ॥
হিত উপদেশ তোরে বলি নৃপমণি ।
কৃষ্ণ মনঃপূত কর দিয়া তুরঙ্গিনী ॥
নতুবা তোমারে আমি নারিব রাখিতে ।
আমার অসাধ্য রণ তাহার সহিতে ॥

সমুদ্রের মুখে তবে এতেক শুনিলা ।
যতেক ভরসা ছিল সব দূরে গেল ॥
ধন হারাইয়া যেন ধনী যে কাতর ।
সেই মত হইল হুঃখী দণ্ডী সুপবর ॥
বড় হেন আনি আইলাম সমুদ্রের স্থানে ।
সমুদ্রের বল বশ জানিল এখনে ॥
অতএব এথা থাকি নাই প্রয়োজনে ।
লঙ্কাপুরী যাব যথা রাজা বিজয়নে ॥
এত বলি দণ্ডীরাজা ঘুরিতে চলিল ।
তুরঙ্গদেতে আরোহিরা লঙ্কাপুরে গেল ॥

বিজয়নের নিকট
বিকল প্রার্থনা ।

বেই স্থানে বসিয়া আছেন রাজা বিভীষণ ।
 তথা গিয়া দণ্ডী রাজা দিল দরশন ॥
 তবে রাজা বিভীষণ দণ্ডীকে দেখিয়া ।
 বসাইল অতিশয় আদর করিয়া ॥
 বিভীষণ বলে রাজা কহ বিবরণ ।
 কি কারণে তোমার হেথায় আগমন ॥
 এতেক শুনিয়া কহে দণ্ডী নরপতি ।
 আমার যে কথা তাহা শুন মহামতি ॥
 এই তুরঙ্গিণী আমি পাইয়াছি বনে ।
 বলে ইহা নিতে চায় দেব নারায়ণে ॥
 আপনি লইয়ু আমি তোমার শরণ ।
 বড় ভয় পাইয়াছি করহ রক্ষণ ॥
 বিভীষণ বলে দণ্ডী তুমি বুদ্ধিহীন ।
 ক্লক-সঙ্গে বাদ কর মরিবার চিন (১) ॥
 ত্রেতাযুগে হৈল প্রভু রাম অবতার ।
 দশস্কন্ধ হেন রাম করিল সংহার ॥
 তার সঙ্গে বাদ কর কেমন সাহস ।
 বুড়ী দিয়া ক্লককে খণ্ডায় অপযশ ॥
 দণ্ডী বলে বুঝিলাম তোমার বিক্রম ।
 এতেক বলিয়া দণ্ডী করিলা গমন ॥

মনে ভাবে ইবে কার লইব শরণ ।
 কে আছে এমন জন করিব রক্ষণ ॥
 এই মত দণ্ডী রাজা ভাবে মনে মন ।
 তুরঙ্গে চড়িয়া বার আকাশে গমন ॥
 সুরেক-পৰ্ব্বত যদি বড় বলবান্ ।
 সে যদি রাখিতে পারে বাব তার স্থান ॥
 এত বলি সুরেক-পৰ্ব্বত স্থানে গেল ।
 আপন বৃত্তান্ত রাজা কহিতে লাগিল ॥
 শুনহে পৰ্ব্বতরাজ যোর নিবেদন ।
 ক্লক-জয়ে লইলাম তোমার শরণ ॥
 বনে পাইয়াছি বুড়ী শুনহ কারণ ।
 বলে ধরি নিতে চায় দেব নারায়ণ ॥

সুরেক আশ্রয়-দানে
 ভীত ।

এইত শরণাগত হইলাম তোমার ।
আমারে রাখিলে ধর্ম হইবে তোমার ॥

এমত বচনে দণ্ডী বিনয় করিল ।
স্বমেষ শুনিয়া তবে ক্রোধযুক্ত হৈল ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা মহাভীত হয়্যা ।
কহিতে লাগিল তবে দণ্ডী সখোখিয়া ॥
শুন রাজা তুমিত কৃষ্ণেতে অপরাধী ।
অখিলের নাথ তিহ বিধাতার বিধি ॥
কেমনে শরণ দিয়া রাখিব তোমারে ।
কৃষ্ণ-সহ বাদ করে কে আছে সংসারে ॥
কুর্দ্দরূপে পৃথিবী ধরিল নারায়ণ ।
কিঞ্চিৎ লড়িতে কাঁপে এ তিন ভুবন ॥
আমিহ তাহাতে না পারি স্থির হইতে ।
কেমনে করিব যুদ্ধ তাহার সহিতে ॥
অতএব ভাল চাহ যদি আপনার ।
ঘুড়ী দিয়া তার স্থানে মাংগ পরিহার ॥
ভক্তবৎসল হরি জানে সর্বজনে ।
শরণ লইলে দয়া করিব আপনে ॥

বাহুবির উত্তর ।

স্বমেষর বাক্য শুনি দণ্ডী নৃপবর ।
নৈরাশ হইয়া দণ্ডী উঠিলা সত্তর ॥
তুরঙ্গে চড়িয়া বার মহাভীত মনে ।
বাহুবির স্থানে গেল পাতাল-ভুবনে ॥
বাহুবিরে দণ্ডী রাজা নোঙাইল মাথা ।
বিনয় পূর্বক বলে আপনার কথা ॥
বড়ই জ্ঞাসিত হইয়া আছি নাগরাজ ।
গোবিন্দের সঙ্গে বাদ বিপরীত কাব ॥
অরণ্যে পার্যাছি আমি এই তুরঙ্গিণী ।
অস্তার করিয়া চার দেব চক্রপাণি ॥
তে কারণে নিতে চাহি তোমার শরণ ।
গোবিন্দের ভর হইতে করহ রক্ষণ ॥
বাহুকি বলেন রাজা কি বলহ তুমি ।
গোবিন্দের শত্রু বে রাখিও নাহি আমি ॥

বিলম্ব না কর রাজা গুন মোর বাণী ।
যথা গেলে রক্ষা পায় তথা যাহ তুমি ॥

বান্ধুকিব বোলে রাজা চিন্তিত হইল ।
বিষম বদন হয়্যা মৌনেতে উঠিল ॥
মনেতে ভাবেন লব কাহার শরণ ।
ক্লম-ভয় মোরে নিবারিব কোন জন ॥
ধাতার চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে ।
এই তুরঙ্গিণী শত্রু হইল আমারে ॥
কেন বা দুর্কীসা গেল ইন্দ্রের ভবনে ।
কেন না উর্কীশী যাইল ইন্দ্রের সদনে ॥
কেন বা দুর্কীসামুনি শাপ দিল তারে ।
তুরঙ্গিণী হয়্যা আইল বনের ভিতরে ॥
মৃগয়াতে কি কারণে গেলাম আমি বনে ।
কেন দরশন হইল তুরঙ্গিণী-সনে ॥
কেন বা নারদ মুনি ক্লমকে কহিল ।
তাহার কারণে মোর প্রমাদ ঘটিল ॥
যখন গোবিন্দ ঘুড়ী চাহিল মোর স্থানে ।
বিপরীত বুদ্ধি মোর হৈল কি কারণে ॥
কেন বা না দিল অশ্ব ক্লমের আজ্ঞায় ।
কি বুদ্ধি করিব আমি না দেখি উপায় ॥

বড় বড় মহতের লইল শরণ ।
হেন জন নাই মোর করিতে রক্ষণ ॥
এখন লইব আমি কাহার শরণ ।
রক্ষাহেতু নাই দেখি এ তিন ভুবন ॥
মহাবল-পরাক্রম ধর্ম মহারাজা ।
বীর সব আছে তার রণে মহাতেজা ॥
সে জনে শরণ নিলে রাখিলে আমারে ।
প্রবন্ধ করিয়া যদি রাখিবারে পারে ॥
এত বলি নরপতি চড়ি তুরঙ্গিণী ।
হস্তিনায় গেল যথা কুরু-নৃপমণি ॥
দ্রোণাখ্যন দেখিল দণ্ডীর আগমম ।
সভাতে আনিল রাজা করি সন্বেদন ॥

দুর্যোধন বলে কথা শুন নরপতি ।
কি কারণে তোমার বিষয় হইল মতি ॥
অতিশয় ভয়যুক্ত দেখি যে তোমায়ে ।
আপন বৃত্তান্ত রাজা কহত আমায়ে ॥

দণ্ডী বলে মহারাজ করি নিবেদন ।
বড় ভয় হইল আমি তোমার শরণ ॥
এই তুরঙ্গিণী আমি পাইয়াছি বনে ।
খুড়ী চাহি পাঠাইল দেব নারায়ণে ॥
না দিমু কারণে ছুঃখী হইল আমায়ে ।
বলে খুড়ী নিতে চাহে দেব গদাধরে ॥
জ্ঞানপক্ষে তুরঙ্গিণী নিতে না পারিয়া ।
বলে নিতে চাহেন কৃষ্ণ আমায়ে মারিয়া ॥
বড় বড় মহতের শরণ লইল ।
কেহ না শরণ দিয়া আমাত রাখিল ॥
কুরুবংশে রাজা তুমি সভার প্রধান ।
পৃথিবীতে রাজা নাই তোমার সমান ॥
অতএব তোমার শরণ নিলু আমি ।
কৃষ্ণ-ভয় হইতে রাজা রক্ষা কর তুমি ॥

দুর্যোধনের উত্তর ।

দণ্ডী রাজার বচন শুনিয়া দুর্যোধন ।
উত্তর না দিল রাজা বিবাদিত মন ॥
শুন কহি দণ্ডী রাজা আমার বচন ।
কৃষ্ণ-সহ বাদ কর কুমতি কখন ॥
ত্রিভুবনের নাথ কৃষ্ণ জানহ যে তুমি ।
আমার জীবন কৃষ্ণ তার দাস আমি ॥
কৃষ্ণ বিনে যতপি হইত অস্ত জন ।
অবশ্য করিতাম রক্ষা শুনহ রাজন ॥
কৃষ্ণের সহিত বাদ করিতে না পারি ।
অন্ত হানে বাদ রাজা তুমি শীঘ্র করি ॥
একত বচন শুনি কোরব রাজার ।
বড়ই বিষম মনে হইল তাহার ॥

তবে দণ্ডী ভয় বড় মনেতে ভাবিয়া ।
 কোথা গেলে রক্ষা আদি পাইব বাইরা ॥
 এই মোর মনেতে ভরসা ছিল অতি ।
 অবশ্য করিব রক্ষা কোববের পতি ॥
 হুয়োধন নৃপতি করিব প্রতিকার ।
 সেই বলে কৃষ্ণদেব তাহার ঈশ্বর ॥
 এখন কাহার আমি লইব শরণ ।
 নাহি দেখি আমারে রাখিব কোন জন ॥
 যুধিষ্ঠির নরপতি ধর্ম্ম-অবতার ।
 ভ্রাতৃগণ আছে তার বিক্রমে অপার ॥
 রাখিতে পারিবে মোরে হেন লয় মনে ।
 এত ভাবি গেল রাজা যুধিষ্ঠির-স্থানে ॥
 ধর্ম্মরাজ-স্থানে গিয়া কৈল নমস্কার ।
 কহিতে লাগিল দণ্ডী কথা আপনার ॥
 শুন ধর্ম্ম নরপতি মোর নিবেদন ।
 কৃষ্ণ-ভয়ে লইলাম তোমার শরণ ॥
 দণ্ডী বলে অবধান কর ধর্ম্মরাজ ।
 এই বুড়ী পাইলাম অরণ্যের মাঝ ॥
 বনে হইতে বুড়ী আমি এড়াছি ধরিয়া ।
 কৃষ্ণ তাহা নিতে চাহে অস্তায় করিয়া ॥
 এই হেতু লইলাম তোমার শরণ ।
 শরণাগতে রাজা তুমি করহ রক্ষণ ॥
 শরণাগতেরে দয়া যে জন করএ ।
 সকল দানের ফল সেই জন পাইএ ॥
 ধর্ম্ম হেন খ্যাতি রাজা আছরে তোমার ।
 তোমা বিনে মোরে রক্ষা কে করিব আর ॥

এমত দণ্ডীর বাক্য শুনিয়া বিনয় ।
 কহিতে লাগিল তবে ধর্ম্ম মহাশয় ॥
 শুন দণ্ডী রাজা তুমি বড়ই অজ্ঞান ।
 ত্রিভুবন-কর্ত্তা সেই প্রভু ভগবান্ ॥
 সংসারের সার সেই দেব নারায়ণ ।
 তাহার অধীন আমি তনুহ রাজন ॥

যুধিষ্ঠির তর্কিত ।

সংসারের সার প্রভু অনাথের বন্ধ ।
 যার নাম স্মরণে তরএ ভবসিদ্ধি ॥
 সকল কৃষ্ণের মায়া যত আছে যার ।
 আমরা সকল কৃষ্ণের যত পরিবার ॥
 কৃষ্ণের চরণ সেবি দিবস রজনী ।
 কৃষ্ণ নাম বিনে আমি অন্ম নাই জানি ॥
 কৃষ্ণ-স্থানে অপরাধী হইতে না পারি ।
 শুন আমি কৃষ্ণের হই আজ্ঞাকারী ॥
 অতএব নাহিক আমার প্রয়োজন ।
 অন্ম স্থানে যার যথা পাইবে শরণ ॥

আত্ম-হত্যার চেষ্টা ।

এমত বচন ধর্ম-রাজার শুনিয়া ।
 বলিতে লাগিল দণ্ডী বিষাদ ভাবিয়া ॥
 একে একে বিচারিয়া চাহিল সংসারে ।
 কেহ ত শরণ দিএ না রাখিল মোরে ॥
 যত যত মহাজন প্রধান প্রধান ।
 শরণ লইলাম কেহ নাই দিল স্থান ॥
 সমুদ্র স্রমেয় আদি রাজা বিভীষণ ।
 নাগরাজ বাহুকি আদি রাজা হৃষ্যকেশন ॥
 ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলএ সংসারে ।
 কেহত শরণ দিয়া না রাখিল মোরে ॥
 প্রতিজ্ঞা করেছি আমি মনে হেন জানি ।
 প্রাণ যার তথাপি না দিব তুরঙ্গিনী ॥
 কৃষ্ণ-স্থানে অপবন হয়েছে আমার ।
 কুন (১) মুখে কৃষ্ণ-স্থানে বাব আমি আর ॥
 এত বলি দণ্ডী রাজা চড়ে তুরঙ্গিনী ।
 যথা গঙ্গাদেবী তথা যার নৃপমণি ॥
 মনে ভাবি দণ্ডী রাজা যার গঙ্গাতীরে ।
 তুরঙ্গিনী সহিত আমি তেজিব শরীরে ॥

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা পতিতপাবনী ।
 যুক্তিপদ গঙ্গাদেবী ত্রৈলোক্য-ভারিণী ॥

পতিতপাবনী গঙ্গা লোকে হিতকারী ।
ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা দেবী সুরেশ্বরী ॥
গঙ্গায় তেজিলে প্রাণ পাই মুক্তিপদ ।
এড়াব সকল দুঃখ যতেক আপদ ॥

এত বলি নরপতি গঙ্গায় নাশিয়া ।
স্নান করি প্রণমিঞা ভক্তিযুক্তি হঞা ॥
তুরঙ্গিনী লয়া-রাজা করাইল স্নান ।
গঙ্গাতে নাশিয়া ধায় তেজিতে পরাণ ॥
তাহা শুনি সেই স্থানে যত লোক ছিল ।
কৌতুক দেখিতে সবে একত্র হইল ॥
বিধাতা-নির্ধারিত কৰ্ম্ম থগুনে না যায় ।
কপালেতে যেই থাকে সেই হইতে চায় ॥
বলভদ্র-সহোদরী (১) পায়্যা সমাচার ।
গঙ্গাএ মরএ এক পুরুষ সুন্দর ॥
এক ঘুড়ী লইয়া নাছিল গঙ্গা-মাঝে ।
মরিতে নাশিয়াছে সে না জানি কি কামে ॥

এতেক বচন যদি শ্রুভদ্রা শুনিল ।
সকলগ চিত্ত হয়্যা সেই স্থানে গেল ॥
কূলেতে থাকিয়া ভদ্রা জিজ্ঞাসিল তারে ।
প্রাণ তেজ কেবা তুমি কহত আমারে ॥
রাজা বোলে তোমার কুন প্রয়োজন ।
শ্রুভদ্রা বলিল কহ ইহার কারণ ॥
দণ্ডী রাজা বলে কথা শুনহ সুন্দরি ।
অবন্তীর রাজা আমি দণ্ডী নাম ধরি ॥
এই তুরঙ্গিনী আমি বনেতে পাইলাম ।
নিজ দেশে আনি তারে গুপ্তেতে রাখিলাম ॥
ইহার বৃত্তান্ত কেহ না জানিল আর ।
কৃষ্ণকে বৃত্তান্ত নারদ গেল কহিবার ॥
ঘুড়ীর কারণে কৃষ্ণ দূত পাঠাইল ।
প্রতিজ্ঞা নিমিত্তে ঘুড়ী কৃষ্ণকে না দিল ॥

শ্রুভদ্রার বহুশ্রম ।

প্রাণ রক্ষা করিতে উপায় না দেখিরা ।
 গঙ্গার ঘরিতে আইলাম তুরঙ্গিনী লয়া ॥
 কে তুমি সুলক্ষী বট পুছ কি কারণ ।
 আমার কারণে কেন শোকাবুল মন ॥
 কাহার নন্দিনী তুমি কাহার বনিতা ।
 যদি চিত্ত লয় আপনার মোর কথা ॥

সুভদ্রা বলিল আমি কৃষ্ণের ভগিনী ।
 বলভদ্র-সহোদরা অর্জুন-দরগী ॥
 বহুদেব-তনয়া আমি স্তন নরপতি ।
 অর্জুন আমার পতি পাণ্ডব সন্ততি ॥
 তোমারে দেখিরা মোর হইল করুণা ।
 অবশ্য করিব আমি ইহার মন্ত্রণা ॥
 স্তন দণ্ডী রাজা ভয় না করিহ মনে ।
 তোমারে রাখিব তীম স্তনহ বচনে ॥
 আমার ভাসুর হন ধর্ম্মের কনিষ্ঠ ।
 তীমসেন মহাবীর বড়ই বলিষ্ঠ ॥
 সে তোমা শরণ দিয়া রাখিবে নিশ্চয় ।
 স্তন তুমি মহারাজা না ভাবিহ ভয় ।
 এত বলি রাজাকে রাখিরা সেই স্থানে ।
 চলিলা সুভদ্রা দেবী তীমের সদনে ॥
 ঘরে গিয়া উপস্থিত ভদ্রা পুরজন ।
 আশুবাড়ি আসি নিল পুরনারীগণ ॥

নারীগণ দেখি জিজ্ঞাসিল তীমসেনে (১) ।
 অভিমত্যা-জননী আইল কি কারণে ॥
 নারীগণ সযোধিরা বলে সুভদ্রার ।
 বড় কার্য্য হেতু আমি আইলাম হেথার ॥
 দণ্ডী নামে এক রাজা অবতী দেশের ।
 ঘরিতে আসিয়াছে ভয়ে গোবিন্দের ॥
 বনেতে পেরেছে খুড়ী ইহার কারণ ।
 না দিল কৃষ্ণেরে তেই জোধ অকারণ ॥

বুড়ী লইতে চাহে কৃষ্ণ তাহারে মারিয়া ।
 কৃষ্ণ-ভয়ে ভ্রমে রাজা সংসার ভরিয়া ॥
 মহা মহা নরপতির শরণ নিয়াছিল ।
 কেহ ত শরণ দিয়া তারে না রাখিল ॥
 এমত জনেরে রক্ষা যে জন করয় ।
 ইহার ফলের কথা সংখ্যা নাহি হয় ॥
 ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এই বেদের বিধানে ।
 শরণাগতেরে রক্ষা করি প্রাণপণে ।
 ক্ষেত্রী হয়্যা শরণাগতে না করি পালন ।
 বড়ই অধর্ম বেদে শাস্ত্রের লিখন ॥
 যতপি এহারে রক্ষা কর মহাশয় ।
 বড় ধর্ম হয় মোর বাক্যের পালন ॥
 ইহা না করিলে বড় হইব অপমান ।
 ইহার নিমিত্তে আইলাম তব স্থান ॥

ভীম-স্থানে কহে তবে যত নারীগণ ।
 সুভদ্রা কহিল আসি যত বিবরণ ॥
 এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বৃকোদর ।
 কিঞ্চিৎ হইল চিন্তা মনের ভিতর ॥
 ভীম বলে যদি রাখি দণ্ডী যে রাজন ।
 ধরে আনি বিষ যেন করয়ে ভক্ষণ ॥
 না রাখিলে হয় মোরে বড় অপবন ।
 ইহা হৈতে নাই মোর ক্ষেত্রীর পৌরুষ ॥
 ক্ষেত্রীর বংশেতে জন্ম লভে যেই জন ।
 শরণাগতেরে যেবা না করে পালন ॥
 তাহাতে ক্ষেত্রীর ধর্ম না রহে কিঞ্চিৎ ।
 লোকে অপবন হয় শুনিতে কুংসিত ॥
 নিত্য ধর্ম শাস্ত্র মত এইত আছয় ।
 প্রাণ দিয়া রাখিব শরণ যেবা লয় ॥
 এত বলি আপন দূত দিল পাঠাইয়া ।
 দণ্ডী নৃপতিরে ভীম আনিল ডাকিয়া ॥

তবে দণ্ডী নৃপতি ব্যাকুলিত চিতে ।
 উপনীত হৈল আসি ভীমের বিমিতে ॥

ভীমকে নৃপতি ভবে নমস্কার কৈল ।
 সাদর করিয়া ভীম আলিঙ্গন দিল ॥
 ভীমসেন জিজ্ঞাসিল শুন দণ্ডীরাজ ।
 আপন বৃত্তান্ত তুমি কহ কুন কায ॥
 কৃষ্ণের সহিত তোমার বিসম্বাদ কেনে ।
 কি হেতু তোমাতে ক্রোধ কৈল নারায়ণে ॥

দণ্ডীকে ভীমের অভয়-
 প্রদান ।

শুনিয়া নৃপতি ভয়ে বলিল বচন ।
 আশ্বোপাস্ত কহেন আপন বিবরণ ॥
 প্রাণ রক্ষা কর মোর শুন ভীমসেন ।
 মিথ্যা ক্রোধ আমায়ে করেন নারায়ণ ॥
 রাজার বচন শুনি কহে বৃকোদর ।
 শুন দণ্ডী রাজা তুমি না করিহ ডর ॥
 অভয় বচন রাজা দিলাম তোমাতে ।
 কিছু ভয় না করিহ আমার গোচরে ॥
 স্তম্ভদ্রা আমাতে কথা হইল সকল ।
 চিত্ত স্থির হয়্য থাক না হয় বিকল ॥
 ভীমের অভয় পায়্য দণ্ডী যে কহিল ।
 শুনিয়া স্তম্ভদ্রা দেবী মহাতুষ্ট হৈল ॥
 ভীমেরে স্তম্ভদ্রা দেবী নমস্কার কৈল ।
 সকল মৰ্যাদা আজি আমার রহিল ॥
 ভীমেরে বহুত স্তুতি স্তম্ভদ্রা করিয়া ।
 আপনার পুরে গেল হরষিত হইয়া ॥
 শ্রীভাগবতের কথা অমৃত সমান ।
 রাজারাম দত্ত বলে শুনে পুণ্যবান্ ॥
 প্রজ্ঞা করিয়া বেদা করএ শ্রবণ ।
 সৰ্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাজন ॥

পরীক্ষিত বলে মুনি করি নিবেদন ।
 তার পর কি হইল কহ তপোধন ॥
 মুনি বলে শুন রাজা অভিমত্যা-স্তুত ।
 একাদশ কৃষ্ণের কথা শুনিতে অক্লুত ॥
 এইরূপে হই চারি দিবস যে গেল ।
 সুখিত রাজা তবে সকল তদিল ॥

শুনিয়া হইল রাজা বড়ই চিন্তিত ।
কুকর্ষ করিল ভীম বড় অমুচিত ॥
জনর্দ্দন আমার কর্তা তার আমি দাস ।
তার সঙ্গে বাদ কৈলে জীবনের নাশ ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা নারায়ণ ।
রাজ্য-স্বথ ভোগ মোর তাহার কারণ ॥
হেন প্রভু সনে বাদ করিবার চায় ।
বিপরীত করেছে ভীম না দেখি উপায় ॥
এত বলি নৃপতি মাএর স্থানে গেল ।
মাএর গোচরে গিয়া সকলই কহিল ॥

শুন মাতা ভীমসেন প্রমাদ করিল ।
গোবিন্দের সঙ্গে ভীম বিবাদ বাড়াইল ॥
দুড়ীর কারণে দণ্ডী রাজার সহিত ।
কৃষ্ণ-সনে বিসম্বাদ হৈল উপস্থিত ॥
পৃথিবীর মধ্যেতে অবস্খী-নরবরে ।
কেহ ত শরণ দিয়া না রাখিল তারে ॥
ভীম তারে রাখিয়াছে দিয়াত অভয় ।
কৃষ্ণ-সঙ্গে বিসম্বাদ হইল নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের সহিত যদি বিসম্বাদ হৈল ।
ভীমসেন ওগো মাতা প্রমাদ ঘটাইল ॥
অতএব মাতা তুমি ভীম স্থানে যার ।
আপনি বাইয়া তুমি ভীমেরে বুঝার ॥
দণ্ডীরে রাখিলে মাতা হইবে প্রমাদ ।
গোবিন্দের সঙ্গে তবে হইব বিবাদ ॥
সম্বরে তাহারে ভীম দেউক ছাড়িয়া ।
যথা ইচ্ছা তথা আপনে বাড়ুক চলিয়া ॥

ধর্মরাজ-মুখে শুনি এতেক বচন ।
ভীমের নিকটে গেলো কুন্তী ততক্ষণ ॥
কুন্তী সহ একত্র হইয়া তিন ভাই ।
কীমতি উদ্ভবিল ভীমসেন-ঠাই ॥
মাতা দেখি ভীমসেন সন্মুখে উঠিল ।
সম্বাদ করিয়া আসন খানি দিল ॥

অর্জুন ও কুন্তীর
নিবেশ ।

অর্জুন বলিল তবে ভীমসেন ডাই ।
আমরা সকল আসিয়াছি তব ঠাই ॥
অভিমত দেখে এই তোমার গোচরে ।

* * * * *
দণ্ডীকে শরণ দিয়া রেখেছ আপনে ।
অপরাধী হৈলে ভাই গোবিন্দের স্থানে ॥
তুমি কি না জান কৃষ্ণ ত্রিভুবন-পতি ।
জানিয়া শুনিয়া তোমায় হইল কুমতি ॥
আমা সভাকার কর্তা দেব নারায়ণ ।
কত কত সঙ্কটেতে করিল তারণ ॥
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে কেন করি বিপরীত ।
সর্বথা না হয় ভাই এ কর্ম উচিত ॥
মাএর আদেশ আর ধর্মের বচন ।
সর্বথা উচিত নাহি করিতে লজ্বন ॥

অর্জুন-বচনে ভীম বড় ক্রোধ হইল ।
চক্ষু পালটিয়া তবে গর্জিয়া উঠিল ॥
কি নীত বুঝাছ তুমি কি না আমি জানি ।
কেন্ত্রি ধর্ম ছাড়ি কহ কাপুরুষ-বাণী ॥
যতেক দেখেছ সৃষ্টি সংসার তাহার ।
কত কত সঙ্কটেতে কর্যাছে উদ্ধার ॥
সর্বত্র বান্ধব আমি কৃষ্ণ হেন জানি ।
অতুল ভরসা তার চরণ দুখানি ॥
বে করে সৃজন সৃষ্টি সে করে পালন ।
সর্বত্রোতে আত্মরূপে আছেন নারায়ণ ॥
বড় বড় বিপত্তির সময় আমার ।
তাহার প্রসাদে আমি পুয়াছি নিস্তার ॥
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে আমি দণ্ডীর কারণে ।
অবশ্য করিব আমি যুদ্ধ তার সনে ॥

ভীমসেন প্রতিজ্ঞার
অটল ।

এতেক বলিল যদি বীর বুকোদর ।
ভীম সর্বোধিরা কুন্তী করিল উত্তর ॥
এ কথা উচিত নহে জন পুত্র মোরে ।
ইহাতে আছে মোর আরও নিয়তরে ॥

অগ্নির সমান ক্রোধ ভীমসেন হৈল ।

* * * *

ক্ষত্রিয় শরণাগতে না করে রক্ষণ ।

তাহার জীবন থাকে কুন প্রয়োজন ॥

দণ্ডীকে রাখিলাম ঐব কহিলাম তোমারে ।

যত শক্তি থাকে কৃষ্ণ করিবে আমারে ॥

ভীমের এতেক বাক্য কুন্তী দেবী শুনি ।

চলি গেলা যথা আছে ধর্ম-নৃপমণি ॥

যুধিষ্ঠির-স্থানে গিয়া সঁকলি কহিল ।

শুনিয়া নৃপতি মনে চিন্তিত হইল ॥

অর্জুন বলিল পুনঃ শুন মহাশয় ।

কৃষ্ণের সহিত বাদ উচিত না হয় ॥

ভীম বলে কঠে প্রাণ যাবৎ আছয় ।

দণ্ডীকে না ছাড়ি দিব রাখিব নিশ্চয় ॥

যদি মোর প্রাণ যায় ইহার নিমিত্তে ।

তথাপি না ছাড়ি দণ্ডী কহিলাম তোমাতে ॥

অস্ত্রায় করিয়া কার্য করিলা নারায়ণ ।

তে কারণ প্রাণভয়ে লইল শরণ ॥

এমত শরণাগতে ত্যাগ করিবারে ।

কুন শাস্ত্রে কহি আছে এমত বিচারে ॥

যতপি গোবিন্দ আইসে আমারে মারিতে ।

তোমরা সহায় হইয়া না আইস তাহাতে ॥

কৃষ্ণ কিম্বা বধে মোরে তারে আমি জিনি ।

না তেজিব দণ্ডী কতু বলিলাম বাণী ॥

ভীমসেন অর্জুনেতে হইল উত্তর ।

শুনিয়া আইল তবে ধর্ম-নৃপবর ॥

যুধিষ্ঠির ভীমেরে বহুত বুঝাইল ।

ক্রোধভাবে ভীমসেন কিছুই না বলিল ॥

তবে ভীম কখন ভাবেন মনে রয়া ।

ধর্মরাজ-স্থানে কহে বিনয় করিয়া ॥

তনু তনু ধর্মরাজ মোর নিবেদন ।

আপনে এমত বাক্য কহ কি কারণ ॥

তোমার বচন আমি বেদ-তুল্য মানি ।
 কদাচিত্ লজ্জি নাই শুন নৃপমণি ॥
 জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি এ কৰ্ম করিছি ।
 জুবন্ত রাধিব আমি মনেতে ভেবেছি ॥
 কঠেতে যাবৎ মোর প্রাণ যে থাকিব ।
 নিশ্চয় কহিলাম আমি দণ্ডী না ছাড়িব ॥
 যদি মোর প্রাণ যায় তাহার কারণ ।
 তথাপি তাহারে না ছাড়িব কদাচন ॥
 চরণে ধরিত্তা কহি করিত্তা বিনয় ।
 আর আজ্ঞা না করিহ ধর্ম মহাশয় ॥
 এই অপরাধ রাজা ক্ষমা কর মোরে ।
 যে করিতে পারে কৃষ্ণ করিবে আমারে ॥
 ভীমের শুনিত্তা রাজা এমত ভারতী ।
 মনে মনে ভাবে রাজা হৈল বিপরীতি ॥
 বিধাতা বিপাকে মোর কৈল উপস্থিত ।
 ভাবিতে ভাবিতে রাজা মনেতে চিন্তিত ॥
 এত ভাবি ধর্মরাজ নিঃশব্দ হইল ।
 ভ্রাতৃগণ-সঙ্গে রাজা মন্ত্রণা করিল ॥
 অর্জুন প্রভৃতি সঙ্গে লএ ভ্রাতৃগণ ।
 মন্ত্রণা করয়ে রাজা কি করি এখন ॥

প্রহ্লদের সৌত্য ।

হেথায় কৃষ্ণের দূত দণ্ডীদেশ হোতে ।
 দ্বারকা নগরে গেল কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
 কহিল কৃষ্ণের হানে সকল বৃত্তান্ত ।
 যে সকল হইল কহিল আশ্রোপান্ত ॥
 তুরঙ্গী লাগিয়া সেই দণ্ডী নৃপমণি ।
 পাত্র মিত্র বত ছিল বত রাজরাণী ॥
 পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা তুরঙ্গী লইয়া ।
 সে দেশ হইতে দণ্ডী গেল পলাইয়া ॥
 তনিক্রা কহিল কৃষ্ণ কথ্যএ বাইব ।
 বধা গেছে তথা গিয়া খুঁজিয়া মারিব ॥
 স্বর্গে বা পাতালে কিবা থাকে পুণ্ডরীক ॥
 আকাশে থাকয়ে কিবা থাকে সমুদ্রেতে ॥

অবশ্য পাইব লাগ ইহার ভিতর ।
মারিয়া আনিব ঘুড়ী সভার গোচর ॥

এই মতে তথা হইতে কত দিন গেল ।
দণ্ডীকে রেখেছে ভীম গোবিন্দ শুনিল ॥
দণ্ডী রাজা ভীমের শরণ লইয়াছে ।
ভীমহ শরণ দিয়া তাহারে রেখেছে ॥
যুধিষ্ঠির আদি করি বাক্য না শুনিঞা ।
রাখিলেন ভীম ত্বরে আশ্বাস করিঞা ॥
ত্রিভুবন মধ্যে যত সংসার ভিতর ।
যতেক বৃন্তান্ত সব জানে গদাধর ॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব বলে বহুপতি ।
বুঝিলাম পাণ্ডবের হইল কুমতি ॥
মোর স্থানে অপরাধ করে যেই জন ।
তাহারে অভয় দিয়া করয়ে রক্ষণ ॥
আমি তাহাদিগে অনুগ্রহ করি মনে ।
বন্ধু হেন আমার জানহ সর্বজনে ॥
এ কারণে মন্ত ভাবে রাখে সভাকারে ।
অবশ্য মন্ততা দূর করিব তাহারে ॥

এমত ভাবিয়া কৃষ্ণ সভাতে বসিয়া ।
প্রহ্মায়-কুমারে কৃষ্ণ আনিল ডাকিয়া ॥
কৃষ্ণ বলে প্রহ্মায় পুত্র শুন মোর বাণী ।
হস্তিনাতে বাহ যুধিষ্ঠির-রাজধানী ॥
পাণ্ডবের স্থানে কহ আমার সংবাদ ।
কেনে চাহে আমি সঙ্গে করিতে বিবাদ ॥
পাণ্ডব আমার বন্ধু সর্বদায় জানি ।
মোর বড় প্রিয় যুধিষ্ঠির নৃপমণি ॥
ধনঞ্জয় বীর মোর প্রিয় অতিশয় ।
কোন দিন পাণ্ডবের সনে অপমান (?) ॥
ইহাতে অন্তথা বড় হইবেক জানি ।
আমার পরম শত্রু দণ্ডী নৃপমণি ॥
সেই দণ্ডী ভীমের শরণ লইয়াছে ।
অতঃ পরে ভীম তাহারে রেখেছে ॥

পৃথিবীতে কেহ তারে না দিল শরণ ।
 তাহাকে রেখেছে ভীম কুন প্রয়োজন ॥
 অতএব বুঝিলাম চরিত্র তাহারে ।
 মোর সঙ্গে চাহেন বিবাদ করিবারে ॥
 যুধিষ্ঠির রাজাকে কহিল দ্রুত (১) বাণী ।
 দণ্ডীকে পাঠাএ দেহ সহ তুরঙ্গিনী ॥
 তবে তার সঙ্গে শ্রীত করিবে আমার ।
 নতুবা পাণ্ডবকুল সবংশে সংহার ॥
 আমার বিক্রম কি না জানে নরপতি ।
 কুন মতে বলে যুঝিবেক আমার সংহতি ॥
 এই কথা কহিয়া প্রহৃত্যে পাঠাইল ।
 ত্বরিত চলিয়া তবে হস্তিনাতে গেল ॥

যুধিষ্ঠির-চরণে গিয়া দণ্ডবৎ কৈল ।
 হাতে ধরি যুধিষ্ঠির আসনে বসাইল ॥
 যুধিষ্ঠির নৃপতি পুছিল সমাচার ।
 কিবা হেতু আগমন হয়েছে তোমার ॥
 কহ কামদেব আগে কৃষ্ণের কুশল ।
 তাহার প্রসাদে মোর সর্বত্র মঙ্গল ॥
 বলভদ্র আদি কহ সভার বৃত্তান্ত ।
 আর সকলের কথা কহ আত্মোপাস্ত ॥
 এমন রাজার কথা শুনি বারে বার ।
 কহিতে লাগিল তবে কৃষ্ণের কুমার ॥
 শুন রাজা কৃষ্ণ আছেন সর্বত্র কুশল ।
 দ্বারকাতে আছে রাজা অতি সুমঙ্গল ॥
 দ্বারকাতে আছেন আনন্দ যে সকল ।
 কিন্তু এক কার্য বড় দেখি অমঙ্গল ॥
 কৃষ্ণের সহিত কেন বাড়ায় লজ্জাণ ।
 এই হেতু মোরে কৃষ্ণ পাঠাইয়া দিল ॥
 সে সকল কথা কহি শুন মন দিয়া ।
 আত্মোপাস্ত কহি আমি শুন বিবরিয়া ॥

অবন্তীদেশের রাজা দণ্ডী দুরাচার ।

কৃষ্ণের সহিত হৈল শত্রুতা তাহার ॥

শরণ না পাইল সেই সকল ভুবনে ।

তারে আশ্বাসিয়া রাখিয়াছে ভীমসেনে ॥

এ কথা গোবিন্দ দেব আশ্চর্য্য শুনিয়া ।

আমাকে তোমার স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥

ঘুড়ী সঙ্গে দণ্ডীকে যে পাঠাইয়া দেউক ।

নতুবা অনর্থ বড় পশ্চাতে হবেক ॥

ইহাতে কল্যাণ রাজা নাহিক নিশ্চিত ।

কৃষ্ণের বিক্রম যত তোমাকে বিদিত ॥

জানিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ।

এই আমি কহিলাম শুন মহাশয় ॥

প্রহ্মায়ের বাক্য সব এমত শুনিয়া ।

নিঃশঙ্ক হইল রাজা মৌনব্রত হয়্যা ॥

তাহা শুনি কুপিত হইল ভীম বীর ।

উত্তর দিলেন বীর নির্ভয়-শরীর ॥

শুনহ প্রহ্মায় তুমি আমার বচন ।

রাজার দেখাহ ভয় কিসের কারণ ॥

দণ্ডীকে রেখেছি আমি আপনাত্ বলে ।

যে করিতে পারে কৃষ্ণ করুন গোপালে ॥

দণ্ডীকে বলহ তুমি অপরাধী করি ।

কোন পক্ষে অপরাধ বুঝিতে না পারি ॥

বনেতে পেয়েছে অশ্ব তার কিবা ভয় ।

কি কারণে করে কৃষ্ণ অধর্ম্ম আশ্রয় ॥

তে কারণে আসিয়াছে আমার সদনে ।

আমি রাখিয়াছি তারে অভয় বচনে ॥

তার পক্ষে রাখিয়াছি দণ্ডী রাজা আমি ।

অজ্ঞার করিতে চাহ কি কারণে তুমি ॥

কহ গিয়া কামদেব কৃষ্ণের গোচরে ।

যত শক্তি আছে কৃষ্ণ করুন আমারে ॥

ভীমের উক্তি ।

কানদেবের উত্তর ।

ভীমের বচন কাম এতেক শুনিএ ।
 কহিতে লাগিল তবে ভীমেরে বুঝাএ ॥
 শুন ভীম ভাল বুঝি নহিল তোমারে ।
 কৃষ্ণ প্রতি এত ক্রোধ কর বারে বারে ॥
 ঘেই নারায়ণ হন সর্বভূতে প্রাণ ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কর্তা ভগবান্ ॥
 তুমি দর্শ কর ভীম তাহার সহিতে ।
 কৃষ্ণের মহিমা-গুণ শুন আমা হৈতে ॥

দীন ।

প্রথমে ধরিলা প্রভু মীন-অবতার ।
 জলেতে মজ্জিল বেদ করিল উদ্ধার ॥
 বেদ বিনে ধর্ম কথা নাশ হয়ে ছিল ।
 হেন বেদ উদ্ধারিয়া ধর্ম রক্ষা কৈল ॥
 দ্বিতীয়েতে কুর্মরূপ ধরি নারায়ণ ।
 পৃষ্ঠেতে ধরিলা প্রভু সকল ভুবন ॥
 তাহার উপরে দেখ সংসারের ভার ।
 মানসে মানব-দেহ হৈল নৈরাকার ॥
 সেই প্রভু গোবিন্দেরে কর মন্দ জ্ঞান ।

কুর্ম ।

কুমতি হয়েছে তোমার বুঝিলাম মন ॥
 তৃতীয় বরাহরূপ ধরিয়া শ্রীহরি ।
 জলে হৈতে তোলে পৃথী দস্ত-অগ্রে করি ॥
 দশনের অগ্রে প্রভু পৃথিবী ধরেছে ।
 করিতে এ সব কর্ম কার শক্তি আছে ॥
 হিরণ্যাক্ষ হিরণ্য দৈত্যের নন্দন ।
 ইন্দিতে জ্বিলিল সেই এ তিন ভুবন ॥
 ইন্দ্র জ্বিলিল স্বর্গে হৈল পুরন্দর ।
 মর্ত্যলোকে গেল তবে সকল অমর ॥
 মহাঘ্ট হিরণ্যাক্ষ মহাবলবান্ ।
 বৃদ্ধ করিবারে তুমি চাইল নানা স্থান ॥
 ইন্দিতে লইল প্রভু তাহার জীবন ।
 সেই প্রভু অগস্ত-ঋষি ভগবান্ ॥
 হেন গোবিন্দেরে ভীম কর অঙ্গজ্ঞান ।

বরাহ ।

দরসিংহ ।

* * * * *
 হিরণ্যকশিপু দৈত্য হৈল তার পরে ।
 কল্প-ঔরসে জন্ম দিতির উরসে ॥

স্বর্গে যুদ্ধ করিয়া যে ইন্দ্র খেদাইল ।
 বহুকাল স্বর্গে সেই ইন্দ্র করিল ॥
 তাহার তনয় হৈল প্রহ্লাদ যে নাম ।
 বিষ্ণু-ভক্তি বড় সেই বৈষ্ণব গুণবান্ ॥
 অমুরের ধর্ম বিষ্ণুর নিন্দার বিষয় ।
 পুত্রেরে বৈষ্ণব দেখি বড় ক্রোধ হয় ॥
 মান্নিবারে চেষ্টা পাইল অনেক প্রকারে ।
 গোবিন্দ-প্রসাদে মৃত্যু না হৈল তারে ॥
 প্রহ্লাদেবের বলে তবে হিরণ্যকশিপু ।
 শুন রে পাণিষ্ঠ পুত্র তুমি মোর রিপু ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্বদা বলহ কি কারণে ।
 আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণে ॥
 তোর সেই নারায়ণ থাকয়ে কথায় ।
 কিরূপ ধরয়ে সেই কহত আমার ॥
 প্রহ্লাদ বলেন রাজা শুন মোর বাণী ।
 সর্বভূতে আছে প্রভু সেই চক্রপাণি ॥
 সর্বভূতে তার গতি আছে সর্ব ঠাই ।
 পরম পুরুষ সেই জগত গোসাঞি ॥
 রাজা বলে এই স্তম্ভ দেখি বিস্ময়মান ।
 ইহাতে কি আছে তোর প্রভু ভগবান্ ॥
 প্রহ্লাদ বলেন দৈত্য শুন মোর বাণী ।
 সর্বদা সর্বের মধ্যে থাকে চক্রপাণি ॥
 এত শুনি হিরণ্য যে দৈত্যের ঈশ্বর ।
 অমনি তীক্ষ্ণ খড়্গা লয়্যা উঠিল সত্বর ॥
 ভক্তের যে কার্য রক্ষা করিতে নারায়ণ ।
 স্তম্ভ হৈতে বাহির হইল ততক্ষণ ॥
 মহাভয়ঙ্কর মূর্তি ধরিয়৷ শ্রীহরি ।
 বাহির হইল তবে দেবতা মুরারি ॥
 হিরণ্যকশিপু দৈত্য প্রচণ্ড হুঁকার ।
 ইন্দিরে নখেতে চিরি করিল বিদার ॥
 দেবশক্তি ধরে সেই দেব ভগবান্ ।
 এমত জনারে জীম কর অপমান ॥

বামন ।

বলি-রাজা ছিল দেখ বিরোচন-হৃত ।
 সমরে দুর্জয় দৈত্য বিক্রমে অকৃত ॥
 ইন্দ্রকে জিনিঞা কৈল স্বর্গ অধিকার ।
 নানা মতে অবজ্ঞা করিল দেবতার ॥
 দেবতার উপকার করিতে নারায়ণ ।
 দুই পদে পৃথিবী জুড়িল ততক্ষণ ॥
 নাভিদেশ হৈতে এক পদ বাহির হৈল ।
 সেই পদে স্বর্গ মর্ত্য পৃথিবী জুড়িল ॥
 হেন মতে বলিকে পাতাল পাঠাইয়া ।
 স্বর্গেতে স্থাপিল তবে ইন্দ্রকে লইয়া ॥
 হেন শক্তি ধরে সেই প্রভু ভগবান্ ।
 এমত জনাকে ভীম কর অল্পজান ॥

পরশুরাম ।

পৃথিবী ক্ষত্রিয়-ডারে আক্রান্ত হইল ।
 অমদয়ি-ঘরে প্রভু জনম লভিল ॥
 রামরূপে পরশুরাম হৈল অবতার ।
 নিঃক্ষেত্রী করিলা ক্ষিতি তিন সাত বার ॥
 কার্তবীৰ্য্য রাজা ছিল ক্ষিত্রির প্রধান ।
 সহস্রেক বাহ ছিল মহাবলবান ॥
 পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ যে হইল ।
 সহস্রেক বাহ তার কুঠারে কাটিল ॥
 কাটিয়া শরীর তার খণ্ড খণ্ড কৈল ।
 ক্ষেত্রী হারি পরশুরাম নিঃক্ষেত্রী করিল ॥
 নদ নদী বহাইল ক্ষত্রিয়-কথিরো ।
 হেন প্রভু নারায়ণ অগত-ইবারে ॥
 কেন হুঁই অল্পজান কর বুকোদর ।
 এমত ভোমার কার্য্য নহে বীরবর ॥

রাম ।

ভ্রোতাবৃত্তে রামরূপে কলকথ-ঘরে ।
 অগ্নিগলক নারায়ণ কোশল্য-কর্ত্তরে ॥
 তনিরাছি লম্বন-রাজার সমাচাৰ্য্য ।
 নদ যুগে যুগি বাহ অগ্নিহিল ভাষায় ॥
 হরিল রামের লীলা সেইত রাবণ ।
 সমুদ্রে বাছিল রাম এইত কারণ ॥

পর্বত-পাথরে বাক্ষ শতক যোজন ।
কটক লইএ পার হৈল নারায়ণ ॥
সবংশে রাবণে রাম করিল সংহার ।
দেশেতে আনিল সীতা করিয়া উদ্ধার ॥
আর বত কৰ্ম্ম কৈল রাম-অবতারে ।
কন্তেক কহিএ আমি বুঝাব তোমারে ॥
সেই প্রভু নারায়ণ সংসারের সার ।
তারে অন্নজ্ঞান কর কুবুদ্ধি তোমার ॥

পূর্বে সেই নারায়ণ ক্ষীরোদ-সাগরে ।
নিদ্রায় আছেন প্রভু যোগ-অল্পসারে ॥
ব্রহ্মার কণ-মল হৈতে এক হইল বাহির ।
তাহে মধু কৈটভ জন্মিল ছই বীর ॥
প্রকাণ্ড শরীর সেই মহাবল ধরে ।
সম্মুখে দেখিয়া যায় ব্রহ্মা মারিবারে ॥
পলাইয়া যায় ব্রহ্মা অস্তুর দেখিয়া ।
বিষ্ণু-নাভি-কমলেতে প্রবেশিল গিয়া ॥
নিদ্রারূপে ভগবতী জগত-জননী ।
আজ্ঞা দিয়া মোহিত করিল চক্রপাণি ॥
প্রজাপতির কাতর শরণে নারায়ণ ।
জানিলেন মহাপ্রভু জগত-কারণ ॥
দেখিয়া অস্তুর চাহে ব্রহ্মা মারিবারে ।
মহাক্রোধ হয়্যা প্রভু বধিল তাহারে ॥
তার সম অস্তুরেতে বলবন্ত নাই ।
লীলার মারিল প্রভু জগত-গোসাঞি ॥

মধু-কৈটভ-শাসন ।

সেই প্রভু নারায়ণ জগত-কারণ ।
কুবক্রমে অবতার হইল এখন ॥
মহাবলবান্ কংস-রাজা মথুরাতে ।
বকাসুর অঘাসুর পুতনা সহিতে ॥
তুশাবর্ত কংসাসুর প্রলম্বাদি করি ।
শাশক-কর্ণগেড়ে হরি সকল সংহারি ॥
উল-আদি মারিল ভূপতি কংসাসুরে ।
করহিল কৰ্ম্ম-সেই গেল বম-ঘরে ॥

কুব ।

ত্রিশ অকোহিণী সেনা, সংহতি করিয়া ।
 জরাসন্ধ নৃপতি তবে মথুরাতে গিয়া ॥
 বারে বারে কৃষ্ণদেবে করেন বা জয় ।
 মারিয়া অনেক সৈন্য করিলেক ক্ষয় ।
 হেন জন সঙ্গে চাহ বিবাদ করিতে ।
 না হয় উচিত ভীম কহিলাম তোমাতে ॥
 মন্ততা হইয়া তুমি না দেখ এখনে ।
 সঙ্কটে পড়িবে যবে জানিবে তখনে ॥

ভীমের উত্তর ।

ভীম বলে যে বলিলে প্রহ্মাণ্ড কুমার ।
 ইহাতে তিলেক ভয় নাহিক আমার ॥
 যাহ তুমি কহিবা গিয়া গোবিন্দের স্থানে ।
 দণ্ডীকে রেখেছি আমি শুনহ বচনে ॥
 যত শক্তি থাকে কৃষ্ণ করুন আসিয়া ।
 দণ্ডীকে নেউন কৃষ্ণ আমারে জিনিয়া ॥

গদাধর দাসের জগন্নাথ-মঙ্গল ।

গদাধর দাস সিদ্ধিগ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ মহাভারতকার কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ-মঙ্গল রচনা করেন । বিশেষ বিবরণ কবি স্বয়ং জগন্নাথ-মঙ্গলের ভূমিকায় দিয়াছেন, তাহা পাদ-টীকা উদ্ধৃত হইল । (১)

কৃষ্ণ-বন্দনা ।

সর্বৈবব্য সর্বপ্রাণ

প্রথমহ ভগবান্

ত্ৰীনন্দ-নন্দন সুরেশ্বর ।

অতি আদি পুরাতনে

নিমি ইন্দু নবধনে

সদা নর-সুহৃদ-মনোহর ॥

(১) ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রাণী নাম । তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি
 সিদ্ধিগ্রাম ॥ অগ্রবীশের গোপীনাথের বাহু পদতলে । নিবাস আমার
 সেই চরণ-কমলে ॥ তাহাতে শান্তিল্য গোত্র দেব বে দেত্যাগি ।

তড়িৎ-নিমিত্ত পীত রবি-বক্ষ স্পোভিত
চির-শোভা সঘন চপলা ।
প্রক্লিষ্ট সরসিঙ্গ মুখ-শোভা কিবা তেজ
ভালে সিত সিঙ্খ-বশঃ-কলা ॥
দাক্ষায়ণী-বংশ-ধ্বংস সজ্জন-অবতংশ
শুভ্রা মুক্তা তবক রচিত ।
সূচাচর কেশ-ভাতি মল্লিকা মালতী যুঁথী
ভুঞ্জে চক্ষু বিকচ তড়িত ॥
উর্দ্ধরেখা আদি চিহ্ন শ্রেষ্ঠ সব সুলক্ষণ
ভক্তজনে জাতি প্রাণ ধন ।
শ্রীবৃন্দাবন ধাম ত্রিজগতে অমুপম
চিন্তামণি সুখদ সুন্দর ।
তথি মধ্যে কন্নতর শ্রীমুনি-মণ্ডন চারু
বিরাজেন নন্দকুমার ॥

দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি ॥ হুবরাজা সুবরাজা তাহার নন্দন ।
হুবরাজ পুত্র হৈল মিলএ যতন ॥ তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয় ।
তাহাতে জন্মিল স্তন এ তিন তনয় ॥ রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি ।
রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি ॥ প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর ।
চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥ প্রিয়ঙ্কর হৈতে এ পঞ্চ উত্তর ।
অম্ব সুধাকর মধুরাম যে রাঘব ॥ সুধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার ।
ভূমেন্দু কমলাকান্ত এ তিন কুমার ॥ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর ।
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥ দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্তি ভগবানে ।
রচিলা পাঁচালির ছন্দ ভারত-পুরাণে ॥ জগত-মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস ॥

ব্রহ্ম-পুরাণের বত শুনিয়া বিচিত্র । কত ব্রহ্ম-পুরাণের প্রভুর চরিত্র ॥
না বৃক্ষ পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে । তে কারণে রচিলাম পাঁচালির
মতে ॥ ইহা হইবে সর্বজন । ইহলোকে সুখ অস্তে গতি
নারায়ণ ॥ সপ্তমটি শকাব্দা সহ পঞ্চ শতে । সহস্র পঞ্চাশ সন্ দেথ লেখা
মতে ॥ নরসিংহ নামে দেথ উৎকলের পতি । পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে
নিতি ॥ জগন্নাথদেবা বিনে নাহি জানে আন । রাজ্য হরি রাজ্য
প্রাণ ধন ॥ অনেক করিল কার্য প্রভু জগন্নাথ । হৃষ্টজন দলন হৃঃখিত
জন তাঁত ॥ পুণ্ডরীক পালে প্রজা রাজ্য প্রজাগণ । জিনিঞা চন্দক-পুষ্প

বিভক্ত ললিত ভ্রাম কেশব রসের ধাম
 মিথ্যা ব্যর্থ কি দিব উপাম ।
 যত বিদগধ-ধ্বজে বিরাজে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
 লাজে পালাইল সব কাম ॥
 গোপ-গোপিকা সঙ্গ নানাবিধ ক্রীড়ারঙ্গ
 সমাপিত নিকুঞ্জ পুলিন ।
 নানারূপে বিহঙ্গম ভ্রাম-মন-মনোরম
 তরু ক্রম তমাল নবীন ॥
 বিকশিত কোকনদ কুমুদকুঞ্জে সুখপ্রদ
 অলিগণ গুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ ।
 বিকট কমল পরে মন্দবায়ু ক্রীড়া করে
 বৃন্দাবন অমিন্দ্য নিকুঞ্জ ॥
 অবতার সে মুনি ধ্যায় ভব পদ্মযোনি
 উদ্ধারিল জগম হাবর ।
 অশেষ দুঃখের হর্তা অক্ষয় নিশ্চয় দাতা
 না বুকে অবোধ গদাধর ॥

অঙ্গের বরণ ॥ রাজচক্রবর্তী সেই উৎকলের পতি । বর্ষ-ভ্রায় তোষণ
 করিল বহুমতী ॥ মহালয়া তাপি হয় বেরিজ সহর । উৎকল উত্তম তুমি
 নিকট নগর ॥ মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর । বিবেচনের বটি
 চিহ্নিত সেই স্থানবর ॥ দুর্গাদাস চক্রবর্তী পড়িল পুরাণে । তুমি পুরাণ
 বড় ইংসা হৈল মনে ॥ পাঁচালির মত রচি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন । নাহি সঙ্কি-
 জ্ঞার মোহ আ পঙ্কি ব্যসকরণ ॥ 'আমি অতি দুঃখিত করিছ রচন ।
 ভাগবত-গ্রন্থ করে শ্রীহরি-কীর্তন ॥ শ্রুতিতে যে জন ধরষ ইহায় সা লবে ।
 যদি বা 'অতঃ হরি-প্রসঙ্গ আসিবে ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদ-পদ বে করে
 আশ্রয় ॥ 'তব আমি পাদ-পদ ধারণ-অভয় ॥ ধীন ধীন চাহি আমি সে
 পদ-ধরণ ॥ চতুঃপাশ্বে যেন মন্তুকের মন ॥ সন্তোষ-সন্তোষ আছ-এ
 এক আদ । শ্রুতি-পাক ধীনকর জগৎ বার ॥ ইহাই কাল বিশেষ নাই
 আদার নিভার ॥ স্নান-করিতেছে জগৎ সাধারণ ॥ জগৎ-অনৈক্য অর্থ
 কঠোতে বিভার । জগৎ-কল কহে-বাল-সদাধর ॥

জগন্নাথ-বন্দনা ।

ধরণী লোটারে মাথা পরম মঙ্গলদাতা
 প্রথমে প্রণাম জগন্নাথ ।
 পরম পুরুষ ব্রহ্ম প্রকৃতি অব্যক্ত কর্ত্ত
 সর্ব ধর্ম এক প্রণিপাত ॥
 জান পাদপদ্ম-মর্ম পতিত-পাবনী জন্ম
 শিরে সদা ধরে সমানন্দ ।
 অনাদি-নিধান-দাতা অখিল ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা
 অনন্ত অদ্বৈত আদি করু ॥
 নীলার কঙ্কর নীলো লবণ-জলধি-কূলে
 চারি চারু চারি কলেবর ।
 নীলমণি-কলেবর নীলচক্রে বরকর
 সহিত নীলাক্ষি নীলাধর ॥
 ধন্ত ত্রীপুরুষোত্তম সিংহবনে নাহি সম
 যথার বিরাজে দেবরাজ ।
 বাহার উজ্জিষ্ট অন্ন শমন দমন চূর্ণ
 ব্রহ্মা বিষ্ণু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কাষ ॥
 নগ্ন নখিনী-পত্র অঙ্গণ বসম যত
 অধরোষ্ঠ পীযুষ-সমুদ্র ।
 আহাঙ্ক প্রাণের আশে আইসে মানব-বেশে
 ব্রহ্মা আদি রবি চন্দ্র ইন্দ্র ॥
 নবময় কুণ্ড আভা শশী কোটি মুখ-শোভা
 শরদিশু-ভিলক ললাটে ।
 ঐ মুখ-কর্ণে নরে নরক হৃতর তরে
 ঘোর দম্ব মারাবদ্ধ কাটে ॥
 ভক্ত-আশ্রিত-খণ্ড তুলি হই ভুজগু
 ব্রহ্মাণ্ড-আশ্রয় যার ছায়া ।
 সেনিষ্ঠ চন্দ্রক পীত বনমালা বিভূষিত
 অঙ্গদাদি কঙ্কণ বলরা ॥
 জগদ্রাজ্য-ধাম জয় জগন্নাথ দাম
 বসন্ত প্রবণে বিমাশে ।
 লোভনীয় জন্ম করি ঐ ভব হৃতর ভরি
 আচ্ছাদিত গদাধর দাসে ॥

ଚୈତନ୍ୟ-ବନ୍ଦନା ।

ଅବନୀତେ ଅବଧୌତ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ-ସୁତ
 ଚୂଡ଼ାମଣି ସନ୍ତାସୀ-ଆକାର ।
 ସନ୍ଦେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆର ସତ ଭକ୍ତବୁନ୍ଦ
 ଚରଣେ କରିয়া ପରିହାର ॥
 କ୍ଷିତି ଅସୁଧୀପ ଧନ୍ତ ଯାହେ ନବସୀମା ରମ୍ୟ
 ଧନ୍ତ ଧନ୍ତ ମିଶ୍ର ପୁରନ୍ଦର ।
 ସାହାର ସରେତେ ଜନ୍ମ ସନ୍ତାସୀର ରୂପ ବ୍ରହ୍ମ
 କରନ୍ତ କୌପୀନ ନଓଧର ॥
 ଧନ୍ତ ଶତୀ ଶୁଣବତୀ ଶୁଣେତେ କୋଶଲ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତି
 ଅଗନ୍ୟା ଆକୃତି ଅମିତି ।
 ଦୈବକୀ ଦେବହୃତି ଦୀର୍ଘାକା ଯଶୋବତୀ
 ରୋହିଣୀ ରେଖା ସତ୍ୟବତୀ ॥
 ଧନ୍ତ ସେ ଶୂର ଧନ୍ତ ଯାହେ ବସେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
 କ୍ଷିତିତଳେ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ।
 ଶୀର୍ଷ ହେମ ଅତି ଆତା ଶଶୀ କୋଟି ମୁଖ-ଶୋଭା
 ବାର ବେଳା ପାଷଣ-ଦଳନ ॥
 ସନ୍ଦେତେ ଅଦୈତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ-ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ
 ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହୈମବତୀ ।
 ଅଜଗ୍ରମେ ହରିଦାସ ଦେବଦାସ ଶ୍ରୀନିବାସ
 ମୁରାରି ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରୀପତି ॥
 ଶୂନ୍ୟ ଗୋପୀ ଆନନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ଭବାନନ୍ଦ
 ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଅହଂକାର ।
 ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାରଣ ନନ୍ଦ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତେ ଜ୍ଞାତ
 ସଦା ଗୋବିନ୍ଦେର ଶୁଣମାନ ॥
 ପୁରୁଷ କଳାକର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନୋହର
 ବିନୋଦିନୀ କାଳିନୀ କାନାହି ।
 ନିଶାନ୍ତ ଆଦିଲ ବନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେ ତତ୍ତ୍ୱହୀନ ସୁତ
 ବିଷୟ ବିଷୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ।
 ଅମାୟା ବାବାୟା ଆଦି ସତେକ ପାଷଣ ବାଧୀ
 ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସଦାୟା ବିକ୍ରମନ ॥
 ଦେବି ମୋରା ହେଲ ଶ୍ରୀ ନିଶାନ୍ତ ହେଲ ନନ୍ଦ
 ଗ୍ରାସେ କଳି ହେଲ ଦୁର୍ଜୟ ।

গোয়াজ গোড়পতি কালসর্প ছন্নমতি
 শিবা যেন দেখিয়া মাতঙ্গ ॥
 অভ্যন্তে অরুচি বড় তাহে মত্ত গদাধর
 নাহি হেতু অথ প্রতিকার ।
 ত্রীকুক্ষচৈতন্ত বিনে কেবা তারে হেন জনে
 পতিত-তারণ বল যার ॥

দ্বিজ পরশুরামের ভাগবত ।

সুদামা-চরিত্র ।

বাং ১২৩১ (১৮২৩ খৃঃ) সালের পুণি হইতে উদ্ধৃত করা হইল ।

রাজা পরীক্ষিতে যদি ব্রহ্মশাপ হইল ।
 গঙ্গার তীরেতে গিয়া মঞ্চার বাধিল ॥
 মঞ্চের উপরে বৈসে রাজা পরীক্ষিত ।
 চৌদিকে বসিলা তার বতেক পণ্ডিত ॥
 শুকদেব আদি করি বসিলা সর্কজন ।
 হেন কালে পরীক্ষিত করে নিবেদন ॥
 কহ কহ শুকদেব পরীক্ষিত বলে ।
 যে যে কর্ম গোবিন্দ করিলা কুতূহলে ॥
 সেই বাক্য বাহাতে কৃষ্ণের গুণ গাথা ।
 সেই শ্রবণে বাহাতে শুনি কৃষ্ণ-কথা ॥
 সেই হস্ত বাহাতে কৃষ্ণের কর্ম করি ।
 মন্তকের সার্থক হয় প্রণাম নারায়ণে ।
 চকুর সার্থক বলি কৃষ্ণের দর্শনে ॥
 এতেক বলি যদি রাজা পরীক্ষিত ।
 কৃষ্ণ-কথার শুক মুনি হৈলা আনন্দিত ॥

কৃষ্ণ কথার পরীক্ষিতের
 আনন্দ ।

শুন শুন পরীক্ষিত হয়্য একমন ।
 আছিল কৃষ্ণের সখা বিপ্র একজন ॥
 সুদামা তাহার নাম অগতে বিদিত ।
 পরীক্ষিত জানে সে বিচারে পণ্ডিত ॥

হৃদামার দারিত্র্য ।

লোভ মোহ নাহি তার নাহি অভিমান ।
 সংসারে দরিদ্র নাহি তাহার সমান ॥
 অতি বড় পতিব্রতা তাহার রমণী ।
 স্বামী-পরারণে সেত বড়ই সুখিনী ॥
 জীপুরুষে দুই জনে বড় হুঃখ পায় ।
 অনার্যাসে যেবা যুড়ে (১) তাহা মাত্র খায় ॥
 জীর্ণবস্ত্র পরিধান তৃণশৃঙ্খ ঘর ।
 অস্থিচৰ্ম্ম-সার মাত্র দেখি কলেবর ॥
 অন্নভাবে দুই জনার অন্ন হৈল দড়ি ।
 তৈলাভাবে দুহার গারে উড়ে খড়ি ॥
 এই রূপে দুই জনে করে গৃহবাস ।
 অনলে বসিয়া যেন ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥

একদিন বিপ্রপত্নী স্বামীর সাক্ষাতে ।
 কৃথাএ অজ্ঞান হৈয়া দাণ্ডাইল ষোড়হাতে ॥
 শুন শুন প্রাণনাথ সঙ্কল্প বাণী ।
 ত্রিভুবনে মোর সম নাহিক দুঃখিনী ॥
 অন্ন অভাবে শরীর রক্ষা নাহি পায় ।
 উদর পুরিয়া অন্ন খাইতে ইচ্ছা বার ॥
 উদরের অন্ন হইল রক্তত কাঞ্চন ।
 যদি কথা রাখ মোর করি নিবেদন ॥
 কুক হেন সখা তোমার দ্বারকা-নগরে ।
 লক্ষ্মী যার পদ সেবা অবিরত করে ॥
 হেন সখা বিত্তমানে এত দুঃখ পাই ।
 সব হুঃখ দুঃখ হব বাহ তার ঠাকি ॥
 জোমারে দেখিয়া ধন দিবেন প্রচুর ।
 ব্রাহ্মণীর এত বোল শুনিঞা ব্রাহ্মণ ।
 হাসিয়া বলিল বিপ্র শুনহ বচন ॥

মথুরাপ্রসঙ্গের পরামর্শ ।

বায়-প্রতিবাদ ।

শুরুকূলে কুক সঙ্গে পড়িতাত্ত বখন ।
 সখা বলি কুক মোরে বলিডেন তখন ॥

(১) বাহা বিনা পরিচয়ে লক্ষ হইত তাহারই জীর্ণবস্ত্র নির্বাহ করে ।
 অর্ধলোভ বা অর্ধচেতা ইহাযের ছিল না ।

আজি তেঁহ লক্ষীকান্ত দ্বারকা-ভুবনে ।
 আর নাকি আমাকে তার পড়িবেক মনে ॥
 অখিল ব্রহ্মাওপতি শিরোমণি সে ।
 কেনে মোরে ধন দিবেন আমি তার কে ॥
 শুনিঞা ব্রাহ্মণী কহেন স্বামীর সাক্ষাতে ।
 শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন ॥
 তাহার চরণারবিন্দ যে করে স্মরণ ।
 তাহারে আপনা দেন প্রভু নারায়ণ ॥
 বড় তুষ্ট হব প্রভু তোমা বহু দেখি ।
 আপনাকে দিবেন প্রভু ধন কিসে লিখি ॥
 লক্ষীকান্ত নারায়ণ জগতের সার ।
 তাহা বিহু দয়ার ঠাকুর নাই আর ॥

পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণী কহিল যদি এত ।
 শুনিঞা সুদামা বিপ্র হইলা সন্তিত ॥
 এমন পরম ভাগ্য হইব আমার ।
 দেখিব সাক্ষাতে আজি দৈবকীকুমার ॥
 এতেক শুনিঞা বিপ্র ব্রাহ্মণীকে কয় ।
 ঘরে কিছু আছে যদি দিবা উপায়ন ॥
 এ মোর পরম ভাগ্য কৃষ্ণ হেন সখা ।
 রিক্ত হস্তে কেমনে করিব তারে দেখা ॥
 শুনিঞা ব্রাহ্মণী এত স্বামীর উত্তর ।
 ভিক্ষা মাগিবারে গেলেন নগর ভিতর ॥
 চারি মুষ্টি ক্ষুদ্র ভিক্ষা পাইল চারি ঘরে ।
 প্রথমতঃ হেন গুলি লইল সাদরে ॥
 তত্ববলে বাধিয়া আনিল ক্ষুদের পুটলি ।
 স্বামীর আগে আনি দিল হয়্যা কুতূহলী ॥
 ক্ষুদের পুটলি বিপ্র নিল কাথে করি ।
 কক্ষ-দরশনে বান দ্বারকা-নগরী ॥

দ্বারকা ব্যাটী ।

পুনঃ পুনঃ স্বামি বিপ্র ভাবে মনে মনে ।

কেনেক হইব মোর কক্ষ-দরশন ॥

যে পদ অর্থরে ব্রহ্মা ভবানী দেবতা ।
 যে পদে জমিলা গঙ্গা মুক্তিপদ-দাতা ॥
 গোপী সব পূজা কৈল যমুনার কূলে ।
 তপস্কার ফলে পাইল কদম্বের তলে ॥
 হেন কৃষ্ণ কেমনে পাইব আমি দেখা ।
 না জানি কপালে মোর কিবা আছে লেখা ॥
 এতেক বলিয়া বিপ্র যান পথে পথে ।
 প্রবেশ করিল গিয়া সেই দ্বারকাতে ॥
 গোবিন্দ ভাবনা করি যাম দ্বারকাপুরী ।
 দেখিব সাক্ষাতে আমি দেবতা শ্রীহরি ॥
 সচিন্তিত হইলা তবে সুনামা ব্রাহ্মণ ।
 সূত্মর পুরীধান দেখিল তখন ॥
 এ ভব-সংসারে প্রভু মোরে কর পার ।
 দ্বিজ পরশুরাম গান কৃষ্ণ সখা যার ॥

সুদের পুটলি ককে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে
 কোথা কৃষ্ণ দৈবকীকুমার ।
 , পূর্বেতে আছিলে সখা ইবে যদি পাই দেখা
 তবে জানি মহিমা তোমার ॥
 এত বলি দ্বিজবর প্রবেশিলা এক ঘর
 সেই ঘরে প্রভু নারায়ণ ।
 লক্ষীর সহিত হরি আছিল শয়ন করি
 সখা দেখি উঠিলা তখন ॥
 আইস অহে প্রিয় সখা চির দিনে হৈল দেখা
 আজি মোর দিবস সকল ।
 ভাগ্যের নাহিক লেখা বন্ধুজনের সঙ্গে দেখা
 সুনামারে প্রভু দিলা কোল ॥
 তবেত ব্রহ্মাওনাথে ধরিয়া বিপ্রের হাতে
 বসাইল পালক উপরে ।
 প্রেমে অঙ্গ গদগদ ব্রাহ্মণের ছই পদ
 ধুয়াইলা প্রভু গদাধরে ॥

বিপ্রের পাদোদক লঞা আপন হস্তকে দিরা
 তবে দিল লক্ষীর অঙ্গকে । ৬

ভাগবত—দ্বিজ পরশুরাম—১৭শ শতাব্দী ।

৪৩১

নানা দ্রব্য উপহারে ভোজন করান তারে
মুখতুষ্কি তাহুল কর্পরে ।
তবে প্রভু চক্রপাণি অগুরু চন্দন আনি
ভূষিত করিলা দ্বিজবরে ॥
গোবিন্দ ব্রহ্মণ্য দেবে ব্রাহ্মণের পদ সেবে
লক্ষী দেবী চুলাএ চামরে ।
তাহা দেখি লোকজন বিষয় হইল মন
পরস্পর কহে সভাকারে ॥
শুন শুন ভক্ত লোক কৃষ্ণগুণ মোহে শোক
হরি-কথা অমৃতের ধার ।
দ্বিজ পরশুরাম গায় ভজিএ সে রাঙ্গা পায়
ভব-সিদ্ধ কিসে হব পার ॥

সখা-সন্মিলন ।

বসিলা সুদামা বিপ্র পালঙ্ক উপরে
ক্লিষ্টিতলে বসিলেন প্রভু গদাধরে ॥
কল্যাণ কুশল কহ কহ আগে সখা ।
চির দিনে আমার সহিত হইল দেখা ॥
গুরুকূলে আমরা পড়িতাম যখন ।
মনে কিছু পড়ে সখা সে সব কখন ॥
একদিন গুরুমাতা কহিল আমা সভাকারে ।
তুণ কাঠ বাছা সব কিছু নাই ঘরে ॥
রন্ধনের কষ্ট পাই তুণ কাঠ বিনে ।
কাঠ ভাজি বাছা সব আন গিয়া বনে ॥
গুরুমাতার আজ্ঞায় আমরা যত শিষ্টাঙ্গণ ।
কাঠ ভাজিবারে গেলাম গহন কানন ॥
গহন কাননে গিয়া সে পরিলাম মোরা ।
আচম্বিতে সভার দিশা হৈল হারা ॥
পথহারা হৈয়া মোরা ভ্রমি বনে বনে ।
কোন পথে কোথা আইলাম জানিব কেমনে ॥
কোনরূপে পথের করিতে নারি দিশা ।
রাতি উপস্থিত হৈল অন্ধকার নিশা ॥

বাল্যস্মৃতি ।

হৈববোধে বিধাতা হে বিপাকে লাগিল ।

অন্ধকার বহু বৃষ্টি কোথা হৈতে আইল ॥

বিপরীত ঝড় বৃষ্টি হইল অকস্মাৎ ।
 ঝড়না চিকুর পড়ে বন বজ্রাঘাত ॥
 পরস্পর সতে সত্যর হাতে হাতে ধর্যা ।
 হাতাহাতী করে সন্তে বন-মধ্যে ফির্যা ॥
 কাতর হইরা মোরা যত শিষ্টাগণ ।
 এই মত পথ চেরে ভ্রমি বনে বন ॥

হেথা গুরু কান্দেন কান্দেন গুরুমাতা ।
 ঝড় বৃষ্টি শিশুগুলি বধ হৈল কোথা ॥
 নিশি অবশেষ হৈল সূর্য্যের প্রকাশ ।
 গুরুদেব আইলেন করিতে তন্মাস ॥
 হেন কালে আমরা সব আইসি সেই পথে ।
 অমা সত্যর দেখি গুরু লাগিলা কান্দিতে ॥
 আইস আইস পুত্র সব আইসহ নিকটে ।
 কত দুঃখ পাইলে তোমরা বিবম সঙ্কটে ॥
 হায় হায় ভাগ্যে সত্যর রক্ষা হৈল প্রাণ ।
 গুরুদেবে মোরা সতে করিলাম প্রণাম ॥
 তবে গুরুদেব মোরে হরিষ অন্তরে ।
 অনেক আশিস কৈল অমা সভাকারে ॥
 তবে গুরুমাতাকে করিলাম নমস্কার ।
 লজ্জার সে আশীর্বাদ না কৈল অপার ॥
 আর কত কৰ্ম্ম করিলাম গুরু-নিকেতনে ।
 তাহা কথা কহি সখা সব আছে মনে ॥
 তবে তুমি কহ সখা আপন কুশল ।
 দ্বিজ পরশুরাম গান পুরাণের সার ।
 কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার ॥

বে প্রত্যবে আসিরাছেন গুহামা ব্রাহ্মণ ।
 সৰ্ব্ব-আত্মা ভগবান্ জানেন কারণ ॥
 ভগবন্তে কৃষ্ণগুলি এসেছে মোর ভরে ।
 লজ্জার কারণে কৃষ্ণ নাহি দেখে মোরে ॥
 গুহামার দারিদ্র্য ভগ্নাত্তে ভগ্নশাপি ।
 কৃষ্ণ হানিয়া কহে গুহামার দারি ॥

শুন শুন অহে সখা-সুদামা ব্রাহ্মণ ।
 কি এনেছ মোর তরে দিবা উপায়ন ॥
 অন্ন বুঝি হেন বলি নাই দেন মোরে ।
 ভক্ত আনি দিলে আমি লইত সাদরে ॥
 পত্র পুষ্প ফল জল দেয় ভক্ত লোকে ।
 অভক্তের অঙ্গে মৌর্য নাহি হয় ইচ্ছা ।
 তুমি কি এনেছ সখা না কহিয় মিথ্যা ॥
 এতেক ভাবিএ তবে দেব বনমালী ।
 কাড়িয়া লইল কৃষ্ণ কুদের পুটলী ॥
 ক্রন্দ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলা বনমালী ।

কৃষ্ণ লুপ্তন ।

আহা অহো প্রিয় সখা লজ্জা কর কেনে ।
 বড় সন্তুষ্ট আমি এই উপায়নে ॥
 এত বলি কৃষ্ণ সুদামার ক্রন্দ লইয়া ।
 এক মুষ্টি খাইলা কৃষ্ণ বড় তুষ্ট হৈয়া ॥
 আর এক মুষ্টি বেই লইলা খাইতে ।
 হেন কালে লক্ষ্মীদেবী ধরিলেন হাতে ॥
 যে খাইলে সেই ভাল না খাইও আর ।
 কত দিনে শুধে যাবে সুদামার ধার ॥
 বিপ্রে'র বিষম ধার বলিলাম তোমারে ।
 কত কাল খাটিব গিরা সুদামার ধারে ॥
 কৃষ্ণ বলেন লক্ষ্মীদেবি জানিছি সকল ।
 শুনেছ আমার নাম ভকতবৎসল ॥
 সুদামার ক্রন্দ শ্রবু খাইলা নারায়ণ ।
 তবে ত সুদামা বিপ্র আনন্দিত মন ॥
 হরিবে শরনে রহিলা কৃষ্ণের মন্দিরে ।
 অতীত মনে ভাবেন দেব গদাধরে ॥
 দ্বিজ পরশুরামে গান পুরাণের সার ।
 কিসের অভাব তাঁর কৃষ্ণ সখা বার ॥

শরনে রহিলা দ্বিজ কৃষ্ণের মন্দিরে ।
 সেই কালে লক্ষ্মীদেবী চিত্তেন অন্তরে ॥
 জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ শাল্য নারায়ণে ।
 কৃষ্ণের ধর্ম আমি শুনিব কেমনে ॥

বঙ্গ-বায় ।

বিশ্বকর্মা প্রতি
আদেশ ।

সংসারের মধ্যে ঋণগ্রস্ত যেই জন ।
ভাবিতে চিন্তিতে কালী তাহার জীবন ॥
ঋণ বৈ পাপ নাই সংসার-ভিতরে ।
তিন জন্ম সঙ্গে গোড়ায় বলিল সভারে ॥
একে সেই ঋণ আরে সুদামা ব্রাহ্মণ ।
কেমতে যাইব শোধ করিব কেমন ॥
এতেক বলিয়া লক্ষ্মী ভাবে মনে মন ।
বিশ্বকর্মা বলি তবে কৈলা স্মরণ ॥
আসিয়া সে বিশ্বকর্মা হেট কৈল মাথা ।
কি কারণে স্মরণ কৈলে জগতের মাতা ॥

লক্ষ্মী বলে বিশ্বকর্মা শুনহ বচন ।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি সুদামার ভবন ॥
উত্তম বন্ধানে কর তার মধ্যে ধর ।
তাহার কাছেতে রাখ দিব্য সরোবর ॥
ইন্দিতে বিশ্বকর্মা জানিল কারণ ।
শীঘ্রগতি গেলা সেই সুদামা-ভবন ॥

সুবর্ণের ঘর দ্বার অতি মনোহর ।
সুবর্ণের কলস শোভে চালের উপর ॥
চৌদ্দিকে বেড়িয়া দিল মনোরম গড় ।
গোধন বেড়ায় গৃহে কত পালে পাল ॥
তাহার কোণে সরোবর দেখিতে সুন্দর ।
ভ্রমর ভ্রমরী সব করে কলরব ॥
ঐশ্বৰ্য্যের সীমা নাই দাস দাসীগণ ।
হস্তী ঘোড়া দেখি যেন ইন্দের ভুবন ॥
নানা আভরণ অঙ্গে দিতে নাই সীমা ।
সরোবরে স্নান করে কতেক অঙ্গনা ॥

হুঃখিনী ব্রাহ্মণী হইল লক্ষ্মীর সমান ।
ভগবন্তর ফলে দয়া কৈল ভগবান্ ॥
সুবর্ণের ঘর দুয়ার সুবর্ণের শিঙা ।
করা মৃত্যু রোগ শোক কার নাহি গীড়া ॥
এই সব বিশ্বকর্মা করিয়া নির্দাণ ।
চারি দিকে চাহিয়া দেখে নিশি অবসান ॥

কোকিলের কলরব ডাকে কাকগণ ।
 বিপ্রে'র স্থান হইল যেন বৃন্দাবন ॥
 লক্ষ্মীর আজ্ঞায় হইল সকলি নিৰ্ম্মাণ ।
 বিশ্বকর্মা সহায় গেলা নিজ স্থান ॥
 হেথা অন্তরে জানিয়া লক্ষ্মী করিল গমন ।
 চক্রে'র কিরণ দেখি বিপ্রে'র ভবন ॥
 এক রূপে লক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণের সাক্ষাতে ।
 আর রূপে রহিলেন বিপ্রে'র গৃহেতে ॥
 ভবসিদ্ধ মহাশয় কেমনে হব গতি ।
 দ্বিজ পরশুরাম গান গোবিন্দ ভকতি ॥

রাত্রি প্রভাত হইল উঠিলা ব্রাহ্মণ ।
 গোবিন্দ সহিত যে কবিল আলিঙ্গন ॥
 বিপ্র বলেন প্রভু আমি যাই নিজ-বাস ।
 জন্মে জন্মে না ছাড়িব রাঙ্গাপদ আশ ॥
 এতেক বলিয়া দ্বিজ হইলা বিদায় ।
 প্রণাম করিলা কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পায় ॥
 লজ্জা হেতু বিপ্র কিছু না মাগিল ধন ।
 বিদায় হইয়া বিপ্র যান নিকেতন ॥
 পথে পথে যায় বিপ্র ভাবেন অন্তরে ।
 স্ত্রী আমারে পাঠাইল ধন মাগিবারে ॥
 লজ্জার কারণে আমি না মাগিল ধন ।
 স্ত্রীকে কি বলিব গিয়া নিকেতন ॥
 সৰ্ব্ব-আত্মা ভগবান্ জানেন সকল ।
 কেনে ধন নাঞি দিলেন ভকত-বৎসল ॥
 ধনে লুপ্ত হয়্যা পাছে পাসরিভাম তারে ।
 এই হেতু ধন কৃষ্ণ নাই দিলেন মোরে ॥
 অন্তএব বুঝিলাম কৃষ্ণ বড় দয়াময় ।
 এতেক আদর কৈল কৃষ্ণ মহাশয় ॥
 অপূৰ্ণ প্রভুর দ্বারা বুঝিলাম কারণ ।
 জীবিতে চিন্তিতে দ্বিজ আইলা নিকেতন ॥
 স্বয়ং পুরীধাম দেখেন সম্মুখে ।
 দ্বিজ পরশুরাম গান শুন সৰ্ব্বলোকে ॥

হুদামার বিন্দর ।

দাড়াইয়া হুদামা বিপ্র দেখে পুরীখান ।
 সূর্য্য-সমান আভা শোভিত বিমান ॥
 বিচিত্র উজ্জান উপরে মনোহর ।
 কোকিলের কলরব শুভ্রে ভ্রমর ॥
 চতুর্দিকে শোভা করে দিঘী সরোবর ।
 প্রফুল্ল কুমুদ কল্লার তাহার উপর ॥
 অমুক্ষণ দাস দাসী অপূর্ব্ব অঙ্গনা ।
 সরোবর-ঘাটে করে অঙ্গের মার্জ্জনা ॥
 পুরীখান দেখিয়া ভাবেন দ্বিজবর ।
 কোন রাজা আসি মোর নিল বাড়ী ঘর ॥
 এইখানে ছিল মোর ঘরের কুড়্যাখানি ।
 কোথাকারে গেল মোর হুংখিনী ব্রাহ্মণী ॥
 হেন রত্নময় পুরী কে করিল না জানি ।
 উদর-আলায় কিবা তেজিল পরাণী ॥
 মাতা পিতা নাই কেহ ভাই সহোদর ।
 ত্রিভুবনে নাহি কেহ যাবেন কার ঘর ॥
 গিয়াছিলাম কৃষ্ণের ঠাঞি মাগিবারে ধন ।
 এই হেতু মোরে বিড়ম্বিল নারায়ণ ॥
 কেমনে জানিব বিড়ম্বিব নারায়ণ ॥
 কেমনে জানিব বিড়ম্বিব বে গোবিন্দে ।
 দাঁড়াইয়া ধরিতাম তার চরণারবিন্দে ॥
 দাড়াইয়া হুদামা বিপ্র ভাবে মনে মন ।
 তাহা দেখি যত সব দাস দাসীগণ ॥
 যাইয়া কহিল সব ব্রাহ্মণীর কাছে ।
 হুংখিত ব্রাহ্মণ এক দাড়াইয়া আছে ॥

এত শুনি বিপ্রনারী হইলা সচিতি ।
 হুংখিত ব্রাহ্মণ নর মোর প্রাণের পতি ॥
 দাস দাসী সহিতে বান স্বামীরে আনিতে ।
 লক্ষ্মী যেন চলিলেন কৃষ্ণ সন্তাবিতে ॥
 বাড়ীর বাহির হৈলা বিপ্রের রমণী ।
 চিনিতে না পারে বিপ্র আপনার ব্রাহ্মণী ॥
 স্বামীর চরণে গিয়া কৈল নমস্কার ।
 বিপ্র বলে কে তুমি কহ সন্দেহ ॥

এখানেতে ছিল মোর খড়ের কুড়াখানি ।
 তোমার সম্পদ সব ঘরে আইস তুমি ॥
 তখন স্তদামা বিপ্র বুকিলা নিশ্চয় ।
 এ সব সম্পদ দিল কৃষ্ণ মহাশয় ॥
 ব্রাহ্মণী সহিত তবে প্রবেশিলা সেই ঘরে ।
 লক্ষ্মী নারায়ণ যেন হইল প্রভুবে ॥
 স্তবর্ণের ঝারিতে দাসী আনিলেক জল ।
 আপনি ধুইলা প্রভুর চরণ-কমল ॥

সেই পাদোদক-জল লয়ে আপনাব মস্তকেতে দিল ।
 আনন্দ-সাগরে ভাসি সীমা না পাইল ॥
 দিব্য বস্ত্র আনি দিল পবিত্র তরে ।
 অগুরু চন্দন দিল সকল শরীরে ॥
 নানা দ্রব্য উপায়ন করিল ভোজন ।
 স্তবর্ণময় পুরী দেখি ইন্দের ভুবন ॥
 এত বলে মত্ত হৈলা স্তদামা ব্রাহ্মণ ।
 অমুক্ষণ মনে সেই গোবিন্দ-চরণ ॥

শুন শুন সর্ব লোক হুয়া একমন ।
 স্তদামার দারিদ্র্য ভঙ্জিয়া নারায়ণ ॥
 একেথা শুনিলেক যোবা হয়ে একমন ।
 তাহাকে তো দয়া করেন লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
 এই উপাখ্যান যোবা লিখে রাখে ঘরে ।
 তাহাকে যে দয়া করেন লক্ষ্মী গদাধরে ॥
 বিপ্র পরশুরাম গায় পুবাণের সাব ।
 কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা ঘাষ ।
 এতদূরে স্তদামা-চরিত্র হৈল সাধ ।
 হরি হরি বল সন্তে অমর সভায় ॥

শঙ্কর দাসের ভাগবত ।

(রচনা-কাল ষষ্ঠীয় অষ্টাদশ শতাব্দী ।)

দোল-লীলা ।

শ্রীকৃষ্ণের বেশ ও
দোলায় আরোহণ ।

স্বর্গ-গঙ্গাজল তবে ব্রহ্মাএ লইয়া ।
কৃষ্ণকে করায় স্নান আনন্দিত হইয়া ॥
দানোদক শিরে নিল সর্ব দেবগণ ।
কৃষ্ণেরে করায় সর্ব অঙ্গ-মার্জ্জন ॥
ইন্দ্র পরায় তবে বিচিত্র বসন ।
সর্বাস্থে লেপন কৈল অগুরু চন্দন ॥
চরণে নুপুর দিল রশনা কোমরে ।
নানা রঙ্গে নিরমিত বলয় ছই করে ॥
কুজযুগে তাড় দিল অতি মনোহর ।
রত্নের কুণ্ডল কর্ণে দেখিতে সুন্দর ॥
নানা রঙ্গে নিরমিত গজমতি হার ।
আজ্ঞামূলধিত দিল গলে বনমাল ॥
ভালে গোরোচনা দিবা করি ফোটা ।
নীল মেঘেতে জেন বিজলীর ছটা ॥
মস্তকে মুকুট দিল বিচিত্র নির্মাণ ।
তুলনা দিবার নাহি তাহার সমান ॥
শ্রীকৃষ্ণের বেশ কৈল দেব পুরন্দর ।
মহেশ খুইল নাম দেবের ঈশ্বর ॥
কহিল ব্রহ্মারে শিব গুনহ বচন ।
দোলে চড়াইল কৃষ্ণ করিয়া শুভক্ষণ ॥
শুভক্ষণে দোলে চড়েন দামোদর ।
পুষ্পযুগি করিলেন দেব পুরন্দর ॥
দেব-দেবেশ্বর কৈল দোলে আরোহণ ।
সকল দেবতা কৈল চরণ বন্দন ॥
কৃত্র পিতামহ শত্রু আর দিবাকর ।
দোলের পীড়িতে তারা উঠিল সঙ্কর ॥
চারি কোণে চারি দেব আসন ধরিয়া ।
কৃষ্ণকে দোলায় তারা আনন্দিত হৈয়া ॥

লক্ষী সরস্বতী হুহে চামর চুলায় ।
গন্ধর্ব্বেরে সুররাজা ডাকিয়া আনায় ॥

শুন শুন গোপ ভাই আমার বচন ।
ফাগু খেলিবারে কৃষ্ণ গেলা বৃন্দাবন ॥
দধি দুগ্ধ কলা চিনি চিড়া নারিকেল ।
নানাবিধ উপহার আনিহ সত্ত্বব ॥
অপূর্ব্ব তাহুল ফাগু স্নগন্ধী আবিব ।
চালাহ শকট ভরি যমুনার তীর ॥
সকল গোপে চলে যেন ছুই সাবি কবিয়া ।
নৃত্য গায়েন ডাকিয়া আনে বাজনিয়া ॥
নন্দের হুয়ারে বাজ উল্লাস বাজিল ।
দোলা ঘোড়া পদাতিক সকল সাজিল ॥
সকল গোপেরে নন্দ আদেশ করিল ॥
চল চল ভাই সব যাই বৃন্দাবন ।
প্রাতঃকালে নন্দঘোষ কবিল গমন ॥
নাটুয়া গাওন বাজ আগে চালাইয়া ।
তার পিছে নন্দ যায় * * ॥

* * আমলকী লইয়া কুন্তল ঘসিল ।
স্নান করে বিষ্ণুতৈল অঙ্গেত মাখিয়া ।
কিশোরী করয়ে বেশ চিকণী লইয়া ॥
অগুরু চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কন্তুরী ।
অঙ্গে অঙ্কুলেপন করেন পত্রাবলী ॥
পায়ের অঙ্কুলির মধ্যে পিছিয়া (১) পরিল ।
কনক নুপুর ছুই চরণেতে দিল ॥
দিব্য বস্ত্র পরিলেন সকল রমণী ।
তথির উপরে দিল কনক-কিঙ্কণী ॥
গজ-দন্ত-শঙ্খ দেপিতে সুন্দর ।
সুবর্ণ-কঙ্কণ ছিল দিল তথির উপর ॥
মানা-রত্ন-নিয়মিত বাজুবন্দ সাজে ।
বিচিত্র নিশান তাড় ভুজমাঝে ॥

রাধিকার বেশ ।

করের অঙ্গুলি মধ্যে রতন অঙ্গুরী ।
হৃদয়ে পরিল সব লক্ষের (১) কাঁচুলি ॥
কর্ণে কনকপাতা পরিল সুন্দর ।
সাতলবী হার পরে অতি মনোহর ।
রজত কাঞ্চন গজ-মুকুতা প্রবাল ।
গাঁথিয়া পরিল হার দিব্য রত্ন-মালা ॥
নাসিকাতে নাকস্থানা বিচিত্র গঠন ।
শ্রবণে পরিল সতে স্বর্ণের ভূষণ ॥
নয়ন গঞ্জন যুগে পরিল কজল !
ললাটে সিন্দূব তার করিছে উজ্জল ॥
সিন্দূবেব চারিদিকে চন্দন শোভয় ।
সুধাকর-মধ্যে যেন অরুণ উদয় ॥
কাঞ্চন নির্মিত শিরে মুকুট পরিল ।
যজ্ঞেব্র জাদ (২) দিয়া কুন্তল বাঁধিল ॥
নিতম্বে দোলরে বেণী দেবিয়ে সুন্দর ।
বিচিত্র সুতলী দিল মস্তক উপর ॥
কবিল অঙ্গের বেশ সব ব্রহ্ম-রামা ।
ত্রিঙ্গগতে দিতে নাহি তাহার উপমা ॥
রুদ্ধে ভেটিবারে চলে রাধা ঠাকুরাণী ।
নন্দ-যশোদার কিছু গুনহ কাহিনী ॥

জীবন চক্রবর্তীর ভাগবত ।

বাং ১১০৩ সনের (১৭০৫ খৃঃ) পুঁথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

যমুনার তরঙ্গ-দর্শনে গোপীগণের উৎকণ্ঠা ।

গোপীয়ে করিতে পার চলে কৃষ্ণ কর্ণধার

নায়া 'ହେଁରା' ରହିଲା ଆପନି ।

জানিঞা প্রভুর ছল যমুনা অগাঁধ জল

অস্তি যোগে চলে তরঙ্গিনী ॥

(১) কাঁচুলী শব্দের পূর্বে "লক্ষ" শব্দ আরই প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়। "লক্ষ" অর্থ "লক্ষ টাকা মূল্যের" বস্তু বা বস্তু হইত।

(২) লক্ষ টাকা মূল্যের বর মণিখচিত কিনা।

মথুরায় গোপনারী স্নেহে বেচা কেনা করি
সভে বলে চল যাত্র ঘর ।

যাইতে অনেক দূর আছে বৃকভানু-পুর
বেলা হইল তৃতীয় প্রহর ॥

বুড়ি বলে চল সভে বিলম্ব না কর তবে
এত বলি গমন করিত ।

পরিহাস সখী-সঙ্গে হাসিতে খেলিতে সঙ্গে
ঘমুনীর কূলে উপনীত ॥

ঘমুনীর জল দেখি গোপী বলে ওগো সখি
আজি বড় বিপরীত হয় ।

মথুরা-গমন কালে যাই এক হাটু কূলে
আসিতে সকল জলময় ॥

সহস্র। ঘমুনীর জল-
বৃদ্ধি-দর্শনে গোপীদের
আশঙ্কা ।

কি করি কোথায় যাই উপায় না দেখি রাই
কেমনে হইব মোরা পার ।

কি ক্ষণে আপনা খাইয়া আইলাঙ বাহির হইয়া
ঘরে যাইতে না পাইল আর ॥

প্রথমে আসিতে পথে ঠেকিলাঙ ডানিৰ হাতে
বড়াই করিল বিমোচন ।

বিচারিয়া কহ মোরে এইত বিষম ঘোবে
পার করে নাহি হেন জন ॥

বেচিতে আইলাঙ দধি পথে এত ঠেক যদি
জানিলে আসিতাঙ মোরা কেনি ।

বড়াই (১) সকল জান তবে না বলিলে কেন
এবে পার করহ আপনি ॥

হাসিয়া বড়াই বলে পার হৈয়া যবে গেলে
না বুঝিলে তখন এমন ।

আসিতে বাঢ়িল জল না জানি কি করি ছল
যোনে দোষ দেহ অকারণ ॥

(১) বড়াই—বৃদ্ধাধিনের বৃদ্ধা রমণী, ইনিই যোগময়া, রাধা-কৃষ্ণ-
মিলনের কারণ ।

তোমার ঘোবন দেখি কেবা মনে হৈল স্মৃতি
পথে করে এ সব অজ্ঞান ।
মথুরার বেচি কিনি পথে ঠেক নাঞি জানি
মোরা আসি বাই এত কাল ॥
সভে বলে ওগো বুড়ী উপায় বল পাএ পড়ি
কেমনে হইব মোরা পার ।
তুমি না করিহ রোষ সকলি আমার দোষ
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥
বুড়ী বলে দেখ চায়া অবশ্য থাকিব নায়া
দূরে আমি দেখিতে না পাই ।
তুনি বড়াইর কথা গোপীগণ হরমিতা
ভাল ভাল বলিলা বড়াই ॥

নৌকা-খণ্ড ।

গোপীগণ দূরে চায় তরী দেখিবারে পার
নায়া বলি ডাকে মনে মন ।
কেহ দেই করসান মনে হরষিত কান
তরী লইয়া আইলা তখন ॥
কথো দূরে রাখি তরী গোপীর বদন হেরি
বলিতে লাগিলা কর্ণধার ।
ডাকিলে কিসের তরে কেনে নাহি বল মোরে
কোথা যর কি নাম তোমার ॥
গোপী বলে শুন নায়া আমার গোপের মায়া
যর মোর গোকুল-নগরে ।
গিরিছালাও মধুপুরী দধি বেচা কেনা করি
পুনরপি সতে বাই যরে ॥
আপনার দান (১) লেহ সত্য পার করি দেহ
বিলম্ব না করহ কর্ণধার ।
তুনিঞা গোপীর বাণী হাসিলা রসিক-মণি
বলিতে লাগিলা পুনরবার ॥

আমার বচন শুন মোরে ডাক কি কারণ
বিবরিয়া কহিবে সকল ।
চক্রবর্তী নারায়ণ তত্ত্ব পুস্ত্র জীবন
রচিলেন ত্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল ॥

আমার বচন শুন গোপেব অঙ্গনা ।
আসিতে ঘাইতে কত পাইলে যন্ত্রণা ॥
বেলা হৈল অবসান দূরে আছে ঘর ।
ছই চারি নহ গোপী দেখিএ বিস্তর ॥
পুরাতন তরী মোর নাহি সহে ভাব ।
কেমনে করিব আমি এত গোপী পার ॥
আজিকার মত যদি থাক এইখানে ।
কালি পার করি দিব বড়ই বিহানে ॥
পুরুষ নাহিক সঙ্গে যদি বাস ভয় ।
আমি নাঞি যাব ঘর কহিল নিশ্চয় ॥
তবে যদি না থাকিবে আমার বচনে ।
বহুপণ (১) কর্যা কড়ি লব ভনে ভনে ॥
যে করিতে পারি (২) তাহা আজি করি পার ।
প্রভাতে করিব পার বেবা থাকে আর ॥
তরঙ্গিণী-তরঙ্গ দেখিতে লাগে ভয় ।
কেমনে সকল গোপী আজি পার হএ ॥

নেয়ের সঙ্গে বিতর্ক ।

শুনিলে সকল গোপী বত বত জন ।
চাকুরাই (৩) করি সতে ভাবে মনে মন ॥
ঠেকিল দানীর হাতে কিবা পুনর্কার ।
সেই মত যত কথা কহে কর্ণধার ॥
রূপ শোভা দেখি যেন নবীন যৌবন ।
কেহ বলে নায়া কিবা করিল এমন ॥
অস্তর জানিঞা কেহ না কবে প্রকাশ ।
বড়াইরে বৈল গোপী হইল জাতিনাশ ॥
আজি কর্ণধার যদি নাই কবে পাব ।
ভবনে গমন তবে না হইবে আর ॥

(১) আট পণ ।

(২) বতটিকে আজ পার করিতে পারি ।

(৩) চাকুরাই ।

এই স্থানে মোরা যদি আজি রাজি রই ।
কুলটা রমণী বলি নাই লবে কোই ॥
শুন গো বড়াই আমি কহি ইতিহাস ।
যেন মতে শুদ্ধাছি সীতার বনবাস ॥

সীতার কাহিনী ।

এক রজকের নারী অযোধ্যা-নগরে ।
বজ্র দিতে লয়ে গেল গৃহস্থের ঘরে ॥
দেবতা আইল বৃষ্টি এমন সময় ।
কত নিশি গেল ঝড় বদ্বিষণ হয় ॥
নিশিকালে রজকিনী আইল ভবনে ।
রজক দেখিয়া তারে করএ তর্জনে ॥
এত রাজি কোথা ছিলি তুঞি একাকিনী ।
তোরে আর না লইব দূর হ পাণিনি ॥
রাম যেন সীতা লইয়া রাখিলেন ঘরে ।
তেমত পাইলি মোরে তুঞিত আমায়ে ॥
লোকের চরিত্র রাম জানিঞা আপনি ।
নগরে ফিরিতেছিলা শুনিলা কাহিনী ॥
রজকের বাণী শুনি কলঙ্কের ভয় ।
সীতা-সতী বনে পাঠাইলা মহাশয় ॥

প্রথমে যখন বাই মধুরার পথে ।
ঠেকেছিলাও সুঞি এক গোড়ারের হাতে ॥
শুনিয়াছি লোক মুখে হেন সব কথা ।
রজনী বন্ধিতে মোরা নারিব সর্বথা ॥
বিপাকে পড়িয়া যদি থাকে এইখানে ।
যরের বাক্যবগণ ইহা নাঞি জানে ॥
বসুপণ মাগে নায়া গ্রহপণ (১) দি ।
আজি দিক পার করি শুন গোপের কী ॥

এত শুনি বৃদ্ধী বলে শুন গোপীগণ ।
কর্ণধারে দেখিয়া কেমন করে মন ॥
নাহিক যৌবন মোর কি করিব আর ।
দেখিয়া থাকিব রূপ রজক যেনে পার ॥

হাসিয়া বড়াই পুনঃ কহিল কখন ।
 'কর্ণধারে বলে কিছু বিনয় বচন ॥
 পার হইতে তোমা সভার যদি থাকে সাধ ।
 না কর নায়ায় সঙ্গে তোমরা বিবাদ ॥
 সাধিতে আপন কায কিবা নাই করি ।
 বিবাদ হইয়া পাছে লয়া যায় তরী ॥
 তোমায়ে মরম কহি নায়া যাহা চায় ।
 পার হৈয়া চল সবে আমি দিব দায় ॥
 এত শুনি ঝিনোড়িনী কহিল তখন ।
 শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল-গীত জীবন রচন ॥

শুন ভাই কর্ণধার গোপীগণে কর পার
 ধর্মপথে তুমি দেহ মন ।
 আমরা অবলা হই নিশি যদি এথা রই
 ছাড়িব সকল বন্ধুগণ ॥
 শাওড়ী ননদী কাল কথার মারয়ে শাল
 কত দুঃখ কহিব তোমায়ে ।
 আমরা বরজ-নারী মাথার পসরা করি
 দধি বেচি নগরে নগরে ॥
 এমন বসন্ত কালে বিধাতা লেখিল ভালে
 নগর ভ্রমিরে ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি ।
 নারীগণ দুঃখ বত তাহা বা কহিব কত
 এ দুঃখ জানিতে কেহ নাই ॥
 শিশু বুঝ বৃদ্ধ কালে পিতা পতি পুত্র পালে (১)
 নারী স্বতন্ত্রা কত নর ।
 সকল জানহ তুমি কি আর বলিব আমি
 বেলা অবসান মহাশয় ॥
 দয়া কর ওহে নাথ পুরুষ নাহিক সাধ
 বেলা দেখ হইল অবসান ।
 যেই ইচ্ছা পালিহ পাছে ঠেকিলাও তোমাব কাছে
 পার করি কর পরিত্রাণ ॥

গোপীগণের বিনয় ।

(১) "পিতা রক্ষতি কৌমায়ে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । পুত্রস্ত স্ববিবে
 রক্ষেৎ স্ত্রিয়া নাস্তি কল্যাণকঃ ।"

তরী পুরাতন দেখি নদীর তরঙ্গ দেখি
 আজি মোর না দেখি নিস্তার ।
 রক্ষার কারণ তার আপনি রসিক রায়
 তুরি হইয়াছ কর্ণধার ॥
 শুনহ রসিকমণি পার না করহ কেনি
 বধভাগী হইবে আপনি ।
 মহীতলে নখে লেখি পুনঃ কহে শশিবুধী
 কৃপা কর মোরে চক্রপাণি ॥
 ওহে কর্ণধার শুন সুবিব তোমার গুণ
 আমরা বাঁচিব যত দিন ।
 লোকে যশ নাই যার বিফল জনম তার
 সেই জন বড় কর্মহীন ॥

শুনিঞা বিনয় বাণী হাসিয়া নাবিকমণি
 বলিতে লাগিল পুনর্বার ।
 পথে করে যদি ঠেক বেলা নাই অতিরেক
 তেজস্বী নাঞি করি পার ॥
 শুনিঞা তোমার কথা মরমে লাগয়ে ব্যথা
 মারী-নিন্দা না করিহ আর ।
 এই যত ঘর যার নারী বিনে অন্ধকার
 নারী লইয়া সকল সংসার ॥
 এ রূপ যৌবন যার কোন্ অলুতাপ তার
 নিরুপমা তুবনমোহিনী ।
 আমার পুণ্যের ফলে দধি বেচিবার ছলে
 দেখা দিবে আসিয়া আপনি ॥
 শত শত একবারে তরী আরোহণ করে
 দেখিয়াছি মোরা কত বার ।
 সকল জানহ তুমি বিপরীত কর কেনি
 তবে কেনে নাঞি সহে তার ॥
 মন দিয়া কর পার আর দিব মণিহার
 আর দিব অমূল্য রতন ।
 এত বলি মায়া বলে তরী টেকাইল জনে
 তরী টেকাইল জনে

কপট না করি আমি শুন গোপীগণ ।
 এই তরী বটে মোর অতি পুরাতন ॥
 অতি বেগবতী নদী দেখি লাগে ভয় ।
 জলের তরঙ্গ দেখে অতিশয় হয় ॥
 ঈষৎ পরাণ কাঁপে এই মোর তরী ।
 একে একে আনিবারে কত ভয় করি ॥
 সঁতারিতে নাঞি জান তোমরা অবলা ।
 মেঘের তরঙ্গ দেখে অবসান বেলা ॥
 যমুনা করিব পার এমন সময় ।
 দেখিয়া তোমার রূপ মনে বাসি ভয় ॥
 সাহস করিতে পার তবে বিনোদিনী ।
 যদি নায়ে পার হবে বৈস একাকিনী ॥
 সুখময়ী এত শুনি কহিল তখন ।
 কর্ণধারে কহে কিছু বিনয় বচন ॥
 ঠেকিলাঙ মুঞি এক গোড়ারের হাতে ।
 বিলম্ব করিয়া দানী দিলেক যত্না ।
 ভেঙি এত কষ্ট পাইল সকল অঙ্গনা ॥
 করিবে আপনি যদি একে একে পার ।
 বিলম্বি যত্না যেন নাঞি পাই আর ॥
 নায়া বলে শুন শুন বিনোদিনী রাই ।
 হুঃখ দেখি নারী পার করিয়া বেড়াই ॥
 পার হৈতে ইচ্ছা যদি থাকরে তোমার ।
 আগে বিনোদিনী নায়ে চাপছ আমার ॥
 গোপীর প্রধান রাধা চাপিলেন মায় ।
 হাসিয়া নাবিক-মণি মন্দ মন্দ বাএ ॥
 হেন কালে মারা-মেঘ গগনে উদয় ।
 এবল পবন-গতি মন্দ মন্দ বয় ॥
 অগাধ সলিলে নৌকা নিল কর্ণধার ।
 জীবন বলেন শুন কোতুক বিস্তার ॥

কৃষ্ণের অবস্থা ।

কথো হুয়ে রাখে তরী কোতুক বিস্তার করি
 বেয়া রাখিলেক কর্ণধার ।
 তোমার নৌকায় ভরে তরী টলমল করে
 কোতুক করিব আদি পার ॥

রাধার সঙ্গে মিলিত ।

গগনে উঠিল মেঘ বায়ু বহে অতিশ্রেক
তরী কিরে কুমারের চাক ।

বিষম তরঙ্গ দেখি মনে ভয় হৈল সখী
আজি বড় হইল বিপাক ॥

বড়াই হইল পার তরী-অঙ্গে নাহি ভার
তেঞি দ্রুত লৈয়া গেলা তরী ।

তোমার অঙ্গের ভরে তরণী আমার ঘোরে
বল দেখি উপায় কি করি ॥

নায়া যদি এত কয় অন্তরে লাগিল ভয়
হাসিয়া কহেন বিনোদিনী ।

আমি সে গোপের মায়া তুমি হুন্দর নায়া
কি বলিব আমি কিবা জানি ॥

মোর অঙ্গে এত ভার কোথা হৈতে আইল আর
এই দেখ সব কলেবর ।

কেমন তোমার তরী মহিমা বলিতে নারি
তরী কেনে নাহি সহে ভার ॥

কর্ণধার বলে রাই তুমি আমার ঠাঞি
ভাল তুমি কহিলে আপনি ।

ক্লশ দেখি কলেবর বা হৈয়াছ এত ভার
ইহা আমি স্বপনে না জানি ॥

তুমি নাবিক-মণি পার না করিবে কেনি
নৌকা কেনে নাহি সহে ভার ।

এবে নমস্কার করি কেমনে বকিবে নারী
মিছা কেনে কহ কর্ণধার ॥

মরীম কাণ্ডারী তুমি এখনে জানিল আমি
না পারিলে রাখিতে তরণী ।

নাহি দেখ নিজ ঘোষ কহিতে করহ ঘোষ
নানা কথা কহত আপনি ॥

তুমি কহ নানা কথা বিপাকে ঠেকিল এথা
সকলি সহিতে আমি চাই ।

যত সব দোষ মোর পার কর এই ঘোর
তব পুণ্যে পার হৈয়া যাই ॥
দিনে তৈল অন্ধকার দেখিতে না পাই আর
বায়ু বহে বড়ই প্রবল ।
অগাধ সলিলে তবী বতনে রাখিতে নানি
পাছে নৌকা যায় রসাতল ॥
শুনিঞা নায়ায় কথা কহে বৃকভানু-সুখ
কর্ণধার কর অবধান ।
বিধি মোহে দিল ভার তাতে কি কবিব আব
অঙ্গ দূর না হএ নিদান ॥
বলয়াদি কর্ণধার জলে ফেলি অলঙ্কার
ইহা বিনে না দেখি উপায় ।
নাশ্য্য বলে বাঁধ শুন ফেলিবে সকল কেন
দেখি আগে কত ভার তায় ॥
কানুর বচন শুনি মনে ভাবে বিনোদিনী
নিশ্চয় মাগিল এই বর ।
জীবন বলেন মাতা মনে না ভাবিহ ব্যথা
এখনি হইবে সুখে পান ॥

অঙ্গের বসন আগে থসাহ আপনি ।
কত আভরণ আগে দিব বিনোদিনি ॥
বসনে নাহিক তার শুন কর্ণধার ।
যত ভার সব মোর এই অলঙ্কার ॥
আভরণ থসাইয়া দিল আগে করি ।
না দিহ যত্ননা তুমি না কর চাতুরী ॥
চাতুরী না করি রাই শুনহ বচন ।
মোরে তুমি দোষ দেখ কিসের কাষণ ॥
তরী টলল করে নাঞি দেখ তুমি ।
নৌকা ডুবে মোর দোষ নাই বিনোদিনি ॥
দিবসে হইল মোর ঘোর অন্ধকার ।
না পারি রাখিতে তরী নাহিক নিত্যর ॥
দেখিয়া শুনিঞা রাই হইলা কাতর ।
কানুর বলে রাই কীসে কলেশর ॥

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

পাঞ বরি কর্ণধার রাখ এইবার ।
 জাতি কুল শীল ছিল না রহিল আর ॥
 নার্যা বলে শুন রাই আমার বচন ।
 সকল পাইবে আগে রাখহ জীবন ॥
 বসন ভূষণ রাখি ধর মোর করে ।
 যদি তরী ডুবে তবে কাঁপ দিব নীরে ॥
 তোমাকে করিব আমি সঁতারিয়া পার ।
 উপায় না দেখি রাই ইহা বিনা আর ॥
 তবে যদি লাভ কর শুন বিনোদিনী ।
 আপনি বাহিয়া আন আমার তরলী ॥
 জলে কাঁপ দিয়া আমি পালাইয়া যাই ।
 তরলীর ভাল মন্দ তুমি জান রাই ॥
 বহু টাকা মোর লাগিয়াছে এই নাস ।
 তরলী ডবিলে তুমি দিবে তার দার ॥

কত শত ইন্দু জিনি বদন সুন্দর ।
 চমকে দামিনী কিবা অতি মনোহর ॥
 নয়নে নয়নে কিবা সুধা বরিষয় ।
 চাদের উপর চাঁদ করিল উদয় ॥
 জলধর কিবা শোভা সোভাগ্য দামিনী ।
 প্রাণ-অঙ্গে শোভা তেন পাইল বিনোদিনী ॥
 বহুনার অপরাধ হুঁহার মিলন ।
 সুখের নাহিক সীমা মোহিত মদন ॥



ভবানন্দ সেনের ভাগবত ।

(ভাগবত—ভবানন্দ সেন—১৮শ শতাব্দী ।)

যুগ্ম-চরিত্র ।

বাং ১২১১ সালের (১৮০৩ খৃঃ) হস্তলিখিত পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল ।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বিলাপ ।

কহ কহ ওরে পক্ষ (১) ব্রজের বারতা ।
কেমনে আছেন মোর যশোমতী মাতা ॥
কেমনে আছেন মোর পিতা নন্দদোষ ।
বিবরিয়া কহ পক্ষ চিত্তের সন্তোষ ॥
ধবলী শ্রামলী মোর আর যে পিউলী ।
কেমনে আছেন মোর রাধা চন্দ্রাবলী ॥
কেমনে আছেন মোর সুবল আদি সখা ।
কেমনে আছেন মোর ললিতা বিশাখা ॥

পক্ষ বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন ।
বিবরিয়া কি কহিব ব্রজের কথন ॥
তুমি ব্রজের জীবন ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।
জীবন ছাড়িলে তহু কোন প্রয়োজন ॥
মৃত তহু পড়্যা আছে বত গোপীগণ ।
তব মাতা পিতা আছরে অন্ধ-সম ॥
শান্তলী ধবলী গাই বহু ক্ষীরবতী ।
তোমার বিহনে দুঃখ না দেব এক রতি ॥
রাধিকার বার্তা নিজাসিলে ঘন কাল ।
সন্তত তোমার নাম তাহার অপমালা ॥
রাধিকার কিবা গুণা হইলা দেব হরি ।
কি লাগিয়া তাহারে আইলা পরিহরি ॥
ভবানন্দ সেন বলে প্রভু-পদতলে ।
কৃষ্ণাক্ষর ছাড়ি কেনে মথুরায় রহিলে ॥

ব্রজ-বিবরণ

রাধার অবস্থা ।

এত যদি জান হরি ছাড় কেন কিশোরী
 কিবা মোর হইল রাধার ।
 গুন ওহে বনশ্রাম সদা জপে অবিশ্রাম
 তব নামে অস্থিচন্দ্র-সার ॥
 জল বিনে যেম বীন সদা হয় অতি ক্লীণ
 শেব বিনে যেমন সংসার ।
 কাম বিনে যেন রতি সদা কান্দে দিবা রাত্তি
 তোমা বিনে রাধার কে আর ॥
 সীতার শোকে রঘুনাথ বানর লইয়া সাথ
 পাঠাইলা বীর হনুমান ।
 বাইরা পবন-সুত রণ কৈল অদভূত
 মারিল বহুত চরগণে ॥
 কনক-লঙ্কা ছারখার রাক্ষস করে হাহাকার
 কান্দে রাজা শিব শিব অগ্নি ।
 সেই মত গোপ-নারী কান্দিয়া আকুল হরি
 ছারখার হইল ব্রজ-পুরী ॥
 দৈত্যকূলে বলি রাজা তোমায় করিল পূজা
 তারে নিলে পাতাল-ভুবন ।
 তোমার শরণ লয় তার দশা এই হয়
 কি করিব ব্রজ-নারীগণ ॥
 নল পুণ্য-দ্রোক রাজা ত্রিভুবনে মহা-তেজা
 তারে তুমি কৈলে বনচারী ।
 যে জন শরণ লয় তার দশা এই হয়
 কান্দাইলে মত গোপনারী ॥
 সমুদ্র-মথন-কালে দেব দৈত্যো স্নাথা তুলে
 বিভাগ চাহিলা দৈত্যগণ ।
 হয়্যা তুমি মোহিনী সভার হরিলো প্রাণি
 মধ্যস্থ করিল আচরণ ॥
 দেবতা সহায় হরি দৈত্যগণে পরিহারি
 দেবে স্নাথা দিলে শ্রীনিবাস ।
 বিধাসবাতকী করি দেবেতে (১) অমর করি
 দৈত্যগণে করিলে মৈরাণ ॥

সুখা দিয়া সভা তুণ্ডে রাহ-দৈত্যের কাট মুণ্ডে
 তুমি কর ব্যাধের আচার ।
 পঞ্চম বরষ কালে পুতনা বধিলে হেলে
 নারী-বধের কি ভয় তোমার ॥
 শঙ্খাঙ্কুরের নারী পতিব্রতা কুন্দরী
 তাহারে হরিলে ছল করি ।
 মারিয়া তাহাব পতি মন্তকে রাখিলে সতী
 সকল পার আপনি শ্রীহরি ॥
 তোমায় চিনে রাহ শনি পর্কত কাট গুণমণি
 সেই বটে তোমাব * * *
 যুক্তি করে ষত নারী যদি না আইসে হবি
 শনির করিব আরাধন ॥
 তাহারে বশ করি দুঃখ দিবেক হরি
 তবে পুবে মনের বাসনা ।
 যে যার শরণ লয় তাহারে এমন হয়
 অবিরত কান্দে ব্রজাসনা ॥
 সদা কান্দে ব্রজনারী ষমুনায় পড়ে বারি
 সবে ক্ষীণ প্রবল যমুনা ॥
 তোমায়ে জ্ঞানহি দঢ় কাল-বরণ খল বড়
 কত কব তব গুণকথা ।
 ভবানন্দ সেনে কর বলিতে উচিত হয়
 কহিবারে মনে পাই ব্যথা ॥

উদ্ধবানন্দের রাধিকা-মঙ্গল ।

মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধির প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল (সন ১৩০৩ সালের
পরিষৎপত্রিকা, ২২৫ পৃষ্ঠা) ।

রাধিকার বেশ-বিন্যাস ।

কৃত্তিকা বলেন তবে বৃকভাষু রাজে ।
 আভরণ দিব আমি যেখানে যে সাজে ॥
 কামিলা (১) আনিয়া আভরণ সত্ত্ব কর (২) ।
 কটিমাঝে পরাইব সোণার ঘুঙ্কুর ॥

(১) সোণার । (২) সত্ত্ব সত্ত্ব প্রদত্ত কর ।

কামিলা আনিঞা রাজা আদেশ করিল ।
 রাজ-আজ্ঞা পাইয়া আভরণ সত্ত্ব কৈল ॥
 আভরণ দিছে রাজা বহু যতন করি ।
 চাঁচর কেশে সোণার ঝাঁপা পিছে দোলে ঝুরি ॥
 সূক্ষ্মর সরল পদ্ম কত চিত্র তার ।
 কনকের চুড়ি রাণী যতনে পরায় ॥
 চরণে ধরিয়া রাণী নুপুর পরায় ।
 বাহতে ধরিয়া রাণী রাধারে নাচায় ॥
 বৃকভানু-পুয়ের লোক ডেকে ডেকে বলে ।
 গগন ছেড়্যা চান্দ কিবা ভূমি চলি ভুলে ॥
 বরণ-কিরণ এ রাইর যেন কাঁচা সোণা ।
 রাধিকা-মঙ্গল উজ্জ্বলমন্দের রচনা ॥
 অগাধ সমুদ্র লীলা कहনে না যায় ।
 এত দূরে রাধিকা-মঙ্গল হৈল সার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের প্রভাস-খণ্ড ।

(রচনা-কাল ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ।)

বটতলার পুখি হইতে উদ্ধৃত হইল ।

মধুরায় কৃষ্ণ-কর্তৃক রাজক-বধ ।

বলরামের প্রতি প্রীতিচক্রে কর ।
 এ বেশে কংসের বাসে বাওরা যোগ্য নয় ॥
 কংস সজা করি বলিরাছে সিংহাসনে ।
 কেমনে বাইব বল এমন বসনে ॥
 কোন্ লাজে সত্তার মাঝে করিব প্রবেশ ।
 সকলে হাসিবে দেখে রাখালের বেশ ॥
 চুড়া ধড়া ত্রজের ভাব করিয়া গোপন ।
 রাজসভা-যোগ্য চাই উত্তম বসন ॥
 বিশেষ মাফুল হন কংস মরপতি ।
 আদরা হব রাজার ভরীর সত্ততি ॥
 লোকাচার বেচাচার বল কিসে চাকে ।
 এই বেশে যেন সব হারিসক-সোকে ॥

বেদাচারে কংস শত্রু লোকাচারে মাতুল ।
বল দাদা কিসে হয় দুদিক প্রভুল ॥
লোকাচারে বেদাচারে করিব গোপন ।
বল কোথা পাই দাদা উত্তম বসন ॥

এই কথা কৃষ্ণচন্দ্র বলিল যখন ।
হেন কালে কংসের রজক দিল দরশন ॥
রাজ-সভায় যায় রজক বসন লইয়া ।
ধোপালে ডাকেন হরি বিনয় করিয়া ॥
কংস রাজার রজক ভয় নাই মনে ।
যত ডাকে তত যায় শুনেও না শুনে ॥
তাহা দেখি ক্রোধ করে হইয়া অনিষ্ট ।
ধোপার বস্ত্রের মোট কেড়ে লন কৃষ্ণ ॥
রজক বলে কেরে তুই বালক দুর্জয়ন ।
জাননা যে কংস রাজা দ্বিতীয় শমন ॥
তাহার রজক আমি জান না কারণ ।
জোর করে কেড়ে লও রাজার বসন ॥
অজান বালক তুই এ কি অসঙ্গত ।
কটদেশে ধটি আটা রাখালের মত ॥
মরা ময়ূরের পাখা বাঁধিয়া মাথায় ।
দনু্যগীরি কর্তে বেটা এসেছ হেথায় ॥
এমনি অতিশয় ছুটমি তোর মেখে ।
কোন্ দ্বিজ পদাঘাত কৈল তোর বুকে ॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে মন ।
রাখাল হয়ে পর্তে চাপ রাজার শসন ॥

রজকের কইতি ।

এতেক ভৎসনা যদি রজক করিল ।
অনিষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গর্জিয়া উঠিল ॥
দক্ষ (১) করে রজকেরে করিয়া ধারণ ।
চপেটাঘাতে কৈল তার মস্তক ছেদন ॥

রজক-বধ ।

রজক বধ করি হরি লইল বসন ।
কে পরাবে বস্ত্র চিন্তা করেন তখন ॥

কৃষ্ণের স্তারপরতা-
স্বপ্নে প্রম।

অশ্রুজর রাজা বলে কহ তপোধন ।
এত অবিচার কেন কৈল নারায়ণ ॥
কি দোষে বধিল রজক কহ তপোধন ।
রজকে বধিয়া কেন লইল বসন ॥
রাজার রজক কাচে রাজার বসন ।
বস্ত্র হরণ কৈল তার বধিয়া জীবন ॥
পরধন-হরণে অনেক অত্যাচার ।
জগৎ-ইষ্ট কৃষ্ণ হয়ে কৈল অবিচার ॥
কি কথা শুনাতে মুনি অতি অত্যাচার ।
রজকে বধিল হরি করি অবিচার ॥
কোন দোষের দোষী রজক তার নয় ।
দক্ষায় হয়ে কেন এতেক নিদয় ॥
ব্রহ্মাও ভাগোদয় দেব নারায়ণ ।
তিনি কেন হরিলেন পরের বসন ॥
হরির বসনে বদি ছিল প্রয়োজন ।
ব্রহ্মারে করিলে আজ্ঞা যোগাত বসন ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি বার আজ্ঞাকারী ।
দেবের দুর্লভ বার কুবের ভাগ্যারী ॥
পরম লক্ষ্মী গৃহিণী বার বিরাজমান ।
বিনা দোষে রজকের বধিলা জীবন ॥
ইহার তদন্ত কহ মুনি মহাশয় ।
তুনিতে বাহ্য করে শুনাতে আজ্ঞা হয় ॥

রজকের জন্মভরের
কথা ।

মুনি বলেঃ পুণ্যমণি করহ শ্রবণ ।
কেন অবিচার করিলেন নারায়ণ ॥
বস্ত্র-উপলক্ষে কৈলা রজক-উদ্ধার ।
বেহেতু রজক-বধ ওন তব তার ॥
ক্রেতাসুগে হৈল হরি রাম-অবতার ।
অবোধ্যর আইলে করি সীতার উদ্ধার ॥
অবোধ্যর শ্রীরাম যে রজকের ভাবে ।
পঞ্চ মাসের গর্ভ সীতা দিল বসবাসে ॥
লোক-মুখে শুনিয়া রজক গুণধাম ।
বোড়করে আইল বখা আইলেন শ্রীরাম ॥

রামের নিকটে রজক আইল তখন ।
 গলে বাস দিয়া বলে শুন না বাসণ ॥
 আমি অতি ছুরাচাব পাপিষ্ঠ দুর্জন ।
 আমার কথায় হৈল জানকীর বন ॥
 কত অপরাধ কৈলু না বায় বর্ণন ।
 নিজ-হস্তে কর মম মস্তক ছেদন ॥
 পাপে মুক্ত হই আমি দেহ পরিহরি ।
 স্বহস্তে মস্তক ছেদ কর ধনুর্ধারী ॥
 শ্রীরাম বলেন যদি বধিব তোমাকে ।
 নিশ্চূকের অপরাধ ভুগিবেক কে ॥
 মম হস্তে দেহতাগ কবে যেই জন ।
 অপরে গোলোকে কিম্বা বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 এই হেতু বলি তোমায় বজ্রক-কুমার ।
 বর দিমু কৃষ্ণরূপে করিব উদ্ধার ॥
 বর পেয়ে বজ্রক-পুত্র অতি সমাদরে ।
 দ্বাপরে জন্মিল আসি মথুরা-নগরে ॥
 বহু-উপলক্ষ মাত্র শুনহ রাজন ।
 এই হেতু কবিলেন রজক-নিধন ॥
 সংক্ষেপে कहিহু রাজা শুন তব তাব ।
 ঈশ্বরচন্দ্র রচিল রজক-উদ্ধার ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংস-বধ ।

এখানেতে কংস করি হস্ত আশ্রয়ণ ।
 সিংহদ্বারে শঙ্খচূড় কোবল (১) বারণ ॥
 স্থানে স্থানে আয়োজন ঘূতের কলসী ।
 পট বস্ত্রাদি মধু তুল রাশি রাশি ॥
 আত্র-শাখা স্থানে স্থানে কদলী-রোপণ ।
 আতপ তুল স্থানে ঘট-সংস্থাপন ॥
 পাঠ করে বিজগৎ হোমে দিল মন ।
 বজ্র-মন্ত্র পাঠ কত করে জনে জন ॥

চন্দন ঘর্ষণ আদি করি রাশি রাশি ।
 বেদীমঞ্চে রাখিয়াছে মিশারে তুলসী ॥
 যজ্ঞ-রক্ষার্থে আছে সৈন্ত বহুতর ।
 অহুদ বান্ধব কত পুরীর ভিতর ॥
 নন্দ উপানন্দ আছে ব্রহ্মবাসিগণ ।
 যজ্ঞস্থলে বসিয়াছে হরষিত মন ॥

জ্ঞান করি পটু-বস্ত্র করিয়ে ধারণ ।
 চন্দন তুলসী অঙ্গে করিল লেপন ॥
 অগন্ধি-পুষ্পের মালা গলদেশে পরি ।
 আছেন যজ্ঞ-মঞ্চে অশোভন করি ॥
 এইরূপে কংস রায় বসি মঞ্চোপরে ।
 যজ্ঞে আহুতি দিতে অমুমতি করে ॥

হেন কালে উপনীত দেব নারায়ণ ।
 সিংহদ্বারে আসি হরি দিল দরশন ॥
 দ্বারের অনতিদূরে ছিল সে কোবল ।
 রাম কৃষ্ণ প্রতি আসি করিলেন বল ॥
 কোবলের বল দেখি দেব নারায়ণ ।
 ক্রোধভরে কুঞ্জরের ধরিল দশন ॥
 দশন ধরিয়ে হরি মারিল আছাড় ।
 মরিল রাজার হস্তী চূর্ণ হৈল হাড় ॥
 হস্তীর দুই দন্ত উপাড়ি নারায়ণ ।
 দুই তাই হস্তে দস্ত করিল ধারণ ॥

কোবল পড়িল রণে করিয়া চীৎকার ।
 সভা-সহিত সবে হৈল চমৎকার ॥
 অতি অসম্ভব সবে কমে নিরীক্ষণ ।
 কোবল বধিল সেই শিশু দুই জন ॥
 কেহ বলে দুজনে নাহে বধে এক জন ।
 নব কলেবর জিনি মেঘের বরণ ॥
 কাহার প্রমাণ দেখে কথির কলেবরে ।
 দিগম্বরী আসি যেন রণেতে বিহরে ॥

শঙ্খচূড় বলে আমি দেখেছি নয়নে ।

ঐ কাল শিশু বধেছে কোবল-দ্রাবনে ॥

ঐ কাল শিশু হয়ে পল্লত-আকার ।

কোবলের দন্ত ধরি করিল বিদাব ॥

স্বচক্ষে দেখেছি আমি স্তন হে রাজন ।

হস্তী বধি শিশুরূপ কবেছে ধাবণ ॥

ঐ কালটি ছুটের শেষ স্তন নরবর ।

ঐ কালটী বধেছে তব কোবল কুঞ্জর ॥

পতি শাস্ত দাস্ত শিশু খেতবর্ণ যিনি ।

ঐ কালটীর প্রায় ছুটের শিরোমণি ॥

এই কথা শঙ্খচূড় বলিল যখন ।

শঙ্খচূড়-বধ ।

ক্রোধভরে বলেন তখন দেব নাবায়ণ ॥

শীতলি বধেন স্তন ওরে শঙ্খচূড় ।

মুঠ্যাগাতে তোমার এবার দর্প কবির চুর ॥

ঈহা বলি ক্রোধভবে দেব গদাদিব ।

মুঠ্যাগাত কবে তাব মন্তক উড় ॥

পড়িল যে শঙ্খচূড় ভূতলে নোদারি ।

শঙ্খচূড়-বধ-গীত সরকার গায় ॥

শঙ্খচূড় বধ কবে দেব হৃষীকেশ ।

যশস্বলে ত্রিকম্ব কপিলেন পদদেশ ॥

বসিয়াছে কংসবার যজ্ঞ ভাবি যত ।

কংসের সভায় গিয়া দাড়াইল দ্বক ॥

দর্শনার্থে দরশন উভয়ের হইল ।

কংস দৃষ্টি দেখিল কংসে দেখিল ॥

কংস বসে স্তন ওবে পাল হর্জন ।

কোবল-বধে কংস বল বেছে ধাবণ ॥

রাজ্যের কোবল বধ নয় নাট মনে ।

এখনি পাঠাব তোরে যনের সদনে ॥

পুত্না দ্বীহত্যা বধ কবেছ দ্বরাচার ।

সেই পাপ আসি তোরে কবিল সঞ্চার ॥

কারাগারে ভূমিষ্ট হইয়া দ্বরাচার ।

আমার ভয়েতে তুমি যমুনা হৈলে পাব ॥

কংস-বধ ।

নরেন্ন মধ্যতে ভোরে নাহি করি গণ্য ।
 গোকুলে খাইলি তুই গোপ-গৃহে অন্ন ॥
 মাঠে মাঠে গোঠে গোঠে রাখালের সনে ।
 চরাণি গোধন গরু গিয়া বৃন্দাবনে ॥
 এতেক ভৎসনা যদি কৃষ্ণকে করিল ।
 মহাক্রোধ-ভরে কৃষ্ণ গর্জিয়া উঠিল ॥
 ক্রোধ-ভরে কংসরাজার ধরি ছুই কর ।
 হস্তি-দস্তাধাত মারে মত্তক উপর ॥
 শিরভঙ্গ হইয়া সে কংস মহাবীর ।
 কুঞ্জবের দস্তাধাতে তাম্বিল শরীর ॥

রাধাকৃষ্ণ দাসের ভাগবত ।

(রচনাকাল ১২শ শতাব্দী ।)

দ্বারকা-বিলাস ।

যে পুঁথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা ১০০ বৎসরের উর্দ্ধ
 কালের । এই কবিতার উপরে যে সকল গল্প হেডিং দেওয়া আছে,
 তাহাও গ্রন্থকারের রচিত ।

নারদগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীর

প্রসঙ্গ কহেন ।

নারদের স্তবে তুই হয়ে নারায়ণ ।
 মূনি প্রতি সাধুবাদ দিলেন তখন ॥
 উভয়ে উভয়ে গেরে মনে তুই অতি ।
 কহেন শ্রীকৃষ্ণে নারদের প্রতি ॥
 কহ কহ শুণাকর দেব-ধর্মবর ।
 গমনাগমন তব আছে চরাচর ॥
 মেঘিরাহ মূনিরাজ ইন্দ্র-চন্দ্রলোক ।
 দিবলোক ত্রিলোক বৈকুণ্ঠ বোলোক ॥

স্বৰ্গ মর্ত্য রসাতলে গমন তোমার ।
হেরিয়াছ রম্য স্থান বিবিধ প্রকার ॥
আমিহ করেছি পুরী দ্বারকা নামেতে ।
কিরূপ হয়েছে শুনি তোমাব মুখেতে ॥

শ্রীপতির শ্রীমুখেতে শুনে এই বাণী ।
উত্তর করেন দেব-ঋষি মহামুনি ॥
মুনি বলে শুন হরি সংসারের সার ।
তুলনার স্থান-দান নাহি দ্বারকার ॥
অতুলা দ্বারক-পুরী এ তিন ভুবনে ।
জনমিয়া হেন স্থান না দেখি নরনে ॥
যথা তুমি আবির্ভাব ত্রিজগৎ-পতি ।
সেই সে পরম স্থান প্রশংসিত অতি ॥
উত্তম হয়েছে পুরী শুন হে মাধব ।
কিন্তু এক বিহীনেতে শ্রীহীন এ সব ॥
শুনিয়া বিস্ময় হয়ে কহে বিশ্বম্ভর ।
শ্রীহীন কহিলে কেন কহ যোগি-বর ॥
এত মণি মুক্তা দিয়ে সাক্ষাৎ পূর ।
তথাচ শ্রীহীন কেন কহিলে ঠাকুর ॥

মুনি বলে শুন ওহে কমলার পতি ।
সামাজ্য মণিতে কিহে শোভে দ্বারাবতী ॥
কত শত মণি মুক্তা প্রবাল কাঞ্চন ।
যার কটাক্ষেতে লোক পায় নানা ধন ॥
এ হেন কমলা লক্ষ্মী নাহি যার ঘরে ।
লক্ষ্মীহীনা দেখি পুরী হুঃখিত অন্তরে ॥
সেই হুঃখে হুঃখ বড় হতেছে হে মনে ।
লক্ষ্মীহার্য হয়ে হরি আছহ কেমনে ॥
বিদর্ভ-নগরে ভূপ ভীষ্মক-হৃদিতে ।
অশ্রু লয়েছেন লক্ষ্মী কল্মষী-রূপেতে ॥
বিবাহ করিয়া লক্ষ্মী আন নারায়ণ ।
তবে হবে দ্বারকার পরম শোভন ॥
কমলাক্ষী কমলা নাহিক গৃহে যার ।
কিন্তু শ্রীহীন তেঁই বলি দ্বারকার ॥

কমলার কথা কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ ।
 সজল হইল ছুটি কমল-লোচন ॥
 কমলা-কারণে নীল-কমল অস্থির ।
 সুস্থির না মানে মন হইল অস্থির ॥
 রুক্মিণীর নাম আসি অন্তরে পশিল ।
 নির্ঝাঁপ বিচ্ছেদ-অগ্নি জলন্ত হইল ॥
 হাসিয়া নারদ প্রতি কহেন গোবিন্দ ।
 বটক হইয়া মুনি করহ সম্বন্ধ ॥
 আটক কি আছে বলে দেব-ঋষি কয় ।
 কল্য বিদেতে গিয়া করএ বিষয় ॥
 এত বলে দেব-ঋষি হইল বিদায় ।
 পয়ার প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণ দাস গায় ॥

নারদগোস্বামী ভীষ্মক-রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া
 শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহের কথা কহেন ।

আনন্দে গোবিন্দ-গুণ করিয়া কীর্তন ।
 সিদেহ নারদ মুনি করিল গমন ॥
 সভামাঝে হুপতি বসেছে বাব দিয়া ।
 তথার নারদ-মুনি উতরিলা গিয়া ॥
 নিরখিয়া নারদেরে নরেন্দ্র সত্বরে ।
 সভাস্থকা উঠে রাজা অভ্যর্থনা করে ॥
 বন্দনা করিয়া রাজা যোগীর চরণ ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য পদে শীত করিলা অর্পণ ॥
 যোগাইয়া কুশাসন যোগীয়ে বসায় ।
 বাগত কুশল কথা জিজ্ঞাসেন রায় ॥

রাজা বলে মুনি অশ্রু মম শুভক্ষণ ।
 ভাগ্যশুণে দেখিলাম তোমার চরণ ॥
 ধন জন রাজ্য মোর সফল হইল ।
 তব দরশনে মনে সন্তোষ বাড়িল ॥
 মুনি বলে তুমি রাজা ধর্মশীল অতি ।
 পরম বৈষ্ণব তুমি বিকূপদে নতি ॥
 শান্ত দাত হইল সুধীর গুণধার ।
 প্রজার পালনে তুমি অবোধার সার ॥

দেব-দ্বিজ-অমরকৃত্ত তুমি হে ভূস্বামী ।
 দেখিলে তোমায় বড় তুষ্ট হই আমি ॥
 অপরে কহেন মুনি গুন দণ্ডধারী ।
 শুনেছি তোমাব আছে অদন্তা কুমারী ॥
 পরম-লক্ষণ কহা রূপে ধরা অতি ।
 বর পাত্র স্থির কোথা কবেছ নৃপতি ॥

ভূপ বলে ভাল কথা কহিলে গোসাই ।
 ছুহিতার তুল্যপাত্র দেপিতে না পাই ॥
 ভুবন-মোহিনী কহা কাবে কবি দান ।
 কহ কহ যোগি-বাজ ইহার বিধান ॥
 মুনি বলে গুন হে বিদর্ভ-অধিপতি ।
 পাইয়াছ যে কহা সে অতি ভাগ্যবতী ॥
 সকল কাৰণ আমি জেনেছি যোগেতে ।
 স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণ তোমার গৃহেতে ॥
 সে কহা সামান্য কহা নহে নরেশ্বর ।
 তার তুল্য একমাত্র আছে পাত্রবর ॥
 যত্ন-বংশে জন্ম বহুদেবের কুমার ।
 দ্বারকা-নগরে বাস কৃষ্ণ নাম তার ॥
 ধনে মানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ সকলেতে ।
 ত্রীকক্ষ প্রদান কর আপন ছহিতে ॥

ত্রীকক্ষের নাম শুনে নারদের মুখে ।
 ভুবিল ভীষক ভূপ পরম পুলকে ॥
 রাজা বলে হেন দিন হবে কি গোসাই ।
 জগৎ-পতি কৃষ্ণ হবে আমার জামাই ॥
 যার নাম করে জীব ভব পার হয় ।
 সে কৃষ্ণ জামাতা হলে যমের কি ভয় ॥
 মুঢ়মতি আমি অতি কুমতি কুজ্ঞান ।
 হবে কি আমার হরি করিবেন ত্রাণ ॥
 মুনি বলে যবে তব হয়েছে কুমারী ।
 তখনি জামাতা কৃষ্ণ হয়েছে তোমারি ॥
 গুন গুন মহীপতি বলিহে তোমারে ।
 মায়াবণ বিনা লক্ষ্মী কে লইতে পারে ॥

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

ভ্রম ভ্রম কত পুণ্য করেছ রাজন ।
সেই ফলে লাভ হল লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
অতঃপর বিলম্বিতে নাহি কিছু কায ।
লগ্ন পত্র দিন স্থির কর মহারাজ ॥
এত বলি মুনিরাজ হইল বিদায় ।
স্বারকা-বিলাস সাধার্ষক দাসে গায় ॥

রুক্মিণীর জনৈক সখী শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া

রুক্মিণীর নিকটে কহেন ॥

রাজার সভায় শুনে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ ।
কোন সখী রুক্মিণীরে কহে করি রঙ্গ ॥
শুন ওগো রাজসুতা ঠাকুর কুমারী ।
অতঃপর বিধি বিভা ঘটালে তোমারি ॥
এতদিনে ভগবতী হৈল অমূল্য ।
ফুটাইল প্রজাপতি বিবাহের ফুল ॥
আসিয়া নারদমুনি রাজার সভায় ।
সম্বন্ধ নির্বন্ধ কথা কহিল রাজায় ॥
রূপবতী ওগো সতি আপনি যেমন ।
কৃষ্ণ নামে শ্রেষ্ঠ রূপে কে আছে একজন ॥
তার সঙ্গে হল তব সম্বন্ধ নির্বাহ ।
সেই বরে নৃপবর দিবেন বিবাহ ॥
যে রূপ কহিল কথা নারদ গোসাই ।
তার তুল্য পুরুষেতে সুপুরুষ নাই ॥
এসন হইছে বিধি তোমার উপর ।
ভাল হল ঘটে গেল মনোমত বর ॥
কৃষ্ণ নাম শুনে দেবী সখীর মুখেতে ।
ডুবিল ভীষ্মক-সুতা পুলক রসেতে ॥
মনে মনে ভাবে দেবী হেন ভাগ্য হবে ।
পুরাইব মন-সাধ পাইব মাধবে ॥

দাসী বলে শ্রীকৃষ্ণ কি রাখিবে চরণে ।
সাজাইব সেই পদ তুলসী-চন্দনে ॥
এত ভাবি আধি-পায়ে প্রেম-অঙ্গ বর
কৃষ্ণ নাম শুনে স্বপ্নের প্রকাশন ॥

কল্পিণী লক্ষ্মী-কল্পিণী নহে সামান্ত কামিনী
এ কস্তার পতি-যোগ্য বর।
ভূমণ্ডলে পাওয়া ভার কৃষ্ণচন্দ্র বিনা আর
বহুদেব-পুত্র গুণাকর ॥

নিরমল বদ্র-কুল তাহে শ্রীকৃষ্ণ অতুল
অমুকুল হলে ভগবান।
কৃষ্ণে করি কস্তা দান বাড়াব কুলের মান
চরণে চরণে পাব স্থান ॥
সামান্ত পুরুষ নয় সেই কৃষ্ণ বিশ্বময়
বেদে বলে সংসারের সার।
জামাতা করিয়া তারে কাঁটা দিব যম-দ্বারে
ভবে ফিরে আসিব না আর ॥
সেই কস্তা-তুল্য বর বুঝ রাজা তবাস্তর
তবে লয় পত্র করি স্থির।
যেমন মম নন্দিনী জামাতা হইলে তিনি
তবে ঘুচে মনের তিমির ॥

কৃষ্ণের পরম শত্রু দুই কল্পী রাজ-পুত্র
হরি নাম করিয়া শ্রবণ।
শ্রবণেতে দিয়া কর কহে একি নরেশ্বর
কটুত্তর कहিলে বচন ॥
নারদের মন্ত্রণায় একি তব ভ্রাস্তি রায়
কৃষ্ণে কস্তা দিতে চাহ দান।
করিলে এমত কায লজ্জা পাবে মহারাজ
হইবে কুলের অপমান ॥
তব হুতা সে কল্পিণী আমার কনিষ্ঠ ভগ্নী
গোপ-সুতে করিলে অর্পণ।
কুল-ধর্ম দূর হবে রাজাগণে কুচ্ছা (১) কবে
চলুতে হবে নোরাএ বদন ॥
কি কহিব নারদায় এ কথা কৈলে আমার
সমুচিত করিতাম তার।

ভাগবত—রাধাকৃষ্ণ দাস—১৯শ শতাব্দী ।

৯৩৭

কান্ত হও মহারাজ কর না কুৎসিত কাষ
ক্লিন্নগীর পাত্র আছে আর ॥
রাধাকৃষ্ণ রাঙ্গা পায় বিক্রীত করিয়া কাষ
মনে ভেবে যুগল-চরণ ।
সেই রাধাকৃষ্ণ দাস এই দ্বারকা-বিলাস
সুভাষায় করিল রচন ॥

যুবরাজ কৃষ্ণীর শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দা ।

কৃষ্ণী কহে ওগো তাত করহ শ্রবণ ।
কৃষ্ণের কুলজী কই শুন দিয়া মন ॥
তুনেছ গোকুল-গ্রামে আইর (১) একজন ।
নন্দদোষ নাম ধরে করে গোচারণ ॥
যেই কৃষ্ণে শ্রেষ্ঠ বলে নষ্ট লোকে গণে ।
স্পষ্ট সেত নন্দ-সুত রাষ্ট্র (২) জগজনে ॥
নীচ মধ্যে গণি তারে গোপ-কুলে জন্ম ।
রাখালি ঘেটালি করে বেড়ায় আজন্ম ॥
কৃষ্ণের বিনষ্ট কর্ম কৈতে অঙ্গ জলে ।
গোকুলে গোয়াল-বধু হরে ছলে বলে ॥
চৌর্যকার্যে সেই কৃষ্ণ অতি চমৎকার ।
চুরি করে নদী খেত গোপ-গোপিকার ॥
গোপ-কুলে জাতি-কুল করিল নির্মল ।
কৃষ্ণ সম কষ্টদাতা দিতে নাহি তুল ॥
রাখালের অগ্রগণ্য মাত্ত গোয়ালার ।
কিঁত্তিলে ক্ষেত্র-দলে গণ্য নহে তার ॥
বীরস্ব মহত তার পেয়েছে প্রকাশ ।
জঁরাসক-শঙ্কতে করিল সিদ্ধ-বাস ॥
বিন্দুবৎ বলবৃদ্ধি নাহি তার ঘটে ।
কপট লম্পটতার পটু ভাল বটে ॥
ধর্ম কর্ম নাহি মানে পর-হিংসা করে ।
বিনি অপরাধে বধে কংস নৃপবরে ॥
দেখ দেখ মহারাজ কৃষ্ণের কুকর্ম ।
গোকুলে গ্রীহত্যা আদি করেছে আকর্ম ॥

লোকে বলে কৃষ্ণ বহুদেবের কুমার ।
 সে সম্পর্কে কংসরাজা মাতুল তাহার ॥
 মাতৃ-ভ্রাতা মাতুল পরম গুরুজন ।
 ধন জন্ত গুরু-বধ করিল দুর্জনে ॥
 এমন পাপিষ্ঠ কৃষ্ণ চুই কদাচারী ।
 কতগুলা মূর্থলোক ব্যাধ্যা করে তারি ॥
 বলিতে বলিতে কৃষ্ণী ক্রোধে হতাশন ।
 চুই চক্ষু হৈল যেন মধ্যাহ্ন-তপন ॥
 তর্জনে-গর্জনে কৃষ্ণী পিতা প্রতি কয় ।
 কৃষ্ণিণীর তুল্য পাত্র আছে মহাশয় ॥
 আপনি দেখিয়া আমি সম্বন্ধ করিব ।
 ধনী মানী বীর দেখে কৃষ্ণিণীবে দিব ॥
 চিন্তা ত্যজ মহীপতি ভেব না অন্তবে ।
 সম্বন্ধ করিতে আমি চলিগো সত্বরে ॥
 এত বলি যুবরাজ করিল গমন ।
 দেশ দেশান্তরে বর করে অন্বেষণ ॥
 রাধাকৃষ্ণ দাস বলে দোষ নাই আমার ।
 স্ততি নিন্দা নারায়ণ সমান তোমার ॥

যুবরাজ শিশুপালের সহিত কৃষ্ণিণীর সম্বন্ধ করেন ।

হেন মতে রাজপুত্র ভীষ্মক-নন্দন ।
 দমঘোষ-গৃহে কৃষ্ণী করিলা গমন ॥
 কৃষ্ণীরে দেখিয়া দমঘোষ রাজ্য-পতি ।
 আইস আইস বলে করে অভ্যর্থনা অতি ॥
 তবে বাপু আছ স্থখে রাজ্যের কুশল ।
 কৃষ্ণী কহে আশীর্বাদে কুশল মঙ্গল ॥
 দমঘোষ বলে বাছা কহ বিবরণ ।
 কি লাগিলা এ পর্যন্ত হল আগমন ॥
 রাজপুত্র বলে কিছু প্রয়োজন আছে ।
 সেই জন্ত আগমন আপনার কাছে ॥
 অদস্তা কনিষ্ঠা এক আছএ আমারি ।
 উপযুক্ত বর পাত্র না পাই তাহারি ॥
 ক্ষতএব অন্তরে করেছি অল্পমান ।
 তবে হুত শিশুপালে তরী দিব দান ॥

সর্বাংশে হৃদয় তব পূজ শিশুপাল ।
ধনে মানে কুলে শীলে বিক্রমে বিশাল ॥
অহুমতি ইথে বদি করহ আপনি ।
লগ্ন পত্র লেখাপড়া করিগো এখনি ॥

এত শুনি দমবোষ সন্তোষ অন্তর ।
হেসেও সে বলে এত করণীয় ঘর ॥
অকর্তব্য নহে ইহা কর্তব্য নিশ্চয় ।
বিদর্ভেতে কুটুম্বিতে সুখের বিষয় ॥
এত শুনি রুক্মী অতি প্রফুল্লিত মন ।
লগ্নপত্র নির্ধারণ্য কবিল ততক্ষণ ॥
পণ গণ দান আদি নিলয় (১) হইল ।
মিষ্টান্ন সন্দেশ রুক্মী বহু বিলাইল ॥
সুখ-যুত বাজ-সুত আসিরা স্বস্থানে ।
সমুদয় কহে নিজ পিতা-বিজ্ঞমানে ॥

শ্রবণে বিদর্ভপতি অতি দুঃখ-মন ।
কুরব (২) শ্রবণে রায় নীরব বদন ॥
মনে মনে বলে কৃষ্ণ তুমি ইচ্ছাময় ।
মম ইচ্ছা পূর্ণ কর হইয়া সদয় ॥
বাসনা তোমায় আমি কবি কতাদান ।
সে সুখেতে দুঃখ দেয় মূৰ্খ কুসন্তান ॥
নিজে বৃদ্ধ অশক্ত অপত্য ভাল নয় ।
মম সত্য পূর্ণ কর হইয়া সদয় ॥
এত ভাবি মহীপতি মৌনেতে থাকিল ।
রুক্মী গিয়া অন্তঃপুরে রাণীরে কহিল ॥
কল্যাণী মাতা ছয় দণ্ড পরে শুভক্ষণ ।
রুক্মিণীর গাত্রে কর হরিদ্রা-লেপন ॥
শিশুপাল-সঙ্গে হল সখ্যক নির্বাহ ।
পরদিনে গোষ্ঠুলিতে হইবে বিবাহ ॥
এত শুনি রাজরাণী তুষ্ট অতিশয় ।
পরায় প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণ দাস কর ॥

রুক্মিণীর জনৈক দাসী শিশুপাল-সহিত সম্বন্ধ শুনিয়া
রুক্মিণীর নিকট কহেন ।

রাণীর মহলে এত করিয়া শ্রবণ ।
কোন সখী রুক্মিণীরে কহিছে তখন ॥
শুভ সমাচার শুন ঠাকুর কুমারী ।
আজি কালি মধ্যে বিভা ঘটাবে তোমারি ॥
মিলেছে কুলীন বর অতি চমৎকার ।
ঠাকুর আমাই পাল ঘোবের কুমার ॥
বড়ই সুন্দর বর শিশুপাল নাম ।
সুখেতে পুরাও দেবি নিজ মনকাম ॥
শিশুপালের কথা শুনে সখীর বদনে ।
করে আচ্ছাদিল দেবী যুগল-নরনে ॥
চিন্তিতা হইলা মনে অচিন্ত্যরূপিণী ।
মনে মনে বলে রক্ষা কর চিন্তামণি ॥
দাসী বলে পীতাম্বর দেহ পদাশ্রয় ।
দূর কর শিশুপালে হও হে সদয় ॥
তোমা ভিন্ন অন্য মতি নাহিক আমার ।
হুঃখিনীরে হুঃখ-নীরে কর কৃষ্ণ পার ॥
বাছা-কলতরু তুমি বেদাগরে বলে ।
মম বাছা পূর্ণ কর রাখ পদতলে ॥

এত বলি মৌনে রহে ভীষক-নন্দিনী ।
কাণাকানি করে দেখে বভেক সঙ্গিনী ॥
কেহ কহে ওমা ওমা এ আর কেমন ।
বিবাহের নামে কেন বিরস বদন ॥
বিবাহ শ্রবণে নারী হয় আনন্দিতা ।
হর্ব্বতা ঠাকুরানী হলে যে হুঃখিতা ॥
কোন সখী বলে সখী তা নয় তা নয় ।
বিবাহের নামেতে অমন লজ্জা হয় ॥
নির্লজ্জ কহিবে লোকে সলজ্জ না হলে ।
সেই হেতু বুধে লাজ বস রসে টলে ॥
কোন সখী বলে ভাব বুঝিছ অকরে ।
শিশুপালে ঠাকুরকীর মনে সাধি করে ॥

মনে মনে কারে বুঝি সাঁপেছেন মন ।
সেই ভাবে রাজবালা সচঞ্চল মন ॥
হেন রূপে রঙ্গ করে যত সখীগণে ।
দ্বারকা-বিলাস রাধাকৃষ্ণ দাসে ভণে ॥

ରୁକ୍ଷିଣୀର ଗାତ୍ରହରିଦ୍ରା ।

হয়ে আনন্দিতা ভীষ্মক-বনিতা
দ্বির করি শুভক্ষণ ।
মহা আনন্দেতে কথার অঙ্কেতে
করে হরিদ্রা লেপন ॥
প্রতিবাসিগণ পায়্যা নিমন্ত্রণ
হয়ে সতে আনন্দিতা ।
ভূপতি-ভবনে চলে রামাগণে
ভূষণে হয়ে ভূষিতা ॥
যত নারীগণে গজেন্দ্র-গমনে
নিমন্ত্রণে সুখে যায় ।
মধুর বচনে যত রামাগণে
রাণী বিনয় জানায় ॥

শিল্পীবাসী যারা সতে মেলে তার।
 করে মঙ্গল আচরণ।
 সুখে কোন ধনী করে শঙ্খ-ধ্বনি
 উল্লসিত নারীগণ ॥
 বত কুল-বালা আনন্দে বিভোলা
 কমলা লইঞা রঙ্গে।
 হনু হনু দিয়া হরিদ্রা লইয়া
 পরশে রুঙ্গিণীর অঙ্গে ॥
 প্লবকিতা হরে গন্ধ-তৈল লয়ে
 দ্বাধাইল অঙ্গমর।
 তাহাতে রুঙ্গিণী বিশেষ হৃদধনি
 বিষ-প্রায় জ্ঞান হয় ॥
 পরে বত নেয়ে দেবীরে লইয়া
 খসাঁয়ে কদলীতলে।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

পরম যতনে জাহ্নবী-জীবনে
নাওয়াইল কুতূহলে ॥

বিচিত্র বসন পরায় তখন
কাঁচলি বিজলী-প্রায় ।

বিনাইয়া কেশ করিল বিহ্বাস
কুসুম শোভিত তার ॥

কনকে বেষ্টিত রতনে জড়িত
মণিময় আভরণ ।

কল্লিণীর অঙ্গে পরাইল রঙ্গে
যেথা সাজে যেমন ॥

আখি নীলোৎপল তাহাতে কজ্জল
উজ্জল করিয়া দিল ।

কোন স্ত্রী রসিকা চন্দন-কলিকা
নাসিকার প্রকাশিল ॥

অতি চমৎকার মালতীর হার
পরায়ে দিল গলেতে ।

এস মা কল্লিণি বলে নাপিতিনী
অলঙ্কৃত দিল পদেতে ॥

একে ছাটি পদ জিনি কোকনদ
অলঙ্কৃত পরিল ভার ।

শোভিল এমন প্রভাত-তপন
উদিত বেন হু পায় ॥

একান্ত মনেতে গুর-চরণেতে
সমর্পণ করি মন ।

রাবাক্ষর হাস ধারক-বিলাস
ভাষাতে করে রচন ॥

কৃষ্ণের উদ্দেশে কল্লিণী স্তব করেন ।

দেবী কল্লিণী রাবিনী হয়ে মনে ।

বলে হে হরি হে মনি হে জীবনে ॥

আমি কৃষ্ণ-প্রাণী সখা কৃষ্ণে যুতি ।

কল্পনা কর কিঞ্চিৎ দীন-পতি ॥

তার বিপদে শ্রীপদে তিষ্ঠা করি।
 রাধ দাসীজনে দীন-বদ্ধ হরি ॥
 জেনে অসীম মহিমা ও নামেতে।
 প্রাণ সঁপেছি হে তোমার প্রেমেতে ॥
 নাহি অন্য গতি তোমা ভিন্ন হরি।
 যদি না তার হে তবে প্রাণে মরি ॥
 হে শ্রীকান্ত নিতান্ত অধিনী বলে।
 দেহ রূপাবারি মনোহঃখানলে ॥
 তোমা বিহনে স্বপনে নাহি জানি।
 হুঃখে ত্রাহি মে ত্রাহি মে চক্রপাণি ॥
 স্তনি ভক্তজনে তুমি হিতকারী।
 ভাবি ভক্তিভাবে তার হে মুরারি ॥
 আমি নিশ্চিত বিজ্ঞীত শ্রীপদেতে।
 কর পূর্ণ আশা মরি হৃগমেতে ॥
 রূপা-সিদ্ধ তুমি পুরাণে শুনেছি।
 যতনে চরণে শরণ লয়েছি ॥
 কর হিত উচিত হে বংশীধারী।
 শরণাগত হে আমি যে তোমারি ॥
 রাধাকৃষ্ণ দাসে বিনয়েতে ভাবে।
 হরি তার হে তার হে দীন দাসে ॥

রুক্মিণী পত্র লিখিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেরণ
 করেন।

হেনরূপে ভাবান্তর ভীষক-হহিতা।
 লক্ষ্মীকান্ত বিনে লক্ষ্মী অন্তরে হুঃখিতা ॥
 কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ নাম সার।
 কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য মনে ধরে না যে আর ॥
 চিন্তামণি বিনা দেবী চিন্তাহরু মনে।
 কিরূপে পাইব কৃষ্ণ আধির অঙ্কনে ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তি করিলা নিশ্চিত।
 আশ্বপত্র দ্বারকায় পাঠান উচিত ॥
 কারে পাঠাইব তথা কে আছে এমন।
 দোপদে লইয়া লিপি যাবে কোন জন ॥

এক্ষেপে অচিন্ত্যদরী অন্তরে চিন্তিয়া ।
 প্রতিবাসী এক দ্বিজে আনে ডাকাইয়া ॥
 সমুদায় বিবরণ করয়ে দ্বিজবরে ।
 কান্দে দেবী ব্রাহ্মণের ছুটি পদে ধরে ॥
 গদগদ ভাবে দেবী শ্রীতি করে কর ।
 এক উপকার কর দ্বিজ মহাশয় ॥
 একবার দ্বারকার ঘাইতে হইবে ।
 আমার এই পত্রখানি কৃষ্ণেরে সঁপিবে ॥
 বহু পুরস্কার কৃষ্ণ করিবে তোমার ।
 জন্মের মত আমি তব বিকাইব পার ॥
 ধনের প্রসঙ্গ শুনে নির্দ্বন্দ্ব ব্রাহ্মণ ।
 বলে মা অবশ্য তথা করিব গমন ॥
 রাখিব তোমার বাক্য দ্বারকার ঘাষ ।
 তব হিত করে ধন সমুচিত্ত পাব ॥
 এত শুনি কল্লিণী হইয়া তুষ্ট-মন ।
 পত্রদ্বয়ে লিখিলেন আশ্ব-বিবরণ ॥
 সংগোপনে সেই পত্র ব্রাহ্মণে সঁপিল ।
 পত্র লয়ে দ্বিজবর দ্বারকা চলিল ॥
 দিবা রাত্রি যায় দ্বিজ বিশ্রাম না করে ।
 অপরেতে উত্তরিল দ্বারকা-নগরে ॥

দেখি দ্বারকার শোভা চমকে ব্রাহ্মণ ।
 কোন স্থানে আইলান তাবরে তখন ॥
 শুনেছি অমরাবতী ইন্দ্রের আলয় ।
 সেই বুঝি এই স্থান হইবে নিশ্চয় ॥
 কিবা ব্রহ্মলোক হবে ব্রহ্মার আবাস ।
 অথবা বৈকুণ্ঠ কিবা শিবের কৈলাস ॥
 পৃথিবীতে নানা রাজ্য করেছি ভ্রমণ ।
 কুত্রাপি এমন স্থান করিমো দর্শন ॥
 ধন্য ধন্য কৃষ্ণক্সে বড় বনী বটে ।
 বহু অর্থ পাব আমি কৃষ্ণের শিকটে ॥

এত বলি পুর-দক্ষ্যে করিল গমন ।
 দ্বিজ দেখি প্রসক্তি করিল সারথীগণ ॥

মিষ্ট বাক্য কৃষ্ণচক্রে দ্বিজ প্রতি কয় ।
 কোথা হৈতে আইলেন দ্বিজ মহাশয় ॥
 বিপ্র বলে বাস করি বিদর্ভ-নগরে ।
 পত্র লয়ে আসিয়াছি কৃষ্ণের গোচরে ॥
 অন্তভাবে বুঝি কৃষ্ণ হইবে আপনি ।
 আসিয়াছি দিতে তোমায় এই পত্রখানি ॥
 কৃষ্ণ বলে আমি কৃষ্ণ শুনহে ব্রাহ্মণ ।
 প্রদান করহ পত্র পড়ি বিবরণ ॥
 শুনিয়া ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ-হস্তে পত্র দিল ।
 কৃষ্ণাঙ্গীর পত্র হরি পড়িয়া বুঝিল ॥
 পাইয়া পবিত্র পত্র কৃষ্ণ পুলকিত ।
 পয়ার প্রবন্ধে দ্বিজ কবিল রচিত ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভে যাত্রা ।

যাইতে বিদর্ভ-রাজ্যে কৃষ্ণ কুপাবান্ ।
 আক্সা দিলা সাবধিরে সাজাতে বিমান ॥
 শ্রীমুখের আক্সা শুনে দারুক সত্বরে ।
 যতনে গরুড়-ধ্বজ রথ সজ্জা করে ॥
 পবন-গমন অথ রথেতে ঝড়িল ।
 গদা ধ্বজা ধনু অস্ত্র রথেতে তুলিল ॥
 অপরেতে সুসজ্জিত হর্যো নারায়ণ ।
 চক্রোপরি চক্রধারী উঠিলা তখন ॥
 ব্রাহ্মণে সঙ্গেতে করি যতনে লইল ।
 সঙ্গেতে ত্রিভঙ্গ ক্রাম বিদর্ভে চলিল ॥
 দারুক চালার অথ পবন-সমান ।
 চকিতে আকাশ-পথে উঠে রথধান ॥
 দেখিয়া দ্বিজের মনে ত্রাস উপজিল ।
 হাতে হৈতে জল-পাত্র অমনি পড়িল ॥
 কান্দিয়া ব্রাহ্মণ বলে হল সর্বনাশ ।
 লভ্য বাকু পূর্ব ধন হইল বিনাশ ॥
 কৃষ্ণের নিকটে না মিলিল কড়া কড়ি ।
 শৈত্রিক বিষয় গেল আসি রত্নারডি (১) ॥

এত ভাবি কহে দ্বিজ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি ।
 ওহে কৃষ্ণ রাখ রথ করিহে মিনতি (১) ॥
 উঠিয়া তোমার রথে প্রমাদ ঘটিল ।
 পূৰ্ণ ধন জল-পাত্র মাটিতে পড়িল ॥
 তুমিত আমার হস্তে বহু ধন দিলে ।
 সঞ্চিত ধনেতে শেষ বঞ্চিত করিলে ॥
 কি আশ্চর্য্য এ ঐশ্বর্য্য বহুমূল্য ধন ।
 কিছু ব্যয় নাই মাত্র মধুর বচন ॥
 ভাগ্যবস্ত দয়্যাবস্ত জান্তে বাকি নাই ।
 জলপাত্র তুলি দেও ফিরে ঘরে যাই ॥
 ব্রাহ্মণের বাক্যে কৃষ্ণ লজ্জিত হইল ।
 রাখ রথ সারথিরে কহিতে লাগিল ॥
 শুনে স্মৃত বলে যথা পাত্রটি পড়িল ।
 তথা হৈতে রথ এক যোজন আইল ॥
 ছাড়াইয়া চারি কোশ আগে এল রথ ।
 কিরে বাওরা এখন আর ভার এত পথ ॥
 সে উত্তর দ্বিজবর শ্রবণ করিয়া ।
 বলে আমি রথ হইতে পড়ি ঝাপ দিয়া ॥
 অতি ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের অতি ভ্রান্ত মন ।
 তুচ্ছ ধনে বাসনা ত্যজিয়া কৃষ্ণধন ॥
 ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিতে সাধ্য বার ।
 সামান্ত লাগিয়া তারে করে তিরস্কার ॥

হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের প্রীতি ।
 স্থিরচিত্ত হও মনে বিপ্র মহামতি ॥
 ধনের জন্তেতে তুমি হওনা হুঃখিত ।
 তুবিব তোমার চিন্ত্য দিয়া সমুচিত ॥
 চল আগে বিদৰ্ভেতে করিহে গমন ।
 কষ্ট বাবে তুষ্ট হবে পাবে বহু ধন ॥
 এত বলি প্রবোধিয়া দয়িত্র ব্রাহ্মণে ।
 বিদৰ্ভে চলিলা হরি কল্লিঙ্গী-হরণে ॥
 রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম কদে করি আশ ।
 দ্বিজবর বিরচিল দায়কা-বিলাস ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভে গমন ।

হেনরাপে হৃষীকেশ বেড়াইয়া নানা দেশ
উত্তরিয়া বিদর্ভ-নগরে ।
ধাকি অতি সংগোপনে বার্তা দিতে প্রিয়াজনে
পাঠাইলা উক্ত দ্বিজবরে ॥
হরিষে বিবাদ মন হয়ো চলিল ব্রাহ্মণ
যেখানেতে ভীষক-নন্দিনী ।
নিরক্ষিয়া সে ব্রাহ্মণে কমলা প্রফুল্ল মনে
প্রণমিয়া কহেন কৃষ্ণিণী ॥
কহ দ্বিজ মহাশয় গিএছিলে যে আশয়
সে বিষয় হল কি স্মার ।
কি হইল মম পক্ষে কি উত্তর কৃষ্ণ-পক্ষে
প্রাণ-রক্ষে হবে কি আমার ॥

দ্বিজ বলে রাজকথা আমারে হৈয় না দৈত্যা
কালী তব কুশল করেছে ।
পাঠাইয়েছিলে যত্র যারে লিখিছিলে পত্র
সেই কৃষ্ণ বিদর্ভে এসেছে ॥
এত শুনি দ্বিজমুখে শ্রবণ জুড়ায় সুখে
সুসংবাদ করিয়া শ্রবণ ।
জাননে অঙ্গ অবশ উপজিল প্রেমরস
নিভিল বিচ্ছেদ-হতাশন ॥

দেবী অতি তুষ্ট মনে বিনয়ে কহে ব্রাহ্মণে
ওহে দ্বিজ যে কৰ্ম করিলে ।
কি দিব সামান্য ধন জন্মের মত হে ব্রাহ্মণ
বিনিমূলে আমারে কিনিলে ॥
দ্বিজ বলে একি দায় তুল্য দেখি দুজনায়
তিনিও বলেন ঐ কথা ।
একি আলা ভাবি তাই দেওয়া থোয়া কারু নাই
মধুর বচন মাত্র বুধা ॥
এত ভাবি হৃৎ-মনে ব্রাহ্মণ চলে ভবনে
একাকার পুন চরংকার ।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

লক্ষ্মী দিরাছেন বর ঘুচেছে পত্রিকা-ঘর
 মনোহর হয়েছে আগার ॥
 ছিজের বনিতা যিনি ভূষণে ভূষিতা তিনি
 দাস দাসী হয়েছে বিস্তর ।
 না দেখিয়া নিজ-ভর্তা হুঃখে ব্রাহ্মণী উদ্ভতা
 কোথা কর্তা বলে নিরন্তর ॥
 হেন কালে ছিজবর না দেখিয়া নিজ-ঘর
 প্রতিবাসিগণে জিজ্ঞাসয় ।
 মম গৃহ কি হইল . ব্রাহ্মণী কোথায় গেল
 কে লইল আমার বিষয় ॥
 রাধাকৃষ্ণ-রাক্ষা-পার বিক্রীত করিয়া কায়
 মনে ভেবে যুগল-চরণ ।
 সেই রাধাকৃষ্ণ দাস এই দ্বারকা বিলাস
 পশ্চমতে করিল রচন ॥

ব্রাহ্মণীর সহিত ব্রাহ্মণের পরিচয় ।

ব্রাহ্মণ আপন ভবন অবেষণ না পাইয়া অত্যন্ত অশান্ত-ভ্রান্তযুক্ত হইয়া
 নগর-পথে ভ্রমণ করিবাতে ভগবদিচ্ছায় ঐ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী বসন ভূষণ
 পরিধান পূর্বক দাসীগণ সমভিব্যাহারে অট্টালিকার উপরিভাগে আরোহণ
 পূর্বক স্বপতি অভাবে ঐ সতী অতি সকাতরা হইয়া পতির জন্তে হুঃখান্তঃ-
 করণে রাজপথ বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন । এমন কালে আপন
 ভর্তা ব্রাহ্মণকে সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত হর্ষ পূর্বক অনেক দাসীকে কহিলেন—
 হে দাসী ঐ ব্রাহ্মণকে আমার নিকটে ডাকিয়া আন । যে আজ্ঞা বলিয়া
 দাসী স্বরিত গমনে ছিজ-সরিধানে আগমন পূর্বক বিনয় বাক্যের দ্বারায়
 ব্রাহ্মণের প্রতি কহিতেছেন—হে ঠাকুর মহাশয় আমাদিগের কর্ত্তা ঠাকুরাণী
 আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন । ব্রাহ্মণ কহিল হে দাসী আমি তিক্ত দরিদ্র
 নির্ধন ব্রাহ্মণ আমাকে তোমার ঠাকুরাণীর কি প্রয়োজন । দেখিতে পাই
 তুমি ভাগ্যবন্ত ব্যক্তির বাটীতে থাক এবং ভাগ্যবতী নারীর প্রেরিতা
 আমি কি ভয়সার নারীর কথাই বাই, তথাপি দাসী সে সমস্ত কথা অন্তথা
 করিয়া ব্রাহ্মণের করগ্রহণ পূর্বক বাটীর মধ্যে লইয়া গেল । ব্রাহ্মণী
 ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিয়া হস্ত বধনে পতির চরণে শিরঃ সংস্থাপন
 করিবাতে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ—এস বাছা পূজ্যবতী ভব । ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের
 হৃদয় প্রবণে লজ্জিতা হইয়া বলে সে আবার কি কথা, তিনিতে বুকি পার না,

আমি যে তোমার ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণ বলিল যতপি তুই আমার ব্রাহ্মণী তবে
কিরূপে এরূপ বিভব প্রাপ্ত হইয়াছিস এবং নানারূপ মণি মানিক্য রজত
কাঞ্চন বসন ভূষণ অপূৰ্ণ ভবন কার দ্বারায় সঞ্চয় করিয়াছিস, অসুমান
করি কএক দিবস বাটীতে না থাকাতে আমাকে তুচ্ছ বোধ করিয়া

* * * * *

ব্রাহ্মণী কহিল হে স্বামিন্ আপনি শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া নষ্ট লোকের
জ্ঞার চুই কথা কহিবেন না, আমি পতিব্রতা পতিভক্তা পতি-প্রেমাসক্তা।
নিজ ভর্তা ভিন্ন অত্র পুরুষ পরেশ হইলেও দর্শন বা স্পর্শন করি না। তবে
যে রূপে এরূপ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা কহি শ্রবণ কর—গত রাহে
পূৰ্ণ পত্র-কুটীর-মধ্যে শয়নে থাকিয়া সুশ্রদ্ধা সন্দর্শন করিয়াছি—যেন জনৈক
ভুবনমোহিনী গৌরান্বী কমলাসনা কমল-বদনা কমল-নয়না আমার শিয়রে
বসিয়া বলিতে লাগিলেন—ওগো ব্রাহ্মণী তোমার ব্রাহ্মণ্যের গুণে আমি
কমলা বাধিতা হওত অচলা হইয়া তোমার গৃহে চিরবাস করিলাম, এই
সুশ্রদ্ধা আশ্রয় ঐশ্বর্য দেখিয়া চমৎকার জ্ঞান করিয়াছি। ব্রাহ্মণী এই
কথা কহিবাতে ব্রাহ্মণের কোন মতে বিশ্বাস হইল না। পরে দৈববাণী
শ্রবণে বিপ্র বিশ্বাস মানিয়া স্বনারীর কর গ্রহণান্তর স্বর্গমর পুরীতে প্রবেশ
করত পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥

রুক্মিণী আত্মা শক্তি দেবীকে পূজা করিয়া চৌত্রিশ

অক্ষরে স্তব করেন।

এখানেতে রুক্মিণীর স্তব বিবরণ।

কৃষ্ণ-আগমন গুনে প্রফুল্লিত মন ॥

বসন ভূষণ পরে হয়ে আনন্দিতা।

সুস্থির হইলা মনে ভীষক-দুহিতা ॥

অপরেতে রাজরাণী কহে নারীগণে।

রুক্মিণীয়ে লরে যাও দেবী-দরশনে ॥

কুলের দেবতা কালী আইস পূজা কোরে।

এত জনি নারীগণ চলিল সন্মরে ॥

দেবীর আশরে গিয়া রুক্মিণী তখন।

পূজিয়া পার্শ্বভী-পদ করয়ে স্তবন ॥

অর অর অরকালী কালান্ত-রূপিণী।

কালটীয়ে পতি দে মা কাল-সীমন্তিনী ॥

খড়্গানী খর্পর-ধরা খলহাস্ত-মুখী ।
 খেদে মরি কৃষ্ণধনে দিয়া কর স্মৃখী ॥
 গিরিজা গণেশ-মাতা গতি-প্রদায়িনী ।
 গোলোক-নাথেরে মোরে দেহগো জননী ॥
 ঘোরবনে দৈত্যগণে করিলে নিশ্চূল ।
 ঘনশ্রমে পতি দে মা হয়ে অশূল ॥
 উকার-রূপিণী কালী উকার-রূপিণী ।
 উৎকর্ষা ঘূচায় দেও কৃষ্ণ গুণমণি ॥
 চণ্ডে বধে চামুণ্ডা হয়েছে তব নাম ।
 চিন্তামণি দিয়া মোর পুরাও মনস্কাম ॥
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ ।
 ছলনা ছাড়িয়া মোরে দেহ কৃষ্ণধন ॥
 জগদম্বা জগন্মাতা জগতের গতি ।
 জগৎপতি কৃষ্ণ যেন হয় মম পতি ॥
 বরবর রসনা হইতে স্মৃখা করে ।
 ঝটিতে শ্রীকৃষ্ণে দেখা ছুড়াই অন্তরে ॥
 একার-রূপিণী মাগো একার-রূপিণী ।
 ইন্দ্ৰিতে কৃষ্ণের দে মা ঈশান-মোহিনী ॥
 টলটল করে ধরা পরশে চরণ ।
 টেনে ফেলে শিশুপালে দে মা কৃষ্ণধন ॥
 ঠাকুরাণী কর পার ঠকঠকি-হাতে ।
 ঠাকুর ত্রিভঙ্গে দে মা ধরি চরণেতে ॥
 ডুব্বরেতে সদাশিব তব গুণ গান ।
 ডরে মরি কৃষ্ণে দিয়া কর পরিত্রাণ ॥
 ঢলঢল স্মৃখাপানে নরনের তারা ।
 ঢেকে ঘেরে শিশুপালে কৃষ্ণে দে মা তারা ॥
 নকার-রূপিণী দুর্গে নকার-রূপিণী ।
 নন্দ-স্বতে পতি দে মা নন্দের নন্দিনী ॥
 ত্রৈলোক্য-তারিণী তুমি তুল্য দিতে নাই ।
 তব পদে ধরি তারা কৃষ্ণে যেন পাই ॥
 থাকিতে জননী তুমি হুঃখ পাই মনে ।
 হির হই স্থান পেলে কৃষ্ণের চরণে ॥
 হর্দী নামে হর্গতি ঘূচাও তিল পুরে ।
 দীনবন্ধ কৃষ্ণে দে মা হুঃখ বাহু হুঃখ ॥

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

পথে বেতে বেতে বলে অন্তরেতে
 কোথা হে দরাল হরি ।
 প্রাণে মরে দাসী দেখা দেও আসি
 কোথা আছ পরিহরি ॥
 না হেরে তোমার ধৈর্য্য ধরা দায়
 সহ নাহি হয় ক্লেশ ।
 কর পরিভ্রাণ তবে থাকে মান
 নহে প্রাণ অবশেষ ॥
 এসেছ আপনি স্তনি গুণমণি
 অধিনী জীবনে আছে ।
 কর হিতাহিত কর না বঞ্চিত
 তবে যাব কার কাছে ॥

এত ভাবি মনে সখীগণ সনে
 দেবী করেন গমন ।
 বলে কোন মেয়ে হের দেখ চেয়ে
 মেঘে আচ্ছন্ন গগন ॥
 ভ্রমিত গমনে চলগো ভবনে
 বিলম্বিতে নাহি ফল ।
 আচম্বিতে একি ঘোর মেঘ দেখি
 চল চল এল জল ॥
 সে কথা শুনিয়া বিষয়া হইয়া
 দেখেন দেবী কল্পিণী ।
 নহে জলধর রথের উপর
 কৃষ্ণরূপে কাদম্বিনী ॥
 দেবীমনে তুষ্ট বলে এল কৃষ্ণ
 কষ্ট খুচাতে আমারি ।
 এতেক ভাবিয়া চলিল চলিয়া
 কল্পিণী রাজ-কুমারী ॥
 অপরে শ্রীহরি আসি স্বরা করি
 রথ লয়ে নিকটেতে ।
 কল্পিণীর কর ধরি শীতাম্বর
 তুলিল আপন রথে ॥

কুঞ্জিনীয়ে হরি যদি লন হরি
 গ্রহরী যতেক ছিল ।
 হর্যো ক্রোধাস্তর করে উচ্চৈঃস্বর
 ধর ধর আরম্ভিল ॥
 হর্যো কোপবস্ত যন্তেক সামস্ত
 স্ত্রীমাঙ্গে বরিষে বাণ ।
 বলে ওরে চোর আয়ঃ শেষ তোর
 আজি হারাইনি প্রাণ ॥
 পাছু না বুঝিয়া খুঁবিক হইয়া
 সিংহ-গৃহে কর জোর ।
 নাহি ভাণ পাবে আজি শান্তি হবে
 ঘোর ভেঙ্গে যাবে চোর ॥
 এতেক বলিয়া সকলে কুসিয়া
 ঘুড়িয়া ধমুকে শব ।
 কুক্ষের উপরে অস্ত্র বৃষ্টি করে
 যেন বর্ষে জলধর ॥

হাসি নারায়ণ ধরি মৃদশর্শ
 রিপু-অস্ত্র নিবারিল ।
 স্ব-অস্ত্রে কেশব নাশে সৈন্ত সব
 জাসে কত পলাইল ॥
 হস্তে দুঃখ-হৃত গিয়ে ভগ্নদূত
 ধায়ে কস্তুরী গোচরে ।
 বহে কলখাস বলে সর্বনাশ
 কুঞ্জিনী হরিল চোরে ॥
 দুস্তের বচন করিরা শ্রবণ
 কস্তুরী ক্রোধামলে জলে ।
 বত রাজা ছিল গর্জিয়া উঠিল
 রাগে মার মার বলে ॥
 হরে দুঃখ-হৃত হাতে বান্ধি হৃত
 শিশুপাল এসেছিল ।
 কুঞ্জিনী-হরণ তুনিয়া তখন
 শিরে হস্ত লে বসিল ॥

শ্রীশঙ্কর-চরণ করিয়া শ্রবণ
বিকাইয়া সে চরণে ।
রাধাকৃষ্ণ দাস দ্বারকা-বিলাস
পর্যায় প্রবন্ধে ভণে ॥

রুক্মী রাগান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে যায় ।

রুক্মী বলে কে করিল সাহস হৃদয় ।
কে হরিল রুক্মীগীয়ে কেবা সে তরুর ॥
বাইতে যমের ঘরে কে আসি ইচ্ছিল ।
জলন্ত অনলে আসি কেবা ঝাঁপ দিল ॥
দূত বলে সুবরাজ নিবেদন করি ।
অন্য দ্বার চৌর্য্যবৃত্তি নাম চোরা হরি ॥
সেই কৃষ্ণ লম্পট কপট আগমনে ।
রুক্মিণী হরিল পথে বধে সৈন্তগণে ॥
কৃষ্ণনাম শ্রবণেতে করিয়া শ্রবণ ।
অধিক জলিল কোপে কৃষ্ণ-ধ্বজগণ ॥
ভীষ্মক ভূপতি শুনে এ সব সংবাদ ।
বলে কৃষ্ণ পুরালে কি মোর মনসাধ ॥
বাছা-কন্নতরু তুমি বাছা-সিদ্ধিকারী ।
অতএব বাছা পূর্ণ করিলে আশারি ॥

ডুবিল ভীষ্মক-ভূপ আনন্দ-সাগরে ।
অপরে সমরে রুক্মী চলে ক্রোধভরে ॥
অরাসক শিশুপাল আদি কৈত্রিগণে ।
কোপ করি ধনু ধরি চলে সতে রণে ॥
সসৈন্তে ভূপতিগণে কৃষ্ণেরে ঘেরিল ।
মাতঙ্গ ধরিত্তে যেন পতঙ্গ ধাইল ॥
আতঙ্ক ত্যজিয়া বলে অরাসক রায় ।
এখানে মরিতে কেন আইলি দুঃশায় ॥
লোভে কোভ পাশে মৃত্যু ঘটিল তোমার ।
জান না যে অরাসক সাপক ইহার ॥
শালাইয়া বেঁচে আইল লুকায় লুকায় ।
অন্ত নত পাঠাইব বদালয় হোমায় ॥

শিশুপাল বলে একি সহ্য হয় আমার ।
 করিল আমাব হস্তে হুতা-বান্ধা সার ॥
 মম সঙ্গে সশ্রদ্ধ হইল পাশাপাশি ।
 স্বচ্ছন্দে করিল চুরি মোরে দিরা ফাঁকি ॥
 কি কব ছুঃখের কথা খেদে ফাটে বুক ।
 কোন লাজে দেশে গিয়া দেখাইব মুখ ॥
 এত বলি শিশুপাল অতি রাগান্তরে ।
 বাণ বরিষণ করে কৃষ্ণ-কলেবরে ॥
 অস্ত্র অস্ত্র যত রাজা যুদ্ধে প্রবেশিল ।
 কৃষ্ণের উপরে অস্ত্রযুগি আরম্ভিল ॥
 সমূহ বিপক্ষে যদি আরম্ভিল বণ ।
 ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রবর্তিল নারায়ণ ॥
 শারঙ্গ ধনুকে কৃষ্ণ গুণ চড়াইয়া ।
 ধরমান নানা বাণ এড়েন কুশিয়া ॥
 কৃষ্ণ-অস্ত্রে অঘণে হইল অন্ধকার ।
 বিপক্ষের বাণ বাণে করিল সংহার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বাণ খেয়ে শত্রুর সামন্ত ।
 পড়িল অনেক জন হইল প্রাণান্ত ॥
 যত রথী সৈন্যপতি হইল মূর্ছিত ।
 বিষ্ণু-বাণে বীরগণে ব্যাধায় ব্যথিত ॥
 রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম হৃদে করি আশ ।
 রাধাকৃষ্ণ দাসে ভাষে ধারকা-বিলাস ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে বলরাম আসিয়া যুদ্ধ করেন ।

হেন রূপে রাজাগণে করে বিসম্বাদ ।
 মনে মনে মন্ত্রণা করেন কালাচাঁদ ॥
 শত্রুগণ সঙ্গে মোর সমর বাজিল ।
 দাদা বলরাম বাকী কিছু না জানিল ॥
 এত বলি বলরামে কবিল স্মরণ ।
 জ্ঞানের স্মরণে রামের চিত্ত উচাটন ॥
 বোগ-পথে অবগত হইয়া সকল ।
 বিমর্ষে চলিল রাম সমরে অটল ॥

রুম্মীর সহিত কৃষ্ণ যুদ্ধ করে বধা ।
করিলা মৃগেন্দ্র-ধ্বনি উত্তরিল তথা ॥

বলভদ্রে দেখি কৃষ্ণ তুষ্ট অতি মনে ।
মধুপানে মত্ত রাম প্রবর্তিল রণে ॥
লাঙ্গল মুঘল লয়ে রাম করে রণ ।
সৈন্ত নাশে অগ্নি যেন দহে উলূবন ॥
এক মুঘলের ঘাতে শত শত মরে ।
রিপুচর পায় ভয় হাহাকার করে ॥
দেখে রণ রাজাগণ শিরে হস্ত দিল ।
বলে আর বাঁচা ভার লাঙ্গলা আইল ॥
ত্রাস ভেবে শত্রু সবে করে হার হার ।
কেহ কহে রক্ষা ভার অস্ত্রকার দার ॥
কাণ্য নাই চল ভাই কেহ কহে কারে ।
যুদ্ধ করে লাঙ্গলারে কে জিনিতে পারে ॥

কেহ বলে যা বলিলে পালান মঙ্গল ।
নহে প্রাণ অবসান হইতে মুঘল ॥
হেন মতে সকলেতে করএ বিচার ।
সমরে সংহারে রাম সামন্ত অপার ॥
ক্রোধ-যুত রাজ-সুত রুম্মী হয়ে মনে ।
দর্প করে যুদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥
করে বাণ স্নানান বত জানা ছিল ।
সে সমস্ত হল ব্যর্থ কৃষ্ণ নিবারণ ॥
হয়ে ত্রস্ত নিজ অস্ত্র এড়ি ভগবান ।
ধানধান করিলা রিপুর রথধান ॥
কৃষ্ণচন্দ্র অর্জুচন্দ্র-অস্ত্র প্রহারিরা ।
বিরথী করিলা তার সারথি কাটিরা ॥

সমর ছাড়িয়া রুম্মী পলাইতে চার ।
ধরে কেশ দ্বীকেশ রথে বান্ধে তার ॥
রুম্মীরে বন্ধন বধি করিলেন হরি ।
পারে ভর ভল দেয় রণে যত অগ্নি ॥
যেন রূপে কৃষ্ণপদে হয় অর অর ।
বিপকে বিনুথ হয় হয়ে পরাজয় ॥

কৃষ্ণীর বন্ধন দেখে বলেন বলাই ।
 বলি তাই একি ভাই করেছ কানাই ॥
 সম্বন্ধে গোরব কৃষ্ণী খালক তোমার ।
 বন্ধন-মোচন শীঘ্র করহ উহার ॥
 এত বলি বলদেব বন্ধন এলার ।
 মৃত্যুকর হয়ে দুঃখে কৃষ্ণী গৃহে যায় ॥
 রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ ।
 রাধাকৃষ্ণ দাসে ভাবে হারকা-বিলাস ॥

ছারিকাবাসিনী নারীগণ রুক্মিণীয়ে নিরীক্ষণপূর্বক রূপ-
 বর্ণন করেন ।

কমলারে সঙ্গে লয়ে কমললোচন ।
 উদয় হইল আসি হারকা-ভুবন ॥
 রুক্মিণীয়ে হেরে যত পূর্ববাসিনী-নারী ।
 বলে দিদি এ রূপের তুল্য দিতে নারি ॥
 বর্ণিতে ইহার বর্ণ হারি মানে বর্ণ ।
 এ বর্ণ নিকটে মরি কি ছার সূবর্ণ ॥
 স্বর্ণ বুঝি কেমনে এ বর্ণ দেখেছিল ।
 তেঁই সে বিরাগে দীপ্ত অনলে দহিল ॥
 মুখচন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র-বিনিমিত ।
 তাহে আধিপদ্য নীলপদ্ম প্রকাশিত ॥
 কুসুম-কোদণ্ড যেন বিধণ্ড করিয়া ।
 কুসুম-মাঝে মদন বেধেছ প্রকাশিয়া ॥
 গৃধিনীর গর্জ গর্জ দেখে শ্রুতি-মূল ।
 নাসায় মিশায় খগ আর তিল-ফুল ॥
 সীমিতে সিন্দূর-বিন্দু কি শোভা করেছে ।
 প্রভাতের ভাষ যেন উদয় হয়েছে ॥
 এ নারীর ওষ্ঠাধর না হেরেছে যেই ।
 কুসুম পক্ষ বিধকে প্রশংসা করে সেই ॥
 নাগরে মুক্তার স্থিতি শুনিগো শ্রবণে ।
 এবে কি করেছে বাস ইহার দশনে ॥
 হরে বুঝি কুচপদ্ম পদ্ম লাজভরে ।
 নিছক সখা থাকে সলিল-তিভরে ॥

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।

চাচর চিকুর কিবা দেখি চমৎকার ।
 হেন জ্ঞান বেশ নব মেঘের সকার ॥
 কি কব কটির কথা আঁহা মরে বাঁই ।
 হেরে বুঝি লাজে সিংহ বলবাসী তাই ॥
 ইহার নিভব বুঝি করিয়া দর্শন ।
 খেদে ক্রিতি মাটি হল হেন লর মন ॥
 জিনি রামরজা-তরু উরু মনোলোভা ।
 পাদ-পদ্ম হতে স্থলপদ্ম নহে শোভা ॥
 এইরূপে রামাগণে রূপ প্রশংসার ।
 প্রায় প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণ দাসে কর ॥

কৃষ্ণগীত-সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ।

হেন রূপে নারীগণ প্রশংসিল সর্বজন
 অপমোহে করহ প্রবণ ।
 বেদ-বিধি-অনুসারে কমলাঙ্গী কমলারে
 বিবাহ করিল নারায়ণ ॥
 রতনে রতন পায় মনের বেদনা যায়
 কৃষ্ণ-বামে বসিল কৃষ্ণগী ।
 তমাল-বৃক্ষেতে যেন স্বর্ণলতা শোভেছেন
 মেঘ-আঁড়ে যেন সৌদামিনী ॥
 বতনে রতনাসনে বসিলেন দুই জনে
 দাসীগণে করএ ব্যজন ।
 লক্ষী পেয়ে নারায়ণ পরম সন্তুষ্ট মন
 কমলার প্রভুর বলদ ॥
 মিলনে যুগল রূপ অশোভিত অপরূপ
 সেরূপ বর্ণি নাহি হয় ।
 হেরে করি অনুবাস মনে হেন হয় জ্ঞান
 রবি শব্দী একত্রে উদয় ॥
 নিত্য রূপ-নিরীক্ষণে বসন্ত সানন্দ সনে
 প্রকাশ হইলা তথায় ।
 দেখিবারে নিত্য গীলা প্রকাশিত বোল কলা
 কোকিল পঞ্চম করে গায় ॥
 মিলিয়া প্রভুর লবে শুভ শুভ শুভ রবে
 কৃষ্ণ-কমলার মিলন ॥

উভয়ের পাদ-পদ্ম

জ্ঞান করি স্থলপদ্ম

“ মধু-লোভে ধার মধুকর ॥

রাধাকৃষ্ণ-রাস-পায়

বিক্রীত করিয়া কায়

মনে ভাবি যুগল-চরণ ।

সেই রাধাকৃষ্ণ দাস

এই দ্বারিকা-বিলাস

পঞ্চ-ছন্দে করিল রচন ॥

বৈশম্পায়ন ঋগ্বেদ্যের প্রতি কহিতেছেন—শুন মহারাজ শ্রীহরি অষ্টাদশ সহস্র একশত অষ্ট মল্লিবী লইয়া সুখান্তরে দ্বারকা নগরে সকৌতুকে পরম সুখে স্বচ্ছন্দ পূর্বক বিহার করেন । প্রত্যেক মল্লিবীর গর্ভে শ্রীহরির দশ পুত্র দশ কন্যা হয় । প্রধান মল্লিবী কল্লিণীর সন্তান প্রহ্লাদ প্রভৃতি এবং জাম্ববতীর সন্তান জাম্বু প্রভৃতি সত্যভামার সন্তান সারণ প্রভৃতি ইত্যাদি শ্রীহরির সন্তানদিগের নাম এবং শ্রীহরির কুমারদিগের এক এক ব্যক্তির ঐরূপ দশ দশ পুত্র ও দশ দশ কন্যা হয় । এমন প্রকারে শ্রীহরির ছাপ্পার কোটি পুত্র পৌত্রে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল, তাহার মাহাবল পরাক্রান্ত দৌর্দণ্ড প্রতাপান্বিত হইয়া দ্বারকায় কালযাপন করেন । শ্রীহরির বংশ-বৃদ্ধি প্রসঙ্গ যে ব্যক্তি একান্ত চিন্তে শ্রবণ করে সে ব্যক্তি নিঃসন্তান থাকিলে সন্তান প্রাপ্ত করেন ॥



